মহাভারত।

হরিবংশপর্ব্ব।

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত।

শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ কর্ত্তৃক
বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও পরিশোধিত।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়ের ব্যয়ে ও প্রযত্নে
প্রকাশিত।

"যিনি হরিবংশ লিপীবদ্ধ করিয়া রাখেন, ভ্রমর যেরূপ লোলুপ হইয়া প্রফুল্ল কমলের প্রতি ধাবিত হয়, তাহার সদৃশ সেই সদাচারী ব্যক্তি শ্রীহরির চরণকমল প্রাপ্ত হন।"

হরিবংশ।

কলিকাতা

সিমুলিয়া-হেদুয়া-দীঘীর পূর্ব্ব হরিপালের লেন ৭ নং ভবনে

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবিহারিলাল দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৭৭ সাল।

মহাভারত।

হরিবংশপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া তদনন্তর জয় উচ্চারণ করিবেক।

যে ব্যক্তি মহর্ষি দ্বৈপায়নের ওষ্ঠপুটবিনিঃসৃত, অপ্রমেয়, পবিত্র, পাপহর ও মঙ্গলকারণ, মহাভারতের পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, তীর্থজলাভিষেচন দ্বারা তাঁহার পক্ষে কি অধিকতর ফল উৎপন্ন হইতে পারে? পরাশরসূনু, সত্যবতী-হৃদয়ানন্দ-বর্দ্ধন সেই মহর্ষি বেদব্যাস জয়যুক্ত হইতেছেন, যাঁহার মুখ-কমল-বিগলিত অমৃতময় বাঙ্ময় পান করিয়া সমস্ত জগৎ অপার আনন্দ অনুভব করে। যে মহাত্মা সুবর্ণ-শৃঙ্গ-বিভূষিত গোশত, বেদপারগ বহুশ্রুতান্বিত ব্রাহ্মণকে দান করেন, এবং যিনি পুণ্যা মহাভারতকথা শ্রবণ করেন তাঁহাদের উভয়েরই সদৃশ ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ফল লাভ হয়। শতসংখ্যক অশ্বমেধ ও চতুঃসহস্র শত ক্রতু দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, হরি-

বংশদান দ্বারা তৎসমুদায় অনন্ত, ও অবিনশ্বর হইয়া থাকে, ইহা মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাজপেয় ও রাজসূয় যজ্ঞের ও হস্তিরথ-নামক মহাদানের যে বিশেষ বিশেষ ফল প্রদর্শিত হইয়াছে, হরিবংশদান দ্বারা তৎসমুদয় লাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্যই প্রমাণ, এবং ইহা মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃকও কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি যথা-বিধানে হরিবংশ লেখন করান, তিনি তৎক্ষণাৎ মহত্তপোরাশি হইয়া, মধুগন্ধলুব্ধ মধুপ যেরূপ কমল পাইয়া থাকে, সেইরূপ চরমে হরির চরণকমল প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন্।

কোন সময়ে নৈমিষারাণ্য ক্ষেত্রে ধর্ম্মাত্মা কুলপতি মহর্ষি শৌনক, অক্ষয়-বিভূতিযুক্ত যে মহর্ষিকে পিতামহ ব্রহ্মা হইতে ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ বলিয়া থাকে, নারায়ণের অংশসমুদ্ভূত পরা-শরের একমাত্র অদ্বিতীয় পুত্র অশেষ-বেদ-নিধান সেই মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া, ও আদিপুরুষ, ঈশান, পুরুহূত, বহুস্তুত, সত্য, একাক্ষর, ব্রহ্মস্বরূপ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সনাতন, সৎ ও অসৎ, বিশ্বাত্মক, ভাব ও অভাব পদার্থের পর, পর ও অবর সমুদয় পদার্থের স্রষ্টা, পুরাণ, পরমাত্মস্বরূপ, অব্যয়, মঙ্গলৈককারণ, সর্ব্বব্যাপী, বরেণ্য, অনঘ, শুচি, স্থাবর জঙ্গম পদার্থজাতের একমাত্র গুরু, হৃষীকেশ দেব ভগবান্ হরিকে নমস্কার করিয়া সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ সূতাত্মজকে জিজ্ঞাসা করি-লেন। শৌনক কহিলেন। হে মহাত্মন্ সৌতে! আপনি, নিখিল ভারত ও অন্যান্য সমুদয় বংশীয় পার্থিবগণের ও দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, দৈত্য, সিদ্ধ, গুহ্যক, এই সমুদয়ের অতিমহৎ আখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছেন, আপনি অতি-সূক্ষ্ম-

বুদ্ধি-বলে, উঁহাদিগের অত্যাশ্চর্য্য, কার্য্যজাত, ধর্ম্ম-নিশ্চয়-বিক্রম, বিচিত্র-কথা-প্রবন্ধ, শ্রেষ্ঠ-জন্ম-বৃত্তান্ত ও পুরাণ পুণ্য এই সমুদয় অতি সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিলে অমৃতধারার ন্যায় মন ও শ্রবণেন্দ্রিয় উভয়েরই অসীম প্রীতি লাভ হয়। কিন্তু হে মহাত্মন্ লোমহর্ষণাত্মজ! আপনি কেবল কুরুবংশীয়দিগেরই জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন, বৃষ্ণি (যাদব) ও অন্ধক বংশীয়দিগের বিষয় বর্ণনা করেন নাই, অতএব এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই বিষয় বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। পৌরাণিক মহাত্মা সৌতি কহিলেন। মহারাজ জনমেজয় ধর্ম্মজ্ঞ ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সেই বৃষ্ণি বংশের বৃত্তান্ত আমূল বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। মহাপ্রাজ্ঞ, ভারতকুলতিলক মহাত্মা জনমেজয় ভারতবংশীয় ইতিহাস সমগ্ররূপে শ্রবণ করিয়া, বৈশম্পায়নকে বলিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ইতিপূর্ব্বে আপনি বহুলার্থক শ্রুতিবিস্তর মহাভারত ইতিহাস সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন, আমি শ্রবণ করিয়াছি। আপনি মহাভারত-বৃত্তান্তের অন্তর্গত পুরুষশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহারথ বহুসংখ্যক বীর মহাপুরুষদিগের নাম ও কার্য্য পরম্পরা সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। প্রভো, আপনি উক্ত বীর পুরুষদিগের অবদাত কার্য্য সকল সংক্ষেপে ও সবিস্তরে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু পুরাতন বৃত্তান্ত তাবৎ শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না। বৃষ্ণি ও পাণ্ডবেরা এক রাশি বলিয়া কথিত হইয়াছেন, আর মহাশয়ও বংশবর্ণনবিষয়ে যৎপরোনাস্তি কুশল, অতএব বৃষ্ণিকুলের বিষয় বিস্তৃত রূপে বর্ণন করিয়া আমার শ্রবণ

ও মন চরিতার্থ করুন। প্রার্থনা করি, আপনি উক্ত মহাত্মা-দিগের যে বংশে যাঁহার সমুদ্ভব হইয়াছে, তৎসমুদয় বৃত্তান্ত প্রজাপতির প্রাচীন সৃষ্টি অবধি আরম্ভ করিয়া সবিশেষ বর্ণন করুন। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য ও বাসনা হইতেছে।

সৌতি কহিলেন। মহাতপাঃ মহাত্মা বৈশম্পায়ন, জনমে-জয় কর্তৃক যথেষ্ট সৎকারানন্তর এই রূপে পরিপৃষ্ট হইয়া সেই পবিত্র কথা, আনুপূর্ব্বিক সবিস্তরে বর্ণন করিতে লাগিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ, দিব্য হরিবংশকথা যেরূপ পুণ্যের জননী ও পাপপ্রমোচিনী তদনুরূপ বিচিত্রা বহ্বর্থা ও বেদসম্মিতা। আমি ইহা সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তাত! যে ব্যক্তি যত্ন ও মনোযোগ সহকারে এই কথা হৃদয়ে ধারণ করেন অথবা নিরন্তর শ্রবণ করিয়া থাকেন তিনি স্বকীয় বংশ ধারণ ও রক্ষণ পূর্ব্বক পরিণামে (চরমে) পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে পরিপূজিত হয়েন। অব্যক্ত কারণ নিত্য, সৎ ও অসৎ উভয়াত্মক। প্রধান পুরুষ, ঈশ্বর ইঁহা হই-তেই বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন। মহারাজ! ইনিই অপরিমিত-তেজঃশালী ব্রহ্মা, সর্ব্ব ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ও নারায়ণ-পরায়ণ। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি, এবং অহঙ্কার হইতেই তাবৎ ভূতের জন্ম হয়, ও এবংপ্রকারে সম্ভূত ভূত হইতে নানা-বিধ ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই সনাতন সৃষ্টির নিয়ম জানি-বেন। সামান্যতঃ ভূতসৃষ্টির পূর্ব্বোক্তই প্রকার। অধুনা বিস্ত-রতঃ ভূতসর্গের বিষয় যথামতি, যথাশ্রুত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই বৃত্তান্ত পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, ইহা

ধন্য, যশস্য, শত্রুবিঘাতক, স্বর্গীয়, আয়ুর্বৃদ্ধির উপায়স্বরূপ, ইহাতে স্থিরকীর্ত্তি যাবতীয় পুণ্যকর্ম্মা মহাপুরুষদিগের বিষয় কীর্ত্তিত হইবে। আপনার কল্যাণসাধনার্থ আমি পরমোৎকৃষ্ট ভূতসর্গের মঙ্গল-বিধায়ক এই বিশুদ্ধ বৃত্তান্ত বৃষ্ণিবংশ অবধি আরম্ভ করিয়া সমগ্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। স্বয়ম্ভু ভগবান্ ঈশ্বর বিবিধ প্রজা সৃজন করিবার ইচ্ছা করিয়া সর্ব্বাগ্রে জলপদার্থ সৃজন করিলেন। অনন্তর উহাতে বীজ (বীর্য্য) নিক্ষেপ করিলেন। জলপদার্থ নর অর্থাৎ নররূপী ঈশ্বরের অংশ, অতএব নারশব্দে উহাকেই বুঝায়, পূর্ব্ব কালে জল ভগবানের বাসস্থান ছিল, অতএব উঁহার নারায়ণ এই সংজ্ঞা হইয়াছে। জলে নিক্ষিপ্ত বীজ অণ্ডরূপে পরিণত হইল, ক্রমে উহা হিরণ্যের ন্যায় বর্ণ প্রাপ্ত হইল। এই ডিম্ব হইতেই স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং জন্মগ্রহণপূর্ব্বক উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর এক বৎসর কাল যাবৎ ঐ ডিম্বের অভ্যন্তরে অধিবাস করিয়া ব্রহ্মা উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, এক ভাগে স্বর্গলোক ও অপর ভাগে ভূলোক হইল। তৎপরে ভগবান্ ঐ দুই খণ্ডের মধ্যভাগে আকাশ সৃষ্টি করিলেন। তৎকালে পৃথিবী জলের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ রূপে নিমগ্ন ছিল। জল, পৃথিবী, ও আকাশ সৃষ্ট হইলে দশ দিক্ নির্ণীত হইল। অনন্তর প্রজাপতি সৃষ্টি করিবার বাসনায় ক্রমে কাল, মন, বাক্য, কাম, ক্রোধ ও রতি এই কয়েকটীর নূতন সৃষ্টি করিলেন। ইহার পর মহাতেজাঃ ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বসিষ্ঠ এই সপ্তসংখ্যক মানসপুত্রের সৃষ্টি করিলেন। এই সাত জন পুরাণে সপ্ত ব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

নারায়ণাত্মক এই সপ্ত ব্রাহ্মণের সৃষ্টি সমাপন হইলে, দেব ব্রহ্মা, রোষের আত্মজ তমোগুণময় রুদ্রদেবকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর অতি প্রাচীনদিগের ও পূর্ব্ব পুরুষ বিভু সনৎকুমারের সৃষ্টি হইল। এই সাত জন ও রুদ্র ইঁহারা সমুদায় প্রজা-সর্গের কর্ত্তা। স্কন্দ ও সনৎকুমার উভয়ে তেজঃসংবরণপূর্ব্বক রহিলেন। এই সপ্ত প্রজাপতিদিগের হইতে সাতটী মহাবংশ উৎপন্ন হয়। ঐ বংশ সকলিই দিব্য, দেবগণান্বিত, ক্রিয়াবান্, ও প্রজাবান্ মহর্ষিদিগের দ্বারা অলংকৃত ছিল।

তদনন্তর ভগবান্, বিদ্যুৎ, অশনি, মেঘ, ইন্দ্রধনুঃ, পক্ষি-সমূহ ও পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ এই সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর যজ্ঞসাধনের নিমিত্ত ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ নির্ম্মাণ করিলেন। যজ্ঞসাধক ঋষি প্রভৃতিরা সকলে তাহার পর ঐ ঋক্, যজুঃ, ও সাম দ্বারা দেবতাদিগের প্রীতিসাধনার্থ যজ্ঞ করিলেন। আপব প্রজাপতির গাত্র হইতে উচ্চ নীচ নানাবিধ ভূতের জন্ম হইল। এই রূপে বিশেষ বিশেষ প্রজা সৃষ্টি করাতে যখন উহাদিগের সম্যক্ বৃদ্ধি লক্ষিত হইল না, তখন ব্রহ্মা নিজদেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। অর্দ্ধ ভাগ নারী ও অর্দ্ধ ভাগ পুরুষ হইল। অনন্তর পুরুষাংশ নারী অংশে অশেষবিধ প্রজা সৃজন করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজাসৃষ্টি মহিমা দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। তদনন্তর বিষ্ণু বিরাট্‌কে সৃষ্টি করিলেন, বিরাট্ হইতে এক মহাপুরুষের উৎপত্তি হইল, উঁহারই নাম মনু। মনু হইতে মন্বন্তর হইল। মনু বিরাটের মানসপুত্র, অতএব বিষ্ণু হইতে এক পুরুষ অন্তর। বৈরাজ মনুও নানাবিধ প্রজাসৃষ্টি করিলেন। ইনিও নারা-

য়ণের অংশ হইতে সমুদ্ভূত, ও ইঁহার প্রজাসৃষ্টিও মানস অর্থাৎ মনঃসম্ভূত। মহারাজ! এই পবিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে মনুষ্য, আয়ুষ্মান্ কীর্ত্তিমান্ ধন্য ও প্রজাবান্ হয়েন।

ইতি শ্রীহরিবংশপর্ব্বে প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন বলিলেন। আপব প্রজাপতি (বসিষ্ঠ) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রজাসৃষ্টি করিয়া তদনন্তর অযোনিজা, শতরূপা নামক পত্নী গ্রহণ করিলেন। আপব প্রজাপতির মহিমাতে স্বর্গলোক ব্যাপ্ত হওয়াতে তাঁহার ধর্ম্ম দ্বারাই শতরূপার জন্ম হয়। শতরূপা অযুতবর্ষ পর্য্যন্ত অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়া দীপ্ততপা ঐ মহাপুরুষকে ভর্ত্তৃরূপে প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজ! সেই মহাপুরুষই স্বায়ম্ভুব মনু নামে ভুবনে বিখ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনুর একসপ্ততি যুগ মন্বন্তর। বৈরাজ পুরুষের ঔরসে শতরূপার গর্ভে বীরনামক পুরুষের জন্ম হইল।

বীরের ঔরসে কাম্যার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুই পুরুষের জন্ম হয়। হে মহাবাহো! কর্দ্দম প্রজাপতির কাম্যা নামে এক কন্যা, ও সম্রাট্, কুক্ষি, বিরাট্ ও প্রভু নামক চারি পুত্র ছিলেন। ঐ কন্যা প্রিয়ব্রতকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া বহু পুত্র প্রসব করিলেন। অত্রি প্রজাপতি উত্তানপাদকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের শোভননিতম্বা সূনৃতা নামে এক কন্যা ছিলেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ঐ কন্যার উৎপত্তি হয়। ঐ সূনৃতাই

ধ্রুবের জননী। উত্তানপাদের ঔরসে ও সুনৃতার গর্ভে ধ্রুব, কীর্ত্তিমান্, আয়ুষ্মান্ ও বসু এই চারি পুত্রের জন্ম হইল। হে ভারতকুলতিলক! ধ্রুব মহৎ যশঃ প্রার্থনায় তিন সহস্র দিব্য বৎসর তপঃসাধন করিলেন। অনন্তর প্রভু ব্রহ্মা ধ্রুবের তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে আত্মতুল্য স্থান প্রদান করিলেন। সপ্তর্ষি পর্ব্বতের অগ্রে ধ্রুবের বাসস্থান নির্ণীত হইল, উহাই ধ্রুবলোক নামে বিখ্যাত। তৎকালে দেবাসুরের আচার্য্য ভগবান্ শুক্র ধ্রুবের অভিমান সমৃদ্ধি ও বিপুল মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার প্রশংসাসূচক শ্লোক নিবদ্ধ করিয়া গান করিয়াছিলেন। অহো ধ্রুবের কি আশ্চর্য্য তপস্যার প্রভাব, কিই বা অদ্ভুত শ্রুতসম্পত্তি, যে হেতু সপ্তর্ষিরাও ধ্রুবকে অগ্রে করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। ধ্রুব হইতে শম্ভু, শ্লিষ্টি ও ভব্য নামক দুই পুত্রের জন্ম প্রদান করেন। সুচ্ছায়ার গর্ভে ও শ্লিষ্টির ঔরসে নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহাদের পাঁচ জনের রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল, বকতেজাঃ, এই নাম হইল। অনন্তর বৃহতীর গর্ভে ও রিপুর ঔরসে, প্রভূততেজাঃ চাক্ষুষ নামে পুত্রের জন্ম হয়। চাক্ষুষ স্বকীয় ভার্য্যা, মহাত্মা অরণ্য প্রজাপতির আত্মজা পুষ্করিণীর গর্ভে মনুনামক পুত্র উৎপন্ন করেন। বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড়্বলার গর্ভে ও মহাতেজাঃ মনুর ঔরসে উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টুপ্, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন ও অভিমন্যু এই দশ পুত্রের জন্ম হইল। উরুর ঔরসে ও আগ্নেয়ীর গর্ভে অঙ্গ, সুমনাঃ স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরাঃ, ও গয় নামক ছয় মহাপ্রভ পুত্রের উৎপত্তি হইল। অঙ্গ, সুনীথ দুহিতার গর্ভে বেণনামক এক পুত্র উৎপন্ন করি-

লেন। অনন্তর (অপচার) ব্যভিচার দোষদর্শনে বেণের সাতিশয় কোপ উপস্থিত হয়। অতঃপর ঋষিরা প্রজোৎপাদন-কামনায় বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলেন। অনন্তর বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন দ্বারাই মহানৃষির জন্ম হইল। ইঁহাকে দর্শন করিয়া মুনিরা কহিলেন, যে এই মহাতেজাঃ মহাপুরুষ প্রজা-মণ্ডলীকে যৎপরোনাস্তি আমোদিত করিবেন ও বিপুল যশো-রাশি লাভ করিবেন। ইনি হস্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া জ্বলনের ন্যায় তেজস্বী অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ও কবচী হইয়াছিলেন। ইঁহার পরে ক্ষত্রিয়বংশের, আদি, পূর্ব্বপুরুষ বেণতনয় পৃথু এই পৃথিবীকে শাসন ও রক্ষা করেন। রাজা পৃথু রাজসূয়যজ্ঞাভিষিক্ত বসুধাধিপ সমুহের আদ্যতন ছিলেন। ইঁহা হইতে বিপুল পরাক্রম সূত ও মাগধের উৎ-পত্তি হয়। মহারাজ! সেই প্রসিদ্ধ পৃথুই, প্রজাবর্গের সুখে জীবিকা নির্বাহ হইবে এই কামনায়, গোরূপধরা বসুন্ধরা হইতে শস্য-সম্পত্তি দোহন করিয়াছিলেন। দোহন-সময়ে ঋষি, পিতৃপুরুষ, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোবৃন্দ, সর্প ও নিখিল পুণ্যজন প্রভৃতি সকলেই বীরুৎ ও পর্ব্বত সমূহের সহিত দোহনকার্য্যে মহারাজের সাহায্য করিয়াছিলেন। অনন্তর গোরূপধরা পৃথিবী এই রূপে দুহ্যমানা হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার সেই সেই পাত্রে যথোচিত ক্ষীর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ক্ষীর পান করিয়া ভূতমাত্রেই তৎকালে জীবন ধারণ করিয়া-ছিল। মহারাজ পৃথুর ধর্ম্মজ্ঞ দুই পুত্র জন্মে, অন্তর্দ্ধি ও পালী। অন্তর্দ্ধান ও শিখণ্ডিনী হইতে হবির্দ্ধান নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। হবির্দ্ধানঃ আগ্নেয়ী ধিষণার গর্ভে

প্রাচীনবর্হিঃ, শুক্র, গয়, কৃষ্ণ, ব্রজ ও অজিন এই ছয় পুত্রের জন্মপ্রদান করেন। মহারাজ, হবির্দ্ধানের পুত্রদিগের মধ্যে ভগবান্ প্রাচীনবর্হিঃই মহান্ প্রজাপতি হইয়া প্রজা-দিগকে সম্যক্ রূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার কুশ সকল প্রাচীনাগ্র হইয়াছিল বলিয়া উঁহার নাম প্রাচীনবর্হিঃ। ভগবান্ প্রাচীনবর্হিঃ পৃথিবীতল-চারী সমুদ্রের তনয়াকে দাররূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী সবর্ণা তমোগুণের কার্য্য-বহির্ভূতা ছিলেন। প্রাচীনবর্হিঃ ও সামুদ্রী সবর্ণা হইতে দশ পুত্রের উদ্ভব হয়। ইঁহারা সকলেই ধনুর্বেদের সম্যক্ পারগামী ছিলেন, দশ জনের প্রত্যেকেরই প্রচেতাঃ এই নাম ছিল। তাঁহারা দশ জনই অপৃথগ্ধর্ম্মাচরণশীল হইয়া, সমুদ্রসলিলে শয়নপূর্ব্বক দশ-সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অতিমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাদৃশ কঠোর তপস্যা সাধন করিতেছিলেন বলিয়া সমস্ত পৃথিবী অসংখ্য মহীরুহে আবৃত হইয়া অরক্ষণীয়া হইল, ও সর্ব্বত্রই যৎপরোনাস্তি প্রজাক্ষয় হইতে লাগিল। সমুদয় প্রজাই চাক্ষুষ মনুর দেহাভ্যন্তরে প্রত্যাহৃত হইল। সমস্ত ভূমণ্ডল বৃক্ষে অতিগহনরূপে আবৃত হওয়াতে তৎকালে বায়ুরও পথরোধ হইয়াছিল, ও আকাশমার্গও বৃক্ষসমূহে রুদ্ধ হইয়াছিল। এই দশসহস্র বৎসর কাল প্রজা সকল একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, প্রজাবৃদ্ধির কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না। অনন্তর তপোনিরত দশ জন প্রচেতাঃই, তপঃপ্রভাবে এই অমঙ্গল ঘটনা জানিতে পারিয়া উহার নিবারণার্থে ক্রোধভরে মুখবি-বর হইতে সমকালেই প্রবলবেগে বায়ু ও অগ্নি বহির্গত করিতে

আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের মুখনিঃসৃত প্রবল মারুত সমুদয় বৃক্ষ সমূলে উন্মূলিত করিয়া শুষ্ক করিল, এবং অতি-ঘোর বহ্নি ও তৎসমুদয় একবারে দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিতে লাগিল। এইরূপে অতি ভয়ানক ক্রমক্ষয় হইল। সোমদেব এতাদৃশ দ্রুম-বিনাশ-বার্ত্তা জানিতে পারিয়া, শঙ্কিত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে থাকিতেই তপস্যানিরত, দশ প্রজাপতির সমীপে সমুপস্থিত হইয়া উঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন। হে ভগবান্ প্রাচীনবর্হির অপত্য রাজগণ! আপনারা সকলে ক্রোধসংযমন (সংবরণ) করুন্, সমুদয় পৃথিবী একবারে বৃক্ষশূন্য হইয়াছে, অতএব এক্ষণে এই ভয়াবহ অগ্নিও মারুত নিবৃত্ত হউক। আমি ভবিষ্যৎ তত্ত্ব, পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া বৃক্ষকুলের বরবর্ণিনী মারিষানামক এই রত্নসদৃশ কন্যা বৃক্ষদিগের রক্ষণার্থে গর্ভে ধারণ করিয়াছি। সোম-বংশ-পরি-বর্দ্ধিনী এই কন্যা আপনাদের ভার্য্যা হউন। হে মহাভাগগণ! আপনাদের তেজের অর্দ্ধাংশে ও আমার তেজের অর্দ্ধভাগে এই কন্যার গর্ভে দক্ষপ্রজাপতি-নামক এক পুত্রের জন্ম হইবে। সেই দক্ষপ্রজাপতি আপনাদের তেজোময় বহ্নি দ্বারা বহ্নিময় হইয়া, দগ্ধভূয়িষ্ঠা এই পৃথিবীকে রক্ষা করত প্রজাবৃদ্ধি করিবেন। অনন্তর সোমদেবের বাক্যানুসারে তাঁহারা দশ জন কোপ সংহার করিয়া বৃক্ষদিগের রক্ষার্থ সেই মারিষা-নামক কন্যাকে ধর্ম্ম-পত্নী-স্বরূপ পরিগ্রহ করিলেন। কালক্রমে তাঁহারা মারিষাতে মানস গর্ভাধান করিলেন। এই রূপে তাঁহাদের দশ জন হইতে মারিষার গর্ভে সোমদেবের অংশ মহাতেজাঃ দক্ষপ্রজাপতি জন্ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর দক্ষ-

প্রজাপতি সোমবংশবর্দ্ধন স্থাবর ও জঙ্গম, দ্বিপাদ ও চতুষ্পাদ অসংখ্য পুত্র উৎপন্ন করিলেন। এই রূপে তৎসমুদয় মানস সন্তানের সৃষ্টি করিয়া দক্ষ, স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মদেবকে দশ ও কশ্যপকে ত্রয়োদশ স্ত্রী সংপ্রদান করিলেন। নক্ষত্রাভিধেয় অবশিষ্ট সমুদায় সৃষ্ট স্ত্রীদিগকে সোমরাজকে দান করিলেন। সেই সকল স্ত্রীর গর্ভে দেব, খগ, গোজাতি, নাগ, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোবৃন্দ, ও অন্যান্য অশেষবিধ জাতির উৎপত্তি হইল। হে রাজেন্দ্র জনমেজয়! তদবধি মৈথুন দ্বারা প্রজাসৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে পূর্ব্বপুরুষদিগের মানস সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শন দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হইত, মৈথুন দ্বারা সন্তানোৎপাদনের এই প্রথম আরম্ভ।

জনমেজয় কহিলেন, হে অনঘ! আপনি পূর্ব্বে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস দিগের কিরূপে সম্ভব হয় তাহা সবিশেষ বর্ণন করিয়াছেন। আপনি দক্ষ, প্রজাপতির জন্মবৃত্তান্তবর্ণন-সময়ে আরও বলিয়াছেন, যে দক্ষ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ও তাঁহার পত্নী ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব মহাতপাঃ দক্ষপ্রজাপতি কি প্রকারে আবার প্রাচেতস অর্থাৎ প্রজাপতির অপত্য হইলেন, কি প্রকারেই বা সোমদেবের দৌহিত্র, তাঁহাকে নক্ষত্ররূপ কন্যা সম্প্রদান দ্বারা তাঁহার শ্বশুরত্ব প্রাপ্ত হইলেন বুঝিতে পারি না। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ে আমার যে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ভঞ্জন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন। মহারাজ! ভূতমণ্ডলের মধ্যে উৎপত্তি ও নিরোধ অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু নিত্য

অর্থাৎ নিয়তভোগ্য, ঋষিগণ ও অপরাপর বিদ্বান্ ব্যক্তিরা ইহাতে মুগ্ধ হয়েন না। প্রতিযুগেই দক্ষাদি নৃপতি সকলের উৎপত্তি ও বিনাশ (লয়) হইতেছে, বিদ্বান্ ব্যক্তি এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কখনই মুগ্ধ হয়েন না। অপর পূর্ব্বকালে ইঁহাদের বয়োজনিত জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব কিছুই ছিল না তাহাতেই সোমদেবের দৌহিত্র তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ! যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা দক্ষপ্রজাপতির এই অদ্ভুত সৃষ্টির বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে বিদিত হয়েন তিনি ইহলোকে বহুপ্রজাবিশিষ্ট হইয়া সুখে জীবনকাল অতিবাহনপূর্ব্বক পরমায়ুর ক্ষয় হইলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে পূজিত ও আদরভাজন হয়েন।

জনমেজয় কহিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষসদিগের জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ সবিস্তরে কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন। মহারাজ! পূর্ব্বকালে দক্ষপ্রজাপতি স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজাসৃজন করিতে আদিষ্ট হইয়া যে রূপে ভূতগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন্। প্রভু স্বয়ম্ভু পূর্ব্বেই মানস ইচ্ছা দ্বারা ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পক্ষিজাতি, পশু, সরীসৃপ প্রভৃতি যাবতীয় ভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তাঁহার মানসপ্রসূত সন্ততি সকল নিরন্তর বৃদ্ধিশীল হইল না তখন ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মা, প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত মৈথুনধর্ম্মরূপ অদ্বিতীয় উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি এই রূপে মৈথুনধর্ম্ম দ্বারা প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে বীরণ প্রজাপতির দুহিতা

সুমহত্তপঃশালিনী অর্হণীয়া, লোকধারিণী অসিক্নীকে দক্ষপ্রজাপতির পত্নীস্বরূপে সৃষ্টি করিয়া দক্ষকে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর দক্ষপ্রজাপতি নিজপত্নী বীরণদুহিতা অসিক্নীর গর্ভে পাঁচ সহস্র পুত্রের জন্ম প্রদান করিলেন। প্রিয়সংবাদ দেবর্ষি নারদ সেই পঞ্চসহস্র মহাভাগ পুত্রদিগকে প্রজাবর্দ্ধন-তৎপর দেখিয়া তাঁহাদের বিনাশ সাধন ও আপনি শাপগ্রস্ত হইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সর্ব্বনাশকর বাক্য বলিয়াছিলেন। পরমেষ্ঠি (ব্রাহ্মণ) মহামুনি কশ্যপ দক্ষশাপভয়ে দক্ষদুহিতার গর্ভে যে বীর পুত্রের উৎপাদন করিয়াছিলেন পূর্ব্বে সেই পুত্রই দেবর্ষি নারদরূপে উৎপন্ন হয়েন, অনন্তর দেবর্ষি শ্রেষ্ঠ কশ্যপ পুনর্বার বৈরণী অসিক্নীর গর্ভে সেই পুত্রের জন্মপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পিতা হইলেন। তাহাতেই দক্ষপুত্রেরা হর্য্যশ্ব নামে বিখ্যাত হয়েন। বিধাতা (ব্রাহ্মণ) পরিহাসার্থে দক্ষপ্রজাপতির সমুদয় পুত্রদিগকে বিনষ্ট করেন, অনন্তর দক্ষ ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। পরমেষ্ঠি ব্রহ্মর্ষিদিগকে অগ্রে করিয়া দক্ষপ্রজাপতির কোপশান্ত্যর্থ প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর দক্ষ এই অভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন যে পরমেষ্ঠি কর্ত্তৃক আমার কন্যার গর্ভে আমার নিমিত্তই নারদ আমার দৌহিত্র ও পরমেষ্ঠির অপত্য-স্বরূপ উৎপন্ন হউন। এই অভিপ্রায়ানুসারে দক্ষপ্রজাপতি পরমেষ্ঠিকে আপন প্রিয়তম দুহিতা সম্প্রদান করিলেন ও সেই কন্যার গর্ভেই দক্ষশাপভয়ে মহর্ষি নারদ জন্মগ্রহণ করিলেন। জনমেজয় কহিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহর্ষি নারদ দক্ষপ্রজাপতির পুত্রদিগকে কি রূপে বিনষ্ট করিয়াছিলেন যথার্থতঃ শ্রবণ করিতে আমার

নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে। বৈশম্পায়ন কহিলেন। রাজন্! দক্ষপ্রজাপতির মহাবীর্য্য পুত্র হর্য্যশ্বেরা প্রজাবৃদ্ধি করিবার আশয়ে সমাগত হইয়া নারদের নিকট উপস্থিত হইলেন, নারদ তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন! হে প্রাচেতসাত্মজগণ! কি দুঃখের বিষয় তোমরা নিতান্ত মূঢ় ও নির্বুদ্ধি! তোমরা এই পরিদৃশ্যমান মহীমণ্ডলের পরিমাণ অবগত নহ, অথচ প্রজাসৃষ্টি করিবার কামনা করিতেছ। বল দেখি কি প্রকারে পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে প্রজাসৃষ্টি করিবে? দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণান্তর হর্য্যশ্বেরা সকলেই নানা দিগ্দেশে প্রস্থান করিলেন। নদী সকল যেরূপ এক বার সমুদ্রে পতিত হইলে আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁহারা অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। অনন্তর এই রূপে হর্য্যশ্বগণ অনুদ্দিষ্ট প্রদেশে নষ্ট হইলে প্রাচেতস দক্ষপ্রজাপতি পুনর্বার বৈরণীর গর্ভে শবলাশ্ব নামে এক সহস্র পুত্র সৃষ্টি করিলেন। শবলাশ্বেরাও হর্য্যশ্বদিগের ন্যায় প্রজাসৃষ্টির অভিলাষ করাতে দেবর্ষি নারদ উঁহাদিগকেও পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন। ইঁহারা নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন। মহামুনি নারদ সম্যক্ বলিয়াছেন, আমরা ভ্রাতৃগণের পদবী অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত গমন করিব ইহা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্দেহ নাই। আর পৃথিবীর পরিমাণ সম্যক্ রূপে বিদিত হইতে পারিলে সুখে প্রজাসৃষ্টি করিতে সমর্থ হইব। শবলাশ্বেরা এই রূপে মন্ত্রণা করিয়া সুস্থমনে একাগ্র চিত্তে আনুপূর্ব্বিক সেই পথেই যথাবৎ গমন করিলেন। কিন্তু সমুদ্র হইতে নদীসমূহের ন্যায় অদ্যাপি প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন না। শবলাশ্বেরাও

হর্য্যশ্বদিগের ন্যায় অনুদ্দিষ্ট স্থানে প্রণষ্ট হইলে দক্ষ ক্রোধান্বিত হইয়া নারদকে শাপপ্রদানার্থ বলিলেন। তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হও ও গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ কর। মহারাজ! তৎকালাবধি এইরূপ দুর্ঘটনা হইতেছে যে এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার অন্বেষণে গমন করিলে শীঘ্রই প্রণষ্ট হয়েন, কখনই ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হয়েন না, অতএব বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ কার্য্য কদাচ বিধেয় নহে। অনন্তর দক্ষপ্রজাপতি শবলাশ্বদিগেরও পূর্ব্বপ্রস্থিত হর্য্যশ্বদিগের ন্যায় দশা হইল প্রত্যক্ষ করিয়া, বৈরণীর গর্ভে ষষ্টিসংখ্যক কন্যা উৎপাদন করিলেন। প্রভু কশ্যপ, সোমদেব, ধর্ম্ম ও অন্যান্য মহর্ষিরা বিভাগপূর্ব্বক এই ষষ্টি কন্যা ভার্য্যারূপে প্রতিগ্রহ করিলেন। ধর্ম্ম দশ, কশ্যপ এয়োদশ, সোম সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমি চারি, বহুপুত্র দুই, অঙ্গিরাঃ দুই ও কৃশাশ্ব দুই এবংপ্রকারে কন্যাগুলিকে বিভাগ করিয়া পরিগ্রহ করিলেন। কন্যা সকলের নাম ক্রমান্বয়ে নির্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন্। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, ও বিশ্বা এই দশটী ধর্ম্মের পত্নী। ইঁহাদের গর্ভে ধর্ম্মের যে যে পুত্র প্রসূত হন, তৎসমুদয়ের নাম শ্রবণ করুন্। বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেব সকল প্রসূত হইলেন। সাধ্যা সাধ্যদিগকে প্রসব করেন। মরুত্বতীর গর্ভে মরুৎ সকলের জন্ম হয়। বসু বসুদিগকে প্রসব করেন। ভানুর গর্ভে ভানুদিগের জন্ম হয়। মুহূর্ত্তা মুহূর্ত্ত সকলের জননী। লম্বার অপত্য ঘোষ। যামীর অপত্য নাগবীথী। পৃথিবীবিষয় সমুদয় জীব অরুন্ধতীর গর্ভে প্রসূত। সঙ্কল্পা হইতে সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ সঙ্কল্প

উৎপন্ন হয়েন। যামিনী নাগবীথীর গর্ভে বৃষলের উৎপত্তি হয়। মহারাজ! প্রাচেতস দক্ষপ্রজাপতি, যে কয়েকটী নিজদুহিতা সোমদেবকে পত্নীস্বরূপে প্রদান করেন তাঁহাদের সকলেরই সাধারণ নাম নক্ষত্র, তাঁহারা জ্যোৎস্না বা জ্যোতির কারণ। আর জ্যোতির অগ্রগামী খ্যাতিমান্ যে অন্যান্য দেবগণ, তাঁহাদের নাম অষ্টবসু, তাঁহাদের বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন্। আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস এই আটটী অষ্টবসুদিগের নাম। আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম ও শান্তমুনি। ধ্রুবের পুত্র লোক-প্রকালন ভগবান্ কাল। সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চ্চাঃ, যাঁহা হইতে বর্চ্চস্বীর উদ্ভব। ধরের পুত্র দ্রবিণ ও হুতহব্যবহ। মনোহরার তিন পুত্র শিশির, প্রাণ ও রমণ। অনিলের ভার্য্যা শিবা, শিবার দুই পুত্র, মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি। অনলের পুত্র কুমার শরস্তম্ব, ইঁহাকে শ্রীদেবী, পতিত্বে বরণ করেন। শরস্তম্বের শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় এই তিন পৃষ্ঠজ অপত্য। কৃত্তিকার সন্তানেরা কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত। কৃত্তিকা হইতে স্কন্দ ও সনৎকুমার এই পুত্রদ্বয় তেজের চতুর্থ অংশ দ্বারা উৎপন্ন হয়েন। প্রত্যূষের দেবল-ঋষি-নামক এক পুত্র। দেবলের দুই পুত্র ক্ষমাবান্ ও তপস্বী। বৃহস্পতির ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মবাদিনী যোগসিদ্ধা অননুরক্ত চিত্তে সমুদয় ভুবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনিই অষ্টম-বসু প্রভাসের ভার্য্যা হইলেন। এই প্রভাস ও যোগসিদ্ধা হইতে মহাভাগ প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ব-কর্ম্মা সহস্র সহস্র শিল্পকার্য্যের কর্ত্তা, ঐ দেবগণের বর্দ্ধকি

অর্থাৎ সূত্রধার। ইনি শিল্পশ্রেষ্ঠ, ও সমস্ত ভূষণদ্রব্যের অদ্বিতীয় কর্ত্তা। ইনিই যাবতীয় দেবতাদিগের আরোহণার্থ রথসমূহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীতে মনুষ্যেরাও এই মহাত্মার প্রদর্শিত শিল্পকার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সুরভী মহাদেবের প্রসাদে তপঃ-প্রভাব-শালিনী হইয়া কশ্যপ হইতে একাদশ রুদ্র উৎপাদন করেন। অজ, একপাৎ, অহি, ব্রধ্ন, ত্বষ্টা, ও রুদ্রগণ এই কতিপয় সুরভীর অপত্য। তন্মধ্যে ত্বষ্টার আত্মজ মহাযশাঃ, শ্রীমান্ বিশ্বরূপ, হর, বহুরূপ, অপরাজিত ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, সর্প ও কপালী এই একাদশ রুদ্র, ইঁহারা ত্রিভুবনের ঈশ্বর জানিবেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি এই একাদশ রুদ্রের বিষয় শ্রবণ করিলেন, কিন্তু মহা-রাজ! পুরাণ শাস্ত্রে অপরিমিত-তেজঃ-শালী, এতাদৃশ শত-সংখ্যক রুদ্রের বিষয় বর্ণিত আছে। এই সমস্ত রুদ্র চরাচর সমুদয় লোক অধিকারপূর্ব্বক সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। অধুনা কশ্যপের ভার্য্যাদিগের নাম শ্রবণ করুন্। অদিতি, দিতি, দনু, অরিষ্টা, সুরসা, খশা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি এই কয় স্ত্রী কশ্যপের পত্নী। ইঁহাদিগের যাঁহার যে অপত্য হয় তৎসমুদয় কীর্ত্তন করি-তেছি শ্রবণ করুন্। তাত! পূর্ব্ব মন্বন্তরে দ্বাদশ সুরোত্তম ছিলেন, তাঁহারা চাক্ষুষ মন্বন্তরকালে পরস্পর সকলেই তুষিত নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারাই অতিশয়যশাঃ চাক্ষুষ মনুর মন্বন্তরকাল উপস্থিত হইলে নিখিল লোকের হিতসাধ-নার্থ পরস্পর সমাগত ও মিলিত হইয়া সঙ্কল্প করিলেন, যে

সকলেই বৈবস্বত মন্বন্তরে অদিতির গর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক অতি-শীঘ্রই তাঁহার পুত্রস্বরূপে উৎপন্ন হইবেন ও আপনারাও ত্রিজগতের শ্রেয়ঃসাধনার্থ নূতন নূতন প্রজা সৃষ্টি করিবেন। বৈশম্পায়ন বলিলেন। মহারাজ! চাক্ষুষ মন্বন্তরে পূর্ব্বোক্ত দেবগণ এই রূপে পরামর্শ করিয়া শীঘ্রই, দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণপূর্ব্বক দেবস্বরূপে অবতীর্ণ হইলেন। শক্র ও বিষ্ণু পুনর্বার অদিতির গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। অতএব উঁহারা দুই জনও অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও অতিতেজাঃ ভগ, এই সমুদয় আদিত্যদিগের নাম। অতএব পূর্ব্বে চাক্ষুষ-মন্বন্তরে যাঁহারা তুষিত নামে বিখ্যাত ছিলেন তাঁহারাই এক্ষণে বৈবস্বতমন্বন্তরে দ্বাদশ আদিত্য স্বরূপ অবতীর্ণ ও বিখ্যাত হইলেন। সোমদেবের যে সপ্তবিংশতিসংখ্যক মহাব্রত পত্নী-দিগের বিষয় কথিত হইয়াছে অপরিমিত-তেজঃ-শালিনী সেই পত্নীদিগেরও তেজঃপ্রদীপ্ত বহুসংখ্যক, অপত্য জন্মে। অরিষ্ট-নেমির পত্নীদিগের গর্ভে ষোড়শ অপত্যের জন্ম হয়। বিদ্বান্ বহুপুত্রের বিদ্যুৎ নামে চারি কন্যা হয়। অঙ্গিরাঃ হইতে শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মর্ষিদিগের কর্তৃক পূজিত ঋক্ সকলের জন্ম হয়। দেবর্ষি কৃশাশ্বের ঔরসে দেবপ্রহরণ পুত্র সকল জন্মগ্রহণ করেন, এই সমস্ত দেবগণ সহস্র যুগের অবসানে পুনর্বার জন্ম-গ্রহণ করিবেন। সমস্ত দেবতাদিগের মধ্যে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কামজ, ইঁহাদিগের উৎপত্তি ও নিরোধের বিষয় যথাস্থানে কথিত হইবে। যেরূপ সূর্য্যদেবের গগনমার্গে যথানিয়মে উদয় ও অস্তময় হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত দেবসমূহেরও যুগে

যুগে সম্ভব ও বিনাশ হয়। কশ্যপের ঔরসে ও দিতির গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যার উৎপত্তি হয়, পুত্রদ্বয়ের নাম হিরণ্যকশিপু ও বীর্য্যবান্ হিরণ্যাক্ষ। আর কন্যার নাম সিংহিকা। ইনি বিপ্রচিত্তির পত্নী হয়েন। সিংহিকার গর্ভে যে সমস্ত পুত্রের উৎপত্তি হয় তাঁহাদের সকলেরই সাধারণ নাম সৈংহিকেয় ও গণ এই সমস্ত একত্রিত করিয়া সমুদায়ে দশসহস্র। তাঁহাদের আবার শতসহস্র অসংখ্য পুত্র পৌত্রাদি হয়। হিরণ্যকশিপুর প্রথিততেজাঃ চারি পুত্র হয়, অনুহ্রাদ, হ্রাদ, বীর্য্যশালী প্রহ্লাদ ও সংহ্রাদ। হ্রাদের পুত্র হ্রদ। সংহ্রাদের সুন্দ ও নিসুন্দ এই উভয় পুত্র জন্মে। হ্রদের তিন পুত্র আয়ুঃ, শিবি ও কাল। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। বিরোচনের এক পুত্র, ইঁহার নাম বলি। বলির শত পুত্র জন্মে। এই শত পুত্রের মধ্যে পশুপতিপ্রিয় প্রভূতবলশালী বাণ জ্যেষ্ঠ ছিলেন। অন্যান্যগুলির নাম যথাক্রমে, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য্য, চন্দ্রমাঃ, ইন্দ্রতাপন, কুম্ভনাভ, গর্দ্দভাক্ষ, কুক্ষি ইত্যাদি। পূর্ব্বকালে এই শত পুত্রের জ্যেষ্ঠ প্রবলপ্রতাপ বাণ রাজা ভগবান্ উমাপতিকে প্রসন্ন করিয়া, নিরন্তর তাঁহার পার্শ্বে বিহার করিবেন এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বাণের পত্নী লোহিতীর গর্ভে ইন্দ্রদমন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। আর শতসহস্রসংখ্যক সুরগণও ইঁহাদের উভয় হইতে সমুৎপন্ন হয়েন।

হিরণ্যাক্ষের বিদ্বান্ ও সুমহাবল পঞ্চ পুত্র হইয়াছিল; ঝর্ঝর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, বিক্রান্ত মহানাভ ও কালনাভ। দনুর তীব্র-পরাক্রম শতসংখ্যক পুত্র জন্মে। ইঁহারা সকলেই

তপস্বী ও মহাবীর্য্য ছিলেন বলিয়া প্রধান রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। এই শত পুত্রের নাম যথাক্রমে নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। দ্বিমূর্দ্ধা, শকুনি, প্রভু শঙ্কুশিরাঃ, শঙ্কুকর্ণ, বিরাধ, গবেষ্ঠি, দুন্দুভি, অয়োমুখ, শম্বর, কপিল, বামন, মরীচি, মঘবান্, ইরা, গর্গশিরাঃ, বৃক, বিক্ষোভ, কেতু, কেতুবীর্য্য, শান্তহৃদ, ইন্দ্রজিৎ, সর্ব্বজিৎ বজ্রনাভ, বিক্রান্ত, মহানাভ, কালনাভ, মহাবাহু, একচক্র, মহাবল, তারক, বৈশ্বানর, পুলোমা, বিদ্রাবন, মহাশিরাঃ, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্ব, মহাসুর তুহুণ্ড, সূক্ষ্ম, নিচন্দ্র, ঊর্ণনাভ, মহাগিরি, অসিলোমা, কেশী, শঠ, বলক, মদ, গগনমূর্দ্ধা, মহাসুর কুম্ভনাভ, প্রমদ, ময়, কুপথ, বীর্য্যবান্, হয়গ্রীব, বৈসৃপ, বিরূপাক্ষ, সুপথ, হর, অহর, হিরণ্যকশিপু, শতমায়, শম্বর, শরভ, শলভ, বীর্য্যবান্ বিপ্রচিত্তি। এই সকল পুত্রগুলি কশ্যপের ঔরসে ও দনুর গর্ভে উৎপন্ন হয়। সুমহাবল দানবদিগের মধ্যে বিপ্রচিত্তি সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। মহারাজ! দানবদিগের যে অনন্ত পুত্রপৌত্রাদি হইয়াছিল তাহা সংখ্যা করা অসম্ভব। স্বর্ভানুর প্রভানাম্নী এক কন্যা হয়। পুলোমার তিন কন্যা, হয়শিরাঃ উপদানবী, শর্ম্মিষ্ঠা ও বৃষপর্ব্বণী। বৈশ্বানরের দুই কন্যা, পুলোমা ও কালকা। ইহারা উভয়েই মরীচির পরিগ্রহ। ইহাদিগের বহুসংখ্যক অপত্য হয়। মহাতপাঃ মরীচি এই দুই স্ত্রীর গর্ভে প্রথমে ষষ্ঠিসহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। পরে অপর চতুর্দশ শত পুত্রের ও জন্মপ্রদান করেন, এই চতুর্দশ শত পুত্রেরা হিরণ্যপুরে বাস করিত। পৌলোম ও কালকেয় উভয়বিধ দানবেরাই মহাবল পরাক্রান্ত ছিল। হিরণ্যপুরবাসী দান-

বেরা পিতামহ ব্রহ্মার বরে যুদ্ধে দেবতাদিগেরও অবধ্য হইয়াছিল। অনন্তর সব্যসাচি (অর্জ্জুন) উহাদিগকে বিনষ্ট করেন। প্রভার পুত্র নহুষ, শচীর পুত্র সৃঞ্জয়, শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র পুরু, ও উপদানবী দুর্ম্মন্তের জননী। অনন্তর বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহিকার গর্ভে বহুসংখ্যক অতি দারুণ মহাবীর্য্য দানবদিগের জন্ম হয়। ইহারা দৈত্য ও দানবদিগের পরস্পর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া সাতিশয় তীব্রপরাক্রম হয়। ইহারা সমুদায়ে ত্রয়োদশসংখ্যক। সৈংহিকেরা সকলেই মহাবলপরাক্রান্ত ছিল। ইহাদিগের সকলের নাম যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে শ্রবণ করুন, মহাবলশালী ব্যংশ ও শল্য, মহাবল নভঃ, বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, আঞ্জিক, নরক, কালনাভ, সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রমর্দ্দন রাহু ইহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; শুক, পোতরণ, বীর্য্যবান্ ও বজ্রনাভ। মূক, তুহুণ্ড, এই উভয় হ্রদের পুত্র, তাড়কার গর্ভে সুন্দপুত্র মারীচের জন্ম হয়। এই সকল পূর্ব্বোক্ত দানবেরা শ্রেষ্ঠ ও দনুজবংশবিবর্দ্ধী দানব। ইহাদিগের সকলের আবার শতসহস্র পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সন্ততি সমুৎপন্ন হয়। তপস্যা দ্বারা পাবিতাত্মা সংহ্রাদ-নামক দৈত্যের কুলে নিবাতকবচদিগের সমুদ্ভব হয়। মণিমতীনিবাসী সেই নিবাতকবচদিগের তিন কোটি সন্তান হইয়াছিল। ইহারাও দেবতাদিগের অবধ্য, অর্জ্জুন তাহাদের নিপাতসাধন করেন। তাম্রার ছয় সুমহদ্বলশালিনী কন্যা জন্মে। কাকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি, ও গৃধ্রিকা। কাকী কাকদিগের জননী। উলূকী উলূকজাতির প্রসূতি। শ্যেনী শ্যেনদিগের জননী। ভাসী হইতে ভাস-

দিগের জন্ম হয় ও গৃধ্রী হইতে গৃধ্রগণের সমুদ্ভব হইয়াছে। শুচি জলজন্তুদিগের জন্মদাত্রী ও সুগ্রীবা পক্ষিজাতির জননী। অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ ইহারা তাম্রার বংশ। বিনতার দুই পুত্র, অরুণ ও গরুড়। সুপর্ণ পতগকপ্রধান গরুড় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা অতি দারুণ হইয়াছেন। সুরসার গর্ভে অপরিমিততেজাঃ সহস্রসংখ্যক সর্পের জন্ম হয়। ইঁহারা সকলেই অনেকশিরাঃ মহাত্মা ও খেচর। অনন্তর অমিততেজাঃ মহাবল, সহস্র-সংখ্যক কাদ্রবেয় নাগদিগের জন্ম হয়। ইঁহারা সকলেই অনেকমস্তক ও সুবর্ণ গরুড়ের বশীভূত। ইঁহাদের মধ্যে শেষ, বাসুকি, ও তক্ষক সর্ব্বপ্রধান। ঐরাবত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, শঙ্খ, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, মহানীল, মহাকর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, বলাহক, কুহর, পুষ্পদংষ্ট্র, দুর্মুখ, সুমুখ, শঙ্খ, শঙ্খপাল, কপিল, বামন, নহুষ, শঙ্খরোমা, মণি ইত্যাদি এই সকল নাগদিগের নাম। ইঁহাদের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সমুদয় বংশ গরুড় কর্ত্তৃক নিপাতিত হয়। ধরা অর্থাৎ পৃথিবীর গর্ভে স্থলজ ও জলজ চতুর্দশ সহস্র অতি ক্রূর উরগভুক্ পক্ষী জন্মগ্রহণ করে। ইহারা সকলেই, অতিশয় ক্রোধ-পরায়ণ ও দংষ্ট্রাবিশিষ্ট। সুরভি, গো ও মহিষদিগের জননী, ইরা, বৃক্ষলতা বল্লী ও সর্ব্বপ্রকার স্থাণু জাতির প্রসবিত্রী, খশা যক্ষ ও রাক্ষস সমূহের জননী, মুনি অপ্সরোগণের জন্ম-দাত্রী। অরিষ্টা মহাসত্ত্ব প্রবলপরাক্রম গন্ধর্ব্বদিগের জনয়িত্রী। এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব, কশ্যপের দায়াদ অর্থাৎ জ্ঞাতি। ইহাদের আবার শতসহস্র অসংখ্য পুত্র পৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করে।

মহারাজ! এই পূর্ব্বকথিত সর্গপ্রকার স্বারোচিষ মন্বন্তরে অর্থাৎ দ্বিতীয় মনুর মন্বন্তরে হইয়াছিল। বৈবস্বত মন্বন্তরে সুমহান্ বারুণ যজ্ঞ আরব্ধ ও বিতত হইলে, হোতা ব্রহ্মা যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন অধুনা তাহার বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। পুরাকালে বৈবস্বত মন্বন্তরে, পিতামহ ব্রহ্মা মানস-প্রসূত সপ্ত ব্রহ্মর্ষিকে স্বয়ং পুত্রত্বে কল্পনা করেন। পরে দেব ও দৈত্যদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, দিতি বিনষ্টপুত্রা হইয়া পুত্রকামনায় মহর্ষি কশ্যপকে আরাধনা করিয়া পরিতুষ্ট করেন।

মহর্ষি কশ্যপ, দিতির আরাধনায় সম্যক্ প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে বলিলেন। দিতি দেবী কশ্যপের বাক্যানুসারে অপরিমিত-তেজঃশালী ইন্দ্রবধার্থ সমর্থ এক পুত্র প্রসব করিবার বর প্রার্থনা করিলেন। সুমহা-তপাঃ কশ্যপ এই রূপে প্রার্থিত হইয়া দিতিকে তাঁহার অভিমত প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। এই প্রকারে বর-প্রদান করিয়া মহর্ষি মারীচ দিতিকে বলিলেন। দিতি! তোমার ইন্দ্র-নিহন্তা অপরিমিত-বলশালী পুত্র উৎপন্ন হইবে, কিন্তু তোমাকে শৌচতৎপরা শুদ্ধশীলা ও ব্রতে স্থিতা হইয়া এক শত বৎসর গর্ভধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। যদি ইহাতে সমর্থ হও তাহা হইলেই তোমার গর্ভে এতাদৃশ পুত্র উৎপন্ন হইতে পারিবে। দিতি দেবী স্বামীর কথাতে সম্মত হওয়াতে মহাতপা কশ্যপ, শুচিব্রতা পত্নীকে গর্ভ ধারণ করাইলেন। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দিতির সম্মতি হওয়াতে গণশ্রেষ্ঠ গণ-পতিকে প্রসন্ন করিয়া অমিততেজাঃ দেবগণের দুর্দ্ধর্ষ তেজঃ-

সংহারপূর্ব্বক তাঁহার গর্ভে অমরবৃন্দেরও অবধ্য গর্ভ নিহিত করিলেন। এই রূপে গর্ভাধান করিয়া মহর্ষি কশ্যপ, সংশিতব্রত হইয়া তপশ্চরণার্থে পর্ব্বতপ্রদেশে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পাকশাসন ইন্দ্র ভীত হইয়া গর্ভ বিনষ্ট করিবার উদ্দেশে দিতি দেবীর গর্ভাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অভিলাষ করিলেন। অচ্যুত ইন্দ্র গর্ভধারণের নিয়মিত শত বৎসর পূর্ণ না হইতেই কোন সময়ে দিতিকে নিয়মের ব্যতয় করিতে দেখিতে পাইলেন; অর্থাৎ এক সময়ে দিতি দেবী পদপ্রক্ষালন না করিয়া নিদ্রার্থ শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, ইহা ইন্দ্রের নয়নগোচর হইল। ইন্দ্রও এই অবসরে তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিয়া, গর্ভস্থ শিশুকে নিদ্রাভিভূত করিলেন। গর্ভস্থ শিশু নিদ্রিত হইলে দেবরাজ সুযোগ পাইয়া বজ্রগ্রহণপূর্ব্বক আঘাত দ্বারা গর্ভটী সাত খণ্ডে কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। দিতির গর্ভ, দেবরাজের কুলিশ দ্বারা কর্ত্তিত ও পাট্যমান হইবার সময় অতিশয় রোদন করিতে লাগিল। শক্রও গর্ভস্থ শিশুকে সম্বোধনপূর্ব্বক রোদন করিতে বারংবার নিষেধ করিলেন। গর্ভ সাত খণ্ডে বিভক্ত হইল, কিন্তু ইহাতেও অরিসূদন দেবরাজের ক্রোধনিবৃত্তি না হওয়াতে তিনি ক্রোধভরে প্রত্যেক খণ্ডকে আবার কাটিয়া সাত খণ্ডে বিভক্ত করিলেন। তাহাতেই ঊনপঞ্চাশৎসংখ্য মরুৎ নামক দেব অর্থাৎ বায়ুগণের উৎপত্তি হইল। গর্ভ ঊনপঞ্চাশৎ ভাগে বিভক্ত করিয়া ভগবান্ মঘবা গর্ভসম্ভূত ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুকে যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, বায়ুগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া তদ্রূপই হইল। এই রূপে একোনপঞ্চাশৎ বায়ু ভগবান্ বজ্রপাণির সহায় হইল। হে জনমে-

জয়! এবংপ্রকারে পূর্ব্বোক্ত অশেষবিধ ভূতসমূহ প্রবৃদ্ধ হইলে ভগবান্ হরি অপরিমিত-তেজাঃ দেবদিগের গণশ্রেষ্ঠকে প্রসাদিত করিয়া, ঐ ভূতবৃন্দ, সমূহে বিভক্ত করিয়া এক এক প্রজাপতির হস্তে উহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। সেই সমস্ত রাজ্য পৃথুপূর্ব্ব বিশেষ বিশেষ রাজাদিগকে ক্রমশঃ বিভাগ করিয়া দিলেন। মহারাজ! সেই হরিই বীরপুরুষ, তিনিই কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ও প্রজাপতি। তিনিই ব্যক্তরূপ পর্জ্জন্য ও তপন। এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ তাঁহারই অধিকার। মহারাজ! যে মহাত্মা এই ভূতসর্গের বিষয় সম্যক্ রূপে বিদিত হয়েন যিনি মরুদ্গণের শুভ জন্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন তাঁহার পুনর্জ্জন্মের ভয় এক বারে নিরাকৃত হয়, এতাদৃশ ব্যক্তির পরলোকে ভয় কি রূপে সম্ভবে।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে মারুতোৎপত্তি-কথন-
নামক তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন। মহারাজ! পিতামহ ব্রহ্মা বেণতনয় পৃথুকে অধিরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ক্রমে অন্যান্য সমস্ত রাজ্যের পৃথক্ পৃথক্ অধিপতি নির্দেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে দ্বিজজাতি, বীরুৎ অর্থাৎ লতা, যজ্ঞ, ও তপস্যা এই সকলের রাজত্বে সোমদেবকে অভিষিক্ত করিলেন। পরে জলের রাজত্বে বরুণকে নিযুক্ত করিলেন। রাজাদিগের প্রভুত্বে বৈশ্রবণকে নির্দিষ্ট করিলেন। আঙ্গিরস বৃহস্পতিকে

বিশ্বদেবদিগের অধিপতি করিলেন। ভৃগুদিগের আধিপত্যে কাব্য অর্থাৎ শুক্রকে নিযুক্ত করিলেন। আদিত্যদিগের আধিপত্যে বিষ্ণু ও বসুদিগের আধিপত্যে পাবককে নিযুক্ত করিলেন। প্রজাপতিবৃন্দের আধিপত্যে দক্ষ, ও মরুদ্গণের আধিপত্যে বাসবকে নির্দিষ্ট করিলেন। দৈত্য ও দানবকুলের আধিপত্যে অপরিমিত-বলশালী প্রহ্লাদকে নিযুক্ত করিলেন, বৈবস্বত অর্থাৎ সূর্য্যের পুত্র যমকে পিতৃলোকদিগের রাজত্বে নিয়োজিত করিলেন। অনন্তর যক্ষ, রাক্ষস, ও পার্থিব সকলপ্রকার ভূত ও পিশাচগণের আধিপত্যে শূলপাণি ভগবান্ গিরীশ মহাদেবকে স্থাপিত করিলেন। হিমবান্ অর্থাৎ হিমালয় পর্ব্বতকে যাবতীয় পর্ব্বতসমূহের আধিপত্যে নিযুক্ত করিলেন। সাগর নদীসমূহের অধিপতি হইলেন। নারায়ণ সাধ্যদিগের আধিপত্যে নিযুক্ত হইলেন। বৃষভধ্বজ রুদ্রগণের অধীশ্বর হইলেন। বিপ্রচিত্তিকে দানবদিগের রাজা করিলেন। গন্ধ মরুৎ অশরীরী যাবতীয় ভূত, ও শব্দাকাশবিশিষ্ট যাবতীয় প্রাণিগণের আধিপত্যে প্রধান বলী বায়ুকে নিয়োজিত করিলেন। সাগর, নদ, মেঘ, বর্ষণ ও গন্ধর্ব্বকুলের রাজত্বে প্রভূত-বলশালী চিত্ররথকে নিয়োজিত করিলেন। বাসুকি নাগ-দিগের অধিপতি হইলেন। তক্ষক সর্পসমূহের অধীশ্বর নিযুক্ত হইলেন। নিখিল হিংস্র দংষ্ট্রিকুলের আধিপত্যে শেষ নাগ অভিষিক্ত হইলেন। অনন্তর পিতামহ ঐরাবতকে বারণরাজ নিযুক্ত করিলেন। উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বজাতির অধিরাজ হইলেন। পতত্রিকুলের অধিরাজ্যে গরুড় নিযুক্ত হইলেন। শার্দূল মৃগাধিপতি হইল। গোবৃষ গোজাতির অধিপতি হইল। বন-

স্পতিসমূহের রাজত্বে প্লক্ষ অর্থাৎ অশ্বত্থ নিযুক্ত হইলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের আধিপত্যে কামদেব নিযুক্ত হইলেন। অবশেষে ঋতু, মাস, দিবস, পক্ষ, রজনী, মুহূর্ত্ত, তিথি, পর্ব্ব, ঋতুর কলা ও কাষ্ঠা এই পরিমাণদ্বয়, উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অয়ন, গণিত ও যোগ এই সমুদয়ের আধিপত্যে সংবৎসর নিযুক্ত হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা এই রূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাজ্যসমুদয় রাজনির্দ্দেশপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া ক্রমে দশ দিক্‌পালদিগকে দিক্‌সমুদয়ের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিলেন। পূর্ব্ব দিকে বৈরাজ প্রজাপতির পুত্র রাজা সুধন্বাকে দিক্‌পাল নিযুক্ত করিলেন। দক্ষিণ দিকে কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র মহাত্মা শঙ্খপদকে দিক্‌পাল অর্থাৎ অধিপতি করিলেন। অনন্তর রজঃ-পুত্র অচ্যুত মহাত্মা কেতুমান্‌কে পশ্চিম দিকের অধিরাজ অর্থাৎ পালক নির্দ্দেশ করিলেন। অবশেষে পর্জ্জন্য প্রজাপতির পুত্র দুর্দ্ধর্ষ হিরণ্যরোমাকে উত্তরদিগের অধিরাজ অর্থাৎ পালক পদে অভিষিক্ত করিলেন। মহারাজ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট রাজা ও দিক্‌পালগণ পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক, স্ব স্ব প্রদেশে নিযুক্ত হইয়া তদবধি আবহমান কাল পর্য্যন্ত এই সপ্তদ্বীপা, সপত্তনা সমুদয় পৃথিবীকে যথানিয়মে ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ! এই সমস্ত পূর্ব্বোল্লিখিত রাজগণ তাঁহাদের অধিরাজ মহারাজ পৃথুকে রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত করিয়া সকলে সাহায্যপ্রদানপূর্ব্বক বেদবিহিত বিধি অনুসারে সর্ব্বাগ্রে এই মহাযজ্ঞ নির্বাহ করিয়াছিলেন। এই রূপে চাক্ষুষমনুর অপরিমিত-তেজোবিশিষ্ট মন্বন্তর কালক্রমে অতীত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা বৈবস্বত মনুকে সমুদয় রাজত্ব নির্দ্দেশ

করিয়া দিলেন। মহারাজ! আপনি যদি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, আপনার আনুকূল্যে বৈবস্বত মনুর বৃত্তান্ত আমি সবিস্তরে সমস্ত ব্যাখ্যা ও বর্ণন করিতে প্রস্তুত আছি। মহারাজ! এই অনুষ্ঠান পুরাণ, অতিমহৎ, ধন্য, যশঃকারণ, আয়ুর্বৃদ্ধিকর, শুভ ও স্বর্গবাসকর বলিয়া সম্যক্ রূপে পরিনিষ্ঠিত হইয়াছে। জনমেজয় কহিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন! আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পৃথু রাজার জন্মবৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। কি প্রকারে মহাত্মা পৃথু এই বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন, কি প্রকারেই বা পিতৃপুরুষ, দেবসমূহ, ঋষিগণ, দৈত্য, নাগ, যক্ষ, দ্রুম, শৈল, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, দ্বিজবৃন্দ, মহাসত্ত্ব রাক্ষস, ইঁহারা সকলে গোরূপধরা মহীকে দোহন করেন, দোহনকালে কেই বা কিরূপ বিশেষ বিশেষ দোহনপাত্র, ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ বৎস ব্যবহৃত হয়, কিরূপ বিশেষ বিশেষ ক্ষীর দুগ্ধ হয়, কেই বা দোগ্ধা হয়েন, কি কারণেই বা, মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বেণ রাজার পাণি মথিত করিয়াছিলেন, এই সমস্ত বিষয় সবিশেষ আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া আমার মন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সম্পাদন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন। মহারাজ, বেণপুত্র পৃথুর বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি, একাগ্র ও প্রয়ত চিত্তে শ্রবণ করুন। মহারাজ! আমি এই পবিত্র বৃত্তান্ত কখনই অশুচি, ক্ষুদ্রমনাঃ, অশিষ্য, অব্রত, কৃতঘ্ন ও অহিত ব্যক্তিদিগের শ্রবণার্থ কীর্ত্তন করি না। আপনি একাগ্রচিত্তে ঋষিদিগের কর্ত্তৃক কথিত এই রহস্য যথাযথ শ্রবণ করুন। এই বৃত্তান্ত স্বর্গীয়, যশঃ ও আয়ুর কারণ, ধন্য ও বেদসম্মিত,

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া বেণপুত্র মহারাজ পৃথুর এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করেন তিনি কখনই পাপজড়িত হয়েন না। কৃতাকৃত দ্বারা এতাদৃশ মহাত্মাকে কখন শোকাভিভূত হইতে হয় না।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে পৃথূপাখ্যান-নামক চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন। মহারাজ! পূর্ব্বকালে অত্রিসম অত্রি-বংশ-সমুৎপন্ন অঙ্গ নামে এক ধর্ম্মরক্ষক প্রজাপতি ছিলেন। অঙ্গ প্রজাপতির ঔরসে ও মৃত্যুদুহিতা সুনীথার গর্ভে বেণ-নামক এক অধর্ম্ম-পরায়ণ পুত্রের জন্ম হয়। কালদুহিতার আত্মজ বলিয়া এই পুত্র মাতামহদোষে কালক্রমে স্বকীয় চির-ন্তন সনাতন ধর্ম্ম পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিয়া কামপরবশ হইয়া লোভের বশীভূত হইলেন ও লোভপ্রদর্শিত কার্য্যে তৎপর হইলেন। তিনি ক্রমে ধর্ম্মবিগর্হিত মর্য্যাদা স্থাপনপূর্ব্বক বেদবিহিত ধর্ম্মপ্রণালী অতিক্রম করিয়া যৎপরোনাস্তি অধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। এই পাপাত্মা রাজার শাসনকালে কুত্রাপি বষট্কার ও স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন প্রবর্ত্তিত হইত না। দেবতারা যজ্ঞাগ্নিতে হুত সোমরস পান করিতেন না। বেণ প্রজাপতির বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তিনি এই ক্রূর পাপ নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তিনি ভিন্ন ত্রিভুবনে পূজার আর দ্বিতীয়

পাত্র ছিল না। দেবতোদ্দেশে যাগ ও হোম কর্ত্তব্য নহে, যদি করিতে হয় তিনিই নিখিল যাগ ও হোমের অদ্বিতীয় একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি যৎপরোনাস্তি অহঙ্কারের সহিত বলিতেন, যে আমিই যাগের উদ্দেশ্য, আমিই যষ্টা অর্থাৎ যজমান, এবং আমিই যজ্ঞ, আমার উদ্দেশেই যজ্ঞকার্য্য বিধেয় এবং আমিই হোমের একমাত্র উদ্দেশ্য দাতা স্বরূপ। অনন্তর কোন সময়ে মরীচিপ্রমুখ মহর্ষি সকল বেণ রাজার প্রতি নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া অতিক্রান্তমর্য্যাদ, অনুচিত ও অনর্থ কার্য্যপরায়ণ বেণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন। বেণ! আমরা বহু সংবৎসর যাবৎ দীক্ষায় প্রবেশ করিব মানস করিয়াছি, অতএব তুমি অতঃপর আর অধর্ম্মাচরণ করিও না, ইহা সনাতন ধর্ম্ম নহে। তুমি পবিত্র অত্রিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি প্রজাপতি, তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া প্রজাপালন করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, অতএব তোমার ন্যায় ব্যক্তির অনার্য্য কার্য্য কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। দুর্বুদ্ধি অনর্থবেত্তা বেণ মহর্ষিদিগের এতাদৃশ বাক্যে হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন। ঋষিগণ! আমি ভিন্ন ত্রিভুবনে ধর্ম্মের স্রষ্টা অপর আর কে আছে, আমি কাহার নিকট উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিতে পারি? তোমাদিগের মধ্যে শ্রুত, বীর্য্য, তপস্যা ও সত্য দ্বারা আমার তুল্য কে আছে বল? তোমরা নিশ্চয়ই নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি ও চিত্তবিহীন বলিয়া আমাকে সর্ব্ব ভূতের বিশেষতঃ ধর্ম্মসমূহের প্রভব বা আদি কারণ বলিয়া বুঝিতে পারিতেছ না। আমি ইচ্ছা হইলে সমস্ত পৃথিবী দহন করিতে পারি, ইচ্ছা হইলে জলে প্লাবন করিতে পারি। দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই ইচ্ছা

হইলে রুদ্ধ করিতে পারি, ইহাতে আমাকে কোনপ্রকার বিচার করিতে হয় না।

মহর্ষিগণ, এইরূপ অনুনয়বাক্য দ্বারা যখন মোহপরবশ ও অবলিপ্ত বেণ রাজাকে কোন প্রকারেই শান্ত করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহাদিগের ভয়ানক ক্রোধ উপস্থিত হইল। মহর্ষিরা জাতক্রোধ হইয়া মহাবলপরাক্রান্ত অহঙ্কৃত বেণ রাজাকে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিয়া তাঁহার বাম উরু মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজার উরু এই প্রকারে মথ্যমান হইলে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অতিমাত্র হ্রস্বদেহ কৃষ্ণমূর্ত্তি খর্ব্বাকার এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। রাজন্ জনমেজয়! এই খর্ব্বাকার পুরুষ এই প্রকারে উৎপন্ন হইবার পর সাতিশয় ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। মহর্ষি অত্রি তাহাকে অতিশয় কাতর ও বিহ্বল দেখিয়া তথায় উপবেশন করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই কৃষ্ণকায় পুরুষ পরে নিষাদ অর্থাৎ চণ্ডালবংশের আদি পুরুষ হইয়াছিল এবং বেণ কল্মষপ্রসূত যাবতীয় ধীবরদিগকেও সৃষ্ট করিয়াছিল। ইহা হইতেই বিন্ধ্যাচল-নিবাসী তুখার, তুম্বুর প্রভৃতি যাবতীয় অধর্ম্মরুচি অসভ্য জাতির উদ্ভব হয়, সুতরাং ইহারা সকলেই বেণ-বংশ-সম্ভূত। অনন্তর মহাত্মা মহর্ষিগণ ক্রোধভরে বেণ রাজার দক্ষিণ পাণি অরণী অর্থাৎ অগ্নি-মন্থন-কাষ্ঠের ন্যায় সংরব্ধ করিয়া মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। বেণ রাজার মথ্যমান দক্ষিণ বাহু হইতে তৎক্ষণাৎ জ্বলনপ্রতিম, পৃথু সমুত্থিত হইলেন। তাঁহার প্রখর-তেজঃপুঞ্জ দেহ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া নয়নগোচর হইল। মহাযশাঃ পৃথু এক বারেই

ধনুর্দ্ধারী কবচাবৃতদেহ হইয়া ভুবনরক্ষার্থ মহারব আজগব-নামক আদ্য ধনুঃ দিব্য-শর-সমূহ ও মহাপ্রভ কবচ ধারণ-পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। মহারাজ! এই রূপে পৃথুর উৎপত্তি হইলে সর্ব্বত্র যাবতীয় ভূতগণ অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইল, আর বেণ রাজা তৎক্ষণাৎ মহাত্মা সৎপুত্র পৃথুর উৎপত্তিমাত্রেই পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাত হইলেন ও স্বর্গ লোকে আরোহণ করিলেন। এই রূপে পৃথুর জন্মমাত্রেই সমুদ্র ও নদী সকল অশেষবিধ রত্ন ও তীর্থ-জল গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার অভিষেকার্থ সমুপস্থিত হইলেন। পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, আঙ্গিরস দেবগণ ও স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় ভূত-সমূহ সমভিব্যাহারে লইয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন ও বেণ-তনয় মহাদ্যুতি প্রজাপালক পৃথুকে সমস্ত জগতের অধিরাজ পদে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবলপ্রতাপ বেণ-তনয় এই রূপে ধর্ম্মকোবিদ-দিগের কর্ত্তৃক বিশ্বরাজ্যের প্রথম অধিরাজ পদে অভিষিক্ত হইয়া পিতা কর্ত্তৃক অপরঞ্জিত প্রজাদিগকে সম্যক্ অনুরঞ্জন করিলেন ও সমুদায় প্রজাবৃন্দের বিশেষ অনুরাগ-ভাজন হইয়া তাহাদিগকে রঞ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ পৃথুর এরূপ প্রবল প্রতাপ হইয়াছিল যে, যখন তিনি সমুদ্রাভিমুখে অভি-যান করিতেন সমুদ্রের জলরাশি স্তম্ভিত হইয়াছিল। পর্ব্বতেরাও মহারাজকে পথ প্রদান করিত, ও কোন কালেই মহারাজের ধ্বজভঙ্গ হইত না। মহারাজের পবিত্র শাসন-কালে পৃথিবী অকৃষ্টপচ্যা হইয়াছিলেন অর্থাৎ বর্ষণাদি শস্যোৎপাদনের নানাবিধ উপায় ব্যতিরেকেও চিন্তামাত্রেই

ভূমিতে অন্ন ও বহুবিধ-শস্যজাত স্বয়ং উৎপন্ন হইত। অধিক কি, তৎকালে পৃথিবী সর্ব্বকামদুঘা হইয়াছিলেন। প্রতি-পুষ্পপুটকই মধুপরিপূর্ণ দৃষ্ট হইত। এই সময়ে শুভ পৈতা-সহ যজ্ঞে সৌত্যদিবসে সূতীর গর্ভে মহামতি সূত সমুৎপন্ন হয়েন। এবং সেই মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধেরও শুভ জন্ম হয়। অনন্তর দেবর্ষিরা মহারাজ পৃথুর স্তবার্থ সূত ও মাগধ এই উভয়কে আহ্বান করিয়া পৃথুর স্তব করিবার নিমিত্ত উহা-দিগকে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, হে সূত! হে মাগধ! স্তবকার্য্য তোমাদের অনুরূপ ও উপযুক্ত এবং নরাধিপ পৃথুও তোমাদের স্তবের উপযুক্ত পাত্র। সূত ও মাগধ এই রূপে আদিষ্ট হইয়া দেবর্ষিদিগকে কহিলেন। হে দ্বিজ ঋষিগণ! আমরা নিজকর্ম্ম দ্বারা দেবতা ও ঋষিদিগকে স্তব করিয়া থাকি ও তাঁহাদিগেরই প্রীতি-সমুৎপাদনের চেষ্টা করি। এই রাজার কার্য্যের বিষয় কিছুই অবগত নহি ইঁহার তাদৃশ যশঃসম্পত্তিও দেখিতে পাইতেছি না, অতএব কি প্রকারে ইঁহার প্রীত্যর্থ স্তব করিতে পারি? ঋষিগণ কহিলেন। তোমরা মহারাজ পৃথুর ভবিষ্যৎ কার্য্য উপলক্ষ করিয়া উঁহাকে স্তব কর। সূত ও মাগধ ঋষিদিগের নিয়োগানুসারে পৃথু, পরে যে সকল মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন তৎসমুদায় উপলক্ষ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন, মহারাজ পৃথু ভবিষ্যতে সত্যবাদী, বদান্য, সত্যসন্ধ, নরেশ্বর, শ্রীমান্, জয়শীল, ক্ষমাতৎপর, বিক্রান্ত, দুষ্টশাসন, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, পরমদয়ালু, প্রিয়ভাষী, মাননীয়, মানরক্ষক, যাগশীল, ব্রহ্মবাদী, সত্যযোদ্ধা, শান্ত, ব্যবহারবেত্তা ও সামনিরত নর-

পতি হইবেন। মহারাজ! সূত-মাগধ-প্রযুক্ত সেই স্তব করণা-বধি ইহলোকে সূত মাগধ ও বন্দিরা স্তব করিবার সময় সর্ব্বদাই আশীর্বাদ করিয়া থাকে। প্রজাপাল পৃথু, সূত ও মাগধের স্তবে যৎপরোনাস্তি প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া প্রসাদস্বরূপ সূতকে অনূপপ্রদেশ সমুদয় ও মাগধকে মগধপ্রদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর মহর্ষিগণ পৃথু রাজার দর্শনে প্রজাবৃন্দকে পরম-প্রীত হইতে দেখিয়া সকলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন। হে প্রজাগণ! এই নরাধিপ পৃথু তোমাদের সকলকেই বিশেষ বিশেষ বৃত্তি অর্থাৎ জীবনোপায় প্রদান করিবেন। প্রজাগণ মহর্ষি-দিগের বাক্যানুসারে সকলেই দ্রুতবেগে মহারাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া একবাক্যে নিবেদন করিল। মহারাজ! আপনি আমাদের সকলের বৃত্তি অর্থাৎ জীবনোপায় বিধান করুন। মহারাজ পৃথু এই রূপে প্রজাসমূহ কর্ত্তৃক অভিদ্রুত হইয়া উহাদের হিত-চিকীর্ষায় ধনুর্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক আঘাত দ্বারা পৃথিবীকে প্রপীড়িত করিলেন। পৃথিবীও বেণতনয়ের ভয়ে নিরতিশয় ত্রস্ত হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক, অতিবেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজও ধনুর্বাণহস্তে অতিবেগে বিদ্রুতা গোরূপধরা মহীর অনুধাবন করিতে লাগিলেন। গোরূপধরা পৃথিবী এই রূপে পৃথুর ভয়ে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি অশেষবিধ ভুবনে ভ্রমণ করিয়া সম্মুখে প্রগৃহীতশরাসন পৃথুকে অবলোকন করিলেন। তৎকালে মহাযোগ মহাত্মা মহারাজ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত নিশিত বাণসমূহ হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া অধিকতর প্রদীপ্ততেজাঃ হয়েন, ফলতঃ, তৎকালে তিনি দেবতাদিগেরও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

ত্রিলোক-পূজ্যা মহী কুত্রাপি ত্রাণের উপায় না দেখিয়া অবশেষে কৃতাঞ্জলিপুটে মহারাজ পৃথুরই শরণাপন্ন হইলেন। এবং তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। রাজন্! স্ত্রীহত্যারূপ মহাপাতক ও ঘোর অধর্ম্ম করা ভবাদৃশ মহাপুরুষের কোন প্রকারে উচিত নহে। আপনি প্রজাপালক! আমাকে বধ করিলে কি রূপেই বা প্রজাধারণ করিবেন বুঝিতে পারি না? মহারাজ! এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র লোক আমার উপরিভাগে অবস্থিত, আমি সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি। আমাকে বিনষ্ট করিলে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা বিনষ্ট হইবে। অতএব আমি অনুনয়বাক্যে আপনাকে নিবেদন করিতেছি, যে যদি আপনি প্রজাদিগের মঙ্গল কামনা করেন কখনই আমাকে বিনষ্ট করিবেন না। আমি আপনাকে হিতকর বাক্য বলিতেছি শ্রবণ করুন্। মহারাজ! সকল কার্য্যের উপক্রমই উপায়ানুসারে সমারব্ধ হইলে নিশ্চয়ই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব উপায় নিরীক্ষণ করুন্, যদ্দ্বারা প্রজাসমূহ ধারণ করিতে সমর্থ হইবেন। অপর আমাকে হত্যা করিলে কোন প্রকারেই প্রজা ধারণ করিতে পারিবেন না। মহারাজ! আমি আপনাকে বারংবার অনুনয় করিতেছি, আপনি কোপসংযমন করুন্, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আপনার বশীভূত ও অনুভূত হইব। মহারাজ! তির্য্যগ্‌যোনিগত স্ত্রীজাতির হত্যাও মহাপাতক বলিয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। অতএব হে মহারাজ! আপনি কোন প্রকারেই তির্য্যক্‌প্রাণিতেও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না। মহামনাঃ মহারাজ পৃথু পৃথিবীর ইত্যাদিপ্রকার বহুবিধ অনুনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া

কোপ সংহার করিলেন ও পৃথিবীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে পৃথূপাখ্যান
পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পৃথু বলিলেন। বসুন্ধরে! যে ব্যক্তি আপনার অথবা পরের, একের উপকারি-সাধনার্থ বহুসংখ্যক জীবের প্রাণবধ করে, তাহারই এক পাতক হয়। কিন্তু যে স্থলে একটী জীব বিনষ্ট হইলে বহুসংখ্যক প্রাণী সুখলাভ করে তথায় সেই জীবের হিংসা করিলে কোন প্রকারে পাতক বা উপপাতক কিছুরই সম্ভাবনা নাই। পরন্তু যে স্থলে কোন এক দুষ্ট প্রাণীর নিধন করিলে বহু জীবের মঙ্গল হইয়া থাকে, তথায় সেই বধ দ্বারা পাতক দূরে থাকুক বরং পুণ্যই সঞ্চিত হয়। অতএব ভদ্রে! অদ্য যদি তুমি জগতের হিতসাধনার্থ মদীয় আজ্ঞা প্রতিপালন না কর আমি নিশ্চয় প্রজাদিগের শ্রেয়ঃ-সাধনার্থ তোমার প্রাণ বিনাশ করিব। তাহা হইলে অদ্য আমি নিশ্চয়ই আমার শাসন-পরাঙ্মুখী তোমাকে নিশিত-শর-প্রহার দ্বারা বিনষ্ট করিয়া আপনাকে সম্যক্ প্রথিত করিব ও স্বয়ংই নিখিল প্রজাসমূহ ধারণ করিব সন্দেহ নাই! অতএব যদি তুমি জীবন প্রার্থনা কর, অদ্যই আমার শাসনের বশবর্ত্তিনী হইয়া, সমগ্র প্রজাদিগকে সংজীবিত কর, কারণ তুমি ধর্ম্মজ্ঞা ও প্রজাসমূহের ধারণে সম্যক্ সমর্থা। বৎসে!

তুমি এই প্রকারে আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আমার দুহিতৃত্ব প্রাপ্ত হও। ইহা হইলেই আমি তোমার বধের নিমিত্ত উদ্যত ঘোরদর্শন শর সংযমন করিতে পারি।

বসুন্ধরা কহিলেন। হে বীরশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিলেন আমি নিঃসন্দেহ তৎসমুদায় প্রতিপালন করিব। কিন্তু সকল কার্য্যই উপযুক্ত উপায়ানুসারে আরব্ধ হইলেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, উপায় না থাকিলে কোন কার্য্যেরই সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; অতএব মহারাজ যে উপায়ে আপনি এই সমস্ত প্রজাধারণ করিতে সমর্থ হইবেন এবম্বিধ সদুপায়ের অন্বেষণ করুন। অপর যদি আমাকে দোহন করিতে ইচ্ছা করেন, উপযুক্ত বৎসের অনুসন্ধান করুন, কারণ বৎস উপস্থিত হইয়া স্তন পান না করিলে কি রূপে ক্ষীর বিনিঃসৃত হইতে পারে? আর আমাকে সর্ব্বত্র সমতলা করিতে হইবে, কারণ সমতলা হইলেই অভিস্যন্দমান মদীয় ক্ষীর সর্ব্বত্র প্রসৃত হইতে পারিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন। রাজন্! বৈণ্য পৃথু এই প্রকারে বসুন্ধরার বাক্যানুসারে ধনুষ্কোটি দ্বারা শতহসস্র অসংখ্য শৈলসমূহ স্বস্থান হইতে উৎসারিত করিলেন। এই উৎসারণ দ্বারাই পর্ব্বত সকল অতিশয় বিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পৃথু এই প্রকারে সমগ্র পৃথিবী সমতলা করিলেন।

অনেক মন্বন্তর অতীত হইলে পৃথিবী পুনর্বার বিষমতলা হইয়াছিল। সম বিষম ভাগ পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ। চাক্ষুষ মন্বন্তরেও সমুদয় পৃথিবী এইরূপ সম-বিষম ছিল। পূর্ব্ব মন্বন্তরে ভূতসৃষ্টির সময়ে ক্ষিতিতল বিষম ছিল। সুতরাং পুর,

গ্রাম, বা নগরসমূহের প্রবিভাগ ছিল না। তৎকালে, শস্য, গোপাল, কৃষিকার্য্য বা বণিকপথ কিছুই ছিল না। সত্য মিথ্যা লোভ ও মাৎসর্য্যও কুত্রাপি লক্ষিত হইত না। এক্ষণে বৈবস্বত মনুর মন্বন্তর সমুপস্থিত। এই মন্বন্তরে বেণতনয় পৃথু হইতেই এই সকলের সম্ভব। এক্ষণে পৃথিবীর যে যে অংশ সম অর্থাৎ সমতল ছিল, সেই সেই প্রদেশ প্রজাসমূহের বাসার্থ নির্দ্ধারিত হইল ও বহু কষ্টে উহাদের আহারার্থ ফলমূল উৎপাদিত হইল। অনন্তর মহারাজ পৃথু প্রভু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে গোরূপধরা পৃথিবীকে দোহন করিলেন। পৃথিবী দুগ্ধা হইলে ক্ষীরস্বরূপে অশেষবিধ শস্যসমূহ উৎপন্ন হইল। সেই শস্য আহার দ্বারা জীবেরা অদ্যাপি জীবনধারণ করিয়া আসিতেছে। মহারাজ শুনিয়াছি, ঋষিরা পুনর্বার পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন। সোমদেব এই দোহনের বৎস ও অঙ্গিরার পুত্র মহাতেজাঃ বৃহস্পতি দোগ্ধা হয়েন, আর ছন্দঃসমূহ দোহনপাত্রের কার্য্য করে। এবং শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ বেদ, অনুপম ক্ষীরস্বরূপে উৎপন্ন হয়। আরও শ্রুত আছে, ইহার পরে পুরন্দরপ্রমুখ দেবগণ কাঞ্চনপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীকে পুনর্বার দোহন করেন। এই বারে ভগবান্ ইন্দ্র স্বয়ং বৎসের কার্য্য করেন; সূর্য্যদেব দোগ্ধা হয়েন ও ঊর্জ্জস্কর ক্ষীর উৎপন্ন হয়, এই ক্ষীর পান করিয়া দেবতারা জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকেন। কথিত আছে, পিতৃপুরুষেরা ইহার পরে মহীকে পুনশ্চ দোহন করিয়াছিলেন। ইঁহারা রজতপাত্রে দোহন করেন, ও ক্ষীরস্বরূপে সুধা উৎপন্ন হয়। বৈবস্বত যম ইঁহাদিগের বৎসস্বরূপ

হয়েন, আর লোকবিনাশন কালরূপী অন্তক দোগ্ধা হয়েন। তৎপরে নাগেরা তক্ষককে বৎসরূপে কল্পনা করিয়া অলাবু-পাত্রে পৃথিবীকে আবার দোহন করে। বিষ ক্ষীররূপে সমুৎপন্ন হয়। এই সময়ে নাগদিগের পক্ষে ঐরাবত ও সর্পদিগের পক্ষে মহাপ্রতাপ ধৃতরাষ্ট্র দোগ্ধা হইয়াছিল। মহাকায় বিষোল্বণ সর্প ও নাগগণ বিষ দ্বারাই জীবিকানির্বাহ করে। বিষই ইহাদিগের আহার, বিষই ইহাদিগের আকার, বিষই ইহাদিগের আশ্রয়। অতঃপর অসুরেরা গোরূপধরা পৃথিবীকে দোহন করে। ইহাদের দোহনে লৌহময় পাত্র ব্যবহৃত হয় ও শত্রুবিনাশিনী মায়া দুগ্ধরূপে উৎপন্ন হয় এবং প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন দোগ্ধা হয়েন। এই সময়ে দৈত্যদিগের পক্ষে উহাদিগের পুরোহিত দ্বিমস্তক মহাবল মধু দোগ্ধা হইয়াছিলেন। তদবধি দোহনোৎপন্ন মায়া দ্বারাই অসুরেরা মায়াবী হইয়াছে। মায়াই ইহাদিগের জীবিকানির্বাহের অদ্বিতীয় উপায়স্বরূপ, মায়াই ইহাদিগের অপরিমিত বল। মহারাজ! শুনা গিয়াছে, ইহার পরে যক্ষেরাও আম মৃণ্ময় পাত্রে পৃথিবীকে দোহন করে। অক্ষয় অন্তর্দ্ধান এই দোহনের দুগ্ধ স্বরূপ। পুণ্যজন যক্ষদিগের দোহনকালে বৈশ্রবণ বৎসস্বরূপ হয়েন। মণিবরের পিতা, সুমহত্তপঃশালী, ত্রিশীর্ষ, রজতনাভ নামে যক্ষাত্মজ এই কার্য্যের দোগ্ধাস্বরূপ হইয়াছিলেন। অন্তর্দ্ধান আশ্রয় করিয়া যক্ষেরা তদবধি আবহমান কাল জীবনধারণ করিয়া আসিতেছে। অনন্তর রাক্ষস ও পিশাচগণ ইহারা উভয়ে বসুন্ধরাকে দোহন করে। ইহারা দোহনকালে শবকপাল পাত্রস্বরূপে গ্রহণ করে।

রজতনাভ ইহাদিগের দোগ্ধা, সুমালী বৎস ও রুধির দুগ্ধ। প্রজাভক্ষণই ইহাদের দোহনের একমাত্র উদ্দেশ্য। রুধিররূপ ক্ষীর পান করিয়া যক্ষ, অমরোপম রাক্ষস, পিশাচ ও ভূতসমূহ ইহারা সকলেই জীবিকা নির্বাহ করে। ইহার পর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ একত্রে পদ্মপত্ররূপ আধারে পৃথিবীকে দোহন করিয়া সুগন্ধরূপ দুগ্ধ উৎপাদন করে। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ইহাদিগের বৎস ও গন্ধর্ব্বরাজ মহাবল মহাত্মা সূর্য্যসদৃশ সুরুচি দোগ্ধা হইয়াছিলেন। পরে শৈলগণ একত্রিত হইয়া অন্যতম শৈলরূপ পাত্রে মহীকে দোহনপূর্ব্বক মূর্ত্তিমতী ওষধি ও অশেষবিধ রত্নস্বরূপ দুগ্ধ উৎপাদন করে। এই দোহনে হিমালয়-পর্ব্বত বৎস ও মহাগিরি সুমেরু দোগ্ধা হয়েন। ইহা দ্বারাই তৎকালাবধি পর্ব্বতেরা ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশেষে লতাগণ পৃথিবীকে দোহন করিয়া পলাশপত্ররূপ পাত্রে ছিন্নদগ্ধপ্ররোহণরূপ দুগ্ধ উৎপাদন করে। পুষ্পিত সালবৃক্ষ দোগ্ধা ও অশ্বত্থ বৎসস্বরূপ হয়েন। মহারাজ! সেই এই বসুন্ধরা, ইনি যাবতীয় পদার্থসমূহের ধাত্রী ও বিধাত্রী। ইনি পাবনী। ইনি চরাচর সমুদয় পদার্থের প্রতিষ্ঠা ও জননী। ইনি সর্ব্বকামপ্রদা, ইনি দুগ্ধা হইলে নিখিল শস্যসমূহ প্রদান করেন। ইনি সমুদ্রপর্য্যন্ত বিস্তৃতা, ও মেদিনী নামে বিখ্যাত ছিলেন।

মধুকৈটভের ভয় নিখিল মেদঃ অর্থাৎ মজ্জায় অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া এই দেবীর নাম মেদিনী হইয়াছে। অনন্তর ইনি বেণপুত্র মহারাজ পৃথুর শরণাপন্ন হইয়া ইঁহার দুহিতৃত্ব প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া পৃথ্বী নামেও কথিত

হইয়া থাকেন। পৃথিবী এইরূপে পৃথুকর্তৃক অতিসুন্দররূপে বিভক্ত ও শোধিত হওয়াতেই এক্ষণে অশেষবিধ শস্যের আকর ও পুরনগরাদি ধারণ করিতেছেন। মহারাজ! আপনি এক্ষণে রাজশ্রেষ্ঠ আদি রাজা পৃথুর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। পথুর এইরূপ অলোকসাধারণ অদ্ভুত প্রভাব ছিল। অতএব মহারাজ পৃথু নিখিল ভূতসমূহের নমস্য ও পূজ্য ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বেদবেদান্তবেত্তা সৌভাগ্যশালী ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মযোনি সনাতন মহারাজ পৃথুই একমাত্র নমস্কার্য্য। যে সকল মহাভাগ ক্ষত্রিয় পার্থিবত্ব ইচ্ছা করেন, আদিরাজ মহাবলপ্রতাপ পৃথু তাঁহাদের অবশ্য নমস্কার্য্য। বীর ও বিক্রান্ত যোদ্ধৃগণ যদি সমরক্ষেত্রে জয়লাভ করিবার বাসনা করেন মহারাজ পৃথুকে তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে নমস্কার করা বিধেয়, কারণ ইনিই এই ভূমণ্ডলের প্রথম যোদ্ধা। যে যোদ্ধা পৃথুকে স্মরণ ও তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, তিনি নিশ্চয়ই ঘোর সংগ্রামসাগর উত্তীর্ণ হইয়া জয়ী হন ও বিপুল কীর্ত্তি ও কুশল সম্ভোগ করেন সন্দেহ নাই। পণ্যবৃত্তিবিধায়ী ধনাঢ্য বৈশ্যদিগেরও ইনিই প্রথম নমস্কার্য্য, কারণ সমস্ত জীবের বৃত্তিপ্রদান দ্বারা ইঁহার যশঃসম্পত্তি ত্রিভুবনে বিস্তৃত হইয়াছে। যখন মহারাজ পৃথু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন প্রধান বর্ণের পূজ্য ও নমস্য, তখন ত্রিবর্ণের পরিচারকস্বরূপ শুচিব্রত শূদ্রদিগের বিষয় আর বলিবার আবশ্যক কি? মহারাজ পৃথু ক্ষেমাকাঙ্ক্ষী শূদ্রদিগেরও অবশ্যপূজ্য ও নমস্কার্য্য। এই পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক

বলিলেন। মহারাজ! ক্রমান্বয়ে গোরূপধরা পৃথিবীর যে অনেক বার দোহন হইয়াছিল, তৎ সমুদায়ের বিশেষ বিশেষ বৎস, দোগ্ধা, ক্ষীর ও পাত্র প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্তই আপনার নিকট বর্ণন করিলাম, আপনার প্রীতিসম্পাদনার্থে এক্ষণে আর কি বর্ণনা করিতে হইবে বলিয়া দিউন।

ইতি শ্রীহরিবংশপর্ব্বে পৃথিবীদোহ-নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

সপ্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন। হে তপোধন! অনুগ্রহপূর্ব্বক, সমুদয় মন্বন্তর ও উহাদিগের সৃষ্টির বিষয় [redacted]বস্তরে কীর্ত্তন করুন। যাবতীয় মনুদিগের বৃত্তান্ত ও বিশেষ বিশেষ মন্বন্তরের কালনির্ণয়, এই সমস্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার নিরতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন। হে কুরুবংশতিলক! সমস্ত মন্বন্তর সমূহের বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করা শত বৎসরেও সম্ভবে না, অতএব সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, ভৌত্য, রৌচ্য, চারি মেরুসাবর্ণ, এই সমুদয় অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মনুসমূহের নাম। সংপ্রতি বৈবস্বত মনুর মন্বন্তর বর্ত্তমান। মহারাজ! যেরূপ শুনিয়াছি, সমুদয় মনুগণের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত মনুদিগের ঋষি, পুত্র ও দেবগণের বিষয় বর্ণন করিতেছি। মরীচি, অত্রি, ভগবান্

অঙ্গিরাঃ, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার পুত্র। উত্তর দিকে ইঁহাদিগেরই সপ্তর্ষি এই নাম। স্বায়ম্ভুব মনুর মন্বন্তরকালে বর্ত্তমান দেবতাদিগের যাম এই সাধারণ নাম ছিল। আগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, মেধা, মেধাতিথি, বসু, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, হব্য, কবন, এই দশটী স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। প্রথম মন্বন্তরের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহার পর স্বারোচিষ মনুর মন্বন্তর উপস্থিত হয়, এই মন্বন্তরে ঔর্ব্ব, বশিষ্ঠপুত্র, স্তম্ব, কাশ্যপ, প্রাণ, বৃহস্পতি, দত্ত ও নিশ্যান এই কয়েকটী মহর্ষি ছিলেন। ইহা বায়ু স্বয়ং কহিয়াছেন। দেবগণের তুষিত এই সাধারণ নাম ছিল। হবিধ্র, সুকৃতি, আপ, মূর্ত্তি, অয়স্ময়, প্রথিত, নভস্য, নভ ও ঊর্জ্জ, মহাত্মা স্বারোচিষ মনুর এই কয়েকটী পুত্র ছিলেন। ইঁহারা সকলেই মহাবীর্য্য-পরাক্রম ছিলেন। মহারাজ! দ্বিতীয় মন্বন্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, এক্ষণে তৃতীয় মন্বন্তরের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই মন্বন্তরে মনু ঔত্তমি। ভগবান্ বশিষ্ঠের বাশিষ্ঠ নামে বিখ্যাত সাত পুত্র ছিলেন, আর হিরণ্যগর্ভের ঊর্জ্জ-নামক কতিপয় মহাতেজাঃ পুত্র ছিলেন, ইঁহারাই এই মন্বন্তরের ঋষি। ঔত্তমি মনুর ঈষ, ঊর্জ্জ, তনূর্জ্জ, মধু, মাধব, শুচি, শুক্র, সহ, নভস্য ও নভ, এই দশটী অতি মনোরম পুত্র ছিলেন। এই মন্বন্তরে ভানুগণ দেবতা ছিলেন। তৃতীয় মন্বন্তরের বিবরণ সংক্ষেপে কথিত হইল, এক্ষণে চতুর্থের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই মন্বন্তরে তামস মনু। কাব্য, পৃথু, অগ্নি, জহ্নু, ধামা, কপীবান্, ও আকপীবান্ এই সাতটী ঋষি, সত্যনামক দেবগণ। তামস মনুর পুত্রপৌত্রাদির বিষয়

পুরাণে সম্যক্ রূপে কীর্ত্তিত আছে, আমি ইঁহার পুত্রদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ করুন। দ্যুতি, তপস্য, সুতপাঃ, তপোমূল, তপোশন, তপোরতি, অকল্মাষ, তন্বী, ..ধন্বী ও পরন্তপ, এই দশটী মহাবল পুরুষ তামস মনুর পুত্র। ইহাও বায়ু কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চম মন্বন্তরের বিষয় শ্রবণ করুন। পঞ্চম মন্বন্তরে, বেদবাহু, যদুধ্র, মহামুনি বেদশিরাঃ, হিরণ্যরোমা, পর্জ্জন্য, সোমপুত্র, ঊর্দ্ধবাহু, ও অত্রিপুত্র সত্যনেত্র এই সাত জন মহর্ষি ছিলেন। অভূতরজাঃ, প্রকৃতি, পারিপ্লব, ও রৈভ্য এই কয় প্রকার দেবতা। পঞ্চম মনুর পুত্রদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি প্রণিধান করুন। ধৃতিমান্, অব্যয়, যুক্ত, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, অরণ্য, প্রকাশ, নির্ম্মোহ, ও কৃতী সত্যবান্ এই কয়টী রৈবত মনুর পুত্র। এক্ষণে ষষ্ঠের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। ষষ্ঠ অর্থাৎ চাক্ষুষ মনুর মন্বন্তরে ভৃগু, নভঃ, বিবস্বান্, সুধামা, বিরজাঃ, অতিনামা, ও সহিষ্ণু এই সাত মহর্ষি ছিলেন। আপ্য, প্রভূত, ঋভু, পৃথুক, ও লেখা এই পঞ্চবিধ দেবতা ছিলেন। আর অঙ্গিরার পুত্র, মহাত্মা মহাতেজাঃ নাড়্‌লেয় নামে উরু প্রভৃতি দশ পুত্র ছিলেন। সপ্তম অর্থাৎ বর্ত্তমান মন্বন্তরে, সাত মহর্ষি, অত্রি, ভগবান্, বশিষ্ঠ, মহামুনি কশ্যপ, গোতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ও মহাত্মা ঋচীকের আত্মজ ভগবান্ জমদগ্নি। সাধ্য, রুদ্র, বিশ্ব, বসু, মরুৎ, ও আদিত্যগণ এবং অশ্বিনদ্বয় ইঁহারা এই মন্বন্তরের দেবতা। মহাত্মা বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশ পুত্র। অপর, পূর্ব্বকীর্ত্তিত এই সমস্ত মহাতেজাঃ মহর্ষিগণের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সন্তান সন্ততি দিগ্দিগন্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

ইঁহার মন্বন্তর সকলের প্রারম্ভে সাত সাত জন করিয়া লোক-সমূহের সম্যক্ ব্যবস্থা ও সংরক্ষণার্থ দেশে দেশে অবস্থান করেন, পরে মন্বন্তর অতিক্রান্ত হইলে চারি চারি জন করিয়া সাত গণে বিভক্ত হয়েন ও স্বকার্য্যসাধনানন্তর অক্ষয় ব্রহ্ম-লোকে প্রস্থান করেন। ইঁহারা স্বর্গাধিরোহণ করিলে তপঃ-সম্পন্ন অন্যান্য মহর্ষিগণ তাঁহাদের স্থান অধিকারপূর্ব্বক তাঁহা-দের কার্য্য নির্বাহ করেন। মহারাজ! অতীত ও বর্ত্তমান সমুদয়ে সাত মন্বন্তরের বিষয় ক্রমান্বয়ে আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সম্প্রতি ভাবি মন্বন্তর সকলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ভবিষ্যৎ মন্বন্তর সমুদায়ে ছয়টী। এই সকল ভাবি মন্বন্তরে সাবর্ণ-সংজ্ঞক পাঁচ মনু হইবেন। ইঁহাদিগের মধ্যে এক জন বৈবস্বত, অপর চারি জন প্রজাপতির অপত্য। পরমেষ্ঠির পুত্র-সকল মেরু ও সাবর্ণি নামে খ্যাত, ইঁহারা সকলেই দক্ষ প্রজা-পতির দৌহিত্র, প্রিয়ানামক দক্ষদুহিতা ইঁহাদিগের জননী। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভাব, মহাতেজাঃ ও মহাত্মা। প্রজাপতি রুচির রৌচ্যনামক পুত্র অপর এক মনু, ইনি ভূতী দেবীর গর্ভে প্রসূত বলিয়া ভৌত্য নামে বিখ্যাত। সাবর্ণি মনুর ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে যে সপ্তসংখ্যক মহর্ষি হইবেন, তাঁহাদের সকলের নাম নির্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন। রাম, ব্যাস, অত্রিপুত্র দীপ্তিমান্, ভারদ্বাজ, দ্রোণপুত্র মহাদ্যুতি অশ্বত্থামা, গোত-মাত্মজ গৌতম শরদ্বান্, কৌশিক গালব, ও কাশ্যপ রুরু এই কয়েকটী ভবিষ্যৎ মনুদিগের নাম। ইঁহারা সকলেই সর্ব্বাংশে ব্রহ্মার সদৃশ। ইঁহারা আভিজাত্য, তপস্যা, মন্ত্র ও ব্যাকরণাদি দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন।

এই ব্রহ্মর্ষিগণ সকলেই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ ও মহা-তপঃসমৃদ্ধ। ইঁহারা সর্ব্বদাই ব্রহ্মচিন্তনতৎপর। মন্ত্র ব্যাকরণাদি ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বাংশেই ইঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভার্য্যান্বিত গৃহী ব্যক্তি মাত্রেরই ইঁহাদিগের নিষ্ঠা ও নাম প্রভৃতি সমস্ত বিষয়, বিশেষ রূপে অবগত হওয়া উচিত। ইঁহারা সাত জনই দীর্ঘায়ুঃ (অর্থাৎ চিরজীবী) মন্ত্রকর্ত্তা, ঐশ্বর্য্যশালী, দীর্ঘচক্ষুঃ (অর্থাৎ দূরদর্শী), ইঁহারা প্রখরবুদ্ধিবলে ভূত ভবিষ্যৎ প্রভৃতি নিখিল পদার্থ, প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিতেছেন, ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের প্রবর্ত্তক। মহাভাগ! সত্যধর্ম্মপরায়ণ এই সপ্ত মহর্ষি, ইঁহারা সত্য ত্রেতাপ্রভৃতি প্রতিযুগে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের আশ্রম নির্দেশ করিয়া ইঁহাদিগকে আশ্রমে প্রবৃত্ত করেন। এবং প্রতিযুগে ইঁহাদের বংশোৎপন্ন মহাত্মাগণই, ধর্ম্ম, শিথিলপ্রবৃত্তি হইলেও মন্ত্রব্রাহ্মণকর্ত্তা হইয়া সর্ব্বদাই জয়যুক্ত হয়েন। মহারাজ! যেহেতু এই সপ্ত মহর্ষি, ইঁহারা পরার্থেই যাচিত হইয়াছেন, অতএব ইঁহাদিগের ভাবনার্থ কাল বা বয়স উভয়ের কিছুরই প্রয়োজন নাই। মহারাজ! এই সাত মহর্ষিদিগের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করিলাম এক্ষণে সাবর্ণ মনুর ভবিষ্যৎ পুত্র সকলের নামকীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। বরীয়ান্, অবরীয়ান্, সংযত, ধৃতিমান্, বসু, চরিষ্ণু, আর্য্য, ধৃষ্ণু, রাজ ও সুমতি এই দশটী, ইঁহারাই সাবর্ণ মনুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। এক্ষণে প্রথমে মেরুসাবর্ণমনুদিগের মন্বন্তরকালসকলের বিশেষ বিশেষ মুনিদিগের নাম ক্রমশঃ শ্রবণ করুন। রৌহিতমন্বন্তরে পৌলস্ত্য মেধাতিথি, কাশ্যপ বসু, জ্যোতিষ্মান্ ভার্গব, দ্যুতিমান্

অঙ্গিরাঃ, বাশিষ্ঠ সবন, আত্রেয় হব্যবাহন, ও পৌলহ সত্য এই কয়েকটী মনু। এই মন্বন্তরে দেবতাদিগের তিন গণ। দক্ষ-পুত্র রোহিত প্রজাপতির পুত্রবর্গের নাম কথিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রথম সাবর্ণির মহাতেজাঃ পুত্রদিগের নাম নির্দেশ করিতেছি। ইঁহারা সমুদায়ে নয় জন, ধৃষ্টকেতু, পঞ্চ-হোত্র, নিরাকৃতি, পৃথু, শ্রদ্ধঃ, ভূরিধামা, ঋচীক, অষ্টহত, ও গয়। দ্বিতীয় সাবর্ণিমনুর মন্বন্তরে দশম পর্য্যায়ে, হবিষ্মান্, পৌলহ, সুকৃতি, ভার্গব, আপ, মূর্ত্তি, আত্রেয় ও বশিষ্ট এই আট মহর্ষি। পৌলস্ত্য, প্রামতি, নভোগ, কাশ্যপ, অঙ্গিরা, নভস, ও সত্য এই সাতটী পরমর্ষি, দেবতাদিগের দুই গণ, মনুর দশ পুত্র। ঋষি, মন্ত্র, উত্তমৌজাঃ, বীর্য্যশালী কুলিষঞ্জ, শতা-নীক, নিরামিত্র, বৃষসেন, জয়দ্রথ, ভূরিদ্যুম্ন ও সুবর্চ্চাঃ। তৃতীয় মনুর মন্বন্তরে একাদশ পর্য্যায়ে সাত মহর্ষি কাশ্যপ হবিষ্মান্, ভার্গব হবিষ্মান্, আত্রেয় তরুণ, বাশিষ্ঠ তনয়, অঙ্গিরা উদধিষ্ণ, পৌলস্ত্য নিশ্চর, পুলহ ও অগ্নিতেজাঃ। দেবগণ ব্রহ্মার অপত্য, ইঁহাদিগের তিন গণ। তৃতীয় সাবর্ণ মনুর নয় পুত্র, সংবর্ত্তগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরুবহ, ক্ষেমধন্বা, দৃঢ়ায়ু, আদর্শ, পণ্ডক ও মনু। চতুর্থ সাবর্ণের সাত ঋষি, বশি-ষ্ঠাত্মজ দ্যুতি, আত্রেয় সুতপাঃ, তপোমূর্ত্তি অঙ্গিরাঃ, তপস্বী কাশ্যপ, পৌলস্ত্য তপোশন, পৌলহ তপোরবি ও ভার্গব তপোধৃতি বিক্ষেপ। দেবতাদিগের পঞ্চগণ। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার মানস পুত্র। দ্বাদশ মনুর নিম্নলিখিত এই কয়েকটী পুত্র, দেববায়ু, আহার, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্, মিত্রদেব, মিত্রসেন, মিত্রকৃৎ, মিত্রবাহ ও সুবর্চ্চাঃ। ত্রয়োদশ মনু রুচির

ভাবি মন্বন্তরে ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে, ধৃতিমান্ অঙ্গিরাঃ, পৌলস্ত্য হব্যপ, তত্ত্বদর্শী পৌলহ, নিরুৎসুক ভার্গব, আত্রেয় নিষ্প্রকম্প, কাশ্যপ নির্মোহ ও বাশিষ্ঠ সুতপাঃ এই সাত জন মহর্ষি।

এই মন্বন্তরে দেবতাদিগের অপ্ অর্থাৎ জলই গণ, ইহা ভগবান্ স্বয়ম্ভূ স্বয়ং বলিয়াছেন। ত্রয়োদশ মন্বন্তরে রৌচ্য মনুর চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়, ধর্ম্মভৃত, ধৃত, সুনেত্র, ক্ষত্রবৃদ্ধি, নির্ভর ও দৃঢ় সুতপাঃ, এই কয়েকটী পুত্র হইবে। চতুর্দশ পর্য্যায়ে, ভৌত্য মনুর মন্বন্তরে অবশিষ্ট এই কয়েকটী মহর্ষি দৃষ্ট হইবেন। কাশ্যপ অগ্নীধ্র, পৌলস্ত্য ভার্গব, ভার্গব অতি বাহু, আঙ্গিরস, শুচি, আত্রেয় যুক্ত, বাশিষ্ঠ শুক্র ও পৌলহ অজিত। এই সমস্ত বৃত্তান্ত শেষ করিয়া বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন। মহারাজ! যে ব্যক্তি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত অতীত অনাগত সমস্ত মহাত্মা মহর্ষিদিগের নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন, তিনি নিঃসন্দেহ অপার সুখসম্পত্তি সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। তিনি প্রভূত কীর্ত্তি ও দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়েন সন্দেহ নাই। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি ইতিপূর্ব্বেই পঞ্চদেবগণের কথা বলিয়াছি। শেষমনু ভৌত্যের বিষয় এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই মনুর তরঙ্গভীরু, বপ্র, তরস্মান্, উগ্র, অভিমানী, প্রবীণ, জিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সচল, এই কয়েকটী পুত্র হইবে। মহারাজ! ভৌত্যমনুর অধিকার সম্পূর্ণ হইলেই কল্পও পূর্ণ হইবে। আমি অতীত মনুদিগের সমুদায়ের নাম ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে বক্তব্য এই যে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা মনুসকল, পূর্ণ সহস্রযুগ পর্য্যন্ত আসমুদ্র-

বিস্তৃত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, সমস্ত গ্রাম নগর পত্তনাদির সহিত প্রতিপালন করেন। প্রজাবৃন্দও আপনাদিগের উপার্জ্জিত-তপোবলে পৃথিবীকে রক্ষা করে। কিন্তু ইহা-দিগের প্রতিদিন, অবিশ্রান্ত সংহার হইতেছে।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশে মনুবর্ণন-নামক সপ্তম অধ্যায় সংপূর্ণ।

অষ্টম অধ্যায়।

জনমেজয় বলিলেন। হে মহামতে! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যেক মন্বন্তরের ও যুগের কালনির্ণয় এবং সংখ্যার বিষয় বর্ণনা করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। ভগবান্ ব্রহ্মার দিনের কি পরিমাণ ইহাও শ্রবণ করিতে আমার যৎপরোনাস্তি ইচ্ছা, অতএব এ বিষয়টীও আপনাকে বর্ণন করিতে হইবে। বৈশম্পায়ন কহিলেন। মহারাজ! সূর্য্যদেব মনুষ্যলোকে লৌকিক উৎকৃষ্ট দিবস ও রজনী (অহোরাত্র) প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অতএব ইহলোকপ্রসিদ্ধ লৌকিক কালবিভাগ অনুসারেই আমি অন্যান্য কালের নিরূপণ করিতেছি। পঞ্চদশ নিমেষের আবশ্যক সময়ে কালের কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় কলা, ত্রিংশৎ কলায় মুহূর্ত্ত, ও ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র, চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি দ্বারা অহোরাত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দুই পক্ষে মাস, দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে অয়ন ও দুই অয়নে এক অব্দ। সংখ্যাতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতেরা সমুদায়ে দুইটী অয়ন

নির্দেশ করিয়াছেন, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। কালবেত্তা পণ্ডিতেরা আরও নির্দেশ করিয়াছেন, যে এইরূপ পরিমাণের দুই পক্ষে যে এক মাস হয় উহাই পিতৃপুরুষদিগের এক অহোরাত্র, কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের দিন ও শুক্লপক্ষ রাত্রি। মহারাজ! এই কারণেই কৃষ্ণপক্ষে পিতৃপুরুষগণের অহঃশ্রাদ্ধ অর্থাৎ দিবসশ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। মানুষপরিমাণানুসারে যে সময়ে এক সংবৎসর হয়, ঐ সময় দেবতাদিগের এক অহোরাত্র, উত্তরায়ণ ইঁহাদিগের দিবস ও দক্ষিণায়ন রাত্রি, দশগুণ দিব্য অব্দে মনুর এক অহোরাত্র, দশগুণ অহোরাত্রে এক পক্ষ, দশগুণ পক্ষে মাস দ্বাদশগুণ মাসে ঋতু, তিন ঋতুতে অয়ন, ও দুই অয়নে বৎসর হইয়া থাকে, ইহা তত্বজ্ঞানপণ্ডিত মহাপুরুষেরা নির্ণয় করিয়াছেন। চারিসহস্র-সংবৎসর-কৃত অর্থাৎ সত্যযুগের পরিমাণ, ইহাতে শতীসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশবিশেষ হয়। তিন সহস্র বৎসর ত্রেতাযুগের পরিমাণ, ত্রেতায় ত্রিংশতি সন্ধ্যা ও অপর এক সন্ধ্যাংশ। দুই সহস্র বৎসর দ্বাপরযুগের পরিমাণ, দ্বাপরযুগে দ্বিশতী সন্ধ্যা ও তথাবিধ সন্ধ্যাংশ। এক সহস্র বৎসর কলিযুগের পরিমাণ, কলিতে শতীসন্ধ্যা ও তাদৃশ সন্ধ্যাংশ। মহারাজ! মানুষপরিমাণানুসারে দ্বাদশসহস্র সংবৎসরে যে চারি যুগ হয় তাহার সংখ্যা কীর্ত্তন করিলাম, সংপ্রতি দিব্য অর্থাৎ দেবতাদিগের পরিমাণানুসারে যুগসংখ্যা কিরূপ তাহা শ্রবণ করুন্। সংখ্যাতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যে মানুষপরিমাণে যে সময়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি এই চারি পূর্ণযুগ হয়, এক সপ্ততিগুণ সেইরূপ সময়ে অর্থাৎ একসপ্ততিসংখ্যক মানুষ যুগে, মনুর

এক যুগ হয়, মনুর এই যুগকেই মন্বন্তর,ও মনুর অয়ন বলা যায়। মনুর অয়নও দুই, দক্ষিণ ও উত্তর। এক অয়ন সমাপ্ত হইলে, মনুর লয় হইয়া থাকে, ও অন্য মনুর উদয় হয়, এই মনু আবার এক অয়ন সমাপ্ত হইলে লয় প্রাপ্ত হয়েন, এই রূপে দুই অয়ন সমাপ্ত হইলে এক সংবৎসর হয়। এইরূপ অযুত সংবৎসরে ব্রহ্মার এক দিন, ব্রহ্মার দিনকে কল্পও কহা যায়, সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি। ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত হইলে সমুদায় পৃথিবী শৈল, বন, কানন প্রভৃতি সমুদায় পদার্থের সহিত জলে নিমগ্ন হয়। ব্রহ্মার রাত্রিস্বরূপ যুগসহস্র ও তাঁহার দিবস অর্থাৎ ব্রহ্মার এক অহোরাত্র অতীত হইলে কল্পেরও অবসান হইয়া যায়। সাগ্র সপ্ততিযুগে অর্থাৎ সমুদায়ে সত্য ত্রেতা ও কলিতে বিভক্ত একসপ্ততিযুগে এক মন্বন্তর, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মহারাজ! সমুদায়ে চতুর্দশ মনু। ইঁহারা সকলেই কীর্ত্তিবর্দ্ধন, প্রভবিষ্ণু ও প্রজাপতি, নিখিল বেদ ও পুরাণে ইঁহাদিগের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইঁহাদিগের নামাদি সঙ্কীর্ত্তন ধন্য, প্রশস্য ও পুণ্যপ্রদ। এই মনু সকলের মন্বন্তর সম্পূর্ণ হইলেই সংহার হয় ও সংহারান্তে নূতন মন্বন্তরে পুনর্বার সৃষ্টি হইয়া থাকে। শত বৎসর বলিলেও ইঁহাদিগের অন্ত নির্ণয়পূর্ব্বক বলা যায় না। প্রজাসৃষ্টি ও প্রজাসংহারের বিষয় বর্ণনা করাও এতদপেক্ষা অল্প কঠিন নহে। মহারাজ! মন্বন্তর উপস্থিত হইলে পদার্থসমূহের সংহার হইয়া থাকে। কিন্তু এই সংহারকালে, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রুত এই সমস্ত গুণে বিভূষিত দেবগণ ব্রহ্মর্ষিদিগের সহিত একত্র বর্ত্তমান থাকেন। এই রূপে যুগসহস্র পূর্ণ হইলে

কল্পান্ত উপস্থিত হয়। কল্পান্ত কাল উপস্থিত হইলে সমুদায় ভূতবর্গ আদিত্যসমূহের প্রখর কিরণে দগ্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া আদিত্যগণের সহিত, স্থকার্থে সুরশ্রেষ্ঠ হরি প্রভু নারায়ণের কুক্ষির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ কল্পান্তে ভূতসমূহের পুঃন পুনঃ সৃষ্টি করিতেছেন। তিনি, অব্যক্ত ও নিত্য দেবতা, এই পরিদৃশ্যমান সমুদয় জগৎ তাঁহারই সৃষ্টি ও অধিকার। কল্পান্তকালে সমুদয় অর্ণবেই একমাত্র রাত্রি উপস্থিত হয় এবং নারায়ণ অপার-সাগর-মধ্যে শয়ান হইয়া সহস্র ব্রাহ্ম বৎসর নিদ্রাসুখ অনুভব করেন। নারায়ণের নিদ্রাকাল অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্ম সংবৎসর তাঁহার রাত্রি। পিতামহ ব্রহ্মা নিদ্রাযোগ প্রাপ্ত হইয়া যে রাত্রি-কালে নিদ্রাবস্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন, ক্রমে, সহস্রযুগ-পরিমাণ কাল অতীত হইলে সেই রাত্রির অবসান হয়। এই রূপে রাত্রি প্রভাত হইলে, লোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হয়েন, ও পুনর্বার জগৎ সৃষ্টি করিতে মনোনিবেশ করেন। সেই ব্রহ্মার স্মৃতিই পুরাতনী। তাঁহার বৃত্ত ও চেষ্টাই স্থায়ি। সেই সকলই দেবস্থান। কেবল কল্পান্তে সমুদয় বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হয়। পিতামহ ব্রহ্মার নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে পর কল্পান্তকালিক প্রখর আদিত্যরশ্মি দ্বারা দগ্ধী-ভূত নিখিল ভূতবৃন্দ ও দেবর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ, রাক্ষস প্রভৃতি সমুদয় প্রাণীই পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে। যেরূপ কোন বিশেষ ঋতুতে নানাবিধ ঋতুচিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে সেইরূপ কল্পবিপর্য্যয়কালেও সেই সমুদয় পদার্থই ব্রহ্মার রাত্রিতেও দৃষ্ট হয়। এই প্রকারে প্রজাসমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজা-

পতি নিষ্ক্রান্ত হইয়া নূতন নূতন সর্গ করিতেছেন সন্দেহ নাই। মনুষ্য, দেবতা ও মহর্ষি প্রভৃতি সমুদয় জীবৎ পদার্থই প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি, ইঁহারা কল্পের প্রারম্ভে পরস্পর, সম্মিলিত হইয়া সংসার বহন করেন। যুগে যুগে এই সমুদয়ের নূতন সৃষ্টি হয় না, কেবল কল্পান্তের পর নূতন কল্পের প্রারম্ভেই ক্রমযোগে সমুদয় সৃষ্টি হইয়া থাকে। কালসংখ্যার বিশেষজ্ঞ ভগবান্ ঈশ্বর স্বকীয় দিবস ও রাত্রি উভয়কেই সহস্রযুগ-পরিমাণ করিয়া, ইহার মধ্যেই পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। দিবসে সৃষ্টি ও রজনীতে প্রলয়। মহারাজ! মহাদেব প্রভু ব্যক্ত ও অব্যক্ত, হরি ও নারায়ণ। এক্ষণে অধুনাতন (সাম্প্রতিক) মহাত্মা বৈবস্বত মনুর নিসর্গাদির বিষয় সবিশেষ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। বৃষ্ণিবংশবর্ণনপ্রসঙ্গেই আপনার নিকট এই মনুবৃত্তান্তরূপ মহদ্বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। মহারাজ! এই পবিত্র চিরন্তন বৃষ্ণিবংশেই, ভগবান্ হরি, নিখিল অসুরকুলের বিনাশ করিয়া সমস্ত ভুবনের কল্যাণসাধনার্থে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে মন্বন্তরানুকীর্ত্তন-নামক
অষ্টম অধ্যায় সংপূর্ণ।

নবম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন। মহারাজ! কশ্যপ ও দাক্ষায়ণী এই উভয় হইতে ভগবান্ বিবস্বান্ জন্মগ্রহণ করেন। (অর্থাৎ কশ্যপের ঔরসে ও দাক্ষায়ণী অদিতির গর্ভে বিবস্বান্ আদি-

ত্যের জন্ম হয়।। ত্বষ্টার দুহিতা সংজ্ঞানাম্নী দেবী ভগবান্ বিবস্বানের ভার্য্যা। এই রমণী সুরেণু নামেও ত্রিভুবনে বিখ্যাত হয়েন। অসামান্যরূপযৌবনসম্পন্না সুদীপ্ততপঃসম্পত্তি-সমন্বিতা সংজ্ঞাদেবী ভর্ত্তার রূপে সন্তুষ্ট হয়েন নাই। নিরতিশয় তেজোময় আদিত্যমণ্ডলের অগ্নিপ্রতিম উষ্ণতম রূপের সংস্পর্শে সংজ্ঞার কোমল অঙ্গ দগ্ধপ্রায় হওয়াতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্য ও কান্তির বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছিল। মহর্ষি কশ্যপ অজ্ঞান ও স্নেহ বশতঃ, কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে এই পুত্র অণ্ডস্থ অবস্থাতেই কেন কালগ্রাসে পতিত হয় নাই। এই নিমিত্ত ভগবান্ বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ড এই নাম প্রাপ্ত হয়েন। বৎস! কশ্যপাত্মজ ভগবান্ সূর্য্যদেবের প্রভূত তেজঃ-সম্পত্তি স্বভাবসিদ্ধ ও নিত্য। এই স্বাভাবিক তেজোবলেই তিনি ত্রিভুবনকে যৎপরোনাস্তি তাপিত করিতেছেন। মহাতপাঃ ভগবান্ আদিত্যদেব ভার্য্যা সংজ্ঞার গর্ভে তিনটী অপত্যের জন্মপ্রদান করেন। তন্মধ্যে একটী কন্যা, অপর দুইটী পুত্র, দুই জনই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রজাপতি, প্রথমে শ্রাদ্ধদেব, প্রজাপতি মনু জন্মগ্রহণ করেন, অনন্তর যম ও যমুনা এই যমজ সন্তানদ্বয়ের জন্ম হয়। সুতরাং যম দ্বিতীয় পুত্র ও যমুনা একমাত্র দুহিতা। সংজ্ঞাদেবী অপত্যগণের শ্যামবর্ণ রূপ দর্শন করিয়া স্বকীয় ছায়া দর্শন করিতেও অসহমানা হইলেন। ও সবর্ণা ছায়ানাম্নী এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন। সংজ্ঞাদেবী মায়াময়ী, ইঁহার মায়াতে ছায়া সমুত্থিত হইলেন। সমুত্থিত হইবামাত্র ছায়াদেবী প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সংজ্ঞাকে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন। হে শুচিস্মিতে! আমাকে

আজ্ঞা কর কি কার্য্য করিতে হইবে। বরবর্ণিনি! আমি তোমার নির্দেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক কোন কার্য্যে নিয়োগ কর। সংজ্ঞা কহিলেন। ছায়ে! তোমার মঙ্গল হউক, আমি স্বকীয় পিতৃভবনে গমন করিব, তুমি আমার বাক্যানুসারে আমারই উপকারসাধনার্থ নির্ব্বিকারচিত্তে এই ভবনে বাস কর। এই স্থানে বাস করিয়া আমার এই বালকদ্বয় ও এই সুমধ্যমা দুহিতা ইহাদিগকে প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আমার পিত্রালয় গমন প্রভৃতি এই সকল বিষয় কোনপ্রকারে কখনই ভগবান্ বিবস্বানের কর্ণগোচর করিবে না। ছায়া উত্তর করিলেন। দেবি! আমি আপনার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে যত দিন কেশাকর্ষণ বা শাপপ্রদান এই উভয়ের সম্ভাবনা না হইবে, তত দিন কোনপ্রকারে এই গোপনীয় বৃত্তান্ত ভগবান্ বিবস্বান্ বা অন্য কাহারও কর্ণগোচর করিব না। তুমি স্বচ্ছন্দে যথেচ্ছা গমন কর। বৈশম্পায়ন কহিলেন। মহারাজ! সংজ্ঞাদেবী, সবর্ণা ছায়াকে এইরূপে আজ্ঞা করিয়া ও তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিয়া ঈষৎ লজ্জিতহৃদয়ে, দুঃখিতান্তঃকরণে পিতা ত্বষ্টার সমীপে গমন করিলেন। সংজ্ঞা দেবী এই প্রকারে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহার পিতা ত্বষ্টা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করিলেন ও পুনর্বার ভর্ত্তৃসমীপে গমন করিবার নিমিত্ত বারংবার আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনিন্দিতা সংজ্ঞাদেবী পিতাকর্ত্তৃক নিরতিশয় তিরস্কৃত হইয়া, পিত্রালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বড়বারূপ (অশ্বীরূপ) গ্রহণ করিয়া উত্তরকুরু প্রদেশে প্রস্থান করিলেন

ও তথায় তৃণগুল্মাদি ভক্ষণদ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভগবান্ আদিত্য সংজ্ঞাবোধে দ্বিতীয় সংজ্ঞা অর্থাৎ ছায়াদেবীর গর্ভে আত্মতুল্য এক পুত্র উৎপন্ন করিলেন। সর্ব্বাংশে পূর্ব্বজ মহাত্মা মনুর সদৃশ ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামেই এই পুত্রের মনু এই নাম হইল। সাবর্ণ ইঁহার অপর একটী নাম। কালক্রমে কৃত্রিম সংজ্ঞা অর্থাৎ ছায়ার এক দ্বিতীয় পুত্র হয়েন, ইনিই শনৈশ্চর। পার্থিবী সংজ্ঞা প্রত্যগ্রপ্রসূত এই দ্বিতীয় পুত্রকে যৎপরোনাস্তি আদর ও স্নেহ করিতেন, পূর্ব্বজাত পুত্রদ্বয়ের প্রতি তাঁহার তাদৃশ স্নেহ ছিল না। মনু, জননীর এই পক্ষপাতজনিত দোষ ক্ষমা করিলেন, কিন্তু যম অপেক্ষাকৃত রোষপরবশ ছিলেন বলিয়া কোন রূপেই ক্ষমা করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি রোষ, বাল্য অথবা অবশ্যভবিতব্যের গৌরববশতঃ পদদ্বারা বিমাতাকে তর্জ্জন করিলেন। অনন্তর সাবর্ণজননী ছায়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রোধভরে যমকে এই শাপ দিলেন, যে শীঘ্রই তোমার পদ স্খলিত ও পতিত হইবেক। যম সংজ্ঞাদেবীর বাক্যে যৎপরোনাস্তি ভীত ও প্রপীড়িত হইয়া শাপভয়ে ও উদ্বিগ্নচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতা আদিত্যদেবের নিকট তাবৎ বৃত্তান্ত আমূলতঃ বর্ণনা করিলেন। এবং নিবেদন করিলেন, পিতঃ যাহাতে আমার এই কঠিন শাপ বিনিবর্ত্তিত হয় আপনাকে তাহার উপযুক্ত উপায় বিধান করিতে হইবে। সমুদয় পুত্রগণের প্রতি জননীর সমানরূপে স্নেহবতী হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু ইনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ শনৈশ্চরকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ করিতেছেন।

আমি এই ক্রোধে শাসন করিবার উদ্দেশে ইঁহার প্রতি পাদো-ত্থমন করিয়াছি, কিন্তু কার্য্যতঃ পাদ নিপতিত (পদনিক্ষেপ) করি নাই, পিতঃ! আমি বাল্যবশতঃ অথবা মোহপরবশ হইয়া এই গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যথার্থ, এক্ষণে সন্তপ্ত-হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ভগবন্! মাতা অপমানিত হইয়া কষ্টান্তঃকরণে আমাকে বলিয়াছেন, পুত্র! আমি তোমার সর্ব্বপ্রকারে পূজনীয় কিন্তু তুমি আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করিয়াছ, অত-এব তোমার চরণ অবশ্যই পতিত হইবেক, ইহাতে আর অণু-মাত্র সন্দেহ নাই। পিতঃ! আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ মাতা হইতে এইরূপে কঠিন শাপগ্রস্ত হইয়াছি, প্রার্থনা করি আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে নিদারুণ শাপ হইতে মোচন করুন্। যেন আমার চরণ যথার্থই স্খলিত ও পতিত না হয়। বিবস্বান্ উত্তর করিলেন। বৎস! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী, তোমার হৃদয়ে যে কোপ প্রবেশ করিয়াছিল তাহার কোন গুরুতর কারণ অবশ্যই থাকিবে ইহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি। কিন্তু কি করি, তোমার মাতৃবাক্য অন্যথা করিবার আমার কোন সামর্থ্য নাই। হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার মঙ্গলার্থ আমি এই নিয়ম স্থির করিয়া দিলাম, যে কৃমিগণ তোমার চরণ হইতে মাংসগ্রহণপূর্ব্বক রসাতলে গমন করিবে এবং এই প্রকারে তুমিও সুখী হইতে পারিবে। বৎস! এই নিয়ম স্থাপন করিলে তোমার ক্লেশ হইবে না, শাপপরিহার দ্বারা তুমিও ত্রাণ পাইবে এবং তোমার মাতার বাক্যও তথ্য ও যথার্থ হইবেক। অনন্তর ভগবান্ আদিত্য, পুত্রকে এই প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া

ভার্য্যা সংজ্ঞাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন। সংজ্ঞে! সকল পুত্রই তুল্য ও তুল্যস্নেহের ভাজন, অতএব কি কারণে তুমি অন্যান্য পুত্রদিগকে অনাদর করিয়া একের প্রতিই কেবল স্নেহবতী হইয়াছ জানিতে ইচ্ছা করি। ছায়া ভগবান্ আদিত্য কর্ত্তৃক এই রূপে বারংবার জিজ্ঞাসিত হইয়াও কোন প্রকারেই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, বরং অনবরত তৎকৃত প্রশ্ন পরিহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিবস্বান্ ক্ষণ কাল যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাধি ও যোগবলে তাবৎ প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষের ন্যায় জানিতে পারিলেন ও ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার বিনাশার্থ শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর ক্ষণ কাল অতীত হইলে ক্রোধভরে তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলেন। কেশাকর্ষণ করাতে ছায়ার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার অবসান হইল। তিনি এক্ষণে আমূলতঃ তাবৎ বৃত্তান্ত বিবস্বানের নিকট নিবেদন করিলেন। বিবস্বান্ তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া কোপপ্রজ্বলিত অন্তঃকরণে শ্বশুর ত্বষ্টার নিকট গমন করিলেন। ত্বষ্টা এই সকল বৃত্তান্তের বিষয় পূর্ব্বাবধিই সম্যক্ রূপে অবগত ছিলেন। এক্ষণে জামাতাকে এই রূপে উপস্থিত দেখিয়া তিনি তাঁহার কোপ-শান্তির নিমিত্ত যথাবিধানে অর্চ্চনা করিলেন ও ভগবান্ বিভাবসু রোষপরবশ হইয়া দগ্ধ করিতে উদ্যত হয়েন দেখিয়া তাঁহাকে অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ত্বষ্টা কহিলেন। বিবস্বন্! আপনার অতিশয় তেজোময় আকৃতি ও সংজ্ঞার কমনীয় রূপ পরস্পর অত্যন্ত বিসদৃশ, আপনার খরতর কিরণসংযোগে সংজ্ঞার কমনীয় কান্তি একবারে লুপ্ত-

প্রায় ও তিরোভূত হইয়া থাকে। আমার কন্যা এই দুঃখজনক বিষয় সহ্য করিতে না পারিয়া বড়বারূপে কোমলশাদ্বলপরিপূর্ণ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছে। আপনি বড়বারূপধারিণী স্বকীয় ভার্য্যাকে যোগবলে দেখিতে পাইবেন। সে নিতান্ত শুদ্ধাচারা, নিত্যতপোনিরতা, পর্ণাহারা, কৃশা, দীনা, জটিলা, ব্রহ্মচারিণী, শ্লাঘ্যা, যোগবলোপেতা, সুতরাং মত্তকরিরাজকর্ত্তৃক ক্লিষ্টা ও বিদলিতা পদ্মিনীর ন্যায় যৎপরোনাস্তি শোভাবিহীন হইয়া দুঃখিত হৃদয়ে ভ্রমণ করিয়া কালযাপন করিতেছে দেখিবেন। সংজ্ঞাকে ফিরাইবার একমাত্র অনুকূল ও উপযুক্ত পরামর্শ আছে। যদি তাহা আশ্রয় করা যায় উভয়ের পুনর্বার পরস্পর সংমিলন হইতে পারিবে। হে অরিন্দম! যদি অভিমত হয় আমি আপনার এই অসহ্য তেজঃপুঞ্জ অদ্যই কমনীয় ও কোমল রূপরাশিতে বিবর্ত্তিত (ও পরিনত) করিতে পারি। ভগবান্ বিবস্বান্‌দেবের রূপ ও তেজোরাশি তির্য্যগ্‌গামি ও ঊর্দ্ধগামি উভয়বিধই ছিল, সমান থাকে নাই, এইরূপ রূপসম্ভূত ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম ভগবান্ বিভাবসু হইয়াছে। এই সকল কারণে প্রজাপতি আদিত্যদেব, ত্বষ্টার পরামর্শকে বহুমাননা করিলেন, এবং তেজোরাশির সংস্করণদ্বারা নূতন রূপসম্পত্তিসাধনের নিমিত্ত অনুজ্ঞা করিলেন। অনন্তর ত্বষ্টা মার্ত্তণ্ডের অনুমত্যনুসারে তাঁহার প্রখর তেজোরাশি চক্রিভ্রমিতে আরোপণ পূর্ব্বক, অনেকাংশে শাতন করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে তাঁহার তেজোরাশি একত্র সংহত ও পৃথকৃকৃত হওয়াতে, মুখশ্রী কমনীয় পদার্থসকল অপেক্ষাও অধিকতর কমনীয় ও নিরতি-

শয় শোভাসম্পন্ন হইল। মুখে রূপের সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া তৎকালাবধি মার্ত্তণ্ডদেবের মুখশ্রী লোহিতবর্ণ হইয়াছে। আর চক্রভ্রমিদ্বারা তাঁহার যে পরিমাণ তেজোরাশি, মুখ হইতে পরিচ্যুত হইয়া পৃথকৃত হইয়াছিল, তাহা হইতেই দ্বাদশ আদিত্যের উদ্ভব হইল। ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পুষা, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা ও অজঘন্য বিষ্ণু সমুদায়ে এই দ্বাদশটী আদিত্য উৎপন্ন হইলেন। ভগবান্ মার্ত্তণ্ডদেব স্বকীয়দেহোৎপন্ন দ্বাদশ আদিত্যদিগকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রহৃষ্ট হইলেন। অনন্তর ত্বষ্টা গন্ধ, পুষ্প, অলঙ্কার, ও উজ্জ্বল মুকুট প্রভৃতি, নানাবিধ উপকরণ দ্বারা যথাবিধানে ভগবান্ আদিত্যদেবের পূজা করিলেন। পূজাসমাপনান্তে ত্বষ্টা মার্ত্তণ্ডকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন। হে দেব! এক্ষণে আপনি নিজভার্য্যা সংজ্ঞার নিকট গমন করুন। সংজ্ঞা বড়বারূপ গ্রহণপূর্ব্বক, উত্তরকুরুপ্রদেশে নবীনশাদ্বল বনে বিচরণ করিতেছে। ভগবান্ আদিত্য ত্বষ্টার বাক্যে প্রীত হইয়া যোগাসনে উপবেশনপূর্ব্বক যোগবলে বড়বারূপধারিণী স্বীয় ভার্য্যাকে জানিতে পারিলেন ও বুঝিলেন তিনি তপস্যা ও নিয়ম দ্বারা, সর্ব্বভূতের অধৃষ্টা হইয়া বড়বারূপে অকুতোভয়ে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। অনন্তর স্বয়ং অশ্বের রূপ ধারণ করিলেন। এবং মৈথুনার্থ চেষ্টমানা বড়বারূপধারিণী সংজ্ঞার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সহিত মৈথুনকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বড়বারূপধারিণী সংজ্ঞাও পরপুরুষ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার কর্ত্তৃক এবংপ্রকারে নিক্ষিপ্ত শুক্র (তাঁহারই) নাসিকাবিবরে উদ্বমন

করিলেন। ইহাদ্বারা সংজ্ঞা হইতে নাসত্য ও দস্র নামে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের জন্ম হইল। এই দেবদ্বয় স্বর্গের চিকিৎসক সর্ব্বপ্রধান বৈদ্য হইলেন। অতএব ইঁহারা উভয়েই অষ্টম প্রজাপতি ভগবান্ মার্ত্তণ্ডের আত্মজ। অনন্তর ভগবান্ বিবস্বান্ ত্বষ্টা কর্ত্তৃক সংস্কৃত কমনীয় স্বকীয় রূপ ধারণ করিয়া ভার্য্যা সংজ্ঞাকে দর্শন প্রদান করিলেন। সংজ্ঞাদেবী স্বামীর ঈদৃশ মনোহর রূপের পরিবর্ত্ত দর্শন করিবামাত্র যৎপরোনাস্তি প্রীত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

যম এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অতিমাত্র দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ এই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন এবং এই শুভ কার্য্য দ্বারা পিতৃলোকের আধিপত্য লাভ করিয়া লোকপাল হইয়া উঠিলেন। মনু, প্রজাপতিই রহিলেন ও তাঁহার সাবর্ণ এই নাম হইল। তিনি ভবিষ্যৎ সাবর্ণিক মন্বন্তরে মনু হইয়া ভূলোকে দৃষ্ট হইবেন। এক্ষণে অদ্যাবধি তিনি সুমেরুপৃষ্ঠে ঘোরতপস্যা আচরণ করিতেছেন। ইঁহার সহোদর শনৈশ্চর, গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইলেন, আর নাসত্য ও দস্র নামক অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের বৈদ্যত্ব লাভ করিলেন এবং অশ্বসমূহের শান্তিপ্রদাতা হইলেন। অনন্তর ত্বষ্টা চক্রভ্রমিদ্বারা পৃথক্কৃত আদিত্যের তেজঃসমূহ একত্রিত করিয়া বিষ্ণুর (সুদর্শননামক) চক্র নির্ম্মাণ করিলেন। দুষ্ট দানবকুল সমূলে উন্মূলন করিবার আশয়ে বিষ্ণুচক্রের সৃষ্টি হয়, ইহা এরূপ কঠোর তেজোযুক্ত হইয়াছিল যে কোন যুদ্ধেই প্রতিহত হইত না। যমের কনিষ্ঠা ভগিনী, প্রভূতযশঃশালিনী যমুনা নামে ভগবান্ আদিত্যের যে এক-

মাত্র দুহিতা ছিলেন, তিনি ভূলোকে উপস্থিত হইয়া লোক-পাবনী যমুনা নামে শ্রেষ্ঠ সরিৎ (নদী) হইলেন। মনুনামক আদিত্যপুত্র সাবর্ণ নামেও ত্রিভুবনে বিখ্যাত। আদিত্য-দেবের কনিষ্ঠ পুত্র মনু বা সাবর্ণের কনিষ্ঠ সহোদর শনৈশ্চর গ্রহত্ব লাভ করিয়া নিখিল লোকে পূজনীয় হইয়াছেন। মহারাজ! যে ব্যক্তি দেবতাদিগের এই জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ বা ধারণ করেন তিনি আপদ্‌সমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া অপার কীর্ত্তি লাভ করেন সন্দেহ নাই।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে বৈবস্বতোৎপত্তিকথন-নামক নবম অধ্যায় সংপূর্ণ।

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন। মহারাজ! আপনি মহাত্মা বৈবস্বত মনুর জন্মবৃত্তান্ত প্রভৃতি সমুদায় শ্রবণ করিলেন। এই মহাত্মার নয় পুত্র হয়েন। পুত্রগণ সকলেই সর্ব্বাংশে পিতার সমান ছিলেন। তাঁহাদের সকলের নাম যথাক্রমে নির্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন্। ইক্ষ্বাকু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, ইঁহার পরে ক্রমান্বয়ে নাভাগ, ধৃষ্ণু, শর্য্যাতি, নরিষ্য, প্রাংশু, নাভাগরিষ্ঠ, করূষ, ও পৃষধ্র এই আটটীর জন্ম হয়। ভগবান্ মনু পূর্ব্বোক্ত এই নয়টী পুত্রের জন্ম হইবার পূর্ব্বে পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণের উদ্দেশে পুত্রেষ্টিযাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই পুত্রেষ্টিযাগ আরম্ভ করিয়া, মনু মিত্রাবরুণের অংশে আহুতি প্রদান করিলেন। এইপ্রকার আহুতি হূয়মানা হইবার সময়ে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মানব ও

তপোধন মুনি প্রভৃতি সকলেই পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। মহাত্মা মনুর তপোবীর্য্য ও অদ্ভুত শ্রুতসমূহের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! আহুতি প্রদত্ত হইবামাত্র তথা হইতে দিব্যাম্বর-পরিধানা, দিব্যালংকারভূষিতা পরমসুন্দরী দিব্যদেহা ইড়া-নাম্নী এক অযোনিজা কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। অনন্তর দণ্ডধর মনু এই কন্যাকে ইলা নামে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ভদ্রে! তুমি আমার অনুগামিনী হও। ইলা পুত্রকাম প্রজা-পতি মনুর বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক এই ধর্ম্মযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। প্রজাপতে! আমি মিত্রা-বরুণের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব তাঁহাদের সমী-পেই গমন করিব। ধর্ম্ম নিহত হইয়া আমাকে কোন রূপে নষ্ট করিতে পারে নাই। ইলাদেব মনুর বাক্যে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিয়া মিত্রাবরুণের সকাশে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন। হে দেবদ্বয়! আমি আপনাদিগের উভয়েরই অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব আপনাদিগের কি কার্য্যসাধন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। মনু আমাকে কহিয়াছেন, ভদ্রে! তুমি আমারই অনুগমন কর। অনন্তর মিত্র ও বরুণ ইঁহারা সাধ্বী ধর্ম্মপরায়ণা ইলার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া উভয়েই যুগপৎ ইলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে বরবর্ণিনি! আমরা উভয়েই তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রশ্রয়, দম, ও সত্যপরায়ণতা সন্দ-র্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। হে মহাভাগে! তুমি নিশ্চয়ই আমাদের কন্যা বলিয়া লোকে খ্যাতি লাভ করিবে এবং তুমিই মনুর বংশধর পুত্রও হইবে। ত্রিভুবনে তোমার

সুদ্যুম্ন এই নাম বিখ্যাত হইবে, তুমি জগৎপ্রিয়, ধর্ম্মশীল ও মনুবংশবিবর্দ্ধন হইবে। ইলাদেবী মিত্র ও বরুণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সন্তুষ্টান্তঃকরণে পিতৃ-সমীপে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে সোমদেবের পুত্র বুধ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে মৈথুন প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর এই সঙ্গমদ্বারা বুধের ঔরসে ও ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হইল। ইলাদেবী এই প্রকারে পুরূরবাকে প্রসব করিয়া তদনন্তর সুদ্যুম্নত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সুদ্যুম্নের পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র (দায়াদ) হয়, উৎকল, গয়, ও বিনতাশ্ব। উৎকল প্রদেশ উৎকলের অধিকার, পশ্চিম প্রদেশ ও পূর্ব্বদিক্ সমুদায় বিনতাশ্বের অধিকার এবং গয়াপুরী গয়ের নগরী। কালক্রমে মনু দিবাকরমণ্ডলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তাঁহার ক্ষত্রিয় তেজোরাশিদ্বারা সমুদায় পৃথিবী দশ খণ্ডে বিভক্ত হইল। এবং চিহ্নার্থ যূপসমূহদ্বারা অঙ্কিত হইল। মহারাজ! সমুদায় পৃথিবীই মনুর যজ্ঞসমূহের আধার, অতএব সর্ব্বত্রেই যজ্ঞীয় যূপসমূহেও পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ইক্ষ্বাকু মধ্যদেশ রাজত্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন। সুদ্যুম্ন কন্যা ছিলেন বলিয়া এই গুণ অর্থাৎ রাজ্যপ্রাপ্তি-যোগ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন না, কিন্তু বশিষ্ঠদেবের বাক্যানুসারে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ সুদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠান প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি প্রাপ্তিমাত্রেই প্রতিষ্ঠানরাজ্য পুত্র পুরূরবাকে প্রদান করিলেন। পুরূরবাঃ তথায় রাজ্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রতিষ্ঠান রাজ্যে ধৃষ্ণুক অম্বরীষ ও দণ্ডক এই তিন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। দণ্ডক রাজা দণ্ডকারণ্য নামে

এক পুণ্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই পুণ্যা বনভূমি দণ্ডকারণ্যনামে বিখ্যাত হইয়া মহর্ষিদিগের পরম তপস্যাস্থান হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই পুণ্য স্থানে অধিবাস করেন তিনি নিঃসন্দেহ পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়েন। মহারাজ! কালক্রমে মনুর অপত্য, স্ত্রীপুরুষ উভয়লক্ষণযুক্ত মহাত্মা সুদ্যুম্ন ইলাতনয় পুরূরবাকে উৎপন্ন করিয়া তাঁহাকে নিজরাজ্যের উত্তরাধিকারে নিযুক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ইনি ইলা ও সুদ্যুম্ন উভয় নামেই ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছেন। নরিষ্যতের অনেক পুত্র জন্মে সকলেরই সাধারণ নাম শক। নাভাগের অম্বরীষ নামে পার্থিবশ্রেষ্ঠ একমাত্র পুত্র হয়েন। ধৃষ্ণুর ধার্ষ্ণক ক্ষত্রিয় তেজঃ রণে পরাভূত ও বিনষ্ট হইয়াছিল। শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামে মিথুন অপত্য জন্মে। অর্থাৎ একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়। কন্যাটীর নাম সুকন্যা, ইনিই মহাত্মা চ্যবনের ধর্ম্মপত্নী হইয়াছিলেন। আনর্ত্তের এক মহাদ্যুতি পুত্র, ইঁহার নাম রেব। কুশস্থলীনামে নগরী আনর্ত্তের রাজ্যের রাজধানী ছিল। রেবের ককুদ্মীনামে এক পুত্র হয়েন। এই পুত্র রেবের একশত পুত্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। রৈবত ককুদ্মী কুশস্থলী রাজধানী প্রাপ্ত হইয়া অনতিদীর্ঘকালমধ্যে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে মনোহর গান্ধর্ব্বগীত আকর্ণন করিয়া এক কন্যার সমভিব্যাহারে তথায় গমন করেন। যদিও তথায় গমন করিতে দেবতাদিগের মুহূর্ত্তমাত্র কাল আবশ্যক হয়, কিন্তু তাঁহার তথায় গমনাগমনে বহুসংখ্যক যুগ অতীত হয়। অনন্তর বহু কাল পরেও তিনি যৌবনাবস্থাতেই নিজরাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যা-

গত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার রাজধানী যাদববংশীয়দিগের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে। অধিক কি তথায় দ্বারবতী নামে বহু-দ্বারশোভিত এক মনোরম অভিনব নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে ভগবান্ বাসুদেব কৃষ্ণের অনুগামী বহুল ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজা-পালন করিতেছেন। রৈবত রাজা এই সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রেবতীনামে আপনার সেই সুব্রতা দুহিতার বলদেবের সহিত বিবাহ প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং তপস্যা করিবার আশয়ে সংশিতব্রত হইয়া সুমেরু পর্ব্বতের শিখরদেশে প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ বলরামও রেবতীর সহবাসে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে ঐলোৎপত্তি-নামক
দশম অধ্যায় সংপূর্ণ।

একাদশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি বলিলেন, রৈবত মহাত্মা ককুদ্মী ও রেবতী দেবী উভয়েই বহুযুগ যাবৎ ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি কি কারণে উঁহারা জরাগ্রস্ত হয়েন নাই, কি রূপেই বা তপস্যার্থ সুমেরু শিখরগত শর্য্যাতির সন্তান সন্ততি অদ্যাপি পৃথিবীতে বর্ত্ত-মান রহিয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই দুই বিষয়ে আমার সন্দেহ নিরাকরণ করুন! বৈশ-ম্পায়ন উত্তর করিলেন। হে অনঘ ভরতকুলতিলক! যে কারণে

বহুযুগেও রৈবত ককুদ্মী ও রেবতীর জরা উপস্থিত হয় নাই শ্রবণ করুন। ব্রহ্মলোকে জরা, ক্ষুৎপিপাসা, মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই নাই, এই সকল কেবল নরলোকেই প্রচলিত। ব্রহ্ম-লোকে ইহলোকের ন্যায় সাংবৎসরিক ঋতুচক্রও প্রাদুর্ভূত হয় না। মহারাজ! রৈবত মহাত্মা ককুদ্মী ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলে, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে, পুণ্যজন রাক্ষসেরা একত্রিত হইয়া রাজধানী কুশস্থলী একেবারে ছিন্ন ভিন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় করে। ককুদ্মীর একশত অনুজ সহোদর ছিলেন। ইঁহারা সকলেই দুষ্ট রাক্ষসদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত ও বধ্যমান হইয়া দশ দিকে পলায়ন করেন। হে রাজেন্দ্র! এই প্রকারে রৈবত রাজার ভ্রাতৃসমূহ রাক্ষসভয়ে নানা দিগ্দেশে বিদ্রুত হইলে তাঁহাদিগের বংশসঞ্জাত তত্রত্য তাবৎ ক্ষত্রিয়েরাই ভয়ে নিরতিশয় বিক্লব হইলেন। তৎকালে সেই শত সহোদরের বিপুল বংশ তত্রস্থ তাবৎ প্রদেশেই বিস্তৃত হইয়াছিল ও শার্যাত অর্থাৎ শর্যাতিবংশ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইঁহারা সকলেই ভয়ে পর্ব্বতসমূ-হের মধ্যে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। নাভাগারি-ষ্টের দুই পুত্র, ইঁহারা উভয়েই পূর্ব্বে বৈশ্য ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। করূষের পুত্রেরা কারূষ-নামে বিখ্যাত, ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয়জাতীয় সুতরাং যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ছিলেন, ইঁহাদিগের মধ্যে পৃষধ্র নামে এক জন, স্বীয় গুরুর গোহত্যা করাতে শাপগ্রস্ত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। অপর নয়টীর বৃত্তান্ত আপনার নিকট পূর্ব্বেই বর্ণনা করি-য়াছি। অতএব বৈবস্বত মনুর তাবৎ পুত্রের বিষয় আপনি

সংক্ষেপে অবগত হইলেন। কালক্রমে ক্ষুবৎনামক মনুর ইক্ষ্বাকুনামে এক পুত্র জন্মে। ইক্ষ্বাকুর একশত পুত্র, ইঁহারা সকলেই ভূরিদক্ষিণ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বিকুক্ষি পরমধার্ম্মিক, বিকুক্ষি কুক্ষিবিহীন ছিলেন বলিয়া অযোধ্যতা প্রাপ্ত হয়েন। অযোধ্যা নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল - রাজার অযোধ নাম ছিল বলিয়াই তাঁহার রাজধানীর অযোধ্যা এই নাম হয়। মহাত্মা বিকুক্ষির শকুনি প্রভৃতি পঞ্চাশৎ-সংখ্যক অতি শ্রেষ্ঠ পুত্র হইয়াছিলেন, ইঁহারা কয়েক জন উত্তরাপথপ্রদেশে অধিবাস করিয়া প্রজাপালন করেন। অপর অষ্টচত্বারিংশৎ জন দক্ষিণ প্রদেশে রাজত্ব করেন। আর বশাতি প্রমুখ অপরাপর প্রজাপালক নরপতিরাও তৎকালে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনন্তর কোন সময়ে মহারাজ ইক্ষ্বাকু অষ্টকা অর্থাৎ পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধার্থ প্রশস্ত দিবসে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিকুক্ষিকে মৃগহিংসা দ্বারা শ্রাদ্ধার্থ মাংস আনয়ন করিতে আদেশ করেন। বিকুক্ষি লোভসংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রাদ্ধোদ্দেশে সমাহৃত শশমাংস শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই ভক্ষণ করিয়া শশাদনামে পরিচিত হইলেন, ও ভগবান্ বশিষ্ঠের বাক্যানুসারে ইক্ষ্বাকু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন। কালক্রমে ইক্ষ্বাকুর লোকান্তর হইলে শশাদ পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিলেন। শশাদের ককুৎস্থ নামে মহাবলপরাক্রান্ত এক পুত্র হয়েন। ইনি পূর্ব্ব কালে আড়ীবক নামক দেবাসুর সংগ্রামে বৃষরূপধারী ভগবান্ ইন্দ্রের ককুৎ স্থানের উপরি ভাগে উপবেশনপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া, অসুর সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এই কারণেই তদবধি

মহারাজ ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হয়েন। ককুৎস্থের পৃথুনামে এক পুত্র জন্মে, ইনি কাকুৎস্থ অর্থাৎ ককুৎস্থের পুত্র এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পৃথুর বিষ্টরাশ্ব নামে একমাত্র পুত্র। বিষ্টরাশ্ব হইতে আর্দ্রের জন্ম হয়। আর্দ্রেরও যুবনাশ্ব নামে এক পুত্র, যুবনাশ্বের এক আত্মজ, নাম শ্রাবস্ত, শ্রাবস্ত রাজা হইয়াছিলেন, তিনি শ্রাবস্তী নামে এক নূতন নগরী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নিজরাজধানী স্থাপন করেন। রাজা বৃহদশ্ব শ্রাবস্তের এককাত্র পুত্র ও দায়াদ। বৃহদশ্বেরও এক পুত্র, ইঁহার নাম কুবলাশ্ব, ইনি পরম ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। মহারাজ কুবলাশ্ব ধুন্ধুর প্রাণবধ করিয়াছিলেন বলিয়া ধুন্ধুমার এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি উদ্দেশে কুবলাশ্ব ধুন্ধুর প্রাণ বিনাশ করেন, কিপ্রকারেই বা ধুন্ধুর বধসাধন হইয়াছিল এই সকল বিষয় যথাযথরূপে শ্রবণ করিবার জন্য আমার একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন। রাজন্! কুবলাশ্বের একশত পুত্র ছিলেন, ইঁহারা সকলে প্রকৃষ্ট ধনুর্দ্ধর, সকলবিদ্যাবিশারদ, মহাবলপ্রতাপ পরমধার্ম্মিক, যাগশীল ও ভূরিদক্ষিণ ছিলেন। বৃদ্ধরাজা বৃহদশ্ব যুবরাজ কুবলাশ্বের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করিয়া, পুত্রসংক্রামিতরাজ্যলক্ষ্মীক হইয়া, তপস্যার্থে বনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পথিমধ্যে বনগমনোন্মুখ রাজা বৃহদশ্বকে উতঙ্কনামে মহাত্মা ব্রহ্মর্ষি, উপস্থিত হইয়া বনগমনে নিষেধ করিলেন। কহিলেন, হে পার্থিব! রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য, তুমি রাজা,

অতএব তোমাকেও যথাবিধানে প্রজাপালনাদি তাবৎ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। নৃপতে! তুমি রাজ্য ও প্রজাদিগের একপ্রকার পরবশ অতএব নিরুদ্বিগ্নচিত্তে তপস্যা করিবার নিমিত্ত সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করা তোমার পক্ষে কোন প্রকারেই বিধেয় নহে। মহারাজ আমিও তোমার রাজ্যের এক জন প্রজা। আমার আশ্রমের অনতিদূরে সমুদ্র যে আছে তাহা সমতলমরু ও বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ ও উজ্জালক নামে বিখ্যাত। তথায় ধুন্ধু নামে এক মহাবল অসুর বাস করে। এই অসুর মধু-নামক রাক্ষসের পুত্র। দুষ্ট ধুন্ধু মহাকায় মহাবলপরাক্রান্ত, দেবতাদিগেরও অবধ্য। এ সেই মরুক্ষেত্রের বালুকারাশিতে অন্তর্হিত হইয়া উহার অভ্যন্তরভূমিতে শয়ান রহিয়াছে। তাহার এই প্রকারে শয়ন করিয়া থাকিবার উদ্দেশ্য এই, যে সে প্রজাবিনাশের আশয়ে দারুণ তপস্যার্থ তথায় তদ্রূপে শয়ান থাকিয়া আপনার দুষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে। সংবৎসরান্তে এই দুষ্ট অসুর এক এক বার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহার নিশ্বাসত্যাগকালে সমুদায় ভূমি, শৈল-বন প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের সহিত একবারে কম্পিত হইয়া উঠে। প্রবল নিশ্বাসবাত দ্বারা চতুর্দ্দিকে রজোরাশি উদ্ধৃত হইয়া আদিত্যমণ্ডল পর্য্যন্ত আবৃত ও অন্ধকারময় করিতে থাকে, সপ্তাহ পর্য্যন্ত অতিভয়ানক ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্প-কালে পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে অঙ্গার, অগ্নিশিখা, স্ফুলিঙ্গ ও ধূমরাশি অনবরত নির্গত হইতে থাকে। মহারাজ! এই ভয়ানক দুষ্টাসুরের ভয়ে ও উপদ্রবে আমার আশ্রমে বাস করা

নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অতএব প্রার্থনা করি, তুমি প্রজাদিগের হিতসাধনার্থে এই মহাকায় দুষ্ট রাক্ষসের প্রাণবধ কর। অদ্যই হতভাগ্য অসুরকে নিহত করিয়া সমস্ত লোকের সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হইবার উপায় বিধান কর। হে পৃথিবীপতে! কেবল তুমিই এই দুষ্ট অসুরের বধার্থ একমাত্র সমর্থ উপায়। হে অনঘ! পূর্ব্ব যুগে ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে বরপ্রদান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি, মহাবল পরাক্রান্ত, রৌদ্রমূর্ত্তি এই দুষ্ট অসুরকে হত্যা করিবেন, তুমি বরদানদ্বারা সেই মহাত্মার প্রভূত তেজঃসমূহ বৃদ্ধি করিতে পারিবে। মহারাজ! মহাতেজাঃ ধুন্ধু দিব্য পরিমাণ শত বৎসর যাবৎ অনবরত চেষ্টা করিলেও অল্প তেজঃ দ্বারা কোনরূপেই দগ্ধীভূত হইবার নহে। কারণ ধুন্ধুর প্রবলবীর্য্য অতি সুমহৎ ও দেবতাদিগেরও দুর্লভ। অনন্তর রাজর্ষি বৃহদশ্ব মহাত্মা উতঙ্ক কর্ত্তৃক এই রূপে প্রার্থিত ও কথিত হইয়া ধুন্ধুর বধসাধনার্থে স্বকীয় পুত্র কুবলাশ্বকে তথায় প্রেরণ করিলেন। বৃহদশ্ব কহিলেন, হে ভগবন্! আমি বৃদ্ধত্ব বশতঃ ক্ষত্রনিয়মানুসারে শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি। এইটী আমার পুত্র, ইহার নাম কুবলাশ্ব, কুবলাশ্ব ধুন্ধুর প্রাণ বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন অণুমাত্র সংশয় নাই। রাজর্ষি বৃহদশ্ব এই প্রকারে পুত্র কুবলাশ্বকে ধুন্ধুর প্রাণবধ করিতে আদেশ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত পর্ব্বতপ্রদেশোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে কুবলাশ্বও পিতার আজ্ঞানুসারে ধুন্ধুর প্রাণ বিনাশ করিবার নিমিত্ত শত পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহর্ষি উতঙ্কের সহিত সেই প্রদেশে গমন করিলেন। তৎক্ষণাৎ ভগবান্ বিষ্ণুও লোকহিতকামনায়

উতঙ্কের পূর্ব্বপ্রার্থনানুসারে স্বকীয় বিপুলতেজোরাশির সহিত কুবলাশ্বের শরীরে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কুবলাশ্ব ধুন্ধুর বধসাধনোদ্দেশে তাহার নিবাসস্থানে প্রস্থান করিলে স্বর্গলোকে সুমহৎ কোলাহল উত্থিত হইল। দিবিস্থ সকলেই বলিয়া উঠিলেন, শ্রীমান্ কুবলাশ্ব অদ্যই অবধ্য ধুন্ধুর বধসাধন করিয়া ধুন্ধুমার এই উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। দেবতারা চতুর্দিক্ হইতে তাঁহার শরীরোপরি স্বর্গীয় পুষ্পমাল্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন, দেবদুন্দুভি উচ্চৈঃশব্দে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অনন্তর বিজয়ী মহাবীর কুবলাশ্ব শত পুত্রের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া বালুকাপূর্ণ অব্যয় সমুদ্র সম্যক্ রূপে খনন করাইলেন। তিনি নারায়ণের তেজোরাশি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিততেজাঃ হইয়া যৎপরোনাস্তি বলসমন্বিত হইলেন। অনন্তর রাজার শতসংখ্যক পুত্রেরা পিতার আদেশানুসারে সমুদ্র খনন করিতে করিতে বালুকান্তর্হিত ধুন্ধুকে দেখিতে পাইলেন, দেখিলেন দুষ্ট অসুর পশ্চিম দিক্ আবৃত করিয়া শয়ান রহিয়াছে। দর্শনমাত্র ধুন্ধু প্রবল ক্রোধভরে মুখব্যাদান করিয়া অনবরত অগ্নিস্রোত উদ্বমন করিতে লাগিল। ত্রিভুবন বিপন্ন হইল। দুষ্ট রাক্ষস উদয়কালিক মহোদধির ন্যায় জলরাশি স্রবণ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দুষ্ট রাক্ষসের মুখবিনির্গত প্রবল বহ্নি ধারাতরঙ্গাদ্রে সোমবংশীয়দিগকে প্রায় সকলেই দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করিল। শত সহোদরের মধ্যে কেবল তিনটীমাত্র অবশিষ্ট রহিল। অনন্তর মহারাজ কুবলাশ্ব, পুত্রবিনাশদর্শনে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং মহাবলপরাক্রান্ত সেই দুষ্ট রাক্ষসের সমীপে

উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই তিনি যোগবলে তাহার সেই বারিময় তেজ পান করিয়া ফেলিলেন, এবং প্রবল বহ্নিরও উপশম করিলেন। অনন্তর প্রভূত বলের সহিত মহাকায় উদকরাক্ষস ধুন্ধুর প্রাণবিনাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ মহর্ষি উতঙ্ককে দর্শন করাইলেন। মহর্ষি উতঙ্কও শত্রুবিনাশদর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া মহারাজকে বরপ্রদান করিলেন। এই বরে মহারাজের অক্ষয় বিত্তরাশি লাভ হইল। তিনি শত্রুদিগের অবিজেয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সতত ধর্ম্মাচরণে রতি হইল ও চরমে অক্ষয় স্বর্গবাস নিশ্চিত হইয়া রহিল। তাঁহার যে পুত্রগণ রাক্ষস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, পিতার পুণ্যে ও পরাক্রমে তাঁহাদিগেরও সকলেরই অক্ষয় স্বর্গবাস সিদ্ধ হইল।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে ধুন্ধুবধ-নামক
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন। মহারাজ! ধুন্ধুমার কুবলাশ্বের তিন পুত্র। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দৃঢ়াশ্ব, আর চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব দৃঢ়াশ্বের অনুজদ্বয়। কুমারেরা সকলেই অতিশয় শিষ্ট ও বিনীত ছিলেন। ধৌন্ধুমারি দৃঢ়াশ্বের এক পুত্র, ইঁহার নাম হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের এক পুত্র, নাম নিকুম্ভ। কুমার নিকুম্ভ নিয়ত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইঁহারও সংহতাশ্বনামক একমাত্র পুত্র জন্মে, এই পুত্র যুদ্ধবিদ্যায় একান্ত বিশারদ ছিলেন। সংহতা-

শ্বের অকৃশাশ্ব ও কৃশাশ্ব নামে দুই পুত্র ও হৈমবতী দৃষদ্বতী নামে ত্রিভুবনবিখ্যাতা, সাধুসন্তানজননী একমাত্র কন্যা জন্মে। এই কন্যার গর্ভে প্রসেনজিৎ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রসেনজিতের গৌরী নামে নিরতিশয় পতিব্রতা ভার্য্যা ছিলেন। গৌরীদেবী দুর্ভাগ্যবশতঃ ভর্ত্তা হইতে শাপ-গ্রস্তা হইয়া নদীরূপে পরিণত হয়েন, এই নদীর নাম বাহুদা। গৌরীদেবী যুবনাশ্ব নামে এক মহানুভাব পুত্র প্রসব করেন। মহীপতি যুবনাশ্বের মান্ধাতা নামে এক পুত্র হয়েন, ইনিই ত্রিভুবন বিজয়ী প্রসিদ্ধ মান্ধাতা। শশবিন্দুসুতা, চিত্ররথ-বংশীয়া, বিন্দুমতী নামে অসামান্যরূপলাবণ্যসম্পান্না এক মহিলা মহারাজ মান্ধাতার ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। ইনি যৎপরো-নাস্তি পতিব্রতা ছিলেন। ইঁহার অযুতসংখ্যক অনুজ সহো-দর ছিল। মহারাজ মান্ধাতার ঔরসে ও বিন্দুমতী দেবীর গর্ভে পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। ইঁহারা উভ-য়েই পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। পুরুকুৎসের ত্রসদস্যু নামে এক-মাত্র পুত্র জন্মে। অনন্তর নর্ম্মদার গর্ভে ত্রসদস্যুর সম্ভূত নামে এক পুত্র জন্মে। সুধন্বার সুধন্বা নামে এক পুত্র। সুধন্বারও এক পুত্র, ইঁহার নাম ত্রিধন্বা। মহারাজ ত্রিধন্বার ত্রয্যারুণ নামে বিদ্যাপারগ একমাত্র পুত্র হয়েন। ত্রয্যারুণেরও সত্যব্রত নামে এক পুত্র জন্মে। দুর্ম্মতি সত্যব্রত কোন সময়ে অপর ব্যক্তির বিবাহিত ভার্য্যাকে হরণ করিয়া পাণিগ্রহণমন্ত্রের বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করে। পাপাত্মা সত্যব্রত কোন সময়ে কামান্ধ হইয়া বাল্যচাপল্য, মোহ ও সংহর্ষ বশতঃ পুরবাসী কোন ব্যক্তির কন্যাকে হরণ করে। তাহাতেই মহারাজ ত্রয্যা-

রুণ পুত্রের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া অধর্ম্মশঙ্কা জ্ঞানে তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন ও এস্থান হইতে দূরীভূত হ, তোর ধ্বংস হউক ইত্যাদি নানাপ্রকার তিরস্কার করিলেন। সত্যব্রত এই প্রকারে পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, পিতঃ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি কোথায় গমন করিব। ত্রয্যা-রুণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উত্তর করিলেন। রে পাপ! তুই যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস্ শ্বপাক অর্থাৎ চণ্ডালদিগের সহিত একত্র বাস কর! আমি তোমার মত কুলাঙ্গার পুত্রদ্বারা পুত্রবান্ হইতে ক্ষণমাত্র ইচ্ছা করি না। সত্যব্রত পিতার এই-রূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নগরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মহর্ষি বশিষ্ঠও প্রস্থানকালে তাহাকে নিবা-রণ করিলেন না। বীর সত্যব্রত পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শ্বপাকাবসথের সমীপে বাস করিলেন। মহারাজ ত্রয্যারুণও তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। সত্যব্রতের পাপে তদীয় বাসস্থানে ভগবান্ পাকশাসন মেঘবর্ষণ রোধ করিয়া দিলেন। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র সত্যব্রতের সেই পাপে বিরক্ত হইয়া স্বীয় পত্নীকে সেই স্থানেই পরিত্যাগপূর্ব্বক, সাগরের অনূপ-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ সংবৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার পত্নী তদৌরসজাত তাঁহার মধ্যম পুত্রকে গলদেশে বন্ধনপূর্ব্বক অব-শিষ্ট পুত্রের ভরণপোষণার্থে গোশতরূপ মূল্য গ্রহণ করিয়া বিক্রয় করিলেন। নৃপাত্মজ সত্যব্রত মহর্ষিপুত্রকে বিক্রয়ার্থ গলবদ্ধ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মোচন করিলেন ও ভগবান্ বিশ্বা-

মিত্রের সন্তোষোৎপাদন দ্বারা অনুকম্পাপ্রাপ্তির উদ্দেশে স্বয়ং তাঁহার ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সেই মহাতপঃশালী পুত্র বিক্রয়ার্থ গলদেশে বদ্ধ হইয়া সত্যব্রত কর্ত্তৃক মোক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া গালব নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইলেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে গালবোৎপত্তি নামক দ্বাদশ অধ্যায় সংপূর্ণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন বলিলেন। মহারাজ! এই প্রকারে সত্যব্রত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ভক্তি অনুকম্পা ও বিনয় সহকারে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কলত্র ও পুত্রদিগকে ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন বনে বিচরণশীল মৃগ, বরাহ ও মহিষদিগকে সংহার করিয়া উহাদিগের মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের আশ্রমসন্নিধানে তরুশাখায় বন্ধন করিয়া রাখিতেন। এই রূপে মহারাজ ত্রৈয্যারুণ বনে প্রস্থান করিলে সত্যব্রত পিতার নিয়োগানুসারে দ্বাদশ বৎসর উপাংশুব্রত অর্থাৎ নির্জ্জন-তাপস ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দীক্ষায় নিবিষ্টমানস হইয়া কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। এ দিকে বশিষ্ঠদেব যজমান ও উপাধ্যায় অর্থাৎ গুরু শিষ্য সম্বন্ধ বশতঃ অনুগ্রহপূর্ব্বক মহা-রাজের সমগ্র রাজত্ব, রাজধানী অযোধ্যা ও অন্তঃপুর সমু-দয়ই সম্যক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ ও রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সত্যব্রত প্রবল-ভবিতব্যতা-নিবন্ধন্ বাল্যকাল অবধি বশিষ্ঠদেবের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও কুপিত ছিলেন এবং এই কারণেই যৎকালে সত্যব্রত পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হয়েন, মহর্ষি মহারাজকে নিবারণ করেন নাই।

পাণিগ্রহণবিষয়ক মন্ত্র সকলের সপ্তম পদে নিষ্ঠা অর্থাৎ নির্ব্বুঢ় নিশ্চয় হইয়া থাকে কিন্তু সত্যব্রত কোন সময়ে কাম-পরবশ ও অধৈর্য্য হইয়া এই শাস্ত্র অবমাননাপূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এই নিমিত্তই বশিষ্ঠদেব তাঁহার প্রতি জাত-ক্রোধ হয়েন। অনন্তর, বশিষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও আমাকে অধর্ম্ম হইতে নিবারণ ও পরিত্রাণ করিলেন না এই মনে করিয়া সত্যব্রতেরও অন্তঃকরণে বশিষ্ঠদেবের প্রতি প্রভূত ক্রোধের সঞ্চার হইল। ফলতঃ ভগবান্ বশিষ্ঠ তৎকালে গুণবুদ্ধিতেই সেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যব্রত মোহবশতঃ মহর্ষির মনোগত গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হয়েন নাই। এই সকল কারণ বশতঃ সত্যব্রতের প্রতি মহারাজের যে অপরিতোষ জন্মিয়াছিল, তাহাতেই ভগবান্ পাকশাসন দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ষণ করেন নাই। এক্ষণে সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ দুর্ব্বহ দীক্ষাভার বহন পূর্ব্বক স্বকীয় বংশের নিষ্কৃতি সম্পাদন করিলেন। যৎকালে সত্যব্রত পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন, বশিষ্ঠদেব তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন নাই ইহার গূঢ় অভিপ্রায় এই, মহর্ষি তৎকালে মনে করিয়াছিলেন যে সত্যব্রতের পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। কিন্তু এক্ষণে মহাবল সত্যব্রত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি-

লেন। কোন সময়ে আহারার্থ মাংসের অভাব হইলে তিনি বশিষ্ঠদেবের সর্ব্বকামদুঘা গাভিকে সম্মুখে নয়নগোচর করিলেন। পরিশ্রম ও ক্ষুধা দ্বারা অতিমাত্র প্রপীড়িত ছিলেন বলিয়া দর্শনমাত্র ক্রোধ ও মোহ বশতঃ দশধর্ম্মাধীন হইয়া সেই গাভীর প্রাণ সংহার করিলেন। মহারাজ! মত্ততা, প্রমাদ, উন্মাদ, শ্রম, ক্রোধ, বুভুক্ষা, ত্বরা, ভীরুতা, লোভ ও কাম এই দশ ধর্ম্ম এই সকলের অধীন হইয়াই সত্যব্রত এই ঘোর পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সত্যব্রত এইরূপে বশিষ্ঠদেবের গাভীর প্রাণ সংহারপূর্ব্বক উহার মাংস বিশ্বামিত্রের আত্মজদিগকে ভোজন করাইলেন ও স্বয়ংও ভোজন করিলেন। এই কথা বশিষ্ঠদেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন ও রাজপুত্র সত্যব্রতকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন রে ক্রূর নৃশংস পাপ! আমি নিশ্চয়ই তোর পাপরূপ শঙ্কু নিরাকরণ করিতাম, যদি তুই পুনর্বার নিঃশঙ্কহৃদয়ে অপার পাপদ্বয়ের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক অপর দুই শঙ্কুদ্বারা বিদ্ধ না হইতিস! তুই পিতার অসন্তোষোৎপাদন, গুরুর দোগ্ধ্রীবধ, অপ্রোক্ষিত অর্থাৎ যজ্ঞাদ্যর্থ অসংস্কৃত (বৃথামাংস) মাংস ভক্ষণ এই ত্রিবিধ ঘোর পাতকের আচরণ করিয়াছিস্! তোর এই তিন ব্যতিক্রম! বৈশম্পায়ন কহিলেন। মহারাজ! মহাতপাঃ মহর্ষি বশিষ্ঠ সত্যব্রতের ত্রিবিধ পাপশঙ্কু অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ত্রিশঙ্কু বলিয়া আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতেই সত্যব্রত তদবধি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র দ্বাদশবৎসরান্তে প্রত্যাগত হইলেন ও ত্রিশঙ্কু তাঁহার পুত্রকলত্র প্রতিপালন করিয়াছেন দেখিয়া

নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বরপ্রদান করিতে চাহিলেন। এইপ্রকার বরপ্রার্থনা করিতে আজ্ঞপ্ত হইয়া রাজপুত্র ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার বরপ্রার্থনা করিলেন।

অনন্তর মহামুনি বিশ্বামিত্র দ্বাদশবার্ষিক অনাবৃষ্টিভয় নিবৃত্ত হইলে ত্রিশঙ্কুকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে যজমান করিলেন ও দেবগণও বশিষ্ঠদেবকে অনাদর করিয়া সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করাইলেন। অতঃপর মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ঔরসে ও তাঁহার কেকয়বংশীয় সত্যরথনাম্নী ধর্ম্ম-পত্নীর গর্ভে হরিশ্চন্দ্রনামে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন। হরি-শ্চন্দ্র ত্রৈশঙ্কব অর্থাৎ ত্রিশঙ্কুর অপত্য বলিয়া ভুবনমণ্ডলে বিখ্যাত হয়েন ও রাজসূয় যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন বলিয়া সম্রাট্ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। রোহিত নামে মহারাজ হরি-শ্চন্দ্রের এক বীর্য্যবান্ পুত্র হইয়াছিলেন। তিনিই রাষ্ট্র-সিদ্ধির উদ্দেশে রোহিতপুর নামে এক নগর স্থাপন করেন। অনন্তর কালক্রমে রাজর্ষি রোহিত রাজ্যশাসন ও প্রজা-পালন করিয়া সংসারের অসারতা বিদিত হইয়া রোহিতপুর নগর ব্রাহ্মণসাৎ করিলেন। রোহিতের পুত্র হরিত, হরি-তের পুত্র চঞ্চু। চঞ্চুর দুই পুত্র, বিজয় ও সুদেব, জ্যেষ্ঠ বিজয় নিখিল ক্ষত্রিয় জাতিকে শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া বিজয় নামে বিখ্যাত হয়েন, বিজয়ের তনয় রুরুক, ইনি ধর্ম্মার্থবেত্তা নরপতি ছিলেন। মহারাজ রুরুকের বৃকনামে এক পুত্র ছিলেন। বৃক হইতে বাহুর জন্ম হয়, হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামক দুই ক্ষত্রিয় জাতি শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লব নামক অপরাপর ক্ষত্রিয়জাতিদিগের সাহায্যে মহারাজ

বাহুকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই সত্যধর্ম্ম যুগে রাজা বাহু যথোচিত ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন না বলিয়াই এইরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। বাহুর সগর নামক এক পুত্র হন, গর অর্থাৎ বিষের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম সগর হইয়াছিল। সগর ঔর্ব্বমুনির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবান্ ভার্গব ঔর্ব্ব কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়েন। ধর্ম্মাত্মা সগর তথায় অবস্থান করিয়া ভার্গবের নিকট আগ্নেয় অস্ত্রলাভ করিলেন ও তালজঙ্ঘ ও হৈহয়দিগকে বিনাশ করিয়া সমুদায় পৃথিবী জয় করিলেন এবং অবশেষে শক, পহ্লব ও পারদ ইহাদিগকে ও ধর্ম্ম নিরস্ত করিলেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে ত্রিশঙ্কুচরিত-
নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! কি প্রকারে সগর রাজা বিষসংযোগে অচ্যুত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, কি নিমিত্তই বা তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া শকযবনাদি প্রভূততেজঃশালী ক্ষত্রিয় দিগের কুলোচিত ধর্ম্ম হইতে নিরস্ত করেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে প্রজাপাল! বাহু রাজা ব্যসনাসক্ত ছিলেন বলিয়া হৈহয় ও তালজঙ্ঘেরা একত্রিত হইয়া শক, যবন, পারদ, কাম্বোজ,

খশ ও পহ্লব এই সকল জাতীয় বীরদিগের পরাক্রমের সাহায্যে উঁহাকে স্বকীয় রাজ্য হইতে অপসৃত করে ও উহাঁর রাজস্ব আপনারা অধিকার করে। বাহু রাজা এই প্রকারে হৃতরাজ্য হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পত্নীও তাঁহার অনুগমন করিলেন। বনে গমন করিবার পরেই তথায় বাহুর মৃত্যু হইল। তাঁহার পত্নী যাদবী তৎকালে সসত্ত্বা ছিলেন। তিনি পতির মৃত্যুতে ম্রিয়মাণা হইয়া সহগমনের উদ্যোগ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সপত্নী তাঁহাকে গর প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বামীর মৃত্যু হইলে তিনি শবদাহার্থ চিতা বিরচিত করিয়া তাহাতে স্বয়ং আরোহণ করিলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ঔর্ব্ব ভগবান্ ভার্গবের অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি যাদবীকে অনুগমন ব্যাপার হইতে নিবারণ করিলেন। অনন্তর যাদবী মহর্ষি ভার্গবের আশ্রমেই এক পুত্র প্রসব করিলেন। গরের সহিত ভূমিষ্ঠ হয়েন বলিয়া ইঁহার নাম সগর হইল। এই পুত্রই ত্রিভুবন বিখ্যাত মহাবাহু মহারাজ সগর। এই প্রকারে মহানুভাব সগরের জন্ম হইলে মহর্ষি ঔর্ব্ব যথাবিধানে তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমুদায় কার্য্য সমাধা করিয়া ক্রমে তাঁহাকে অখিল বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। কুমার অধীতসর্ব্বশাস্ত্র হইলে মহাবাহু মহর্ষি তাঁহাকে দেবগণেরও অসহ্য আগ্নেয় অস্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাবল সগর যুদ্ধক্ষেত্রে মুনিদত্ত আগ্নেয় অস্ত্রের বলে দ্বিগুণতর বলশালী হইয়া ক্রোধভরে রুদ্র পশুদিগকে যেরূপ সংহার করেন, তদ্রূপ নিখিল হৈহয়দিগকে বিনাশ করিলেন। দুষ্টদিগের বিনাশসাধনদ্বারা

সগরের বিপুল কীর্ত্তি সমুদয় জগতে বিস্তৃত হইল। এই রূপে হৈহয়দিগের বিনাশসাধনানন্তর মহাত্মা সগর, শক, যবন, কাম্বোজ পারদ ও পহ্লবদিগকে নিঃশেষরূপে বিনাশ করিবার উদ্যোগ করিলেন। উহারা সকলে মহাত্মা বীরশ্রেষ্ঠ সগর কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া অবশেষে মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইয়া; সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণিপাত করিল। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহাদের সকলকে একত্রে সমাগত ও শরণাপন্ন হইতে দেখিয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক সগরকে তাহাদের প্রাণসংহার করিতে নিষেধ করিলেন। সগর স্বকীয় প্রতিজ্ঞার বিষয় মনে করিয়াও এক্ষণে গুরু বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া শাস্তিস্বরূপ তাহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিলেন ও বেশ বিকৃত করিয়া দিলেন। তিনি এই প্রকারে শক জাতীয় দিগের মস্তকের অর্দ্ধেক কেশ মুণ্ডন করিয়া দিলেন ও যবন ও কাম্বোজ দিগের সমুদয় কেশ মুণ্ডন করিলেন। তাঁহার অজ্ঞানুসারে পারদদিগকে মুক্তকেশ ও পহ্লব দিগকে শ্মশ্রুধারী হইতে হইল। ফলতঃ ইহারা সকলেই তৎকালাবধি স্বাধ্যায় বষট্কার শূন্য অর্থাৎ বেদাধ্যায়নবিরহিত হইয়াছিল। মহাত্মা সগর এই প্রকারে গুরু বশিষ্ঠ দেবের বাক্যানুসারে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, কোলিসর্প, মহিষ, দার্ব্ব, চোল, কেরল প্রভৃতি যাবতীয় দুষ্টক্ষত্রিয় কুলের কুলক্রমাগত ধর্ম্ম নিরাকৃত করিলেন। মহারাজ সগর পূর্ব্বোক্ত ও খশ, তুখার, চোল, মদ্র, কিষ্কিন্ধক, কৌন্তল, বঙ্গ, শাল্ব, কোঙ্কণক প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ জাতিদিগকে ধর্ম্মানুসারে পরাজয় পূর্ব্বক সমুদায় বসুন্ধরা স্ববশে আনয়ন করিলেন ও অশ্বমেধ যজ্ঞে

দীক্ষিত হইয়া পৃথিবী-পরিভ্রমণার্থ অশ্ব পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই অশ্ব পূর্ব্বদক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলে বিচরণ করত অপহৃত ও ভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশিত হইল। মহারাজ এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ পুত্রদিগের দ্বারা সেই প্রদেশে ভূমি খনন করিতে করিতে সম্মুখে কপিলরূপে অবস্থিত যোগনিদ্রাপ্রবিষ্ট আদিপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুকে নয়নগোচর করিলেন। এই রূপ ব্যাঘাতদ্বারা কপিলরূপী ভগবান্ হরির যোগনিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে ক্রোধভরে তাঁহার চক্ষুঃসমুখে প্রখর জ্যোতিঃপ্রভাবে সগরের অসংখ্য পুত্রেরা প্রায় সকলেই দগ্ধ ও ভস্মাবশেষ হইলেন। কেবল বহিকেতু, সুকেতু, ধর্ম্মরথ ও পঞ্চজন নামে চারি জনমাত্র অবশিষ্ট রহিলেন। ইঁহারা চারি জনেই ভবিষ্যতে মহারাজ সগরের বংশধর হইয়াছিলেন। অনন্তর কপিলরূপী ভগবান্ নারায়ণ মহারাজ সগরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। কপিলের বরে মহারাজের অক্ষয় ইক্ষ্বাকুবংশে অনিবর্ত্তিনী কীর্ত্তি, ও অক্ষয় স্বর্গবাস লাভ হইল। তিনি সমুদ্রকে পুত্রস্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার কপিল নয়নবিনির্গত জ্যোতি দ্বারা দগ্ধীভূত পুত্রেরাও মুক্তিলাভ পূর্ব্বক অক্ষয় স্বর্গ লোক লাভ করিলেন। সমুদ্রও অর্ঘ্যাদি গ্রহণ পূর্ব্বক যথাবিধানে মহারাজের বন্দনা করিলেন এবং মহারাজের সেই মহৎকার্য্য উপলক্ষে সাগর নামে বিখ্যাত হইলেন। এই উপায়ে মহীপতি সমুদ্রের অভ্যন্তরেই সেই আশ্বমেধিক অশ্বকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ সমাধা করিলেন। তিনি পরে শত অশ্বমেধ সমাধানপূর্ব্বক বিপুলকীর্ত্তি লাভ করিয়া-

ছিলেন। শ্রুত আছে, সগরের সমুদায়ে ষষ্টি সহস্র পুত্র ছিলেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে সগরচরিত-
নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কি প্রকারে কি বিধি অবলম্বন দ্বারা মহাত্মা সগরের প্রভূত বিক্রমশালী ষষ্টিসহস্রসংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। সগরের দুই ভার্য্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠার নাম কেশিনী, ইনি বিদর্ভের দুহিতা। আর কনিষ্ঠার নাম মহতী, ইনি অরিষ্টনেমির দুহিতা। মহতী অসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্না পরমধর্ম্মিণী মহিলা ছিলেন। কেশিনী ও মহতী ইহাঁরা উভয়েই ধর্ম্মনিরতা ছিলেন। নিয়ত ধর্ম্মাচরণ দ্বারা ইহাঁদের উভয়েরই পাপ একবারে বিনষ্ট হয়। মহর্ষি ঔর্ব্ব প্রীতান্তঃকরণে ইহাঁদিগকে এই বর প্রদান করেন যে, তোমাদিগের উভয়ের মধ্যে এক জন প্রার্থনানুসারে ষষ্টি-সহস্রসংখ্যক পুত্র প্রাপ্ত হইবে ও আর এক জন একটী মাত্র বংশধর পুত্র প্রসব করিবে। যে যাহা ইচ্ছা কর, বরপ্রার্থনা কর। তদনুসারে কেশিনী এক বংশধর পুত্র প্রসব করিবার

বর প্রার্থনা করিলেন ও মহতী লোকপরবশহৃদয়ে বহু পুত্র লাভের প্রার্থনা করিলেন। মুনি তথাস্তু বলিয়া তাঁহাদিগের উভয়কেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর কালক্রমে কেশিনীর গর্ভে ও সগরের ঔরসে অসমঞ্জস অর্থাৎ অপ্রতিম এক মহাবল পুত্র প্রসূত হইলেন। ইনিই রাজা পঞ্চজন নামে বিখ্যাত হয়েন। কথিত আছে, তৎপরে মহতী বীজপূর্ণা এক তুম্বী অর্থাৎ অলাবু প্রসব করিলেন। সেই অলাবুসদৃশ আধারে তিলপ্রমাণ ষষ্টি সহস্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহাঁরা যথাকালে প্রসূত হইয়া কালক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মহারাজ সগর ষষ্টিসহস্রসংখ্যক ঘৃতপূর্ণ কুম্ভের অভ্যন্তরে সেই পুত্রদিগকে নিহিত করিলেন ও তাহাদের ভরণ পোষণার্থ প্রত্যেকের প্রতি এক এক ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর দশ মাস অতীত হইলে সকল পুত্রেরা সেই অলাবু হইতে উত্থিত হইয়া যথাকালে জনকের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এই প্রকার সগরপত্নী মহতী গর্ভ ধারণ করিয়া অলাবু প্রসব করিয়াছিলেন ও ঐ অলাবুর মধ্য হইতে মহারাজের ষষ্টিসহস্রসংখ্যক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। সগরের নারায়ণতেজঃপ্রবিষ্ট এই পুত্রদিগের মধ্যে একজন মাত্র রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম পঞ্চজন। মহারাজ পঞ্চজনের ঔরসে অংশুমান্ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়েন। অংশুমানের দিলীপনামক এক পুত্র হয়েন। ইনি লোকসমাজে খট্টাঙ্গ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ! দিলীপ মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত স্বর্গলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইহলোকে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এই অল্প

সময়ের মধ্যেই তিনি বুদ্ধি ও সত্যের প্রভাবে তিন ভুবন অনু-সন্ধান করিয়া গিয়াছেন। দিলীপের দায়াদ মহারাজ ভগী-রথ। ইনিই কঠোর তপস্যার বলে সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। মহাভাগ ভগীরথ দেব-রাজসদৃশপরাক্রম ও বিপুলকীর্ত্তির আধার ছিলেন। ইনি গঙ্গাকে কন্যা স্বরূপে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ করিয়া ভূমণ্ডলের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করাইয়া পরিশেষে সাগরের সহিত মিলাইয়া দেন। ইহাতেই বংশচিন্তকেরা গঙ্গা দেবীকে ভাগীরথী অর্থাৎ ভগীরথের দুহিতা বলিয়া থাকেন। ভগী-রথের পুত্র মহারাজ শ্রুত নামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রুতের পুত্র নাভাগ, ইনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, ইনি সিন্ধুদ্বীপের পিতা। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র বীর্য্য-বান্ অযুতাজিৎ। অযুতাজিতের পুত্র যশস্বী ঋতপর্ণ। আর্ত্ত-পর্ণি অর্থাৎ ঋতপর্ণের পুত্র, ইহাঁর নাম নলসখ, ইনি দিব্যাক্ষ-হৃদয়জ্ঞ ও মহাবলপ্রতাপ মহীপতি ছিলেন। ইঁহার পুত্র সুদাস, এই রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয়সুহৃৎ ছিলেন। সৌদাস অর্থাৎ সুদাসের পুত্র মিত্রসহ, ইনি কল্মাষপাদ এই উপাধিতে ভুবনমণ্ডলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কল্মাষপাদের পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সর্ব্বকর্ম্মার অনরণ্য নামে বিশ্রুত এক পুত্র ছিলেন। অনরণ্যের পুত্র নিঘ্ন। নিঘ্নের দুই পুত্র, অনমিত্র ও রঘু; ইঁহারা উভয়েই পার্থিবকুলের চূড়ামণিস্বরূপ ছিলেন। অনমিত্রের পুত্র দুলিদুহ, ইনি নিখিল বিদ্যাবিশারদ নরপতি ছিলেন। মহারাজ দুলিদুহের পুত্র দিলীপ, ইনিই রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। মহারাজ দিলী-

পের রঘুনামে আজানুলম্বিতবাহু এক পুত্র ছিলেন। অযোধ্যা-নগরী মহাবলপরাক্রান্ত মহারাজ রঘুর রাজধানী ছিল। রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ। মহারাজ দশরথের পুত্র রাম, ইনি পরমধার্ম্মিক ও ত্রিভুবনবিখ্যাতকীর্ত্তি মহীপতি ছিলেন। রামচন্দ্রের এক পুত্র কুশ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল, নলের পুত্র নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের আত্মজ ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার দেবানীকনামক মহাবলপ্রতাপ এক পুত্র ছিলেন। দেবানীকের এক পুত্র, ইহাঁর নাম অহীনগু, অহীনগুর পুত্র মহারাজ সুধন্বা নামে বিখ্যাত ছিলেন। সুধন্বার পুত্র নল। নলের পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ উক্‌থ, মহাবলশালী মহাত্মা উক্‌থের বজ্রনাভ নামে এক পুত্র ছিলেন, বজ্রনাভের পুত্র বিদ্বান্ শঙ্খ ব্যুষিতাশ্ব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ব্যুষিতাশ্বের পুত্র পুষ্য, ইহাঁর পুত্র বিদ্বান্ অর্থসিদ্ধি, অর্থসিদ্ধির পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র শীঘ্রের পুত্র মরু, মরু যোগাভ্যাসার্থ কলাপ দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মরুর দুই পুত্র, ইঁহারা উভয়েই পুরাণ শাস্ত্রে নলনামে প্রসিদ্ধ, ইহাদের নাম বৃহদ্বল ও বীরসেন। বীরসেনের ইক্ষ্বাকুবংশধুরন্ধর এক মাত্র পুত্র ছিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আমি সূর্য্যবংশীয় প্রধান প্রধান মরুপ্রভৃতিদিগের বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করিলাম, ইঁহারাই অপরিমিততেজসম্পন্ন ও বৈবস্বত কুলের ধুরন্ধর ছিলেন, মহারাজ! ভগবান্ আদিত্য বিবস্বান্ শ্রাদ্ধদেবতা, ইনিই প্রজাবৃন্দের পুষ্টি প্রদান করিবার অদ্বিতীয় কারণ যে ব্যক্তি

আদিত্যদেবের এই সৃষ্টির বিষয় পাঠ করেন। তিনি ইহলোকে প্রভূত সন্তানসন্ততিবিশিষ্ট ও দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে কাল যাপন করেন এবং চরমে বিমুক্তপাপ ও রজোগুণের কার্য্যবহির্ভূত হইয়া আদিত্যলোকে প্রস্থান করত ভগবান্ আদিত্যের সদৃশ হয়েন।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশে আদিত্যবংশানুকীর্ত্তন-
নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষোড়শ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কি প্রকারে ভগবান্ আদিত্যদেবের শ্রাদ্ধদেবত্ব হইয়াছে, শ্রাদ্ধেরই বা কি পরম বিধি, ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! অপর পিতৃপুরুষদিগের কি প্রকারে প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহাদের স্বভাবাদিই বা কি রূপ, এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেও আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে। মহাশয়! বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগের প্রমুখাৎ শ্রবণ করা যায় যে, স্বর্গলোকস্থ পিতৃপুরুষেরা দেবলোকেরও আরাধ্য দেবতা; অতএব ইঁহাদের বিবরণ শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা। পরিশেষে পিতৃলোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন বহুবিধগণ কি কি? তাঁহাদের পরম বল কি? কি প্রকারে অস্মদাদিকর্ত্তৃক কৃত শ্রাদ্ধ পিতৃপুরুষদিগকে প্রীত ও পরিতৃপ্ত করে? কি প্রকারেই বা পিতৃলোকেরা শ্রাদ্ধভোজনদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদিগের

মঙ্গলবিধান করেন? এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে জানিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইতেছে। প্রার্থনা করি, মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক পিতৃলোকদিগের সৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করিয়া আমার অভিলাষ পূরণ করুন্। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যে প্রকারে পিতৃপুরুষদিগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হইয়াছে, যে প্রকারে অস্মদাদিকৃত শ্রাদ্ধ ও তর্পণ পিতৃলোকদিগের প্রীতি সমুৎপাদন করে এবং যে প্রকারে পিতৃপুরুষেরা পরিতৃপ্ত হইয়া আমাদের কল্যাণ বিধান করেন, এই সকল সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বকালে মহানুভব ভীষ্ম মার্কণ্ডেয় মুনিকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। মার্কণ্ডেয় উহাতে যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই সমগ্ররূপে বর্ণন করিতেছি। মহারাজ! পূর্ব্ব কালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মদেবকে অবিকল এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভীষ্মদেব, পূর্ব্বকালে সনৎকুমার মার্কণ্ডেয় মুনিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপ উত্তর প্রদান করেন, যুধিষ্ঠিরকে সেই সকল কথাই উত্তরস্বরূপে বলিয়াছিলেন। আমি তৎসমুদয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! পুষ্টিকাম ব্যক্তি কি উপায়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হইতে পারে? কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা লোকে শোকের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে? এই বিষয় শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় আগ্রহ জন্মিয়াছে। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যে ব্যক্তি সর্ব্বকামফলপ্রদ শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদিদ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে প্রীত করেন, তিনি নিঃসন্দেহই ইহলোকে ও

পরলোকে আমোদ ও সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। কারণ, পিতৃপুরুষেরা পরিতৃপ্ত হইলে ধর্ম্মকাম ব্যক্তিকে ধর্ম্ম, প্রজার্থীকে প্রজা, সম্পত্তি ও পুষ্টিকাম ব্যক্তিকে সম্পত্তি ও পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাপ্রভাব! কাহারও পিতৃপুরুষেরা স্বর্গলোকে অধিবাস করেন, আবার কাহারও বা পিতৃপুরুষদিগকে নরকে বাস করিতে হয়; সকল প্রাণীকেইত এইরূপে স্বকৃত পাপপুণ্যের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। অথচ সকলেই পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ তিন ঊর্দ্ধতন পুরুষের উদ্দেশে নানাবিধ ফল কামনা করিয়া শ্রাদ্ধতর্পণাদি বিধান করিয়া থাকেন্। এই সকল পিণ্ড ও শ্রাদ্ধ তাঁহাদের উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া কি প্রকারে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়? কি উপায়েই বা পিতৃপুরুষেরা স্বয়ং নিরয়বাসী হইয়াও অধস্তন স্ববংশীয়দিগকে প্রার্থিত ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়েন? শ্রুত আছে, দেবতারা স্বর্গবাসী হইয়াও পিতৃপুরুষদিগের প্রীত্যুদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিয়া থাকেন। অতএব দেবতারা কোন্ পিতৃপুরুষদিগকে তর্পণ করিয়া থাকেন? আমরাই বা কাঁহাদের শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকি? এই সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার যৎপরোনাস্তি কৌতূহল হইতেছে। আপনি অপরিমিতবুদ্ধিশালী, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল কথা বর্ণনপূর্ব্বক আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। মহাশয়! ইহলোকে পিত্র্যুদ্দেশে প্রদত্ত শ্রাদ্ধতর্পণাদি কি প্রকারে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে? বুঝিতে পারিতেছি না। ভীষ্ম উত্তর করিলেন, হে অরিন্দম! আমরা যে পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকি

ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল পিতৃপুরুষ আছেন, তাঁহাদের সকলেরই বৃত্তান্ত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, অবিকল বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বকালে লোকান্তরগত পিতার প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলাম। বৎস! পিতার লোকান্তর হইলে তাঁহার শ্রাদ্ধকালে আমি পিণ্ড প্রদানার্থ উদ্যোগ করি। তৎক্ষণাৎ কেয়ূরাদি হস্তাভরণ-ভূষিত রক্তাঙ্গুলিতল পিতার হস্ত ভূমি ভেদ করিয়া উত্থিত হইল ও পিতা আমার নিকট হইতে পিণ্ড প্রার্থনা করিলেন। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমি বিস্ময়ান্বিত হইলাম। নিশ্চয় করিলাম, ইহা এ কল্পের বিধি নহে, এইরূপ কল্পবিধি কখন দেখি নাই। এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই আমি অবিচারিতচিত্তে বিস্তৃত কুশের উপরিভাগে পিণ্ড অর্পণ করিলাম। অনন্তর পিতা মৎপ্রদত্ত পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক অতিমধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ ও সুপণ্ডিত, তুমি সৎপুত্র, তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ত্রই চরিতার্থতা লাভ করিয়াছি। হে দৃঢ়ব্রত! আমি তোমার এবং ধর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্মের ব্যবস্থাজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিরই জিজ্ঞাসার এই উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যিনি ধর্ম্মের রক্ষক হয়েন, তিনি চতুর্থ ফল অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি মূঢ়তাবশত ধর্ম্মত্যাগী ও ধর্ম্মদ্বেষী হয়, তাহাকে অবশ্যই স্বকৃত পাপের ফলভোগ করিতে হয়। যে পার্থিব ধর্ম্মসম্মত আচার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করেন, তাঁহার প্রজাবর্গ নিঃসন্দে-

হই তাঁহার আচার প্রমাণস্বরূপ অবলম্বন করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তুমি বেদপ্রদর্শিত শাশ্বত ধর্ম্ম প্রমাণস্বরূপে অবলম্বন পূর্ব্বক আমার যৎপরোনাস্তি প্রীতি উৎপাদন করিয়াছ। বৎস! আমি তোমার প্রতি নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে ত্রিলোকদুর্ল্লভ বর প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। বৎস! তুমি যত কাল জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, মৃত্যু তোমার প্রতি ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি ইচ্ছামৃত্যু হইবে অর্থাৎ তুমি আজ্ঞা করিলেই তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইবে। বৎস! ইহা অপেক্ষা তোমার কি অধিকতর প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে বল, প্রার্থনামাত্র আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব। পিতা এইরূপ আজ্ঞা করিলে আমি তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলাম, গুরো! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। মহাদ্যুতে! যদি ইহা অপেক্ষাও অধিকতর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হই, আজ্ঞা করুন্, আমি কোন বিষয়ে আপনার নিকট প্রশ্ন উপস্থিত করি, আপনি কৃপা করিয়া স্বয়ং সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। ধর্ম্মাত্মা পিতা আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ভীষ্ম! তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, জিজ্ঞাসা কর, তুমি যে কোন বিষয়েই প্রশ্ন কর না কেন; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার সংশয়চ্ছেদন করিব। আমি পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র কৌতূহলাবিষ্টহৃদয়ে তাঁহাকে পরলোকের বিষয় প্রশ্ন করিলাম যে, সুকৃতি মহাত্মারা দেহত্যাগানন্তর কোন্

লোকে প্রস্থান করেন ও কি প্রকারেই বা তথায় অবস্থান করেন। এই সকল বিষয়ে আমার বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রশ্ন করিবার সময় পিতা সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ভীষ্ম কহিলেন, পিতঃ! শুনিয়াছি পিতৃপুরুষেরা দেবতাদিগেরও দেবতাস্বরূপ। অতএব এতদ্ভিন্ন আর অন্যবিধ কোন পিতৃলোক আছেন, যাঁহাদিগের প্রীতি সমুৎপাদনোদ্দেশে আমরা যাগ ও তর্পণাদি করিয়া থাকি? কি প্রকারে আমাদের কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি লোকান্তরগত পিতৃপুরুষদিগকে প্রীত করিতে সমর্থ হয়? শ্রাদ্ধেরই বা কি ফল? কোন্ পিতৃলোকদিগকেই বা দেব, নর, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও সর্পপ্রভৃতি যাবতীয় জীবেরা তর্পণাদি করিয়া থাকে? এই সকল বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে বিদিত হইতে আমার মনে নিরতিশয় কৌতূহলের উদয় হইতেছে। আপনি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব অনুগ্রহ করিয়া এই সকল বিষয় যথার্থতত্ত্বানুসারে আমাকে বুঝাইয়া দিন। শান্তনু পুত্রের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে উত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন। হে ভারত! তুমি যে যে বিষয়ে আমার নিকট প্রশ্ন করিতেছ, তৎসমুদায়ের অতি সংক্ষেপেই উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যে প্রকারে পিতৃপুরুষেরা উদ্ভূত হয়েন, যে প্রকারে অধস্তন পুরুষদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত শ্রাদ্ধাদি পরলোকে উপস্থিত হইয়া পিতৃপুরুষগণকে পরিতৃপ্ত করে, শ্রাদ্ধের কি কি ফল, এবং কি কারণেই বা পিতৃপুরুষদিগের প্রীত্যুদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়? এই সকল বিষয়ে তোমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। বৎস! আদিদেবের পুত্রগণ স্বর্গলোকে পিতৃপুরুষ ও দেবতাস্বরূপে

বিদ্যমান রহিয়াছেন। দেবতা, অসুর, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ প্রভৃতি সকলেই ইহাঁদিগেরই প্রীতিসাধনোদ্দেশে যাগাদি বিধান করিয়া থাকেন, ইহাঁরা শ্রাদ্ধতর্পণাদিদ্বারা আপ্যায়িত হইয়া প্রত্যুপকারস্বরূপে শ্রাদ্ধাদিপ্রদাতাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। হে মহাভাগ! তুমি আলস্যবিরহিত হইয়া সর্ব্বদাই অগ্র্যশ্রাদ্ধাদি প্রদান পূর্ব্বক ইহাঁদিগেরই প্রীতি উৎপাদন কর। ইহাঁরা প্রীত হইয়া সর্ব্বকাম ফলপ্রদ হইবেন ও তোমার কল্যাণ বিধান করিবেন। তুমি নাম ও গোত্র অনুকীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি দ্বারা ইঁহাদিগেরই আরাধনা কর, ইহাঁরা প্রীত হইয়া, স্বর্গবাসী আমাদিগকেও আপ্যায়িত করিবেন। বৎস! আমি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম, অবশিষ্ট সমুদয় বৃত্তান্ত তুমি ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ের প্রমুখাৎ শ্রবণ কর, ইনি পরম পিতৃভক্ত ও বিদিতাত্মা। অদ্য আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধস্থলে সমুপস্থিত হইয়াছেন। অতএব বৎস! অবশিষ্ট বিষয়ে তোমার যাহা কিছু প্রষ্টব্য আছে, এই মহাভাগেরই নিকট জিজ্ঞাসা কর। বৎস যুধিষ্ঠির! পিতা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে একবারে অন্তর্হিত হইলেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে পিতৃকল্পনামক
ষোড়শ অধ্যায় সংপূর্ণ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! আমি তৎক্ষণাৎ পিতার বাক্যানুসারে, সমাহিতচিত্তে ভগবান্ মার্কণ্ডেয়ের নিকট পিতাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় বিশেষরূপে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম। মহাতপঃশালী ধর্ম্মাত্মা মার্কণ্ডেয় এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভীষ্ম! আমি তোমার সকল প্রশ্নের সমগ্র উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণার্থ মনোযোগ কর। বৎস! আমি পিতৃপুরুষদিগের প্রসাদেই দীর্ঘজীবিত্ব-লাভ করিয়াছি। পিতৃভক্তিদ্বারাই ইহলোকে পরম যশঃ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি পূর্ব্বকালে বহুসহস্রযুগ পর্য্যন্ত গিরিবর সুমেরুর শিখরদেশে আরোহণপূর্ব্বক অতিকঠোর সুদুশ্চর তপস্যা করি। কোন সময়ে দেখিতে পাইলাম যে, গিরির উত্তরদিকে এক স্বর্গীয় বিমান তেজোরাশিদ্বারা সমুদয় পর্ব্বতকে প্রজ্বলিত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছে। সেই বিমানের অভ্যন্তরে জ্বলিতাদিত্যসমপ্রভ এক পর্য্যঙ্ক আমার নয়নগোচর হইল। অনন্তর সেই পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে শয়ান অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ প্রদীপ্ততেজোরাশি এক পুরুষকে অবলোকন করিলাম; দেখিয়া বোধ হইল, যেন অগ্নির উপরে অগ্নি নিহিত রহিয়াছে। দর্শনমাত্র আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া মস্তক অবনমন পূর্ব্বক প্রণাম করিলাম ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা

যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলাম; পূজাসমাপনান্তে দুর্দ্ধর্ষতেজাঃ সেই মহাপুরুষকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রভো! আপনি কে? আপনাকে কি প্রকারে জানিতে পারিব? আমার বোধ হইতেছে,আপনি তপোবীর্য্য-সমুৎপন্ন নারায়ণগুণাত্মক দেবতাদিগেরও আরাধ্য দেবতা। ধর্ম্মাত্মা সেই অজ্ঞাতপুরুষ আমার বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মার্কণ্ডেয় তোমার তপস্যা যথাবিধি চরিত হয় নাই, সেই নিমিত্তই আমি কে বুঝিতে পারিতেছ না। বলিতে বলিতেই তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্যবিধ পরিমাণ গ্রহণ করিলেন। এতাদৃশ-রূপ-সম্পন্ন পুরুষ পূর্ব্বে কখনই আমার নয়নগোচর হয় নাই। বৎস! আমি পরে বুঝিলাম তিনি ব্রহ্মার পুত্র সনৎকুমার। সনৎকুমার কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! আমি ভগবান্ ব্রহ্মার তপোবীর্য্যসমুৎপন্ন নারায়ণগুণাত্মক, পূর্ব্বজাত মানসপুত্র, আমার নাম সনৎকুমার। হে ভার্গব! বেদশাস্ত্রে সনৎকুমারের নাম শুনিয়া থাকিবে আমি সেই প্রসিদ্ধ সনৎকুমার। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। বল আমি তোমার কি অভিলাষ পূরণ করিব। ভগবান্ ব্রহ্মার আর আর যে সকল পুত্র আছেন সকলেই আমা অপেক্ষা যবীয়ান্ অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতর। ক্রতু, বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, ও মরীচি নামক সমুদায়ে আমার আর সপ্ত ভ্রাতা আছেন, ইঁহারা সকলেই দুর্দ্ধর্ষপ্রভাব; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সকলেই ইহাঁদিগের পূজা ও সেবা করিয়া থাকেন, ইহাঁদিগের বংশ সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইঁহারা এই প্রকারে বংশ প্রতিষ্ঠাপন-

পূর্ব্বক ত্রিলোক ধারণ করিতেছেন। আর আমি যতিধর্ম্মা, অর্থাৎ নিরন্তর আত্মাতে আত্মসংযোগ পূর্ব্বক প্রজা, ধর্ম্ম,কাম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান করিয়া থাকি, আমি যেরূপ উৎপন্ন হইয়াছিলাম অদ্যাবধি তদ্রূপই কুমার রহিয়াছি এই কারণেই আমাকে সকলে সনৎকুমার অর্থাৎ নিত্যকুমার কহিয়া থাকে। আমার প্রতি ভক্তিপূর্ব্বক আমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তুমি চিরকাল যাবৎ তপস্যা করিতেছ, এক্ষণে তোমার তপস্যা সফল হইল। আমি তোমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তোমাকে দর্শন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তোমার কি অভীষ্টসিদ্ধি করিব বল। সনাতন সনৎকুমার এই প্রকারে বলিলে পর আমি তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলাম। কহিলাম ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি উত্তর প্রদান করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন্। এই বলিয়া ভগবান্ সনৎকুমার কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া এই সমুদায়বিষয়ক প্রশ্ন করিলাম। এই প্রকারে দেবেশ্বর ভগবান সনৎকুমার আমা কর্ত্তৃক পিতৃ পুরুষদিগের সর্গ ও শ্রাদ্ধের ফল প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে পরিপৃষ্ট হইয়া সুচারুরূপে আমার সন্দেহচ্ছেদ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা সনৎকুমার বহুবার্ষিক কথান্তে আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আমি তোমার তপস্যায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমার প্রশ্নসকলের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। হে ভার্গব! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা, আমার আরাধনা করিবে বলিয়া, আমার প্রীত্যুদ্দেশে যাগাদি

করণের নিমিত্ত দেবতাদিগকে সৃষ্টি করেন। কিন্তু দেবতারা মূঢ়তাবশতঃ তৎপ্রদর্শিত পূজার পাত্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফলকামনায় তাঁহার আত্মার প্রীতিজননোদ্দেশেই যাগাদি করিতে লাগিলেন। ইহাতে আজ্ঞালঙ্ঘনহেতুক ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণের প্রতি যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন ও দেবতাদিগকে শাপ প্রদান করিলেন। দেবগণ ব্রহ্মার শাপে মূঢ়বুদ্ধি ও বিনষ্টসংজ্ঞ হইয়া সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানশূন্য হইলেন, তাঁহাদের কিছুই বুঝিবার ক্ষমতা রহিল না। ক্রমে সমুদয় লোক মোহে অভিভূত হইল। অনন্তর দেবগণ পুনর্ব্বার ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও লোক সমূহের প্রতি তদীয় অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন তোমরা ব্যাভিচার আচরণ করিয়াছ, অতএব ইহা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তোমরা তোমাদের পুত্রদিগের নিকট গিয়া এই বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলেই পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। দেবগণ এই প্রকারে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করণার্থ আর্ত্ত ও দীনহীনদিগের ন্যায় পুত্রদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তকার্য্যের অর্থ ও প্রয়োজনাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর প্রযতাত্মা পুত্রেরা দেবগণকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! প্রায়শ্চিত্ত ত্রিবিধ, বাক্যজন্য, মনোজন্য ও কর্ম্মজন্য। প্রায়শ্চিত্তাদিকুশলব্যক্তিরা ইহা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, এবং নিত্যই অহরহঃ চক্ষুদ্বারা প্রত্যক্ষও হইতেছে। হে পুত্রতুল্য দেবগণ, এক্ষণে তোমরা প্রায়শ্চিত্তার্থের তত্ত্বজ্ঞ হইয়া সংজ্ঞা-

লাভ করিলে, অতএব যথায় ইচ্ছা হয় গমন কর। অনন্তর দেবগণ এই প্রকারে পুত্রদিগের বাক্য দ্বারা অভিশস্ত অর্থাৎ তিরস্কৃত হইয়া সংশয়চ্ছেদনোদ্দেশে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগেকে কহিলেন, তোমারা এক্ষণে ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছ, অতএব তোমাদের পুত্রেরা তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছেন সে সমুদয়ই যথার্থ অন্যথা হইবার নহে, সত্য তোমরা তাঁহাদিগের শরীরকর্ত্তা, অতএব আরধ্যদেবতা হইবে, কিন্তু তোমাদের আত্মজেরাও জ্ঞানপ্রদাতা বলিয়া তোমাদের পিতৃস্থানীয় হইবেন সংশয় নাই। তোমরা নিঃসন্দেহ পরস্পর পরস্পরের পিতৃকল্প অর্থাৎ পিতৃলোক হইলে। হে দেবগণ! তোমরা সকলে এই প্রকারে পরস্পর পরস্পরের দেবলোক ও পিতৃলোক উভয়ই হইলে। দেবগণ এই প্রকারে ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক, ছিন্নসন্দেহ হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লান্তঃকরণে পুত্রদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে পুত্র গণ! তোমরা জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রতিবোধিত করিয়াছ বলিয়া অদ্য প্রভৃতি আমাদিগের পিতৃতুল্য অর্থাৎ পিতৃলোক হইলে। অতএব তোমাদিগের কি কামনা সফল করিব, তোমাদিগকে কি বর প্রদান করিব বল। তোমরা আমাদিগকে পুত্রক বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, তোমরা যাহা বলিয়াছ যথার্থ হইবে তোমাদের বাক্য কখনই অন্যথা হইবে না। অতএব অদ্যাবধি তোমরা পিতৃলোক হইবে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা

সর্ব্বাগ্রে পিতৃপুরুষদিগের তৃপ্তি উৎপাদন না করিয়া কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবেন, তিনি রাক্ষস, দানব বা নাগ যেই হউন নিঃসন্দেহই নিজকর্ম্মের ফল ভোগ করিবেন। পিতৃলোকেরা তোমাদের কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা আপ্যায়িত হইবেন, ও সোমদেবকে আপ্যায়িত করিবেন এবং সর্ব্বত্র বৃদ্ধি প্রদান করিবেন। সোমদেব পিতৃপুরুষদিগের কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধাদি দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া স্থাবরজঙ্গম পদার্থজাত দ্বারা পরিবৃত সমুদ্র-বন-পর্ব্বতাদি ও সমুদয় লোককে আপ্যায়িত করিবেন। যে সকল ব্যক্তি পুষ্টিকাম হইয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবেন, পিতৃলোক প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে পুষ্টি ও প্রজা-সম্পত্তি প্রদান করিবেন। যে সকল ব্যক্তি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নাম ও গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক তিনটী পিণ্ড প্রদান করিবেন, পিতৃপুরুষেরা পিতামহদিগের সহিত শ্রাদ্ধদান দ্বারা তর্পিত হইয়া শ্রাদ্ধদাতারা যেখানে কেননা অবস্থান করুন্, সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। হে দেবগণ! পরমেষ্ঠী ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে এই রূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব অদ্য তাঁহার বাক্য অন্বর্থ ও সত্য হউক। আমরা অদ্য প্রভৃতি সকলেই পরস্পর পস্পারের পিতৃস্বরূপ ও পুত্রস্বরূপ উভয়ই হইলাম। সনৎকুমার কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! এই প্রকারে দেবতারা পরস্পর পরস্পরের পিতা ও দেবতা, ইঁহারা দেবলোক ও পিতৃলোক উভয়ই, ইহাঁরাই পিতৃলোক জানিবে।

ইতি শ্রীমহা ভারতে হরিবংশপর্ব্বে পিতৃকল্পে সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে অরিন্দম গাঙ্গেয়! আমি দেবাধিদেব ভাস্বান্ ভগবান্ সনৎকুমার কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কথিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই ভগবান্ অমরশ্রেষ্ঠকে সমুদায় সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার নিকট যাহা শ্রবণ করিলাম আদ্যন্ত সমুদায় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। আমি কহিলাম হে ভগবন্! কোন্ লোকে কিয়ৎ সংখ্যক দেবপ্রবর পিতৃগণ প্রতিষ্ঠিত আছেন ও সোমদেবের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছেন, বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন্। সনৎকুমার কহিলেন, হে যজমানশ্রেষ্ঠ! স্বর্গলোকে সপ্ত-সংখ্যক পিতৃগণ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহাদিগের মধ্যে চারিজন মূর্ত্তিমান ও তিনজন অমূর্ত্তি অর্থাৎ মূর্ত্তিশূন্য। ইহাঁদের সকলের লোক, বিসর্গের প্রভাব ও মহত্ত্বের বিষয় বিস্তৃত রূপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। অপর এই সাতগণের মধ্যে যে তিনটী ধর্ম্মমূর্ত্তিধারী পরমোৎকৃষ্ট গণ তাঁহাদেরও নাম ও লোকের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এই তিন গণের সনাতন নামক লোক। এই সনাতন লোকে তিন ভাস্বর ও মূর্ত্তিবিরহিত পিতৃগণ অধিবাস করেন্। ইঁহারা সকলেই প্রজাপতি ব্রহ্মার অপত্য। বিরাজ নামক পিতৃপুরুষের লোক বৈরাজলোক নামে প্রথিত আছে! দেবতারা বিধি-প্রদর্শিত কার্য্য দ্বারা বৈরাজ লোককে পূজা করেন ও ইহাঁদের

প্রীত্যুদ্দেশে যাগাদি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞাননিধি এই বৈরাজপুরুষেরা যোগভ্রষ্ট হইয়া সনাতন লোকাধিবাসী হইলেও সহস্র যুগের অবসানে জন্মগ্রহণ করেন। পরে পরমোৎকৃষ্ট সাংখ্যযোগ অভ্যাস করিয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হয় এবং স্মৃতিমাত্র তাঁহারা যোগগতি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হইবার সম্ভাবনা থাকেনা। হে বৎস! পূর্ব্বকথিত ইহাঁরা সমুদয়ই পিতৃলোক নামে বিখ্যাত। ইহাঁরা যোগিদিগের যোগবর্দ্ধন করিয়া থাকেন এবং ইহাঁরা সকলের পূর্ব্বে যোগবল দ্বারা সোমদেবকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। অতএব মহাত্মা সোমপায়ী ব্যক্তিদিগের ইহা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য যে তাঁহারা যোগিদিগের প্রীত্যুদ্দেশে নিরন্তর শ্রাদ্ধাদি প্রদান করেন। এই পিতৃপুরুষদিগের মানসী অর্থাৎ মানসোদ্ভবা একটী কন্যা। ইনি মহাগিরি হিমালয়ের শ্রেষ্ঠা মহিষী, ইহাঁর নাম মেনকা। মেনকার এক পুত্র, মাতার নামানুসারে এই পুত্রের মৈনাক এই নাম হইয়াছে। মৈনাকের পুত্র শ্রীমান্ ক্রৌঞ্চ, এই মহাগিরি পর্ব্বতপ্রবর ও নানাবিধ রত্নের আকর। মেনার গর্ব্ভে শৈলাধিরাজ হিমালয়ের তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম অপর্ণা, দ্বিতীয় একপর্ণা ও তৃতীয় একপাটলা। এই তিন কন্যা দেব ও দানবদিগের অসাধ্য সুমহৎ তপস্যা সাধন পূর্ব্বক স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল লোকদিগকে সন্তাপিত করেন। একপর্ণা একটী মাত্র পর্ণ অর্থাৎ বৃক্ষপত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। একপাটলা একটীমাত্র পাঠলাপুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। আর জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ অপর্ণা এক-

বারে আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অপর্ণার এই রূপ কঠোর তপস্যাব্রতে দৃঢ় অভিনিবেশ দর্শনপূর্ব্বক মেনকা-দেবী মাতৃস্নেহবশতঃ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কোন সময়ে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া তপস্যা করিতে নিষেধ করেন ও বলেন উ, মা, তুমি এই রূপ কঠোর ব্রত পরিত্যাগ কর। মেনকা উ-মা এই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন বলিয়া তদবধি অপর্ণা দেবীর উমা এই নাম হয়। কঠোর ব্রতধারিণী সুন্দরী তদবধি উমা নামেই ত্রিভুবনে বিখ্যাতা হয়েন। যোগবলান্বিতা পার্ব্বতী সেই নামে এই স্থানেও বিখ্যাতা। হে ভার্গব! জগতে এই তিন কুমারীর নাম অনন্তকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। এই তিন কন্যা সকলেই তপঃশরীরবিশিষ্টা ও যোগবলশালিনী, সকলেই ব্রহ্মবাদিনী ও ঊর্দ্ধরেতাঃ। ইহাঁ-দিগের মধ্যে বরবর্ণিনী উমা সকলের প্রধান ও জ্যেষ্ঠা। ইনি মহাযোগবলশালিনী হইয়া যোগবলে মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করেন। একপর্ণা যোগাচার্য্য অসিত প্রখরধীশক্তিসম্পন্ন মহর্ষি দেবলকে পত্নীস্বরূপে প্রদত্ত হয়েন, আর একপাটলা জৈগীষব্যকে পত্নীস্বরূপে প্রদত্ত হয়েন। অতএব ইঁহারা উভয়েই যোগাচার্য্য স্বামী পাইয়াছিলেন। যোগাচার্য্য মহর্ষি-দিগের সহিত বিবাহ হওয়াতে ইহাঁরা সেই লোকে উপস্থিত হইয়াছিলেন যেখানে মরীচির সোমপদ নামক পুত্রগণ অধিবাস করেন, যেখানে পিতগণ বাস করেন ও যে স্থানে দেবতারাও তাঁহাদিগকে ভাবনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই অপরিমিতেজঃসম্পন্ন, ইহাঁদিগের সাধারণ নাম অগ্নিস্বাত্ত। ইহাঁদিগের এক মানসী কন্যা, ইহাঁর নাম

অচ্ছোদা, ইনি নদী। এই অচ্ছোদা নদী হইতে অচ্ছোদ-নামক বিখ্যাত সরোবরের উৎপত্তি হয়। অচ্ছোদা ইতি-পূর্ব্বে কখন আপন পিতৃপুরুষদিগকে দেখেন নাই। অনন্তর কোন সময়ে সেই শুচিস্মিতা মূর্ত্তিবিরহিত হইলেও সেই পিতৃপুরুষদিগকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। অচ্ছোদা তাঁহা-দিগের মানসপ্রসূতা দুহিতা, কিন্তু এতৎকাল পর্য্যন্ত ইনি তাহা অবগত ছিলেন না। দর্শনকালেও আপন পিতৃপুরুষ বলিয়া তাঁহার অভিজ্ঞান হয় নাই। সুতরাং তিনি সেই দুঃখে নিতান্ত তাপিতহৃদয়া ছিলেন। না জানিয়া ইহাঁ-দিগের দর্শনকালে অভাবসুনামে এক জনকে পতিত্বে বর প্রার্থনা করেন। ইনি আয়ুর পুত্র ও স্বয়ং প্রভূতযশঃসম্পত্তি-শালী। তৎকালে অদ্রিকা নাম্নী অপ্সরার সহিত সঙ্গত হইয়া বিমানাধিরোহণে অন্তরিক্ষমার্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। কামরূপিণী অচ্ছোদা এই প্রকারে পিতৃপুরুষদিগের নিকট অন্যায় রূপে অভাবসুকে কামনা করেন বলিয়া এই মানসিক ব্যভিচার হেতুক যোগভ্রষ্ঠা হইয়া স্বস্থান হইতে পতিত হয়েন।

অনন্তর স্বর্গ হইতে পতিত হইবার সময় অচ্ছোদা আকাশমার্গে ত্রসরেণুর (১) ন্যায় সূক্ষ্মপরিমাণবিশিষ্ট তিনখানি বিমান অবলোকন করিলেন ও উহাদিগের অভ্যন্তরে অতিসূক্ষ্ম পরি-

[১] সূর্য্যরশ্মি গবাক্ষমার্গে প্রবিষ্ট হইলে যে অতি সূক্ষ্ম ধূলিবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়, ন্যায়শাস্ত্রের মতে উহাকে ত্রসরেণু কহে। উহা পরমাণুর ষষ্ঠাংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মাণ অপরিব্যক্ত অগ্নিতে আহিত অগ্নির ন্যায় প্রভূততেজঃ সম্পন্ন সেই পিতৃপুরুষদিগকে নয়নগোচর করিলেন। তিনি অধঃশিরাঃ হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইতেছিলেন। সুতরাং দর্শনমাত্র তদবস্থা থাকিয়াই অতি আর্ত্তস্বরে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, আমাকে পরিত্রাণ করুন্। অচ্ছোদা কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইয়া পিতৃপুরুষেরা কহিলেন, কন্যে! ভয় নাই। এই বাক্যে অচ্ছোদা গগনমার্গে স্থিরীভূত হইয়া রহিলেন। তৎকালে পতন নিবৃত্ত হইল। অনন্তর এইরূপে ব্যবস্থিত হইয়া অচ্ছোদা অতি দীন ও করুণ বাক্যে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিলেন। পিতৃপুরুষেরা ব্যভিচার হেতুক ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট কন্যা অচ্ছোদার বাক্যে এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন। হে শুচিস্মিতে! তুমি নিজকর্ম্মদোষে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্টা হইয়া পতিত হইতেছ। পুত্রি! এই দেবলোকেও যে সকল দেবতারা শরীরদ্বারা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই কর্ম্মবলে দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে অপসৃত হয়েন ও তথায় সেই সকল কর্ম্মের ফলভোগ করেন। অতএব পুত্রি! তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ তোমাকে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। তুমি দেবলোক হইতে ভূলোকে অপসৃত হইয়া সেই তপস্যার ফলভোগ করিবে। পিতৃপুরুষদিগের কর্ত্তৃক এই প্রকারে কথিত হইয়া অচ্ছোদা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর পিতৃপুরুষেরা অনুকম্পাপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, ও স্বকার্য্যফলভোগ অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য বলিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। বৎসে! মহাত্মা অন্তা-

বসু বসুরাজস্বরূপে মানুষলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন, তোমাকে উহাঁর কন্যাস্বরূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক মানুষলোকে অবতীর্ণ হইতে হইবে। এইরূপে মানুষজন্ম গ্রহণ করিয়া পরে তুল্ল ভ স্বকীয় লোক অর্থাৎ স্বর্গলোক পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তুমি এইরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া পরাশরের ঔরসে এক পুত্র প্রসব করিবে, তোমার পুত্র ব্রহ্মর্ষি একমাত্র বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিবেন। মহাভিষ শান্তনুর কীর্ত্তিবর্দ্ধন তুই পুত্র হইবে। ধর্ম্মজ্ঞ বিচিত্রবীর্য্য ও বিভু চিত্রাঙ্গদ। এই সকল সন্তানগণের জনয়িত্রী হইয়া তুমি পুনর্ব্বার স্বকীয় স্থান প্রাপ্ত হইবে। পিতৃপুরুষদিগের ব্যতিক্রম হেতুক তোমাকে কুৎসিত জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তুমি অষ্টাবিংশসংখ্যক দ্বাপরে মৎস্যযোনিজা হইয়া উৎপন্ন হইবে। ও রাজা বসুর ঔরসে ও অদ্রিকার গর্ব্ভে তোমার জন্ম হইবে। এই কারণে অচ্ছোদা দাসেয়ী হইয়া রাজা বসুর ঔরসে মৎস্যযোনিতে সমুৎপন্ন হয়েন ও সত্যবতী নামে বিখ্যাত হয়েন। সেই বৈভ্রাজনামক সুদর্শন পিতৃপুরুষেরা স্বর্গলোকে সর্ব্বদাই দীপ্তিসমন্বিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই লোকে স্থিত পিতৃপুরুষেরা বর্হিষদ নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত আছেন। সেই পিতৃপুরুষদিগকে অপরিমিততেজঃশালী দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নাগ, সর্প, সুপর্ণ প্রভৃতি সকলেই নিরন্তর ভাবনা করিয়া থাকেন। এই মহত্মারা সকলেই পুলস্ত্য প্রজাপতির পুত্র। ইহাঁরা সকলেই মহাত্মা, মহাভাগ, প্রভূততেজঃশালী ও তপোবলসমন্বিত। ইঁহাদিগের পীবরীনামে বিখ্যাত এক মানসী

কন্যা, আর দ্বাপর যুগে যোগা, যোগপত্নী ও যোগমাতা নামে ধর্ম্মপরায়ণা তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই যুগেই পরাশরের বংশে শুক নামে মহাতপাঃ ও মহাযোগী এক দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিবেন। ব্যাসের ঔরসে ও অরণীর গর্ব্ভে এই মহাত্মার জন্ম হইবে, ইনি ধূমশূন্য বহ্নির ন্যায় প্রখর-তেজঃসম্পন্ন হইবেন। সেই শুকদেব পীবরীনাম্নী সেই পিতৃপুরুষদিগের মানসপ্রসূতা দুহিতার গর্ভে এক কন্যা ও মহাবল যোগাচার্য্য চারি পুত্রের জন্মপ্রদান করিবেন। পুত্রচতুষ্ঠয়ের নাম যথাক্রমে কৃষ্ণ, গৌর, প্রভু, ও শম্ভু ও কন্যার নাম কৃত্বী হইবে। এই কৃত্বী ত্বনুহের মহিষী ও ব্রহ্মদত্তের জননী হইবেন। পরম ধার্ম্মিক অপরিমিতবুদ্ধিশালী শুক মহাব্রত যোগাচার্য্য এই পুত্রচতুষ্টয়ের জন্মপ্রদানপূর্ব্বক, পিতা ব্যাসদেবের নিকট নিত্য ধর্ম্মের বিষয় সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিয়া পরে মহাযোগবলে পুনর্ভববিরহিত অব্যয় ও অনুদ্বিগ্ন শাশ্বত ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন্। হে মুনে! মূর্ত্তিবিরহিত ধর্ম্মমূর্ত্তিধারী অপর কতকগুলি পিতৃপুরুষ আছেন, যাঁহাদের হইতেই বৃষ্ণি ও অন্ধক এই মহাবংশদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া এই কথা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাঁরা বশিষ্ঠ প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহাঁদের নাম সুকাল। ইহাঁরা স্বর্গরাজ্যে জ্যোতির্ম্ময় লোকে বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁরা আপনা-রাও জ্যোতির্ম্ময়। ইহাঁদিগের লোকে সকল কামনা স্বয়ংই ফলবতী হইয়া থাকে। দ্বিজগণ নিরন্তর ইহাঁদিগকে ভাবনা করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মানসী কন্যা স্বর্গরাজ্যে গৌ নামে বিখ্যাতা। তোমার বংশেই

এই কন্যার বিবাহ হয়। ইনি শুকের প্রিয়মহিষী ছিলেন। ইনি একশৃঙ্গানামেও বিখ্যাত। ইহাঁ হইতে সাধ্যগণের যশঃসম্পত্তি সমধিক বৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে। হে তাত! ইহার পর অন্য পিতৃপুরুষদিগের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহাঁরা মরীচিগর্ভ লোক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। ইহাঁরা অঙ্গিরার পুত্র এবং পূর্ব্বকালে সাধ্যগণ কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়েরা অভীষ্ট ফলকামনায় ইহাঁদিগকে ভাবনা করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মানসোদ্ভূতা কন্যা যশোদা নামে বিখ্যাতা। ইনি বৃদ্ধশর্ম্মার পুত্রবধূ, ইহাঁর স্বামীর নাম বিশ্ব-মহান্। যশোদা মহাত্মা রাজর্ষি দিলীপের জননী। পূর্ব্বকালে যে মহাত্মার যজ্ঞে মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া গাথা গান করিয়াছিলেন। অপর মহর্ষিরা তদানীং দেবযুগে মহাত্মা দিলীপের সুমহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞে অগ্নি ও মহাত্মা শাণ্ডিল্যের জন্মবিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক সমাহিতান্তঃকরণে সত্যব্রত মহাত্মা সেই দিলী-পকে যজমানস্বরূপে দর্শন করেন। এই মহর্ষিগণ সকলেই স্বর্গজেতা। কর্দ্দম প্রজাপতির লোকে সুস্বধা নামে পিতৃপুরু-ষেরা অধিষ্ঠিত আছেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ এই মহাত্মারা পুলহ হইতে উৎপন্ন; ইহাঁরা স্বর্গরাজ্যে কামগ দেবলোকে অধিবাস করেন, ইহাঁরা বিহঙ্গম অর্থাৎ আকাশমার্গে গমন করিয়া থাকেন। হে তাত! বৈশ্যেরা অভিমতফলকামনায় ইহাঁ-দিগকে ভাবনা করিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের মানসী কন্যা বিরজা নামে বিখ্যাতা। হে ব্রহ্মন্! এই কন্যা নহুষ রাজার মহিষী ও যযাতির জননী। এই তিন গণের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে চতুর্থগণের বিষয় বলিতেছি

শ্রবণ কর। চতুর্থগণস্থ পুরুষেরা কবির ঔরসে ও স্বধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই সোমরস পান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা হিরণ্যগর্ভের বংশসম্ভূত, শূদ্রেরা ইহাঁদিগকে ভাবনা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা স্বর্গরাজ্যের যে ভাগে অধিবাস করেন সেই স্থান মানসলোক নামে বিখ্যাত। সরিৎশ্রেষ্ঠা নর্ম্মদা ইহাঁদিগের মানসী কন্যা, ইনি নদীরূপে দক্ষিণাপথ অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রবহমানা হইয়া তত্রত্য তাবৎ ভূতবৃন্দকে পবিত্র করিতেছেন। ইনি পুরুকুৎসের পত্নী ও ত্রসদস্যুর জননী। হে তাত! এই পিতৃপুরুষদিগের স্বীকারহেতুক মনু প্রজাপতি যুগে যুগে ধর্ম্ম ধর্ম্ম নষ্ট হইলে শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, অপর পিতৃপুরুষগণের আদিসর্গকালে ইনিই শ্রাদ্ধকার্য্য প্রবর্ত্তিত করেন্। অতএব ইহাঁকে স্বধর্ম্মানুসারে শ্রাদ্ধদেব বলা যায়। ইহাঁদিগের সকলেরই শ্রাদ্ধদানপাত্র রজতময় অথবা রজতযুক্ত। শ্রাদ্ধ প্রদত্ত হইয়া স্বধাকে অগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক পিতৃলোকদিগের প্রীতি উৎপাদিত করেন। যে ব্যক্তি সোমদেব, বহ্নি ও যম ইহাঁদিগকে আপ্যায়িত করিয়া উত্তরায়ণ সময়ে অগ্নিরূপ আধারে এবং অগ্নির অভাবে জলে ভক্তিসহকারে পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধদানদ্বারা প্রীতি উৎপাদন করেন পিতৃপুরুষেরা প্রীত হইয়া তাঁহার নিরন্তর মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন। পিতৃপুরুষেরা প্রীত হইলে পুষ্টি, বহুল প্রজাসন্ততি, স্বর্গ, আরোগ্য ও অন্যান্য সকল অভিলাষই প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব দেবকার্য্য অপেক্ষা পিতৃকার্য্য শ্রেষ্ঠতর ইহাতে আর সন্দেহ নাই। দেবতাদিগের পূর্ব্বে পিতৃপুরুষদিগকে আপ্যায়িত করা সর্ব্বতো-

ভাবে বিধেয়। ইহাঁরা আশু প্রসন্ন হয়েন, ইহাঁদিগের ক্রোধ নাই, অতএব ইহাঁদিগকে আপ্যায়িত করা শ্রেষ্ঠ কার্য্য। হে ভার্গব! পিতৃপুরুষেরা স্থিরপ্রসাদ, অতএব তুমি সর্ব্বদাই ইহাঁদিগকে নমস্কার করিবে। ব্রহ্মর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত বিশেষতঃ মদ্ভক্ত। অদ্য আমি তোমার মঙ্গলবিধান করিব, তুমি স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ কর। হে অনঘ! আমি তোমাকে সবিজ্ঞান দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি, তুমি অপ্রমত্তহৃদয়ে এই গতি শ্রবণ কর। হে মার্কণ্ডেয়! ভবাদৃশ সিদ্ধপুরুষেরাও মাংসচক্ষুদ্বারা স্বর্গীয় যোগগতি ও পিতৃপুরুষদিগের উৎকৃষ্ট গতি অবলোকন করিতে সমর্থ হয়েন না। সেই দেবেশ্বর আমাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপদেশ প্রদান করিলে আমি তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলাম ও তিনি আমাকে দেবদুর্ল্লভ সবিজ্ঞান দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করিলেন। এবং তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি সেই দেবেশ্বর সনৎকুমারের প্রসাদে তাঁহার নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা আদ্যোপান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, আর ও যাহা শুনিয়াছি বর্ণন করিতেছি তুমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। এই সমুদায় বৃত্তান্ত ইহলোকে মানুষদিগের পক্ষে নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশে পিতৃকল্পে
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়

-০:০-

মার্কণ্ডেয় কহিলেন। হে তাত! পূর্ব্বযুগে ভরদ্বাজবংশীয় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা যোগধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াও দুশ্চরিত বশতঃ যোগভ্রষ্ট হয়েন। এই প্রকারে যোগধর্ম্মাপচারহেতুক অপভ্রংশ প্রাপ্ত হইয়া, সকলেই হতজ্ঞান হইলেন ও মোহিতান্তঃকরণে ভ্রমবশতঃ জল মধ্যে যোগ ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া মানস সরোবরের পারে অনুসন্ধান দ্বারা সেই অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিষ্ফলপ্রয়াস হইয়া সকলেই কালসহকারে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা বহুকাল যাবৎ দেবলোকে বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি যোগভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া এক্ষণে কুরুক্ষেত্রে কৌশিকবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন। ইঁহারা নিয়ত হিংসাপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মলোপ করিবেন। ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া ইঁহারা পুনর্ব্বার কুৎসিত জাতিতে জন্মগ্রহণ করিবেন ও তত্তৎ জুগুপ্সিত জাতিতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বজন্মকৃত পিতৃপ্রসাদবশতঃ তাঁহাদের সমুদায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হইবে। তৎপরে তাঁহারা পুনর্ব্বার সমাহিত চিত্তে ধর্ম্মচারী হইবেন, স্বকীয় কর্ম্মদ্বারা পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবেন, পূর্ব্বজাতিকৃত যোগ প্রাপ্ত হইবেন ও পুনর্ব্বার সিদ্ধি লাভ করিয়া শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবেন। এই সকল শ্রবণ করিয়া তোমার নিরন্তর ধর্ম্মে মতি থাকিবে,

তুমি যোগধর্ম্মে নিত্য নিরত হইয়া উত্তম সিদ্ধি লাভ করিতে পরিবে। দেখ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের পক্ষে যোগ নিয়তই দুর্লভ। ইহারা সৌভাগ্যবলে যোগলাভ করিলেও ব্যসনাসক্ত হইয়া প্রায় উহা নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহারা নিয়ত অধর্ম্মপরায়ণ হয় ও পরমারাধ্য গুরুজনদিগকেও পীড়ন করিয়া থাকে। ইহলোকে যোগ লাভ করা নিতান্ত কঠিন, যে সকল মহাত্মারা কখনই অযাচ্য পদার্থ যাচ্ঞা করেন না, যাঁহারা সর্ব্বদাই প্রাণপণে শরণাগতদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহারা ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া দীন দরিদ্র দিগকে অবজ্ঞা করেন না, যাঁহারা সততই যুক্তিসঙ্গত আহার ও বিহার করিয়া থাকেন, ও স্বকার্য্যসাধনবিষয়ে যুক্তিযুক্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন, যাঁহারা নিয়তই ধ্যান ও অধ্যয়নে তৎপর, যাঁহারা নিত্য উপভোগে রত নহেন, যাঁহারা মাংস ও মধু একত্রিত করিয়া ভক্ষণ করেন না, যাঁহারা নিয়ত কামাসক্ত নহেন, যাঁহারা কদাপি ব্রাহ্মণের অনিষ্টাচরণ ও উৎসাদন করেন্ না, যাঁহারা অনার্য্য ভাষা কখনই ব্যবহার করেন না, যাঁহারা আলস্যোপহত নহেন, যাঁহারা নিরতিশয় অভিমানপ্রিয় নহেন, যাঁহারা গোষ্ঠীসম্ভূত আমোদ সম্ভোগে কখনই নিরত হয়েন না, এবম্ভূত মহাত্মারাই যোগবল লাভ করিবার উপযুক্ত পাত্র। যাঁহারা সতত প্রশান্তচিত্ত ও অভিমান ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী নহেন, যাঁহারা সর্ব্বদাই কল্যাণভাজন, এবম্ভূত মহাত্মারাই যতব্রত হইয়া থাকেন। হে তাত! পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা এবংবিধ গুণসম্পন্ন ছিলেন। যাঁহারা আপনাদিগের দোষ ও প্রমাদ নিয়ত স্মরণ করেন,

যাঁহারা ধ্যান ও বেদাদ্যধ্যয়নে নিরন্তর তৎপর, যাঁহারা শান্তিপথে নিয়ত বর্ত্তমান, তাঁহারাই পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন্ ইহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ! এই কারণ পর্য্যালোচনা করিয়া তুমিও যোগধর্ম্মে তৎপর হও, যোগধর্ম্মে নিয়ত তৎপর হইলে উত্তম সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে, যোগধর্ম্ম অপেক্ষা বিশিষ্টতর অন্যবিধ কোন ধর্ম্মই নাই, যোগধর্ম্মই সকল প্রকার ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম, অতএব হে ভার্গব! তুমি এই ধর্ম্মের সমাচরণে নিরত হও, তুমি কালের পরিমাণানুসারে যথা-কালে আহার করিতে অভ্যাস করিবে, জিতেন্দ্রিয়, তৎপর প্রয়ত ও শ্রাদ্ধদানশীল হইবে, ইহা হইলেই তুমি যোগধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ সনৎকুমার এই সকল উপদেশ বাক্য বলিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। আমি সেই দেবেশ্বরের উপাসনায় অষ্টাদশ বৎসর অতিবাহন করিলাম, কিন্তু তাঁহার প্রসাদে এই দীর্ঘকাল আমার পক্ষে এক দিবসের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, এই কালের মধ্যে আমার কোন রূপ গ্লানি উপস্থিত হয় নাই, আমি ক্ষুধা, পিপাসা কিছুই অনুভব করি নাই এবং কালেরও কিছুই নির্ণয় করিতে পারি নাই, পশ্চাৎ কোন শিষ্যের সকাশে কালের বিষয় বিদিত হইয়াছিলাম।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশ পর্ব্বে

ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন । অনন্তর দেবেশ্বর সনৎকুমার তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে, সেই বিভুর অব্যর্থবাক্যানুসারে সেই স্থানেই আমার সবিজ্ঞান দিব্য চক্ষুঃ প্রাদুর্ভূত হইল। আমি কৌশিকাত্মজ সেই ব্রাহ্মণদিগকে নয়নগোচর করিলাম, যাঁহারাই কুরুক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই সনৎকুমারের নিকট শ্রবণ করি। হে আপগাপুত্র! সেই কৌশিকাত্মজ দ্বিজদিগের মধ্যে সপ্তম ব্রহ্মদত্ত রাজা হইয়াছিলেন। ইনি নাম, শীল, ও কর্ম্ম তিন বিষয়েই পিতৃবর্ত্তী অর্থাৎ পিতৃপথানুযায়ী বলিয়া বিখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শুকের কন্যা কৃত্বী এই রাজার জননী। কৃত্বীর গর্ভে ও পার্থিবশ্রেষ্ঠ অণুহের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। কাম্পিল্যনামক শ্রেষ্ঠ নগর ইহাঁর জন্মভূমি। ভীষ্ম কহিলেন। বৎস যুধিষ্ঠির! মহাভাগ মহাতপাঃ মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহার বংশের বিষয় যেরূপ বর্ণনা করেন, আমি তৎসমুদয় অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন। অণুহ কাহার পুত্র, কোন্ সময়ে উহাঁর জন্ম হয়, কোন্ সময়েই বা উহাঁর পুত্র ধার্ম্মিকবর যশস্বী মহারাজ ব্রহ্মদত্ত রাজা হইয়াছিলেন, ব্রহ্মদত্তের কিরূপ বলবীর্য্য ছিল, কি প্রকারেই বা ব্রহ্মদত্ত তাঁহাদিগের মধ্যে সপ্তমপুরুষ হইয়াছিলেন, এই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা। লোকপূজিত যোগাত্মা ভগবান্ শুক কখনই অল্প-

বীর্য্য ব্যক্তিকে নিজদুহিতা কীর্ত্তিমতী কৃত্বীকে প্রদান করেন নাই, অতএব এই সকল বিষয় ও ব্রহ্মদত্তের চরিত সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে। হে মহাদ্যুতে! আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন্। মার্কণ্ডেয় দিব্য চক্ষুঃ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বর্ত্তমান কৌশিকাত্মজ দ্বিজদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের বিষয় যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহাও মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণনা করুন্। ভীষ্ম কহিলেন। হে রাজন্! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, মহারাজ ব্রহ্মদত্ত আমার পিতামহ রাজর্ষি প্রতীপের সহিত সমকালে রাজা হইয়াছিলেন। মহাভাগ ব্রহ্মদত্ত যোগী রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার জীবের শব্দ বুঝিতে পারিতেন ও নিরন্তর জীবগণের হিতচেষ্টায় তৎপর ছিলেন। যোগাচার্য্য মহাযশাঃ মহর্ষি গালব মহারাজ ব্রহ্মদত্তের প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন। ইনি তপোবলে শিক্ষা উৎপাদন পূর্ব্বক শিক্ষাক্রম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। যোগাত্মা কণ্ডরীক ও মহারাজের সচিব (অর্থাৎ অমাত্য) ছিলেন। সকল জন্মেই তাঁহারা সকলে মহারাজের সহায় ছিলেন। আমি মহাভাগ মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, মহারাজের সাতজন্মে সাত জাতিতে অপরিমিততেজাঃ ইহাঁরা সাতজনেই মহারাজের অমাত্যস্বরূপ হইয়াছিলেন। হে রাজন্! আমি পুরুবংশোদ্ভব সেই মহাত্মার পুরাতন বংশ সবিস্তরে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। বৃহৎক্ষত্রের সুহোত্রনামে এক পরমধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন। সুহোত্রেরও হস্তীনামে এক পুত্র ছিলেন,

তিনিই হস্তিনাপুর নামে এই প্রসিদ্ধ পুরাণ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হস্তীর পরম ধার্ম্মিক তিন পুত্র ছিলেন, অজমীঢ়, দ্বিমীঢ়, ও পুরমীঢ়, অজমীঢ়ের ঔরসে ধূমিনীর গর্ভে বৃহদিষু নামে এক পুত্র হয়েন। বৃহদিষুর বৃহদ্ধনু মহাযশাঃ এক পুত্র হয়েন। ইনি বৃহদ্ধর্ম্মানামে বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র সত্যজিৎ। সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতের পুত্র সেনজিৎ। ইনি মহাবলপরাক্রম মহীপতি ছিলেন। সেনজিতের চারি পুত্র ছিলেন। রুচির, শ্বেতকেতু, মহিম্নার ও বৎস। ইঁহারা চারিজনেই লোকপ্রিয় ছিলেন। বৎস অবন্তিনগরের রাজা ছিলেন, ইঁহার উত্তরাধিকারিরা পরিবৎস নামে প্রসিদ্ধ। রুচিরের যশস্বী পৃথুষেণ নামে এক পুত্র ছিলেন। পৃথুষেণের পুত্র পার। পারের পুত্র নীপ। নীপের শতসংখ্যক পুত্র ছিলেন। ইঁহারা সকলেই অপরিমিততেজঃশালী, মহারথ, শূর ও প্রবলবাহুশালী ছিলেন। ইঁহারা সকলেই রাজা হইয়াছিলেন। ইহাঁদের নীপ এই সাধারণ নাম ছিল। একজন ইঁহাদিগের বংশকর ছিলেন। ইনি নীপবংশের কীর্ত্তিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইহাঁর নাম সমর, ইনি অভীষ্টসমর ও অসমসাহসী ছিলেন, কাম্পিল্য নগর ইহার রাজধানী ছিল। মহারাজ সমরের তিন পুত্র ছিলেন, পর, পার, ও সদশ্ব, ইহাঁরা সকলেই পরমধার্ম্মিক ছিলেন। পারের পুত্র পৃথু। পৃথুর সুকৃত নামে এক পুত্র ছিলেন। ইহলোকে অশেষবিধ সুকৃত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সুকৃত নামে প্রসিদ্ধি হয়। সুকৃতের বিভ্রাজনামে এক সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র ছিলেন। বিভ্রাজের পুত্র মহারাজ অণুহ। মহারাজ অণুহই

শুকের জামাতা ছিলেন। ইনিই শুকের কন্যা কৃত্বীর পাণি-গ্রহণ করেন্। অণুহের পুত্র রাজর্ষি ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্তের বিষ্ব-কৃসেন নামে যোগাত্মা পরন্তপ এক পুত্র ছিলেন। বিভ্রাজ স্বকৃতকর্ম্মফলে পুনর্ব্বার ইহলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই ব্রহ্মদত্তের অপর পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম সর্ব্বসেন। ব্রহ্মদত্তের বাটীতে পূজনীয়া নামে এক পক্ষিণী বাস করিত এই পক্ষিণীই সর্ব্বসেনের চক্ষুর্দ্বয় নির্ভিন্ন করিয়া উঁহাকে অন্ধী-ভূত করে। ব্রহ্মদত্তের অপর এক তৃতীয় পুত্র হইয়াছিলেন। এই মহাবলপরাক্রম পুত্র বিষ্বকৃসেন নামে বিখ্যাত ছিলেন। বিষ্বকৃসেনের পুত্র মহীপতি দণ্ডসেন। দণ্ডসেনের পুত্র ভল্লাট। এই মহাত্মা শূর ও কুলবর্দ্ধন ছিলেন। ইনি পূর্ব্বকালে রাধেয় কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। হে বৎস যুধিষ্ঠির! ভল্লাটের পুত্র অতিশয় দুষ্টাশয় ও দুর্ব্বুদ্ধি ছিলেন! তিনি রাজা হই-য়াই দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সমুদায় নীপবংশের অন্তকস্বরূপ হয়েন। ইহাঁর সহিত বিবাদ করিয়া উগ্রায়ুধ সমুদায় নীপবংশের উচ্ছেদ সাধন করে। উগ্রায়ুধ, মদোৎসিক্ত, দর্পান্বিত ও নিয়ত অবিনয়রত দুরাত্মা ছিল। হে বৎস! আমি যুদ্ধে ঐ দুরাত্মার প্রাণ বধ করি। যুধিষ্ঠির কহিলেন, উগ্রায়ুধ কাহার পুত্র, কোন্ বংশে উহার জন্ম হয়, কি কারণেই বা আপনি উহার প্রাণসংহার করেন, এই সকল বিষয় অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর। অজমীঢ়ের পুত্র বিদ্বান্ মহারাজ যবীনর। যবীনরের পুত্র ধৃতিমান্, ধৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি, সত্যধৃতির পুত্র মহাবলপ্রতাপ দৃঢ়নেমি, দৃঢ়নেমির পুত্র মহারাজ

সুধর্ম্মা, সুধর্ম্মার পুত্র মহারাজ সার্ব্বভৌম, ইনি সমস্ত পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর সম্রাট্ ছিলেন বলিয়া সার্ব্বভৌমনামে বিখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই রাজার মহদ্বংশে মহান্ নামে পৌরববংশনন্দন এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহানের পুত্র রাজা রুক্মরথ। রুক্মরথের পুত্র মহারাজ সুপার্শ্ব। সুপার্শ্বের তনয় ধর্ম্মপরায়ণ সুমতি, সুমতির ধর্ম্মাত্মা ও বীর্য্যশালী সন্নতিনামে এক পুত্র ছিলেন। সন্নতির পুত্র মহাবলপরাক্রম কৃত, কৃত কৌশল্য মহাত্মা হিরণ্যনাভের শিষ্য ছিলেন, ইনি চতুর্ব্বিংশতিবার সপ্রাচ্য সামবেদের সংহিতা সকল স্মরণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার বংশীয়েরা প্রাচ্যসামা ও কার্ত্তি নামে বিখ্যাত হয়েন। ইহাঁরা সকলে সামবেদাধ্যায়ী ছিলেন। কার্ত্তি উগ্রায়ুধ প্রবলপরাক্রম পৌরব ছিলেন। ইনি নিজবিক্রমে পৃষতের পিতামহ পঞ্চালদেশাধিপতি মহাতেজাঃ নীপের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন। উগ্রায়ুধের পুত্র মহাযশাঃ ক্ষেম্য। ক্ষেম্যের পুত্র মহারাজ সুবীর। সুবীরের পুত্র নৃপঞ্জয়, নৃপঞ্জয়ের পুত্র বহুরথ, এই সমস্ত নৃপতিরা পুরুবংশোৎপন্ন ছিলেন। হে তাত! উগ্রায়ুধের নামোল্লেখ করিয়াছি। সেই উগ্রায়ুধ নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি ছিল। উগ্রায়ুধ প্রভূতবলহেতুক প্রবৃদ্ধচক্র হইয়া নীপবংশীয়দিগের উচ্ছেদসাধন করে। সে দর্পান্ধ হইয়া যুদ্ধে নীপবংশীয় ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে সংহার করিয়া অবশেষে পিতার পরলোক হইলে আমাকে ঐ সমুদায় পাপ বৃত্তান্ত দূতদ্বারা শ্রবণ করাইয়াছিল। আমি অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া ধরণীতলে শয়ান রহিয়াছি, এমত সময়ে উগ্রা-

যুধের প্রেরিত দূত উপস্থিত হইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া তাহার প্রভুর দুষ্ট আদেশবাক্য আমার নিকট বলিতে লাগিল। সে কহিল, হে ভীষ্ম! তোমার জননী যশস্বিনী গন্ধকালী স্ত্রীরত্ন, অতএব তুমি অদ্যই তাঁহাকে ভার্য্যাস্বরূপে আমায় প্রদান কর। এই আদেশ পালন করিলে তোমার রাজ্য স্ফীত হইবে ও আমি তোমাকে প্রভূতধনসম্পত্তি প্রদান করিব, তোমার ইচ্ছানুসারে ধনদান করিব, আমি এই ভূমণ্ডলের যাবতীয় রত্নের একমাত্র অধীশ্বর ও ভোক্তা। হে ভারত! শক্রুরা আমার প্রজ্বলিত সুদুর্জ্জয় চক্রের কথা শ্রবণ করিয়া ভীত হয় ও সমরক্ষেত্রে দূর হইতে দর্শন করিয়াই পলায়ন করে। অতএব যদি তুমি রাজ্য, প্রাণ ও নিজবংশের মঙ্গলকামনা কর, আমার আজ্ঞা প্রতিপালনপূর্ব্বক আমার শাসনাধীন হও, অন্যথা তোমার শান্তি নাই। আমি আস্তরণ-শূন্য ধরণীতলে প্রস্তরশয়নে শয়ান ছিলাম, আর সেই দুষ্ট উগ্রায়ুধের বাক্য দূতমুখন্যস্ত বলিয়া অন্তরিতও ছিল, তথাপি সেই সকল বাক্য প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ করিতে লাগিল। আমি সেই দুর্ব্বুদ্ধি পাপাত্মার দুরভিসন্ধি বিদিত হইবামাত্র, তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্রই সমুদয় সেনাধ্যক্ষদিগকে সংগ্রাম সজ্জা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলাম। তৎকালে বিচিত্রবীর্য্য বালক ও মদেকশরণ ছিল। অতএব আমি ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধ করাই স্থির করিলাম। আমাকে যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় দেখিয়া মন্ত্রপণ্ডিত অমাত্য, দেবতুল্য পুরোহিত, হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ, স্নিগ্ধ ও শাস্ত্রবিৎ প্রভৃতি সকলেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শ দিলেন এবং

তদ্বিষয়ে উপযুক্ত কারণও প্রদর্শন করিলেন। মন্ত্রীরা কহিলেন, প্রভো! পাপাত্মা উগ্রায়ুধ প্রবৃদ্ধচক্র হইয়াছে, আর আপনার অশৌচ কাল উপস্থিত, অতএব এক্ষণে যুদ্ধ করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত কার্য্য নহে। আমাদের ইচ্ছা যে, যাবৎ আপনার অশৌচান্ত না হয়, তত দিন আমরা সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় প্রয়োগ করিব, পরে অশৌচান্তে আপনি শুদ্ধ হইয়া দেবতাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে অর্চনা করিয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক জয়ার্থ যুদ্ধে যাত্রা করিবেন। এ সময়ে যুদ্ধযাত্রা কোন মতেই বিধেয় নহে। আর বৃদ্ধদিগের এরূপ শাসন আছে যে অশুচি ব্যক্তি যাবৎ অশৌচ থাকে ততদিন অস্ত্রপ্রয়োগ বা যুদ্ধযাত্রা কখনই করিবে না। প্রথমে সাম ও দান এই দ্বিবিধ উপায় প্রয়োগ করুন, পরে ভেদ প্রয়োগ করা যাইবে, তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হইলে অবশেষে বিক্রম প্রয়োগ দ্বারা সেই পাপাত্মার প্রাণ বিনাশ করিবেন। ভগবান্ ইন্দ্র এই প্রকারে শম্বরাসুরের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন।

মহারাজ! বিপৎকালে প্রাজ্ঞদিগের বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের বাক্য অবশ্য শ্রোতব্য, অতএব আপনি এ সময়ে যুদ্ধাভিসন্ধি পরিত্যাগ করুন্। বৎস যুধিষ্ঠির! আমি এই প্রকারে সেই সকল হিতাভিলাষী বন্ধুদিগের পরামর্শ শ্রবণ করিয়া তৎকালে যুদ্ধাভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত হইলাম। অনন্তর সেই শাস্ত্রকোবিদ মন্ত্রিবর্গ সকলেই শাস্ত্রোক্তক্রমানুসারে সামদানাদি উপায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং তৎসমকালেই উত্তম

দৈবকর্ম্ম আরম্ভ করা হইল কিন্তু ঐ সকল প্রাজ্ঞচিন্তিত সামাদি উপায় প্রয়োগ দ্বারা অনুনীত হইয়াও দুরাত্মা উগ্রায়ুধ কিছুতেই আপন দুরভিসন্ধি হইতে নিবৃত্ত হইল না। পরে কালক্রমে অধর্ম্মনিরত দুরাত্মার প্রবৃদ্ধ চক্র পরদারাভিলাষ দোষে স্বয়ংই নিবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আমি এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারি নাই। পাপাত্মার সেই উত্তম চক্র স্বকর্ম্ম দোষে স্বয়ংই নিবৃত্ত হয়। সাধু ব্যক্তিরা পূর্ব্বে ঐ চক্রের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতেন। অনন্তর আমার অশৌচান্ত হইলে আমি শৌচকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করিলাম। পরে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শত্রুর সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। উভয়ে পরস্পর সন্নিহিত হইলে, শরীর ও অস্ত্রের বলে তিনদিবস উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ হইতে লাগিল। দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায় ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অনন্তর আমি অস্ত্রপ্রতাপ দ্বারা রণক্ষেত্রে পাপাত্মাকে নির্দগ্ধ করিলাম, পাপাত্মা যুদ্ধে অভিমুখ থাকিয়া বীর্য্যপ্রকাশপূর্ব্বক অবশেষে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। এই অবসরে পৃষত কাম্পিল্যনগর হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন নীপেশ্বর ও উগ্রায়ুধ উভয়েরই লোকান্তর হইয়াছে। অনন্তর মহাপ্রতাপ পৃষত স্বকীয় পৈতৃকরাজ্য অহিচ্ছত্র আমার অনুমত্যনুসারে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি দ্রুপদের পিতা, ইহাঁর পর ইহাঁর পুত্র দ্রুপদ রাজা হয়েন। ইনি দ্রোণকে নিরাকৃত করেন। পরে অর্জ্জুন রণক্ষেত্রে প্রভূত বলের সহিত দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া অহিচ্ছত্র ও কাম্পিল্য উভয়ই দ্রোণকে দান করেন।

বিজয়ী দ্রোণ উভয় রাজ্যই প্রতিগ্রহ করিয়া পরে কাম্পিল্য রাজ্য দ্রুপদকেই প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন ইহা তুমি বিদিত আছ। বৎস! এক্ষণে তুমি দ্রুপদ, ব্রহ্মদত্ত, নীপ ও উগ্রায়ুধ সকলেরই বংশের বিবরণ সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিলে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গঙ্গানন্দন। আপনি সমস্ত বৃত্তান্তই যথাযথরূপে বর্ণন করিলেন, এক্ষণে এক বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ সংশয় আছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সংশয়চ্ছেদ করুন। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন পূজনীয়া নামে যে পক্ষিণী ব্রহ্মদত্তের আবাসে বাস করিত সে ব্রহ্মদত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করে। মহাশয়! কি কারণে পূজনীয়া বহুকাল ব্রহ্মদত্তের গৃহে বাস করিয়া সেই মহাত্মা রাজার পুত্রকে অন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহার এরূপ ভয়াবহ অনিষ্ট কার্য্য করিল? আর ঐ পূজনীয়া শকুন্তিকাই বা কে? কি কারণেই বা তাহার সহিত ব্রহ্মদত্তের সখ্য হইয়াছিল? এই বিষয়ে আমার সংশয় হইয়াছে; অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার নিরাকরণ করুন। ভীষ্ম কহিলেন, বৎস যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মদত্তের ভবনে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তৎসমুদায় আমি যথাযথরূপে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। মহারাজ! কোন পক্ষিণীর সহিত ব্রহ্মদত্তের সৌহৃদ্য ছিল। এই পক্ষিণীর পক্ষ নীল, মস্তক লোহিত, পৃষ্ঠদেশ নীল ও উদর শ্বেতবর্ণ ছিল। বহুকাল হইতে ইহার ব্রহ্মদত্তের সহিত প্রগাঢ় সখ্য উদ্ভূত হইয়াছিল। ব্রহ্মদত্তের গৃহেই ঐ পক্ষিণীর কুলায় ছিল। পক্ষিণী দিবাভাগে ব্রহ্মদত্তের সুরম্য হর্ম্ম্য হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্রতীর, পল্বল, সরোবর, নদী, পর্ব্বতকুঞ্জ, বন, উপবন প্রভৃতি নানা স্থানে বিচরণ করিত। এই

রূপে দিবসে প্রফুল্ল-কহ্লার-সুগন্ধি, কুমুদোৎপল-পরাগ-সুরভীকৃত-বায়ু, হংস, সারস, কারণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গকুলের কলনিনাদমনোহর তড়াগাদি জলাশয়ে বিচরণ করিয়া রাত্রিকালে পুনর্ব্বার কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদত্তের ভবনে স্বকীয় নীড়ে প্রত্যাগমন করিত। রাত্রিকালে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূজনীয়া নৃপতি ব্রহ্মদত্তের সহিত অশেষবিধ বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইত। দিবসে বিচরণ করিবার সময় বিবিধ প্রদেশে যে সমস্ত অদ্ভুত পদার্থ ও আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিত, রাত্রিকালে মহারাজের নিকট তৎ সমুদায় অবিকল বর্ণনা করিত। অনন্তর কালক্রমে মহারাজ ব্রহ্মদত্তের সর্ব্বসেন নামে এক কুমার জন্ম গ্রহণ করিলেন। আর পূজনীয়াও আপন নীড়ে একটী অণ্ড প্রসব করিল। কালক্রমে সেই নীড়েই পূজনীয়ার অণ্ড প্রস্ফুটিত হইল। মহারাজ! ঐ অণ্ড প্রস্ফুটিত হইয়া প্রথমে বাহুপদাস্যসংযুত পিঙ্গলবক্তু ও চক্ষুর্বিহীন একটী মাংসপিণ্ডমাত্র লক্ষিত হইতে লাগিল। পরে কাল সহকারে উহার চক্ষুঃ প্রস্ফুটিত হইল এবং পক্ষদ্বয়ও ঈষৎ উত্থিত হইল।

পূজনীয়া দিন দিন রাজপুত্র ও নিজপুত্রের প্রতি সমান স্নেহ বশতঃ উভয়ের মঙ্গলে প্রীতিমতী হইতে লাগিল। প্রতিদিন সায়ংকালে নীড়ে প্রত্যাগমন করিবার সময় সর্ব্বসেন ও স্বীয় বৎসের নিমিত্ত অমৃতসদৃশাস্বাদ অমৃতফলদ্বয় আহরণ পূর্ব্বক চঞ্চুপুট দ্বারা আনয়ন করিত। ব্রহ্মদত্তের পুত্র ও পূজনীয়ার সন্তান এই শিশুদ্বয় উভয়েই সেই ফলদ্বয় প্রত্যেকে এক একটী ভক্ষণ করিয়া পরম পুলকিত হইত এবং প্রতিদিন

অতিশয় আমোদসহকারে সেই ফলদ্বয় উভয়েই ভক্ষণ করিত। পূজনীয়া বিচরণার্থ নীড় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রস্থান করিলে, প্রতিদিনই সর্ব্বসেনের ধাত্রী ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত সর্ব্বসেনকে সেই চটকশিশু প্রদান করিত। সর্ব্বসেন শিশুস্বভাব প্রযুক্ত উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকিত। অনন্তর কোন সময় রাজপুত্র পূজনীয়ার নীড় হইতে সেই চটকশিশুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বহির্গত করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে উহার গ্রীবাপ্রদেশ দৃঢ়মুষ্টি দ্বারা আক্রমণ করিয়া এরূপ নিগ্রহ করিল যে পক্ষিশাবক সেই দুর্ভঙ্গ মুষ্টি প্রহারে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহারাজ ব্রহ্মদত্ত, মৃত পক্ষিশাবক সর্ব্বসেনের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মোচিত হইয়া গতাসু মুখব্যাদান পূর্ব্বক পতিত রহিয়াছে অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও সন্তাপযুক্ত হইলেন। ধাত্রীএই শোচনীয় দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহাকে বারম্বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এবং স্বয়ং সেই পক্ষিশাবকের হত্যা ব্যাপার স্মরণ করিয়া শোকাভিভূত হইয়া রহিলেন। এমত সময়ে পূজনীয়া বনে বনে বিচরণ করিয়া ফলদ্বয় চঞ্চুপুটে গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মদত্তের ভবনে প্রত্যাগমন করিল। প্রত্যাগমনমাত্র সম্মুখে পঞ্চভূতপরিত্যক্ত নিজশাবকের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। দর্শনমাত্র মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া নিজদুর্ভাগ্য ও শাবকের মৃত্যু উদ্দেশ করিয়া অতি করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মৃত পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক পূজনীয়া এই বলিয়া রোদন করিতে

লাগিল। হা বৎস! তুমি প্রতিদিন আমার আসিবার সময় শব্দ শুনিবামাত্র বেগে আমার নিকট উপস্থিত হইতে, ও মধুরাস্ফুট বাক্যে চাটুশত উচ্চারণ করিয়া আমার আহ্লাদ বর্দ্ধন করিতে। ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক শোণবর্ণ তালু প্রদর্শন করত কেন অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকট উপসর্পণ করিতেছ না? তুমি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেই ক্রোড়ে লইয়া পক্ষ দ্বারা আলিঙ্গন করত আমিও শব্দ করিতে থাকিতাম, বৎস! কেন অদ্য তোমার সেই মধুরাস্ফুট চীচী কূচী এই রূপ কূজনশব্দ আমার কর্ণগোচর হইতেছেনা? হা বৎস! আমার মনোরথ যে তুমি আমার অগ্রে স্ফুরৎপক্ষ হইয়া আস্য ব্যাদান পূর্ব্বক বারি প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে দর্শন করিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করি, হায়! অদ্য আমার সেই মনোরথ একবারে ভগ্ন হইল! অদ্য তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। এইরূপে ও অন্যান্য নানাবিধ প্রকারে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পূজনীয়া ব্রহ্মদত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, রাজন্! তুমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা তুমি বিশেষ রূপ বিদিত আছ। তবে কি কারণে আমার নির্দ্দোষ শাবককে ধাত্রী দ্বারা হত্যা করিলে? রে ক্ষত্রিয়াধম! কি হেতু নিজ পুত্র দ্বারা সমাকর্ষণ করিয়া আমার শিশুশাবককে অকারণে নিহত করিলে? নিশ্চয়ই তুমি মহর্ষি অঙ্গিরার উক্ত শ্রুতি কখনই শ্রবণ কর নাই, যে শরণাগত, ক্ষুধার্ত্ত, শত্রু কর্ত্তৃক উপদ্রুত, নিজগৃহে চিরোষিত ব্যক্তিকে প্রাণ পণে রক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি এবম্বিধ শরণাগত প্রভৃতিকে পরি-

পালন না করে সে নিশ্চয়ই কুম্ভীপাক (১) নামক ঘোরনরকে গমন করে। দেবতারা এতাদৃশ পাষণ্ড কর্ত্তৃক হুত হবিঃ কি রূপে গ্রহণ করেন, কি রূপেই বা পিতৃপুরুষেরা ইহার প্রদত্ত স্বধা স্বীকার করেন? ব্রহ্মদত্তকে এবম্প্রকারে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া পূজনীয়া শোকাদিদশধর্ম্মগত হইয়া ক্রোধভরে রাজপুত্র সর্ব্বসেনের চক্ষুর্দ্বয় কর দ্বারা উৎপাটন করিয়া দিল। এবং এই প্রকারে উহাকে অন্ধীভূত করিয়া স্বয়ং আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইল॥ অনন্তর মহারাজ নিজপুত্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূজনীয়াকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, কল্যাণি! তুমি শোক পরিত্যাগ কর, আমার পুত্রের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়া তুমি উত্তম কার্য্য করিয়াছ, এক্ষণে আমার আবাসে প্রত্যাগমন কর; আমাদের উভয়ের বন্ধুত্ব অক্ষয় ও অবার্য্য হউক্। সখি! তুমি প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় আমার আবাসে পুনর্ব্বার বাস করিতে থাক। পুত্রের পীড়োৎপাদন করিয়াছ, বলিয়া তোমার প্রতি আমার রোষ বা অসন্তোষ নাই। তুমি প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যই করিয়াছ।

পূজনীয়া উত্তর করিল, রাজন্! আমি আত্মসাদৃশ্য দ্বারা অনায়াসে তোমারও পুত্রস্নেহ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেছি। হে রাজশার্দ্দূল! এই কারণে আমি তোমার পুত্রের চক্ষুরুৎপাটন রূপ ঘোর পাতক অনুষ্ঠান করিয়া পুনর্ব্বার তোমা-

(১) তপ্তকুম্ভস্থ তৈলে পাক করে বলিয়া এই নরকের নাম কুম্ভীপাক হইয়াছে।

রই গৃহে বাস করিতে পারিব না। আমি প্রস্থান করিলাম, মহর্ষি উশনাঃ কর্ত্তৃক গীত কএকটী গাথা উচ্চারণ করিতেছি শ্রবণ কর। এই বলিয়া গাথা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। বিজ্ঞ ব্যক্তি কুমিত্র, কুদেশ, কুরাজা, কুসুহৃৎ, কুপুত্র, কুভার্য্যা এই সকলকে দূরতঃ পরিত্যাগ করিবে। কুমিত্রে কি রূপে সৌহৃদ্য হইতে পারে? কুভার্য্যায় কি রূপে রতি সম্ভবে? কুপুত্রপ্রদত্ত পিণ্ড কি রূপে গৃহীত হয়? কুরাজা কখনই সত্যরক্ষা করিতে পারে না। কুসুহৃদে বিশ্বাস করা কোনরূপেই বিধেয় নহে। কুদেশে বাস করা কখনই উচিত নহে। কুরাজার নিকট নিরন্তর ভয় ও বিপৎপাতের সম্ভাবনা। কুপুত্র হইলে সর্ব্বদাই অসুখ। যে নরাধম অপকারী ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে, সেই অনাথ দুর্ব্বল হতভাগ্য ব্যক্তি কখনই দীর্ঘজীবী হয় না। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কখনই বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে অযুক্তিসিদ্ধ বিশ্বাস করা উচিত নহে। যদি বিশ্বস্ত ব্যক্তি হইতে ভয় ও বিপদের কারণ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে মূলপর্য্যন্ত বিনাশিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে মূঢ়ব্যক্তি রাজসেবাতৎপর ও গর্ভসঙ্করোৎপন্ন ব্যক্তিদিগকে বিশ্বাস করিয়া থাকে সে কখনই দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। এবম্ভূত ব্যক্তি উন্নতিলাভ করিয়াও প্রাবার বস্ত্রে আরূঢ় কীট যেরূপ বিনষ্ট হয় সেইরূপ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মৃদুত্ব ও বন্ধুতা প্রকটন করিয়া শত্রুগণের নিকটস্থ হইয়া আত্মীয়বৎ আলিঙ্গন করে, পরে কালক্রমে লব্ধপ্রসর হইয়া, লতা দৃঢ় রূপে আক্রমণ পূর্ব্বক যেরূপ মহাদ্রুমের বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হত-

ভাগ্যদিগের উচ্ছেদসাধনে তৎপর হয়, ইহা ভগবান্ উশনাঃ স্বয়ং বলিয়াছেন। শত্রু প্রথমে মৃদু, স্নিগ্ধ ও কৃশ ভাবে শত্রুর নিকট প্রবেশ করে; পরে কালক্রমে বল্মীক যেরূপ বৃক্ষমূলে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করে সেইরূপ অবসর পাইলে তাহারও সর্ব্বনাশ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। ভগবান্ ইন্দ্র মুনিগণের সমক্ষে অদ্রোহ নিয়ম করিয়াও পশ্চাৎ জলের ফেন দ্বারা নিজশত্রু নমুচির প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। মনুষ্যজাতির স্বভাব এই যে তাহারা নিদ্রিত, মত্ত বা প্রমাদগ্রস্ত যেরূপ অবস্থাপন্নই হউক সুবিধা পাইলেই শত্রুর বিনাশ করিয়া থাকে। বিষপ্রয়োগ, বহ্নিদান, শস্ত্রাঘাত বা মায়া এই সকলের মধ্যে যে কোন উপায় দ্বারা হউক না কেন, শত্রুহত্যা করিতে কেহই দ্বিধা করে না। শত্রুবিনাশ করিতে হইলে সকলেই সমূলে উন্মূলন করিবার চেষ্টা পায়। কারণ কথিত আছে যে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শত্রু, ঋণ ও অগ্নির শেষ কোনরূপেই পরিত্যাগ করিবে না, কারণ উহা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার বৃদ্ধিযুক্ত হইতে পারে। শত্রু আপনার মনোগত ভাব গোপনপূর্ব্বক বাহ্য মিত্রতা প্রদর্শন করত শত্রুর সহিত হাস্য ও পরিহাস করিয়া থাকে, এক পাত্রে ভোজনাদি করে, একাসনে উপবেশন করে, কিন্তু সর্ব্বদাই তৎকৃত বিপ্রিয় তাহার মনে জাগরূক থাকে, সুযোগ পাইলেই শত্রুর সর্ব্বনাশ করিয়া অভীষ্ট সাধন করে। শত্রুর সহিত বিবাহাদি সঙ্ঘটিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়াও কখনই বিশ্বাস করিবে না, দেখ ইন্দ্র স্বকীয় শ্বশুর হইলেও পুলোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিনাশ

করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি অন্তঃকরণে প্রগাঢ় শক্রতা গোপনে রক্ষা করিয়া বাহ্যে মিত্রের ন্যায় প্রিয় ও মিষ্ট বাক্য বলিয়া থাকে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনই ঈদৃশ খলের সমীপে যাইবে না। যিনি মূঢ়তা বশতঃ এতাদৃশ ব্যক্তির নিকট গমন করেন ও তাহার সহিত মিত্রতা করেন, ব্যাধের নিকট গমন করিলে কুরঙ্গের যেরূপ গতি হইয়া থাকে, তাঁহারও সেইরূপ দশা উপস্থিত হয়। বদ্ধবৈর প্রবৃদ্ধবল রিপুর নিকট কখনই আসন্ন হইবে না, কারণ তাহা হইলে অবশ্যই তাহার নিপাত হইয়া থাকে, নদীর প্রবল বেগ তীরস্থ বৃক্ষকে নিশ্চয়ই সমূলে উৎপাটিত করে। অমিত্র হইতে উন্নতি লাভ করিয়া কখনই উন্নত হইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিবে না, কারণ উত্তরীয় বস্ত্রে আরূঢ় কীট প্রায়ই বিনষ্ট হয়। রাজন্! শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক গীত এই সকল কথা হৃদয়ে ধারণ করা প্রত্যেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরই নিতান্ত কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এই সকল তাৎপর্য্য সর্ব্বদাই হৃদয়ে ধারণ করা উচিত। রাজন্! আমি তোমার পুত্রকে অন্ধ করিয়া দিয়া তোমার যৎপরোনাস্তি দারুণ অনিষ্টাচরণ করিয়াছি, অতএব কি প্রকারে আর তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি? এই কথা বলিয়া পূজনীয়া পতঙ্গিনী দ্রুতবেগে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইল। বৎস যুধিষ্ঠির! এক্ষণে আমি পূজনীয়া ও ব্রহ্মদত্তের পরস্পর ব্যবহারের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমূলতঃ বর্ণনা করিলাম। হে মহামতে! এক্ষণে তুমি আমাকে শ্রাদ্ধের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ। আমি এক্ষণে মার্কণ্ডেয় জিজ্ঞাসা করিলে সনৎকুমার তাঁহার বাক্যের যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন

তৎসমুদায় পুরাতন বৃত্তান্ত সবিস্তরে ব্যাখ্যা করিতেছি। ভগবান্ সনৎকুমার শ্রাদ্ধের ফল ও নিয়ত সুকৃতের স্বরূপ উদ্দেশ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন সপ্তজাতির বিষয়েই আমি তৎসমুদয় বর্ণনা করিতেছি। আর গালব, কণ্ডরীক ও ব্রহ্মদত্ত এই তিন যোগব্রহ্মচারীদিগের চরিতের বিষয়ও বর্ণন করিতেছি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে পূজনীয়োপাখ্যান নামক বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, শ্রাদ্ধ দ্বারা লোকের প্রতিষ্ঠা হয়, শ্রাদ্ধ দ্বারা যোগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আমি তোমার নিকট শ্রাদ্ধ ও ইহার ফলের বিষয় বিশেষরূপ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। হে ভারতকুলতিলক! ব্রহ্মদত্ত সপ্তজাতিতে অর্থাৎ সাত জন্ম এই শ্রাদ্ধের ফললাভ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধ হইতেই ক্রমশঃ ধর্ম্মবুদ্ধিও লব্ধ হইতে পারে। হে মহামতে! পূর্ব্বকালে সেই ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধকার্য্যের সময় ধর্ম্মের পীড়োৎপাদন পূর্ব্বক যেরূপ বিষম ফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তদনন্তর আমি সনৎকুমারের অনুগ্রহে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিয়া কুরুক্ষেত্রে তন্নির্দ্দিষ্ট অধর্ম্মপরায়ণ পিতৃব্রত সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে নয়নগোচর করিলাম। ভগবান্

সনৎকুমার ইহাদের বিষয় আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। ইহাদিগের সাত জনের নাম যথাক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথম বাগ্‌দুষ্ট, দ্বিতীয় ক্রোধন, তৃতীয় হিংস্র, চতুর্থ পিশুন, পঞ্চম কবি, ষষ্ঠ খসৃম ও সপ্তম পিতৃবর্ত্তী। ইহারা সকলেই স্বকীয় কার্য্য দ্বারা অন্বর্থনামা ছিল, কেবল নিরর্থক নাম ধারণ করে নাই। কালক্রমে ইহাদিগের পিতার পরলোক হইল। পিতার লোকান্তর হইলে গর্গশিষ্য কৌশিকপুত্রেরা সাত জনেই ব্রতধারণ করিল। এবং গুরু গর্গের নিয়োগানুসারে তাঁহার দোগ্ধ্রী গাভিকে চারণ ও পরিপালন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোন সময়, সমানবৎসা ঐ কপিলা ন্যায়ানুসারে তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইয়া পথে বিচরণ করিতেছিল। তাহাকে অবলোকন করিয়া ক্ষুধার্ত্ত ভ্রাতৃগণের বাল্য ও মোহ বশতঃ ক্রূর বুদ্ধি উপস্থিত হয় এবং তাহারা উহাকে হনন করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কবি ও খসৃম ইহাদের দুই জনের গোহত্যারূপ ঐ দুষ্কার্য্য করিতে ইচ্ছা ছিল না। তাহারা অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে বারংবার নিষেধ করিল, কিন্তু কিছুতেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। আর পিতৃবর্ত্তী নিয়ত শ্রাদ্ধাহ্নিকতৎপর ও ধর্ম্মসমাহিতবুদ্ধি ছিল বলিয়া তৎকালে গোহত্যোন্মুখ অপর ভ্রাতৃগণকে কুপিত হইয়া সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, ভ্রাতৃগণ! যদি অবশ্যই ইহার প্রাণসংহার করিবে স্থির করিয়াছ, পিতৃলোকদিগের প্রীত্যুদ্দেশে সমাহিত হৃদয়ে ন্যায়ানুগতরূপে ইহার প্রাণ সংহার কর। এরূপ করিলে এই গাভিও ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। পিতৃপুরুষদিগকে যথাবিধি

অর্চ্চনা করিয়া এই কার্য্য সমাধান করিলে আমাদিগকেও অধর্ম্ম ও পাপে পতিত হইতে হইবে না। সকলে এইরূপ পরামর্শ করিয়া ঐ গাভিকে মন্ত্রপূত করিয়া অভিষেক করাইল এবং পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে উহার প্রাণ সংহার করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া উহার মাংস আহার করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করিল। এই প্রকারে গোমাংস ভক্ষণ করিবার পর ঐ বৃত্তান্ত গুরুর নিকট গোপন পূর্ব্বক নিবেদন করিল যে, শার্দ্দূলকর্ত্তৃক গাভি বিনষ্ট হইয়াছে, এই বৎস গ্রহণ করুন। গর্গ সরলস্বভাব ছিলেন বলিয়া তাহাদের দুষ্টতা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবিচারিত চিত্তে বৎস প্রতিগ্রহণ করিলেন। কিন্তু ঐ পাষণ্ড ভ্রাতৃগণ এই রূপে গোহত্যা ও গুরুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া মহাপাতক করিয়াছিল বলিয়া উহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইল এবং উহারা কালকবলে পতিত হইল। ক্রূরতা, গোহত্যা ও গুরুর প্রতি অন্যায্য ব্যবহাররূপ পাপ বশতঃ মৃত্যুর পর হিংস্র, উগ্রস্বভাব ও হিংসাবিহার সাত ভ্রাতা হইয়া তাহাদিগের পুনর্ব্বার জন্ম হইল। এই প্রকারে পিতৃলোকদিগের প্রীত্যুদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে গিয়া গোহত্যারূপ ঘোর অধর্ম্ম আচরণ করাতে লুব্ধকের পুত্রস্বরূপে তাহাদের পুনর্ব্বার জন্ম হয়। এই জন্মে তাহাদের স্মৃতির পুনর্ব্বার উদয় হয় ও অবিচলিত স্থিতি হয়। এই রূপে ব্যাধস্বরূপে দশার্ণপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহারা ধর্ম্মবিষয়ে বিচক্ষণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহারা নিয়তই স্বধর্ম্মনিরত থাকিয়া লোভ ও মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল প্রাণধারণোপযোগী হিংসাদি দ্বারা

জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বৃথা হিংসাদি এক বারেই পরিত্যাগ করিয়াছিল। ক্ষণকাল জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়াহরণে অতিবাহিত করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় সময় ধ্যানতৎপর হইয়া পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কার্য্যের নিমিত্ত পরিতাপ করিত। রাজন্! এ জন্মে তাহাদের নির্ব্বৈর, নির্বৃতি, ক্ষান্ত, নির্ম্মন্যু, কৃতি, বৈঘস ও মাতৃবর্ত্তী, এই কয়েকটী নাম হইয়াছিল। এ জন্মে তাহারা পরম ধার্ম্মিক হইয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানেই জীবনকাল অতিবাহিত করিত। হে তাত! এই প্রকারে ব্যাধজন্মে তাহারা হিংসাধর্ম্মতৎপর হইয়া বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা ও পরিতোষ সাধনে নিয়ত মনোযোগী ছিল। যত দিন তাহাদের বৃদ্ধ পিতা মাতা বর্ত্তমান ছিল, তত দিন তাহারা তাহাদের সেবা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবন ধারণ করিয়াছিল, পরে পিতা মাতার লোকান্তর হইলে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিল ও তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অনন্তর তাহাদের মৃগযোনিতে জন্ম হইল। পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃত দ্বারা মৃগজন্মেও তাহারা জাতিস্মর হইয়াছিল। মৃগজন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারা পরম রমণীয় কালঞ্জর পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিল। যদি কখন কোন প্রাণী তাহাদের হইতে সন্ত্রাসিত হইত, তাহারা সকলেই নিতান্ত সংবিগ্ন ও দুর্ম্মনা হইয়া উঠিত। মৃগজন্মে তাহাদের উন্মুখ, নিত্যবিত্রস্ত, স্তব্ধকর্ণ, বিলোচন, পণ্ডিত, অস্মর ও নাদী এই কয়েকটী নাম হইয়াছিল। জাতিস্মর ছিল বলিয়া তাহারা সর্ব্বদাই পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিত এবং তজ্জন্যই দান্ত, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া

বনে বিচরণ করিত। এই প্রকারে সর্ব্বদাই যোগধর্ম্ম অনুধ্যান করত শুভকর্ম্মপরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া বনে বনে বিহার পূর্ব্বক জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিল। অবশেষে তপঃপরায়ণ হইয়া মরুকে সাধন পূর্ব্বক আহার লাভ করিল এবং অনতিবিলম্বেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হে ভারতকুলপ্রদীপ! সেই মৃগেরা মরু সাধন করিবার সময়ে কালঞ্জর পর্ব্বতে যে রূপে পদবিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাদের সেই পদবিক্ষেপের চিহ্ন তথায় অদ্যাপি সেইরূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর নিষ্পাপ মৃগযোনি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা পূর্ব্বজন্মকৃত শুভ কার্য্য দ্বারা অশুভবর্জ্জিত হইল এবং অবশেষে শুভতর চক্রবাক যোনি প্রাপ্ত হইল। চক্রবাকযোনি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারা সাত জনেই পবিত্র শরদ্বীপনামক প্রদেশে জলচর অবস্থায় বাস করিতে লাগিল। তথায় বাস করিবার সময় তাহারা শুচি, মুনিব্রত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সহচরীধর্ম্মপরিত্যাগ পূর্ব্বক কালাতিপাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। চক্রবাকজন্মে তাহারা সুমনা, শুচিবাক্, শুদ্ধ, ছিদ্রদর্শন, সুনেত্র, স্বতন্ত্র ও শকুনা, এই সাত নামে প্রথিত হইয়াছিল। ইহাদের সপ্ত ভ্রাতার মধ্যে পঞ্চম সপ্ত জন্মেই পঞ্চম স্বরূপে জন্মগ্রহণ করে। কণ্ডরীক ষষ্ঠ হয় ও ব্রহ্মদত্ত প্রতিজন্মেই সপ্তম স্বরূপে অবতীর্ণ হয়েন। এই রূপে ক্রমশ সাত যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তজন্মকৃত তপোবলে তাহাদের স্বকর্ম্মদোষবিনষ্ট যোগসম্পত্তি পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হওয়াতে দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল। পূর্ব্ব জন্মে গুরুকুলে উপদেশ দ্বারা তাহাদের যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ

হইয়াছিল, সেই ব্রহ্মবুদ্ধি সকল জন্মেই অবিচলিত ছিল। অতএব এক্ষণে চক্রবাক জাতিতেও তাহারা ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মবাদী হইয়া নিয়ত যোগধর্ম্ম অনুধ্যান করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। অনন্তর কোন সময়ে তাহারা সপ্ত ভ্রাতা একত্রিত হইয়া বনে বিচরণ করিতেছে, এমত সময়ে মহাপ্রভাবান্বিতদেহ পৌরববংশীয় নীপেশ্বর মহারাজ শ্রীমান্ বিভ্রাজ অন্তঃপুরের পরিজনদিগকে সঙ্গে লইয়া পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই বনে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্বতন্ত্রনামক অন্যতম চক্রবাক রাজাকে অবলোকন করিয়া তাঁহার সুখময় অবস্থা স্বয়ং প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মনে মনে নিরতিশয় স্পৃহান্বিত হইল এবং সুশ্রী সেই রাজাকে স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, যদি আমার সুকৃত, তপস্যা বা ব্রতনিয়ম কিছু থাকে, তাহা হইলে যেন আমি তৎসমুদায়ের বলে ইহাঁর ন্যায় সুখের অবস্থা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হই। আমি নিষ্ফল তপস্যা ও নিয়ত উপবাসদ্বারা নিতান্ত খিন্ন হইয়াছি।

ইতি শ্রী মহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে পিতৃকল্পে
একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর স্বতন্ত্রের সহকারী অপর চক্রবাকদ্বয় তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, স্বতন্ত্র! তুমি রাজা হইলে আমরা দুই জনে তোমার সচিব হইব। তোমার প্রিয় ও হিত কার্য্য সাধনে আমাদের নিরন্তর যত্ন থাকিবে। স্বতন্ত্র তাহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইল এবং যোগাত্মিকা মতির প্রাদুর্ভাব হইল। এইরূপ নিয়ম সংস্থাপিত হইলে শুচিবাক্ নামক চক্রবাক শাপপ্রদান পূর্ব্বক স্বতন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, স্বতন্ত্র! তুমি যোগধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কামপ্রধানমতি হইয়া এরূপ বর প্রার্থনা করিতেছ, এরূপ কার্য্য তোমার পক্ষে কখনই বিধেয় নহে। অতএব আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ভ্রাতঃ! তুমি কাম্পিল্যনগরে রাজ স্বরূপে জন্ম গ্রহণ করিবে সন্দেহ নাই, আর তোমার অপর বন্ধুদ্বয় তোমার সচিব হইবে। এই প্রকারে সপ্ত চক্রবাকের মধ্যে অবিচলিতধর্ম্মবুদ্ধি চারি পক্ষী রাজ্যলাভেচ্ছু অপর তিনটীকে সম্বোধন পূর্ব্বক শাপপ্রদান করিয়া উহাদিগকে ব্যভিচারপ্রধর্ষিত করিল। অনন্তর ঐ তিনটী পক্ষী শাপগ্রস্ত হইয়া যোগবিভ্রষ্ট ও বিচেতা হইল এবং সহচারী অপর চারিটীর প্রসাদ যাচ্ঞা করিল। অনন্তর সুমনাঃ তাহাদিগকে বলিতে লাগিল,

ভ্রাতৃগণ! সকলের বাক্য ও উত্তম প্রসাদ হেতুক তোমাদিগের শাপের অন্ত হইবে সন্দেহ নাই। তোমরা নিষ্পাপ চক্রবাক জন্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া মনুষ্য জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক যোগ প্রাপ্ত হইবে। স্বতন্ত্র রাজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ও সর্ব্বভূতের কৃতজ্ঞ হইবেন, ইহাঁর প্রসাদেই আমরা পিতৃপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইনিই গুরুর দোগ্ধ্রী গাভিকে স্নান করাইয়া ধর্ম্মানুসারে পিতৃলোকদিগের প্রীত্যুদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। আমাদের জ্ঞানসংযোগ আমাদের সকলেরই যোগসাধনের উপায়স্বরূপ হইবে। বাক্যসন্দর্ভ হইতে এই একটী শ্লোক উদাহৃত হইল। পুরুষান্তরের প্রমুখাৎ ইহা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার তোমরা যোগ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে পিতৃকল্পে
দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর পদ্মগর্ভ, অরবিন্দাক্ষ, ক্ষীরগর্ভ, সলোচন, উরুবিন্দু, সুবিন্দু ও হৈমগর্ভ, নিয়তযোগধর্ম্মনিরত মানসচারী এই সপ্ত পক্ষী, বায়ু ও জলমাত্র ভক্ষণ দ্বারা আপনাদিগের শরীর শুষ্ক করিতে লাগিল। তার

মহারাজ বিভ্রাজমানও অন্তঃপুরপরিবৃত হইয়া ভগবান্ ইন্দ্র যে রূপে নন্দনবনে ভ্রমণ করিয়া থাকেন সেই রূপে সেই মনোহর কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ বনে ভ্রমণ করিতে করিতে যোগধর্ম্মাত্মক সেই বিহঙ্গদিগকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর নির্ব্বেদযুক্ত হৃদয়ে সেই ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিতে করিতে রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন। মহারাজের পরমধার্ম্মিক অণুহ নামে এক পুত্র হয়েন। এই পুত্র অণুধর্ম্মনিরত হইয়া অণু অর্থাৎ সূক্ষ্মতম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুক এই অণুহকেই সত্বশীলগুণোপেতা, যোগধর্ম্মনিরতা, পূজিতলক্ষণা কৃত্বীনাম্নী স্বীয় কন্যাকে পত্নী স্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। হে ভীষ্ম! আমি পূর্ব্বেই ভগবান্ সনৎকুমারের প্রমুখাৎ পরমশোভনা ও মনীষিণী এই পিতৃকন্যার বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম। ইনি সত্যধর্ম্মপরায়ণ লোকদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের পক্ষে দুর্ব্বিজ্ঞেয়। আর পিতৃকন্যে যোগা, যোগপত্নী ও যোগমাতা এই তিন কন্যার বিষয় পূর্ব্বেই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। কালক্রমে মহারাজ বিভ্রাজ যুবরাজ অণুহকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং প্রীত মনে পৌরজনদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন এবং তপঃসাধন করিবার অভিপ্রায়ে সংসার পরিত্যাগ করিয়া যে সরোবরের তীরে সেই পক্ষিগণ বাস করিত তথায় প্রস্থান করিলেন। মহারাজ সেই সরোবরের তীরে সমুপস্থিত হইয়া তথায় সকল কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাহার ও বায়ুমাত্রভক্ষণতৎপর হইয়া ঘোর তপস্যা করিতে

লাগিলেন। তিনি মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন, যে যেন আমি ঐ পক্ষীদিগের অন্যতমের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া যোগধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হই। মহারাজ এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন ও মহাতপোবলসমন্বিত হইয়া কালক্রমে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রভা ধারণ করিলেন। তাঁহার তপোবন ও সেই সরোবর মহারাজের নামানুসারে বৈভ্রাজ নামে বিখ্যাত হইল।

কালক্রমে সেই বনবাসী যোগধর্ম্মপরায়ণ চারিটী ও যোগভ্রষ্ট তিনটী এই সপ্ত চক্রবাক, ইহারা দেহত্যাগ করিল। দেহত্যাগানন্তর তাহারা সাতটীই কাম্পিল্যনগরে পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিলেন। এই জন্মেও সাত জন মহাত্মাই বিগতপাপ, জ্ঞানধ্যানতপঃপূত ও বেদবেদাঙ্গপারগ হইলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে চারি জন জাতিস্মর হইলেন ও অপর তিন জন পূর্ব্বজন্মের পাপবশতঃ যোগবিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া পরিমোহিত হইলেন। ব্রহ্মদত্ত তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত সঙ্কল্পানুসারে মহারাজ অণুহের পুত্রস্বরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। আর ছিদ্রদর্শী ও সুনেত্র বাভ্রব্য ও বৎসের পুত্রস্বরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া উভয়েই শ্রোত্রিয়দায়াদ হইলেন এবং বেদবেদাঙ্গে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। ইহাঁরা পূর্ব্বজন্মের সহবাস ও সঙ্কল্প বলে এই জন্মে ব্রহ্মদত্তের সখা ও সচিবস্বরূপ হইলেন। পূর্ব্বজন্মের পঞ্চম পাঞ্চাল হইলেন এবং অপরটী কণ্ডরীক নামে বিখ্যাত হইলেন। পাঞ্চাল বহ্বৃগ্‌বেত্তা সর্ব্ববেদবিৎ ছিলেন বলিয়া রাজার আচার্য্যত্ব করিয়াছিলেন। কণ্ডরীক দুই বেদের অধিকারী ছিলেন বলিয়া ছন্দোগ ও

ও অধ্বর্য্যু হইয়াছিলেন। আর অণুহাত্মজ ব্রহ্মদত্ত সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ও নিখিলভূতের রুতজ্ঞ রাজা হইয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার পাঞ্চাল ও কণ্ডরীকের সহিত সখ্য হয়। ইহাঁরা কয়জনেই কামের বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাম্যধর্ম্মনিরত হইয়াছিলেন, কেবল পূর্ব্বজন্মের সুকৃত বশতঃ ধর্ম্মার্থকোবিদ হইয়াছিলেন। অনন্তর রাজাধিরাজ অণুহ কালবশতঃ স্বীয় আত্মজ ব্রহ্মদত্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় তনু ত্যাগ পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিলেন। অসিতদেবলের সন্নতিনাম্নী দুর্দ্ধর্ষা দুহিতা মহারাজ ব্রহ্মদত্তের সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। সন্নতি দেবী সর্ব্বদাই বিকারবর্জ্জিতা, একভাবসম্পন্না, যোগধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। বিনয়ের আধার ছিলেন বলিয়া তিনি অন্বর্থনাম্নী হইয়াছিলেন। পাঞ্চিক সপ্ত জন্মেই পঞ্চম হইয়াছিলেন। কণ্ডরীক ষষ্ঠ ও ব্রহ্মদত্ত সপ্তম ছিলেন। এই তিনটী ব্যতীত অন্য চারি বিহঙ্গম যাহারা সকলেই পূর্ব্ব জন্মে সহচর ছিল, এক্ষণে কাম্পিল্যনগরে এক দরিদ্র শ্রোত্রিয়বংশে সহোদর স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং ধৃতিমান্, সুমনা, বিদ্বান্ ও তত্ত্বদর্শী এই কতিপয় নামে প্রথিত হইলেন। ইহাঁরা চারি জনেই বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও ছিদ্রদর্শী ছিলেন। ইহাঁদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞান এ জন্মেও অবিচলিত ছিল। ইহাঁরা যোগধর্ম্মনিরত ছিলেন বলিয়া কালক্রমে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতাকে আমন্ত্রণ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন, প্রস্থানকালে পিতা ইহাঁদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, পুত্রগণ! আমাকে এরূপ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিলে তোমাদের অধর্ম্ম হইবে।

আমি দরিদ্র। পিতা দরিদ্র হইলে তাঁহার দারিদ্র্য নিরাকরণ করা পুত্রদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন পিতার প্রতি শুশ্রূষা প্রভৃতি পুত্রদিগের অন্যান্য বহুবিধ কর্ত্তব্য কার্য্য আছে। সেই সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন না করিয়াই বা কি প্রকারে আমাকে পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করিতেছ। তাঁহারা উত্তর করিলেন, পিতঃ! যে উপায় করিলে সুখে আপনার জীবিকানির্ব্বাহ হইবে আমারা তাহার যথোচিত বিধান করিয়া যাইতেছি। আপনি এই মহদর্থপরিপূর্ণ শ্লোকটী মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রীদিগকে শ্রবণ করাইবেন, তাহা হইলে ব্রহ্মদত্ত প্রীত হইয়া আপনাকে অনেক গ্রাম ও অপর্য্যাপ্ত ভোগ্য পদার্থ প্রদান করিবেন, অধিক কি আপনার যাহাই অভিলাষ হউক না কেন, সকলই মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে পারিবে। এক্ষণে আপনকার অভীষ্ট প্রদেশে গমন করুন। এই বলিয়া তাঁহারা চারি জনে পিতার যথোচিত পূজা করিলেন এবং কালবশে যোগধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট নির্বৃতি লাভ করিলেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বৈভ্রাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র স্বরূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি যোগাত্মা ও তপঃসমৃদ্ধ

ছিলেন। তাঁহার বিম্বক্‌সেন এই নাম ছিল। কোন সময়ে মহারাজ ব্রহ্মদত্ত স্বকীয় ভার্য্যার সহিত বনবিহারে নির্গত হয়েন। ভগবান্ শচীপতি শচীদেবীর সহিত যেরূপ নন্দন কাননে কেলি করিয়া থাকেন, মহারাজও সেইরূপ প্রহৃষ্ট মনে দেবীর সহিত বনে বিহার করিতেছেন। এমন সময়ে নিকটে পিপীলিকের রুত তাঁহার কর্ণগোচর হইল। মহারাজ সমুদায় জীবের শব্দ বুঝিতে পারিতেন সুতরাং রুতশ্রবণমাত্র বুঝিলেন, যে পিপীলিকা পুরুষ, স্ত্রীর নিকট কামপ্রার্থনা করিতেছে ও অতিশয় শব্দও করিতেছে। পিপীলিকা পুরুষের প্রার্থনায় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইতেছে। মহারাজ এই ব্যাপার শ্রবণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ও অতিসূক্ষ্মপরিমাণবতী পিপীলিকার ক্রোধব্যবসায় দেখিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, উচ্চৈঃ স্বরে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকটে ছিলেন। পতি অকারণে হাস্য করিলেন কেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পাছে তাঁহার কোন্ স্খলিত দর্শনে মহারাজ হাস্য করিয়া থাকেন এই আশঙ্কা রাজ্ঞীর মনে বলবতী হইল। তিনি অতিশয় লজ্জিতা ও দীনভাবাপন্না হইলেন। বহুদিবস পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করাতে ক্রমে শীর্ণ ও মলিন হইতে লাগিলেন।

মহারাজ অকস্মাৎ প্রিয়তমা মহিষীর এরূপ ভাবান্তর হইল কেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরে কোন সময়ে ভর্ত্তা কর্ত্তৃক প্রসাদ্যমানা হইয়া আপন মনোদুঃখের গূঢ় কারণ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, মহারাজ! তুমি আমাকে উপহাস করিয়াছ। অতএব

তোমা কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়া আমার আর প্রাণ ধারণ করিবার ইচ্ছা নাই। মহারাজ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি হাস্যের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী এরূপ বিমনায়মানা হইয়াছিলেন যে মহারাজের কথায় তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি উহা অশ্রদ্ধেয় ও অলীক মনে করিলেন। এবং ক্রোধভরে মহারাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন, মানুষে পিপীলিকাদি ইতর জন্তুর বাক্য বুঝিতে পারে এ অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। মানুষের এরূপ ক্ষমতাই নাই। দেবতাপ্রসাদ, পূর্ব্বজন্মকৃত তপোবল বা প্রগাঢ় বিদ্যা এই কয়কটী কারণ ভিন্ন মানুষের এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা কখনই সম্ভবে না। তা যদি তোমার সত্যই এরূপ ক্ষমতা থাকে, যদি তুমি সত্যই সকল প্রাণীর শব্দ বুঝিতে পার তবে এরূপ কোন উপায় শীঘ্রই বিধান কর, যে আমি উহা জানিতে পারি ও বিশ্বাস করিতে পারি। নতুবা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। মহারাজ মহিষীর এইরূপ পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিপদে পড়িলেন। কি উপায়ে এই বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবেন বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবশ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান্ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। এবং নিরাহার হইয়া সমাহিত চিত্তে নিয়ত ধ্যান করত ছয় রাত্রির মধ্যেই প্রভু দেবাদিদেব নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। ভগবান্ রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে বলিলেন, ব্রহ্মদত্ত! অদ্য প্রভাতে তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, তুমি কল্যাণলাভ

করিবে। এই বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে চারি জন, শ্রোত্রিয়ভবনে সহোদর স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সংসারত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবার সময় দরিদ্র পিতাকে একটী শ্লোক বলিয়া দিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে সেই শ্লোকটী অধ্যয়ন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই মহারাজ ব্রহ্মদত্ত ও তাঁহার মন্ত্রিদ্বয়কে সেই শ্লোকটী শুনাইবার উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর যখন মহারাজ ভগবান্ নারায়ণের প্রসাদে অভীষ্ট বর লাভ করিয়া, স্নান করিয়া কাঞ্চনময় রথারোহণে নগরে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণ সেই সময়ে স্বীয় অভীষ্টসাধনের প্রকৃত উপায় প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ রথারোহণে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ কণ্ডরীক সেই রথের প্রগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন ও বাভ্রব্য চামরক্ষেপ দ্বারা মহারাজকে ব্যজন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ এই উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া রথের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রাজা ও তাঁহার অমাত্যদ্বয়কে এই শ্লোক শ্রবণ করাইলেন। যাঁহারা দশার্ণ প্রদেশে সপ্ত ব্যাধ স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা কালঞ্জর পর্ব্বতে মৃগ রূপে বিচরণ করিতেন, যাঁহারা শরদ্বীপে চক্রবাক রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহারা মানসসরোবরে হংসরূপে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা প্রথমে কুরুক্ষেত্রে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে

চারিজনে এক্ষণে গন্তব্য পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তোমরা তাঁহাদিগের অনেক পশ্চাৎ পড়িয়াছ। ব্রাহ্মণের মুখে এই শ্লোক শ্রবণ করিবামাত্র মহারাজ ব্রহ্মদত্ত মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার পাঞ্চাল্য ও কণ্ডরীক নামক অমাত্যদ্বয়ও উভয়েই মূর্চ্ছান্বিত হইলেন। একের হস্ত হইতে রথের রশ্মি ও প্রগ্রহ স্খলিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। অপরের হস্ত হইতে চামরব্যজন পড়িয়া গেল। এই আকস্মিক ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমস্ত পুরবাসী ও সুহৃদ্বর্গ নিতান্ত অসুস্থান্তঃকরণ হইলেন। রাজা মুহূর্ত্ত কাল মূর্চ্ছিত অবস্থায় মন্ত্রীদিগের সহিত রথে পতিত রহিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার সংজ্ঞা হইলে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমুদয় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাদের তিন জনেরই সেই সরোবরের বৃত্তান্ত স্মরণ হইল। স্মৃতি-মাত্র তাঁহারা পূর্ব্বজন্মকৃত যোগসম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া সকলেই সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বিপুল অর্থরাশি ও অশেষবিধ অপরাপর ভোগসামগ্রী প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। অনন্তর মহারাজ ব্রহ্মদত্ত অরিনিসূদন কুমার বিষ্বক্সেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, সস্ত্রীক বনে গমন করিলেন। এই রূপে মহারাজ যোগধর্ম্ম লাভ পূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিলে কোন সময়ে দেবলদুহিতা প্রভূতধৈর্য্যশালিনী মহিষী সন্নতি দেবী প্রীতিপ্রফুল্লান্তঃকরণে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! তুমি যে সকল জন্তুর শব্দ ও তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পার, আর সেই সময়ে যে পিপীলিকার স্বর বুঝিয়া-

ছিলে তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম; তবে আমি যে তৎকালে তোমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহার কারণ ছিল, তাহা আমি ইচ্ছা পূর্ব্বকই করিয়াছিলাম। তুমি কামাসক্ত হইয়া পরম ধন হারাইতেছিলে ইহা আমি কি রূপে সহ্য করিতে পারি? আমি তোমাকে যথার্থ পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই সেই রূপে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার আশয়েই আমি ওরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম, তোমার যোগধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়াছিল উহা তোমাকে পুনর্ব্বার স্মরণ করাইবার নিমিত্তই আমার সেইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল এবং তাহাতেই তোমার পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মৃতিপথে পতিত হইয়াছে। রাজা পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত ও পুলকিত হইলেন। এবং কালক্রমে বনবাস দ্বারাই যোগধর্ম্ম লাভ করিয়া সুদুর্লভ মুক্তিপথ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা কণ্ডরীকও উৎকৃষ্টতম সাংখ্যযোগ প্রাপ্ত হইয়া, যোগগতি লাভ করিলেন এবং বিশুদ্ধকার্য্যবশতঃ পাপ হইতে পুনর্ব্বার ক্ষালিত হইলেন। আর পাঞ্চালও ক্রম প্রণয়ন পূর্ব্বক কেবল শিক্ষা উৎপাদন করিয়া যোগাচারগতি প্রাপ্ত হইলেন এবং সাতিশয় যশঃশালী হইয়া উঠিলেন। এই রূপে সপ্ত ভ্রাতাদিগের উপাখ্যান শেষ করিয়া মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে গঙ্গানন্দন! এই সমস্ত অদ্ভুত পুরাবৃত্ত আমার সমক্ষেই ঘটিয়াছিল। তুমি বিশেষ যত্ন সহকারে এই পুরাবৃত্ত হৃদয়ে ধারণ কর, তাহা হইলেই অক্ষয় শ্রেয় প্রাপ্ত হইতে পারিবে। আর

অন্যান্য যাঁহারা সেই মহাত্মাদিগের উত্তম কবিতাবলী হৃদয়ে ধারণ করিবেন, তাঁহাদিগেরও কখনই তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। হে ভারত! মহার্থসঙ্গত মহৎ-দিগের গতি স্বরূপ এই পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিলে হৃদয়ে যোগধর্ম্মের উদয় ও অবিচলিত স্থিতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই পবিত্র বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন, শান্তিলাভ হইলে তদ্বলে সিদ্ধদুর্লভ যোগগতিও প্রাপ্ত হইতে পারেন ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। বৈশম্পায়ন কহিলেন, পূর্ব্বকালে ধীমান্ মার্কণ্ডেয় শ্রাদ্ধের ফল বর্ণনো-দ্দেশে এবং সোমদেবকে আপ্যায়িত করিবার অভিপ্রায়ে এই পবিত্র ইতিহাস গান করিয়াছিলেন। ভগবান্ সোমদেবই শ্রাদ্ধের প্রধান আরাধ্য দেবতা। সোমলোক ও পিতৃপুরুষ-দিগকে আপ্যায়িত করাই জীবনের প্রধান কার্য্য। আমি বৃষ্ণিবংশ বর্ণনপ্রসঙ্গে সোমদেবের বিষয় ও বংশের বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে চতুর্ব্বিংশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

———

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

২৫.

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যৎকালে ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টির উদ্দেশে সৃজন কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, প্রথমেই তাঁহার মানস হইতে মহর্ষি ভগবান্ অত্রির উৎপত্তি হয়। ইনিই সোমদেবের পিতা। ভগবান্ অত্রি সর্ব্বভূতের পূজনীয় ও স্রষ্টা। তিনি স্বকীয় তনয়সমূহে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই কায়মনোবাক্যে শুভ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে একান্ত তৎপর ছিলেন। মহর্ষি অহিংসা-পরায়ণ ও সর্ব্বভূতের হিতসাধনে সর্ব্বদা মনোযোগী ছিলেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা ও শংসিতব্রত ছিলেন। মহাত্মা অত্রি তপোবলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া কাষ্ঠকুড্য ও শিলার ন্যায় হইয়াছিলেন। তিনি নিয়তই ঊর্দ্ধবাহু ছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড দ্যুতি সমুদয় ভুবনকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছিল। শ্রুতি আছে, মহর্ষি অত্রি পূর্ব্ব কালে তিন দিব্যপরিমাণে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অনুত্তর নামক অতিকঠোর তপস্যা সাধন করিয়াছিলেন। হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যৎকালে মহাবল ভগবান্ অত্রি ঊর্দ্ধরেতা হইয়া নির্নিমেষ নয়নে তপস্যা করিতেছিলেন, উহাঁর উজ্জ্বল দেহ সোমরূপে পরিণত হয়। এই রূপে পবিত্রাত্মা মহর্ষির সোমময় জ্যোতিঃ ঊর্দ্ধ লোকে উত্থিত হইয়া তত্রত্য সমুদয় লোক ব্যাপ্ত করে ও তাঁহার নেত্র দ্বয় হইতে উজ্জ্বল বারি বিনিঃসৃত হইয়া দশদিক্ আলোকময়

করে। ঐ সময়ে দশ দিগ্দেবী প্রহৃষ্টান্তঃকরণে অত্রিনয়ন বিনির্গত সেই জ্যোতিঃ গর্ভস্বরূপে ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে কেহই উহা গর্ব্ভে ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর সেই অখিলজগৎপাবন দিব্য গর্ভ সহসা সেই দশ দিগ্দেবীর সহিত শীতাংশু স্বরূপে পৃথিবীতে পতিত হইল। পতিত হইবার সময় উহার দিব্য প্রভায় নিখিল ভুবন জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। দেবীরা প্রবলতা বশতঃ সেই জ্যোতিঃ কেহই গর্ভে ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা দশজনে গর্ভসমেত স্বর্গলোক হইতে বসুন্ধরাতে পতিত হইলেন। অনন্তর লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সোমদেবকে এই প্রকারে ভূমিতে পতিত হইতে দর্শন করিলেন ও ত্রিভুবনের হিতকামনায় উহাঁকে রথে আরোহণ করাইয়া স্বর্গে স্থান প্রদান করিলেন। হে তাত! সেই ভগবান্ সোমদেব বেদময়, ধর্ম্মাত্মা ও সত্যসঙ্গর। শ্রুত আছে সোমদেবের রথ বহন করিবার নিমিত্ত সহস্রসংখ্যক শ্বেতবর্ণ অশ্ব নিযুক্ত আছে। মহর্ষি অত্রির আত্মজ পরমাত্মা সেই সোমদেব ভূমিতে নিপতিত হইলে, ভগবান্ ব্রহ্মার সপ্তসংখ্যক মানসসম্ভূত পুত্র মহর্ষিরা তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। আর তাঁহাদিগের সহিত ভগবান্ অঙ্গিরা ও ভৃগু ইহাঁদের দুই জনের আত্মজেরাও ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস ইত্যাদি যাবতীয় বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবান্ সোমদেবকে স্তব করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ সোমদেবের ভাস্বর তেজঃ এই প্রকারে মহর্ষিগণ কর্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া ত্রিভুবন আপ্যায়িত ও পবিত্র

করিল। সুপ্রসিদ্ধকীর্ত্তি ভগবান্ সোমদেব পিতামহপ্রদত্ত সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ পূর্ব্বক একবিংশতিবার সাগরাম্বরা পৃথিবী সম্যক্‌রূপে প্রদক্ষিণ করিলেন। সোমদেবের যে তেজ তাঁহার দেহ হইতে চ্যুত হইয়া ধরণীতে পতিত হইয়াছিল তাহা হইতেই ওষধি ও ঋষিসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কারণে ওষধি সকল সোমদেবের কিরণ দ্বারাই জ্যোতির্ম্ময় হইয়া রহিয়াছে। ওষধিরাই তিন লোক ও চতুর্ব্বিধ প্রজা-সমূহকে ধারণ করিয়া থাকে। হে পৃথিবীপতে! ভগবান্ সোমদেব জগতের পোষ্টা ও রক্ষাকর্ত্তা। ভগবান্ সোমদেব সেই সংস্তব ও সেই সেই মহৎ কার্য্যদ্বারা প্রভূত তেজ লাভ করিয়া সহস্রপদ্মসংখ্যক সংবৎসর তপস্যা করিলেন। যে সকল হিরণ্যবর্ণ দেবীগণ স্বয়ং জগৎ ধারণ করিয়া থাকেন, ভগবান্ ব্রহ্মা স্বকর্ম্ম দ্বারা সেই দেবীদিগের অধীশ্বর স্বরূপে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। অনন্তর বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা সোমদেবকে বীজ, ওষধি, ব্রাহ্মণগণ ও জল এই সমস্তের অধিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে মহারাজ ভগবান্ সোম-দেব এই প্রকারে রাজশ্রেষ্ঠস্বরূপে পিতামহকর্তৃক অভি-ষিক্ত হইয়া স্বকীয় উজ্জ্বলতর প্রভাপটল দ্বারা ত্রিভুবন বিদ্যোতিত করিলেন।

ভগবান্ সোমদেবকে সপ্তবিংশতিসংখ্যক দক্ষতনয়ারা পত্নী স্বরূপে সেবা করিতেন। প্রাচেতস ভগবান্ দক্ষ নক্ষত্রা-কারধারিণী ঐ সপ্তবিংশতিসংখ্যক স্বকীয় কন্যাদিগকে সোমদেবকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ সোমদেব এই প্রকারে সেই অতিমহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ

সমাধান করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে সহস্র শত দক্ষিণা প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ মহাযজ্ঞে ভগবান্ অত্রি স্বয়ং হোতার কার্য্য গ্রহণ করেন। ভৃগু অধ্বর্য্যু হইয়া যজুর্ব্বেদ পাঠ করিয়াছিলেন। হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং উদ্গাতা হইয়া সামবেদ পাঠ করিয়াছিলেন। আর ভগবান্ প্রভু নারায়ণ হরি, সনৎকুমার প্রভৃতি আদ্য ব্রহ্মর্ষিদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়েন ও সদস্যের কার্য্য সম্পাদন করেন। শ্রুত আছে, ভগবান্ সোম যজ্ঞসমাপনান্তে, সেই ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ ও সদস্যদিগকে দক্ষিণা স্বরূপে তিনভুবন প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান্ সোমদেবকে সিনী, কুহূ, দ্যুতি, পুষ্টি, প্রভা, বসু, কীর্ত্তি, ধৃতি, ও লক্ষ্মী এই নবসংখ্যক দেবীগণ ভার্য্যাস্বরূপ হইয়া নিরন্তর সেবা করিতেন। ভগবান্ সোম দেব এই প্রকারে যজ্ঞ সমাধা করিয়া অবভৃথ প্রাপ্ত হইলেন ও নিখিল দেব ও ঋষিদিগের কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। তিনি অধিরাজেন্দ্র হইয়া স্বকীয় দীপ্তিদ্বারা দশদিক্ প্রভাময় করিয়া সুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ প্রকারে দেবর্ষি-সংস্তুত সেই দুষ্প্রাপ্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া কালক্রমে তাঁহার মতিবিভ্রম উপস্থিত হইল। তিনি পূর্ব্বে বিনীত, ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিলেন। কোন সময়ে তিনি কামপরবশ হইয়া ভগবান্ বৃহস্পতির তারানাম্নী সুমহাযশঃ-শালিনী ভার্য্যাকে বেগে অন্যায় পূর্ব্বক হরণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই অতি ঘোর দুষ্কৃত দ্বারা তিনি যাবতীয় আঙ্গিরসদিগকে যৎপরোনাস্তি অবমাননা করেন। চন্দ্রের এইরূপ পাপানুষ্ঠান দর্শনে দেবগণ ঋষিদিগের সহিত এক

ত্রিত হইয়া ভগবান্ বৃহস্পতির হস্তে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী তারাকে প্রত্যর্পণ করিবার নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু চন্দ্র দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ তারাদেবীকে প্রত্যর্পণ করা দূরে থাকুক তাঁহাদিগের অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না। এই অপমানে দেবাচার্য্য ভগবান্ বৃহস্পতি যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন। ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির সম্পূর্ণ ঐকমত্য হইল। শুক্রও বৃহস্পতির পার্ষ্ণিগ্রাহ অর্থাৎ অনুগামী হইলেন। মহাতেজাঃ মহর্ষি শুক্রাচার্য্য পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতার শিষ্য ছিলেন এই কারণেই এক্ষণে তিনি বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইরূপ স্নেহবশতঃ ভগবান্ রুদ্রদেবও অজগব ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক অপমানিত বৃহস্পতির সাহায্যার্থ তাঁহার পার্ষ্ণিগ্রাহ হইলেন। মহাত্মা রুদ্র দৈত্যদিগকে প্রহার করিবার উদ্দেশে ব্রাহ্মশিরঃ নামে এক পরমাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, এই প্রবল অস্ত্রের আঘাতে দৈত্যদিগের যশঃ সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল। এই উপলক্ষে সেই স্থানে দেব ও দানবদিগের মধ্যে তারকাময় নামে প্রসিদ্ধ এক ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই প্রভূতসংখ্যক লোকের ক্ষয় হয়। ঘোর যুদ্ধে তুষিত নামক যে সকল দেবতারা অবশিষ্ট রহিলেন, তাঁহারা সকলেই আদিদেব সনাতন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, দেবতাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পুত্র ও রুদ্ররূপী শঙ্করকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং বৃহস্পতির হস্তে তাঁহার পত্নী তারাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বৃহস্পতি

তারাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, তারে! তুমি আমার বিবাহিত পত্নী, তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার ও প্রভুতা, অতএব আমি তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছি, যে তুমি কোন প্রকারেই অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত গর্ভ স্বকীয় যোনিতে ধারণ করিতে পারিবে না। অনন্তর তারা দেবী স্বামী বৃহস্পতির নিদেশানুসারে জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় সেই গর্ভ ইষীকা অর্থাৎ শর (নল) নামক তৃণবিশেষের স্তম্বের উপর নিক্ষেপ করিলেন। এই প্রকারে দস্যুহন্তম সেই কুমার অযোনিতে উৎসৃষ্ট হইলেন। গর্ভ তথায় পরিত্যক্ত হইবামাত্র তাহা হইতে এক দেবকুমারের জন্ম হইল। অনন্তর প্রধান দেবগণ কুমারের আকার প্রকার দর্শনে দেবপুত্র বোধে সংশয়াপন্ন চিত্তে তারাকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তারে! তুমি সত্য করিয়া বল, এই পুত্র সোমদেব অথবা বৃহস্পতি কাহার ঔরসসম্ভূত? তারা দেবগণ কর্ত্তৃক এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাঁহাদিগের বাক্যে ভাল মন্দ কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। ইহাতে দস্যুহন্তম ক্রোধভরে তারাকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা শাপপ্রদানোদ্যত কুমারকে নিবারণ পূর্ব্বক সংশয়নিরাকরণার্থ স্বয়ং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, তারে! তুমি যথার্থ বল, এই পুত্র কাহার ঔরসজাত? তারা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! এই মহাত্মা দস্যুহন্তম কুমার সোমদেবেরই ঔরসসম্ভূত, বৃহস্পতির নহে। অনন্তর সোমদেব তাহার বাক্যে সেই কুমারকে স্বীয় ঔরসপুত্র বলিয়া বুঝিতে পারি-

লেন ও স্নেহের সহিত তাঁহার মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া তাঁহার বুধ এই নাম রাখিলেন। ভগবান্ সোমের পুত্র বুধই বুধগ্রহ স্বরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। বুধ আকাশমার্গে চন্দ্রের বিপরীত দিকে উদিত হইয়া থাকেন। অনন্তর বুধের ঔরসে ও রাজপুত্রিকা ইলার গর্ভে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই ইলাতনয় মহারাজ পুরূরবা নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হয়েন। মহারাজ পুরূরবার ঔরসে ও উর্ব্বশীর গর্ভে সাত পুত্রের জন্ম হয়।

কালক্রমে পূর্ব্বাচরিতপাপহেতুক সোমদেবের রাজযক্ষ্মা-নামক সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হইল। তিনি পীড়ার প্রভাবে নিতান্ত অভিভূত ও প্রক্ষীণমণ্ডল হইলেন। অনন্তর পীড়া-শান্তি ও আরোগ্যলাভের উদ্দেশে পিতা অত্রির শরণাপন্ন হইলেন। মহাতপঃপ্রভাব ভগবান্ অত্রি অপত্যস্নেহ-বশতঃ সোমের সেই পাপের শান্তি করিলেন। অনন্তর সোম-দেব এইপ্রকার নিস্পাপ হইয়া রাজযক্ষ্মার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন এবং পুনর্ব্বার পূর্ব্বতন স্বভাবসিদ্ধ শ্রী প্রাপ্ত হইয়া উজ্জ্বলদেহ হইয়া উঠিলেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি সোমদেবের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকর জন্মবৃত্তান্ত সবিশেষ শ্রবণ করিলেন, অতঃপর ইহাঁর বংশের বিষয় সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! যে ব্যক্তি সোমদেবের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তিনি শ্রবণমাত্র পাপ-রাশি হইতে বিমুক্ত হয়েন। তাঁহার অপরিমিত পুণ্যলাভ হয় ও তিনি ধন্যতা, আরোগ্য ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন। তাঁহার সকল মনস্কামনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশে সোমোৎপত্তি-কথননামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বুধের পুত্র পুরূরবা সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, তেজস্বী ও বদান্য মহীপতি ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক যজ্ঞ করিয়াছিলেন; যজ্ঞসমাপনান্তে মহারাজ ব্রাহ্মণদিগকে বিপুল দক্ষিণা প্রদান করিতেন। তিনি নিয়ত বেদাধ্যয়নে তৎপর ছিলেন। তাঁহার এরূপ প্রভূত পরাক্রম ছিল, যে শত্রুরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে কখনই পরাজিত করিতে সমর্থ হইত না। তিনি অগ্নিহোত্রী ছিলেন। তিনি অশেষবিধ যজ্ঞ সমাধান পূর্ব্বক বিপুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ সর্ব্বদাই সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি নিয়ত ধর্ম্মে ও পুণ্যের পথে বিচরণ করিতে কখনই স্খলিত হইত না। তিনি কান্তমূর্ত্তি, জিতেন্দ্রিয় ও সংবৃতমৈথুন ছিলেন। তাঁহার এতাদৃশ সম্পত্তি লাভ হইয়াছিল যে, তৎকালে ত্রিভুবনে তাঁহার তুল্য প্রভূতযশঃশালী মহীপতি আর দ্বিতীয় ছিলেন না। যশস্বিনী উর্ব্বশীনাম্নী অপ্সরা ব্রহ্মবাদী ক্ষমাশীল ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী সেই মহারাজ পুরূরবাকে মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতিত্বে বরণ করেন। মহারাজ উর্ব্বশীর সহবাসে একোনষষ্টি বৎসর অতিবাহিত করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রিয়তমা উর্ব্বশীর সহিত কখন রমণীয় চৈত্ররথ কাননে, কখন মন্দাকিনীতটে, কখন বিশালপরিমাণবিশিষ্ট অলকানগরীতে, কখন বা উদ্যানশ্রেষ্ঠ নন্দনকাননে পরি-

ভ্রমণ পূর্ব্বক সুখে কালযাপন করিতেন। অনন্তর মহারাজ কোন সময়ে উত্তর কুরুপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। এই প্রদেশ মহারাজের অভীষ্টার্থপ্রদ বৃক্ষ স্বরূপ ছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে গন্ধমাদন পর্ব্বতের প্রত্যন্ত পর্ব্বত সকলের মনোহর উপরিভাগে ও মেরু-শৃঙ্গে এবং সুরগণের বিচরণের উদ্যানস্বরূপ সেই সেই উৎকৃষ্ট কানন সকলের অভ্যন্তরে প্রিয়তমার সহিত পরি-ভ্রমণ করত পরম সুখ সম্ভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মহীপতি মহর্ষিদিগের অদ্বিতীয় বাসস্থল পুণ্য-তম প্রয়াগনামক প্রদেশে আপন রাজ্য সংস্থাপন করেন। উর্ব্বশীর গর্ভে মহারাজের সুপ্রসিদ্ধ দেবপুত্র সদৃশ সাতটী পুত্র হয়। এই সাত মহাত্মাই স্বর্গরাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। মহারাজের পুত্রদিগের আয়ুঃ, অমাবসু, বিশ্বায়ুঃ শ্রুতায়ুঃ, দৃঢ়ায়ুঃ, বলায়ুঃ ও শতায়ুঃ, যথাক্রমে এই কয়েকটী নাম ছিল, ইহাঁরা সপ্ত ভ্রাতাই প্রখরধীশক্তিসম্পন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। জনমেজয় কহিলেন, হে বহুশ্রুত! আপ-নার অবিদিত কিছুই নাই। কি কারণে উর্ব্বশী দেবী স্বয়ং গন্ধর্ব্ব হইয়াও দেবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানুষযোনিজ মহারাজ পুরূরবাকে ভজনা করিয়াছিলেন বুঝিতে পারিতেছি না। বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! শ্রবণ করুন। উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপগ্রস্তা হইয়া মনুষ্যকে ভজনা করিয়াছিলেন। বরারোহা উর্ব্বশী সময় অর্থাৎ সময়ের অবধি নির্দ্ধারণ করিয়া ইলা-নন্দন মহারাজকে প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজের নিকট উর্ব্বশীর বাস করিবার এই নিয়ম হইয়াছিল যে, যাবৎকাল পর্য্যন্ত

উর্ব্বশী নগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গ দর্শন না করিবেন, যত দিন মহারাজ সকামা স্ত্রীর সহিত মৈথুন করিবেন,কখনই অকামা স্ত্রীতে রত হইবেন না, যাবৎকাল তাঁহার শয্যার নিকট দুইটী মেষ আবদ্ধ থাকিবে, যতদিন তিনি একসন্ধ্যা ঘৃতমাত্র আহার করিবেন, তাবৎকাল উর্ব্বশী মহারাজের সহবাসে অতিবাহন করিবেন। এই সকল নিয়মের অন্যথা হইলেই তাঁহার শাপমোক্ষ হইবে। আর যতদিন মহারাজ এই নিয়ম দৃঢ় রূপে প্রতিপালন করিবেন, ততদিন নিঃসন্দেহ তাঁহাদের উভয়ের পরস্পর বিচ্ছেদ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। মহারাজ উর্ব্বশী কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত নিয়মের বিষয় স্বয়ং কথিত হইয়াছিলেন। তিনি দৃঢ় নিয়ম অনুসারে সেই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এবং ভাবিনী উর্ব্বশীও মহারাজের নিকট এই প্রকারে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর একোনষষ্ঠি সংবৎসর পরস্পরের সহবাসে পরমসুখে অতিবাহিত করিলেন, এতৎকাল যাবৎ উর্ব্বশী শাপমোহিতা ছিলেন। উর্ব্বশী এই প্রকারে শাপমোহিত হইয়া মনুষ্যলোকে অধিবাস করিতে লাগিলেন, এদিকে গন্ধর্ব্বেরা ঐকারণে যৎপরোনাস্তি চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তাঁহারা কোন সময়ে একত্রিত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগগণ! কি প্রকারে বরাঙ্গনা উর্ব্বশী ভূলোক পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গলোকে উপস্থিত হইবেন ও দেবগণের সেবায় নিযুক্ত হইবেন, তোমরা সকলে পরামর্শ করিয়া ইহার কোন সদুপায় উদ্ভাবন কর, উর্ব্বশী স্বর্গের ভূষণস্বরূপ, তাঁহার বিরহে স্বর্গরাজ্য বিনষ্টশোভ হইয়া

রহিয়াছে। এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে বিশ্বাবসু নামে অন্যতম গন্ধর্ব্ব প্রভূত বাক্‌পটুতা প্রকটন পূর্ব্বক কহিয়া উঠিলেন, পূর্ব্বকালে পুরূরবা ও উর্ব্বশী ইহাঁদের উভয়ের পরস্পর সহবাসার্থ যে নিয়ম সংস্থাপিত হয়; আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়াছিলাম। সংস্থাপিত নিয়মের অন্যথা হইলেই উর্ব্বশী পুরূরবাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি নিশ্চয় ও বিশেষরূপে অবগত আছি, কি উপায় অবলম্বন করিলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ভঙ্গ হইতে পারিবে। আমি তোমাদের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সসহায় হইয়া পুরূরবার রাজধানীতে গমন করিতেছি। বিশ্বাবসু এই কথা বলিয়াই প্রতিষ্ঠান নগরে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্বাবসু রজনীযোগে মহারাজের শয়নমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন ও দুইটী মেষের মধ্যে একটীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেন। চারুহাসিনী উর্ব্বশী সেই মেষদ্বয়ের মাতৃস্বরূপ হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তিনি এই ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন যে তথায় কোন গন্ধর্ব্ব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহার শাপমোক্ষের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। মেষ অপহৃত হইলে উর্ব্বশী মহারাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; মহারাজ! আমার একটী পুত্র অপহৃত হইল। মহারাজ প্রেয়সীর বাক্যে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিবার ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্তু উলঙ্গ হইয়া মেষরক্ষার্থ গাত্রোত্থান করিলে পাছে তাঁহাকে উলঙ্গ দর্শন করিলে পূর্ব্বকৃত নিয়মের অন্যথা হয় ও উর্ব্বশী তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন,

এই আশঙ্কায় প্রিয়তমা কর্ত্তৃক বারম্বার অনুরুদ্ধ হইলেও মহারাজ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন না। গন্ধর্ব্বেরা এই অবসর প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় মেষটীকেও অপহরণ করিলেন। ইহাতে উর্ব্বশীদেবী মহারাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমার দ্বিতীয় পুত্রটীও অপহৃত হইতেছে, আর আমি অনাথার ন্যায় উহার রক্ষার্থ কোন উপায় বিধান করিতে পারিতেছি না। রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ উলঙ্গ গাত্রোত্থান করিয়াই অপহর্ত্তাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। গন্ধর্ব্বেরাও সুযোগ পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে এক সুমহতী বিদ্যুৎ উৎপাদিত করিলেন, বিদ্যুতের প্রভা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইহাতে সমুদয় পদার্থ স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। বিদ্যুতের আলোকে উর্ব্বশী নগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গ মহারাজকে দৃষ্টিগোচর করিলেন। নগ্ন দর্শনে তাঁহার শাপান্ত হইল। তিনি কামরূপিণী ছিলেন। শাপমোক্ষ হইবা মাত্র তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন, গন্ধর্ব্বেরাও কার্য্য সিদ্ধি হইল দেখিয়া মেষশাবকদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে মহারাজও মেষদ্বয়কে পরিত্যক্ত দেখিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আসিয়া দেখেন তাঁহার প্রিয়তমা উর্ব্বশী গৃহে নাই। বুঝিলেন যে, তাঁহারই দোষে উর্ব্বশী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তিরোহিত হইয়াছেন। মহারাজ প্রিয়তমার বিরহে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া পড়িলেন এবং অতিদীন ও করুণরূপে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। মহারাজ উর্ব্বশীর

ইতস্ততঃ অন্বেষণ করত সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত রাজা এই রূপে অন্বেষণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, উর্ব্বশী প্লক্ষতীর্থে হৈমবতীনাম্নী পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতেছেন, সুন্দরী আর পাঁচটী অপ্সরাদিগের সহিত জলক্রীড়া করিতেছেন। উর্ব্বশী এই রূপে ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া রাজা সাতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশীও অনতিদূরে রাজাকে নয়নগোচর করিয়া, আপন সখীদিগকে কহিলেন, এই সেই পুরুষোত্তম রাজা পুরূরবা, ইহাঁরই সহবাসে আমি এতদিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। এই বলিয়া সেই রাজাকে দেখাইলেন। উর্ব্বশীর সখীগণ রাজাকে প্রত্যক্ষ করিয়া, সমাবিগ্ন হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ইহাঁকে দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে, জন্ম গ্রহণ করি, সখীগণ! ইহাঁর মনে অবস্থান কর, আমরা ইহাঁকে পাইলে শাপগ্রস্ত হইতেও ভয় করি না। তাঁহারা পরস্পর ইত্যাদি প্রকার মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন। উর্ব্বশী ইলানন্দন মহারাজ পুরূরবাকে কহিলেন, বিভো! আমি আপনার সহবাসে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি। সংবৎসরের মধ্যে আপনার অনেকগুলি কুমার জন্মগ্রহণ করিবে, ইহাতে আর সংশয় নাই, আর আপনি আর এক রাত্রি আমার সহবাসে অতিবাহিত করিবেন। অনন্তর সুমহাযশা রাজা পুরূরবা নিজরাজধানী প্রস্থান করিলেন। সংবৎসর অতীত হইলে উর্ব্বশী পুনর্ব্বার মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিপুলকীর্ত্তি মহারাজও উর্ব্বশী সহবাসে একরাত্রি অতিবাহিত

করিলেন। অনন্তর উর্ব্বশী ইলানন্দনকে কহিলেন, গন্ধর্ব্বগণ আপনাকে বরপ্রদান করিতে অভিলাষী। আপনি তাঁহাদের নিকট বরপ্রার্থনা করুন। আর স্বয়ং তাঁহাদের নিকট আপন অভিলাষ ব্যক্ত করুন। আপনি মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমানত্ব প্রার্থনা করুন। রাজা তাহাই করিব বলিয়া গন্ধর্ব্ব-গণের নিকট বরপ্রার্থনা করিলেন। গন্ধর্ব্বেরাও তথাস্তু বলিয়া মহারাজকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ অগ্নি দ্বারা একটী স্থালী পরিপূর্ণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, হে নরাধিপ! তুমি এই অগ্নি দ্বারা যাগ করিয়া, আমাদিগের লোক প্রাপ্ত হইতে পারিবে। অনন্তর মহারাজ উর্ব্বশীগর্ভ-সম্ভূত সেই পুত্রদিগকে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, যাইবার সময় সেই গন্ধর্ব্বপ্রদত্ত অগ্নি অরণ্য মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, পুত্রগণের সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর যে স্থানে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছিলেন তথায় প্রত্যাগমন করিয়া সেই অগ্নি দেখিতে পাইলেন না, কেবল সেই স্থানে একটী অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই অশ্বত্থকে শমীজাত বুঝিতে পারিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন ও অগ্নিবিনাশের বিষয় গন্ধর্ব্বদিগকে বিদিত করিলেন। গন্ধর্ব্বেরা সমুদয় অবগত হইয়া অরণী দ্বারা অগ্নি বহির্গত করিতে আদেশ করিলেন। নরাধিপ পুরূরবা গন্ধর্ব্বদিগের আদেশে অরণী দ্বারা মন্থন পূর্ব্বক অশ্বত্থ হইতে অগ্নি বহির্গত করিলেন, এবং সেই অগ্নিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যথা বিধানে যজ্ঞ করিলেন। এই প্রকারে বহুবিধ যজ্ঞ সমাধা করিয়া মহারাজ গন্ধর্ব্বদিগের সমান লোক

প্রাপ্ত হইলেন। মহারাজ গন্ধর্ব্বদিগের হইতে বরলাভ করিয়া অগ্নিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। পূর্ব্বে অগ্নি একরূপ ছিলেন কিন্তু ইলানন্দন মহারাজ তাঁহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রিরূপ করিলেন। হে পুরুষোত্তম! ইলানন্দন এইরূপ অসীম-প্রভাবশালী রাজা ছিলেন। তিনি মহর্ষিসমূহ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত পুণ্যতম প্রয়াগ প্রদেশে জাহ্নবীর উত্তর তীরে প্রতিষ্ঠান নামক নগর নির্ম্মিত করিয়া তথায় রাজ্য করিয়াছিলেন।

ইতিশ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে এলোৎপত্তিকথন-
নামক ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইলানন্দন মহারাজ পুরূরবার সাত পুত্র ছিলেন। এই মহাত্মারা সকলেই স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও দেবপুত্রের তুল্য হইয়াছিলেন। আয়ু, ধীমান্ অমাবসু, ধর্ম্মাত্মা বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু ও শতায়ু এই সাত জন উর্ব্বশীগর্ভসম্ভূত পুরূরবার পুত্র। অমাবসুর পুত্র ভীম ও নগ্নজিৎ রাজা। ভীমের পুত্র শ্রীমান্ কাঞ্চনপ্রভ। ইনি রাজা হইয়াছিলেন। কাঞ্চনের পুত্র বিদ্বান্ সুহোত্র। সুহোত্রের ঔরসে ও কোশনীর গর্ভে জহ্নুর জন্ম হয়। মহারাজ জহ্নু সর্ব্বমেধনামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গঙ্গা এই রাজাকে পতি স্বরূপে প্রাপ্ত হইবার লোভে স্বয়ং তাঁহার নিকট অভিসারিকা হয়েন। মহারাজ গঙ্গার প্রার্থনায় অসম্মত হওয়াতে, গঙ্গা তাঁহার সভা নিজ

প্রবাহে প্লাবিত করেন। সুহোত্রনন্দন জহ্নু যজ্ঞবাট গঙ্গাজলে প্লাবিত হইল দেখিয়া ক্রোধভরে গঙ্গাকে কহিলেন, গঙ্গে! আমি সমুদয় জল পান করিয়া তোমার যত্ন বিফল করিতেছি, তুমি সদ্যই তোমার এই গর্ব্বের ফল প্রাপ্ত হও। রাজর্ষি জহ্নু গঙ্গাকে পান করিয়া শেষ করিলেন দেখিয়া মহর্ষিগণ গঙ্গাকে জহ্নুর দুহিতাস্বরূপে পরিকল্পনা করিলেন ও তদবধি উহাঁর জাহ্নবী এই নাম হইল। জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গা নিজ অর্দ্ধাঙ্গ দ্বারা সরিৎশ্রেষ্ঠা কাবেরীকে নির্ম্মিত করেন, এই অনিন্দিতা কাবেরীই জহ্নুর ভার্য্যা হয়েন। জহ্নু কাবেরীর গর্ব্ভে সুনহ নামক এক ধার্ম্মিক প্রিয় পুত্রের জন্ম প্রদান করেন। সুনহের পুত্র অজক। অজকের পুত্র মহীপতি বলাকাশ্ব। বলাকাশ্ব অতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন। ইহাঁর পুত্র কুশ। কুশের দেবতুল্যপ্রভাব কুশিক, কুশনাভ, কুশাম্ব ও মূর্ত্তিমান্ নামে চারি পুত্র হয়েন। ইহার পর বনচর পহ্লবদিগের সহিত সংবৃদ্ধ রাজা কুশিক, ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে পুরন্দর কুশিকের অত্যুগ্র তপস্যা দর্শন করিয়া, পুত্রজননসমর্থ স্বকীয় অংশ প্রেরণ করিলেন এবং উহাকেই পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন। এই রূপে ভগবান্ ইন্দ্রই কুশিকনন্দন গাধি স্বরূপে উৎপন্ন হইলেন। কুশিকের ভার্য্যার নাম পৌরকুৎসী, এই পৌরকুৎসীর গর্ব্ভেই গাধির উৎপত্তি হইল। গাধি রাজার সত্যবতী নাম্নী মহাভাগ্যা শুভা এক কন্যা ছিলেন। মহারাজ গাধি নিজ দুহিতা সত্যবতীকে ভৃগু-

পুত্র ঋচীকের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। ভৃগুনন্দন ঋচীক ভার্য্যা সত্যবতীর প্রতি প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ ভার্য্যা সত্যবতী ও শ্বশুর গাধিরাজ উভয়েরই পুত্রকামনায় চরু প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর ভার্য্যাকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, তুমি এই চরু ভোজন করিবে ও তোমার মাতাকে এই চরু ভক্ষণ করিতে দিবে। তোমার মাতার গর্ব্ভে দীপ্তি-মান্ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এক পুত্রের জন্ম হইবে। ঐ পুত্র ক্ষত্রিয়-প্রধানদিগের বিজেতা হইবে, কোন ক্ষত্রিয়ই উঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। আর কল্যাণি! এই চরু ভোজন করিলে তোমার গর্ভেও ধৃতিমান্ তপোধন শম-পরায়ণ এক ঋষির জন্ম হইবেক। ভৃগুনন্দন ঋচীক ভার্য্যাকে এইরূপ কথা বলিয়া নিত্য তপস্যা করিবার উদ্দেশে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর গাধিরাজ তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কন্যাকে দর্শন করিবার মানসে সস্ত্রীক ঋচীকের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন সত্যবতী মহর্ষিপ্রদত্ত চরুদ্বয় গ্রহণ করিয়া, নিজ জননীর নিকট নিবেদন করিয়া দিলেন। দৈবক্রমে উঁহার মাতা চরুর বিপর্য্যয় করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার নিজের চরু দুহিতা সত্যবতীকে প্রদান করিলেন ও সত্যবতীর চরু স্বয়ং ভোজন করিলেন। অনন্তর সত্যবতী ক্ষত্রিয়নাশক গর্ভ ধারণ করিলেন। তাঁহার গর্ভ অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্ট এবং দেখিতে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়াছিল। পরে দ্বিজরাজ ঋচীক আপনার বরবর্ণিনী ভার্য্যার গর্ভদর্শনে ——— করিয়া দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে "ভদ্রে! মাতা চরুর বিপর্য্যয় করিয়া তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন সুতরাং

তোমার গর্ভে অতি নিষ্ঠুর এবং অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ এক পুত্রের জন্ম হইবেক। কিন্তু তোমার মাতৃগর্ভে যেটী জন্ম-পরিগ্রহ করিবে, সেটী অত্যন্ত তপোনিষ্ঠ এবং বেদজ্ঞ হই-বেক। কারণ আমি যোগবলে সমুদয় বেদ তাহাকে সমর্পণ করিয়াছি।”

সৌভাগ্যবতী সত্যবতী স্বামীর মুখে এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন যে, আমার গর্ভে যেন এরূপ পুত্রের জন্ম না হয়। আপনার ঔরসে কি এক হতভাগা ব্রাহ্মণাধমের জন্ম হইবে? এই কথা শুনিয়া মুনি কহিলেন যে, ভদ্রে! এটী আমার অভিপ্রেত নহে। আমি কি করিব? যেরূপ বলিয়াছি তাহা হইবেই হইবে। কিছুতেই আর ইহার অন্যথা হইতে পারে না। তোমার পিতা এবং মাতার দোষেই এরূপ পুত্রের জন্ম হইবেক। সত্যবতী পুনর্ব্বার কহিলেন, মহর্ষে! আপনি ইচ্ছা করিলে ত্রিভুবন সৃষ্টি করিতে পারেন, পুত্রের কথা আর কি বলিতেছেন? অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটী শান্ত এবং সরল পুত্র প্রদান করুন। আর যদি ইহা অন্যথা করিতে আপনি অক্ষম হয়েন, তবে এইরূপ করুন যাহাতে আমাদের পৌত্রও উক্তরূপ গুণোপেত হয়।

অনন্তর মুনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! বরবর্ণিনী! পৌত্রের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিশেষ অবিশেষ নাই। অতএব তুমি যেরূপ বলিতেছ, তাহাই হইবে।

পরে ভৃগুবংশধর শান্ত দান্ত এবং তপোনিষ্ঠ জমদগ্নি সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। চরুর বিপর্য্যয় হেতু

রুদ্র, এবং বিষ্ণুর যজন প্রযুক্ত বিষ্ণু অংশে জমদগ্নির জন্ম হইল। অনন্তর সেই পুণ্যশীলা সত্যধর্ম্মপরায়ণা সত্যবতী কৌশিকী নামে এই মহানদীর রূপ ধারণ করিয়াছেন।

পরে তপস্যানিরত সদ্বিদ্বান্ ঋচীকপুত্র জমদগ্নির ঔরসে কামলীনাম্নী ইক্ষ্বাকুবংশীয় রেণুনামক নরপতির দুহিতার গর্ব্ভে জামদগ্ন্যের জন্ম হয়। তিনি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা এবং ধনুর্ব্বেদের পারদর্শী ছিলেন। এবং তিনিই পরশুরাম নামে বিখ্যাত হইয়া সাক্ষাৎ প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় এক বিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন।

এই রূপে সত্যবতীর গর্ভে ঋচীকের তিন পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠের নাম জমদগ্নি। ইনি বেদবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রবলতপোবলশালী ছিলেন। মধ্যমের নাম শুনঃশেফ এবং কনিষ্ঠ শুনঃপুচ্ছ।

কুশিকনন্দন গাধিরও বিশ্বামিত্র নামে পুত্র জন্মে। ইনি শান্ত, বিদ্বান্ এবং তপোবলসমন্বিত ছিলেন। এবং ইনিই ব্রহ্মর্ষির সমকক্ষ হইয়া সপ্তর্ষির মধ্যে গণ্য হন। ভৃগুমুনির প্রসাদে কৌশিক হইতে বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। ইনিই পূর্ব্বে বিশ্বরথ নামে প্রথিত ছিলেন, বিশ্বামিত্রের দেবরাতাদি ত্রিলোকবিখ্যাত কয় পুত্র জন্মে। আমি তাঁহাদিগের নাম-পরম্পরা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

দেবশ্রবা ও কতি। এই কতি হইতেই কাত্যায়ন বংশের উদ্ভব হইয়াছে। শালাবতীর গর্ভে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়। আর রেণু হইতে রেণুমান্ নামক পুত্রের জন্ম হয়। সাঙ্কৃতি, গালব, মুদ্গল, মধুচ্ছন্দ, জয়, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ, হারিত,

এই সমুদয় বিশ্বামিত্রের পুত্র। সেই মহাত্মা কৌশিকদিগের গোত্র ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে। পাণিন্, বভ্রু, ধ্যানজপ্য, পার্থিব, দেবরাত, শালঙ্কায়ন, বাস্কল, লোহিত, যামদূত, কারীষি, সৌশ্রুত, কৌশিক, সৈন্ধবায়ন, দেবল, রেণু, যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষণ, ঔড়ুম্বর, অভিষ্ণাত, তারকায়ন, চুঞ্চুল, এই সকল তাঁহাদিগের গোত্র। শালাবতীর গর্ভে হিরণ্যাক্ষ, সাঙ্কৃত্য ও গালব ইহাঁদিগের উৎপত্তি হয়। নারায়ণি ও নর নামে বিশ্বামিত্রের আর দুই পুত্র ছিলেন। কুশিকবংশে অন্যান্য বহুসংখ্যক ঋষির জন্ম হয়। হে মহারাজ! এই পৌরব ও ব্রহ্মর্ষি কৌশিকের বংশবিস্তার বর্ণন করিলাম। এই বংশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয় কুলের পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে, বিশ্বামিত্রের আত্মজদিগের মধ্যে শুনঃশেফ সকলের অগ্রজ। এই বিশ্বামিত্রনন্দন মুনিশ্রেষ্ঠ শুনঃশেফ ভার্গব হইয়াও কৌশিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইনি হরিদশ্বের যজ্ঞে পশুরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবতারা ইহাঁকে পুনর্ব্বার বিশ্বামিত্রের হস্তে প্রদান করেন। দেবতাদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর দেবরাত এই নাম হয়। দেবরাত প্রভৃতি বিশ্বামিত্রের সমুদায়ে সাতটী পুত্র আর দৃষদ্বতীর গর্ভে ও বিশ্বামিত্রের ঔরসে অষ্টকনামে এক পুত্রের জন্ম হয়। অষ্টকের পুত্র লৌহি। এই সমুদয় জহ্নুগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর মহাত্মা আয়ুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে অমাবসুবংশ-
কীর্ত্তননামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! আয়ুর পাচ পুত্র, ইহাঁরা সকলেই মহারথ বীর। স্বর্ভানুতনয়া প্রভার গর্ভে ইহাঁদিগের জন্ম হয়। প্রথম নহুষের জন্ম হয়, তাহার পর ক্রমশ বৃদ্ধশর্ম্মা, রম্ভ, রজি, অনেনা, ইহাঁদিগের উৎপত্তি হয়। ইহাঁরা সকলেই ত্রিলোক বিখ্যাত হইয়াছিলেন। রজির পাঁচ শত পুত্র হইয়াছিল। এই পঞ্চ শত ক্ষত্রিয় রাজেয়নামে বিখ্যাত। ইহাঁরা ভগবান্ ইন্দ্রের ভয়নাশক ছিলেন। যখন দেব ও অসুরদিগের পরস্পর ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল তখন্ দেবগণ ও অসুরগণ ভগবান্ ব্রহ্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমাদিগের ত পরস্পর ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত। হে সর্ব্বভূতেশ্বর! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে বলিয়া দিন্ আমাদের উভয় দলের মধ্যে কাহাদিগের জয়লাভ হইবে। আমরা আপনার উত্তর বাক্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি। দেবতা ও অসুরদিগের প্রশ্নে ভগবান্ ব্রহ্মা উত্তর করিয়া কহিলেন, হে দেব ও অসুরগণ! মহাবীর রজি তোমাদের উভয় দলের মধ্যে যাঁহাদের সাহায্যার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, সেই দলই যুদ্ধে ত্রিভুবনজয়ী হইবে সন্দেহ নাই। দেখ, যেখানে রজি গমন করিবেন, ধৈর্য্য তাঁহার সঙ্গী হইবে। যেখানে ধৈর্য্য সেই খানেই লক্ষ্মী, আর যেখানে ধৈর্য্য ও

লক্ষ্মী একত্র হয়েন, তথায় ধর্ম্ম ও জয় উপস্থিত হয় সন্দেহ নাই। রজি যে পক্ষে যুদ্ধ করিবেন, সেই পক্ষের নিঃসংশয় জয় হইবেক। ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে দেবদানবেরা প্রীত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলেই জয়েচ্ছায় মহারাজ রজিকে বরণ করিবার উদ্দেশে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ রজি স্বর্ভানুর দৌহিত্র,প্রভার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি পরমতেজস্বী ও সোমবংশবিবর্দ্ধন রাজা ছিলেন। দৈত্য ও দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে মহারাজ রজিকে বলিলেন, রাজন্! আপনি আমাদিগের পক্ষে জয়সাধনার্থ ধনু গ্রহণ করুন।

অর্থজ্ঞ মহারাজ রজি স্বার্থের উদ্দেশে স্বকীয় যশ প্রকাশ পূর্ব্বক দেবতা ও দৈত্যদিগের সমক্ষে ইন্দ্রকে বলিলেন, হে বাসব! যদি বীর্য্যবলে সমুদয় দৈত্যদিগকে পরাভব করিয়া আমি স্বয়ং ইন্দ্র হইতে পারি, তবেই আমি তোমাদিগের পক্ষ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারি। দেবগণ প্রথমে হৃষ্টান্তঃকরণে রজির বাক্যে প্রতীত হইলেন ও কহিলেন রাজন্! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হইবেক। তখন মহারাজ রজি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুরদিগকেও দেবতাদিগের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন। দানবেরা নিতান্ত দর্পিতহৃদয়। তাহারা কেবল স্বার্থমাত্রই বিলক্ষণরূপ বুঝিত। সুতরাং সাহঙ্কার বাক্যে মহারাজ রজির প্রশ্নে এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া কহিল, রাজন্! প্রহ্লাদ আমাদিগের ইন্দ্র, আমরা তাঁহারই নিমিত্ত বিজয় প্রার্থনা করিতেছি, অতএব মহারাজ! আপনি এ সময় ক্ষান্ত হউন। রজি অসুরদিগকে বলিলেন,

তাহাই হইবে। অনন্তর দেবগণ উহাঁকে পুনর্ব্বার উত্তেজিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, মহারাজ! আপনি অসুরদিগকে পরাজয় করিয়াই আমাদিগের ইন্দ্র হইবেন।

অনন্তর মহারাজ বজ্রপাণি দেবরাজের অবধ্য অসুরদিগকে বধ করিলেন। এই প্রকারে জিতেন্দ্রিয় শ্রীমান্ মহারাজ রজি দানবদিগের প্রাণ বিনাশ করিয়া দেবগণের পূর্ব্ববিনষ্টা লক্ষ্মীকে পুনরুদ্ধার করিলেন। অনন্তর শতক্রতু দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত বলিলেন যে আমি রজির পুত্র। এই কথা বলিয়াই। মহারাজ রজিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন তাত! আপনি অখিল দেবগণের ইন্দ্র, ইহাতে আর সংশয় নাই দেখুন আমি ইন্দ্র আমি কর্ম্ম দ্বারা আপনার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইব। মহারাজ রজি দেবরাজের বাক্যে প্রতারিত হইয়া প্রীত মনে তাঁহাকে বলিলেন, দেবরাজ! তাহাই হইবে। অনন্তর কালক্রমে দেবসদৃশ মহীপতি রজি স্বর্গলাভ করিলেন। তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তির পর তদীয় তনয়েরা অচিরাৎ ইন্দ্রের দায়াদস্বরূপ হইলেন ও পৈতৃক রাজ্যের অংশ গ্রহণ করিলেন। রজির পাঁচ শত পুত্র ছিলেন, তাঁহারা সকলে ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য যুগপৎ আক্রমণ করিলেন। এই রূপে বহুকাল অতীত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র হৃতরাজ্য ও হৃতভাগ হইয়া মহাবল বৃহস্পতিকে বলিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি বদরীফলমাত্র আমার পুরোডাশ অর্থাৎ ভক্ষ্য বিধান করুন, যাহা দ্বারা আমি নিজ তেজে আপ্যায়িত থাকিতে পারি। ব্রহ্মন্! আমি হৃতরাজ্য ও হৃতাহার, কৃশ ও বিমনা হইয়া পড়িয়াছি। আমার

প্রভাব সম্পূর্ণরূপে হৃত হইয়াছে, আমি হতবুদ্ধি ও মূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। প্রভো! রজির পুত্রেরাই আমার দুর্দ্দশা করিয়াছে। বৃহস্পতি বলিলেন, হে অনঘ! যদি তুমি পূর্ব্বে আমাকে এ বিষয় জানাইয়া রাখিতে, তাহা হইলে আমি তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে বিশেষরূপে সচেষ্ট থাকিতাম। এমন কি, তাহা হইলে এরূপ অকর্ত্তব্য কার্য্য একবারে হইতেই পারিত না। যাহা হউক হে দেবেন্দ্র! এক্ষণে যাহাতে তোমার মঙ্গল হয়, তদ্বিষয়ে আমি বিশেষরূপে সচেষ্ট থাকিব, তাহাতে আর সংশয় নাই। বৎস! তুমি দুর্ম্মনা হইও না, যাহাতে অচিরাৎ তুমি আপন ভাগ ও রাজ্য পুনর্ব্বার লাভ করিতে পার, আমি শীঘ্রই তাহার সদুপায় করিতেছি। অনন্তর দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বৃহস্পতি ইন্দ্রের তেজোবর্দ্ধনোদ্দেশে দৈব কার্য্য করিলেন। আর সেই রজিদায়াদদিগের বুদ্ধিসংমোহ উৎপাদন করিলেন। ভগবান্ বৃহস্পতি উহাদিগের বিনাশার্থ নাস্তিবাদ শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। এই শাস্ত্র সনাতন ধর্ম্মবিদ্বেষী ইহা তর্কশাস্ত্র সকলের শেষ, আর অসাধু ব্যক্তিসমূহের মনোবৃত্তির অনুগামী। ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষেরা কথার অবসরেও উহার বিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন না। লঘুচেতা রজিপুত্রগণ বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের নিতান্ত বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। তাহারা ন্যায়রহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল, ও সেই নাস্তিবাদ শাস্ত্রের মতকেই বহুমাননা করিতে লাগিল। এই ঘোর অধর্ম্মাচরণ দ্বারা সেই পাপাত্মারা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র এই

রূপে পুনর্ব্বার দুষ্প্রাপ্য ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। বৃহস্পতির প্রসাদে বিনষ্ট রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তিনি পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন।

এ দিকে যখন সেই রজিনন্দনগণ রাগোন্মত্তহৃদয়, বিধর্ম্মী-ব্রহ্মদ্বেষী ও হতবীর্য্যপরাক্রম হইল, তখন ইন্দ্র সুরৈশ্বর্য্য ও স্বর্গরাজ্য লাভ করিলেন। তিনি কামক্রোধপরায়ণ তাবৎ রজিসুতদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। যে ব্যক্তি দেবরাজের এই স্বর্গচ্যুতিবৃত্তান্ত ও তাঁহার পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্য প্রাপ্তির বিবরণ শ্রবণ ও ধারণ করেন, তাঁহার দৌরাত্ম্যভয় এক বারে নিবারণ হয়।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে আয়ুবংশানুকীর্ত্তন নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রম্ভ অনপত্য ছিলেন। এক্ষণে অনেনার বংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। অনেনার পুত্র মহাযশা প্রতিক্ষত্র রাজা। প্রতিক্ষত্রের পুত্র সৃঞ্জয়-নামে বিখ্যাত ছিলেন। সৃঞ্জয়ের পুত্র জয়। জয়ের পুত্র বিজয়।

বিজয়ের পুত্র কৃতি। কৃতির পুত্র হর্য্যত্বত, হর্য্যত্বতের পুত্র প্রতাপশালী রাজা সহদেব। সহদেবের পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ নদীননামে বিখ্যাত ছিলেন। নদীনের পুত্র জয়ৎসেন। জয়ৎসেনের পুত্র সঙ্কৃতি। আর সঙ্কৃতির পুত্র ধার্ম্মিকবর মহাযশা ক্ষত্রধর্ম্মা, এই অনেনার বংশ শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশকীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। ক্ষত্রবৃদ্ধের আত্মজ মহাযশা সুনহোত্র। সুনহোত্রের তিনপুত্র, সকলেই পরমধার্ম্মিক ছিলেন। এই তিন জনের নাম কাশ, শল ও প্রভু গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনকের বংশীয়েরা শৌনক নামে বিখ্যাত। শুনকের বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণেরই উদ্ভব হইয়াছিল। শলের পুত্র আর্ষ্টিসেন, আর্ষ্টিসেনের কাশ্য। কাশ্যের পুত্র কাশ্যপ ও মহারাজ দীর্ঘতপা। দীর্ঘতপার পুত্র ধন্ব। ধন্বের পুত্র ধন্বন্তরি। ধীমান্ ধন্ব পুত্রকামনায় সুমহৎ তপস্যা সাধন করেন। এই তপস্যার শেষ হইলে ইহারই বলে ধন্বের ঔরসে ধন্বন্তরির জন্ম হয়। ধন্বন্তরি মনুষ্যের ঔরসোৎপন্ন হইয়াও দেবস্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন,হে বৈশম্পায়ন! ধন্বন্তরি মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়াও কি প্রকারে দেবতা হইলেন, এই বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনি ইহা যথাযথ রূপে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন হে ভরতকুলতিলক! ধন্বন্তরির উদ্ভব বৃত্তান্ত তাবৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে অমৃতমন্থনের সময় সমুদ্রমধ্য হইতেই ধন্বন্তরির উৎপত্তি হয়।

কলস হইতে ইনি উৎপন্ন হয়েন। চতুর্দ্দিকে শ্রীপরিবৃত হইয়া ইহাঁর উৎপত্তি হয়। ইনি উৎপন্ন হইয়াই সিদ্ধিকার্য্য অভ্যাস করিতেছিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণুর দর্শনে ইনি ক্ষণকাল স্থির হয়েন। বিষ্ণু উহাঁকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলেন, তুমি অব্জ অর্থাৎ জলে তোমার জন্ম হইয়াছে। এই কারণেই ইহাঁর নাম অব্জ হইয়াছে। অনন্তর অব্জ বিষ্ণুকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে প্রভো! আমি আপনার তনয়। হে লোকেশ্বরেশ্বর! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাগ কল্পনা করুন ও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন। ভগবান্ বিষ্ণু অব্জ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাকে যথার্থ বাক্য বলিলেন, পুরাকালে যজ্ঞিয় দেবগণ যজ্ঞবিভাগ কল্পনা করিয়াছিলেন আর মহর্ষিগণ দেবতাদিগের উদ্দেশে বিধিহোত্র বিনিয়োগ করিয়া দিয়াছেন। অতএব এক্ষণে তোমার নিমিত্ত উপহোম করা কোন প্রকারেই সম্ভবে না। তুমি দেবতাদিগের পশ্চাৎ উদ্ভূত হইয়া তাঁহাদিগের পুত্র স্বরূপ হইয়াছ। তুমি দ্বিতীয় জন্মে লোকে বিখ্যাতি লাভ করিবে। সেই সময় গর্ব্ভস্থাবস্থাতেই তোমার অণিমাদি সিদ্ধি হইবেক আর সেই শরীরেই তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে। তখন দ্বিজাতিবর্গ চরু, মন্ত্র, ব্রত, জপ এই সকল উপায়ে তোমার প্রীত্যুদ্দেশে যাগ করিবে। তুমি অষ্টবিধ আয়ুর্ব্বেদ বিধান করিবে। এই বিষয় অবশ্যম্ভাবী, ভগবান্ অব্জযোনি ব্রহ্মা ইহা পূর্ব্বেই জানিয়াছেন। দ্বিতীয় যুগে তোমার পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইবেক ইহাতে আর সংশয় নাই। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে এইপ্রকার বর প্রদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দ্বিতীয় দ্বাপর যুগ উপ-

স্থিত হইলে কাশীরাজ সৌনহোত্রি ধন্ব পুত্রকামনায় দীর্ঘ ও মহৎ তপস্যা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ প্রার্থনা করিলেন যে,তপোবলে সেই দেবতার সাক্ষাৎকার ও প্রসাদ লাভ করিতে প্রার্থনা করি,যিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পুত্রসম্পত্তি প্রদান করিবেন।

মহারাজ ধন্ব পুত্রপ্রার্থনায় অব্জ দেবের আরাধনা করেন। অনন্তর ভগবান্ অব্জ মহারাজের আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে সুব্রত! যদি ইচ্ছা কর,আমার নিকট বর প্রার্থনা কর আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। রাজা কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন প্রার্থনা করি,আমার পুত্র স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমার পুত্র স্বরূপেই বিখ্যাত হউন। অব্জদেব রাজার প্রার্থনায় তথাস্তু (তাহাই হইবে) বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তাহার পর তাঁহার গৃহে দেব ধন্বন্তরির জন্ম হইল। ইনিও কাশীর রাজা হইয়াছিলেন। মহারাজ সর্ব্বপ্রকার রোগের বিনাশ করিয়া আরোগ্য প্রদান করিতেন। মহারাজ মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট হইতে ভিষককার্য্য-নিয়মসম্বলিত আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন ও উহাকে আবার আট ভাগে বিভক্ত করিয়া শিষ্যদিগকে প্রদান করিলেন।

ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্ নামে বিখ্যাত। কেতুমানের পুত্র ধীর ভীমরথ। ভীমরথের পুত্র রাজা দিবোদাস। ধর্ম্মাত্মা দিবোদাস বারাণসী নগরীর অধিপতি ছিলেন। এই মহাত্মা দিবোদাসের রাজত্বকালে ক্ষেমকনামক রাক্ষস শূন্যা বারাণসী পুরীতে নিবেশ স্থাপন করে। মহাত্মা মতিমান্ নিকুম্ভ বারা-

ণসাকে এই শাপ দিয়াছিলেন যে, তুমি সহস্র বৎসর কাল পর্য্যন্ত শূন্যা হইবে। প্রজাপালক দিবোদাস নগরী শাপগ্রস্ত হইবামাত্র বারাণসী রাজ্যের অন্তরে গোমতী নদীর তীরে এক পরম রমণীয় পুরী সংস্থাপন করিলেন। পূর্ব্ব কালে বারাণসী পুরী ভদ্রশ্রেণ্যের অধিকারে ছিল। নরাধিপ দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের ধনুর্বিদ্যাপারদর্শী শত পুত্রকে সংহার করিয়া পুরী সংস্থাপন করেন। এই রূপে বলবান্ দিবোদাস ভদ্রশ্রেণ্যের রাজত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন।

জনমেজয় কহিলেন, প্রভু নিকুম্ভ কি কারণে বারাণসী নগরীকে শাপ প্রদান করেন? ধর্ম্মাত্মা নিকুম্ভই বা কে ছিলেন, যে তিনি সিদ্ধিক্ষেত্র বারাণসীকে শাপ প্রদান করেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজর্ষি দিবোদাস বারাণসী নগরী প্রাপ্ত হইয়া, ঐশ্বর্য্যস্ফীতা ঐ নগরীতে মহাবল প্রতাপের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়েই ভগবান্ মহেশ্বর দার পরিগ্রহ করিয়া দেবীর প্রিয়কামনায় শ্বশুরসমীপে বাস করিতে লাগিলেন। মহাদেবের অভিরূপ পারিষদগণ তাঁহার আজ্ঞায় পূর্ব্বোক্ত উপদেশ দ্বারা পার্ব্বতীর সন্তোষ উৎপাদন করিতেন। মহাদেবী তাহাতে তুষ্টা ও হৃষ্টা হইতেন, কিন্তু মেনকা কিছুতেই প্রহৃষ্টা হইতেন না। তিনি সর্ব্বদাই পার্ব্বতী দেবী ও দেব পরমেশ্বর উভয়কেই ঘৃণা ও জুগুপ্সা করিতেন। তিনি কন্যা পার্ব্বতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেন, কন্যে! তোমার ভর্ত্তা মহেশ্বর ও তাঁহার সমুদয় অনুচরবর্গ নিতান্ত অনাচার। মহাদেব সর্ব্বদাই দরিদ্র, উহার শীল নাই। বরদা পার্ব্বতী মাতার সেই অপমানসূচক

বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ত্রীস্বভাববশতঃ ক্রুদ্ধা হইলেন। অনন্তর তিনি সস্মিতাননে মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও বিবর্ণ বদনে মহাদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, দেব! আমি এখানে বাস করিব না তুমি আমাকে স্বকীয় আবাসে লইয়া যাও। মহাদেব পার্ব্বতীর বাক্যানুসারে বাসস্থান নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত তাবৎ লোক পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। অনন্তর পৃথিবীতে বাস করিতে তাঁহার অভিরুচি হইল। মহাদেব পৃথিবীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া দেখিলেন যে, সিদ্ধিক্ষেত্র বারাণসীতে দিবোদাস নগরী সংস্থাপন করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্ত্তী নিকুম্ভ রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে রাক্ষসরাজ! তুমি বারাণসীতে গমন করিয়া দিবোদাসের পুরীকে শূন্য কর। মৃদু উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক আমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবে। সেই পার্থিব দিবোদাস মহাবলপরাক্রম রাজা। নিকুম্ভ প্রভুর আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ বারাণসী পুরীতে উপস্থিত হইয়া কণ্ডুকনামক এক নাপিতকে স্বপ্নপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে অনঘ! আমি তোমার মঙ্গলসাধন করিব। তুমি আমার বাসার্থ স্থান রচনা করিয়া দেও। আর নগরের প্রান্তভাগে মদীয় রূপের প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা কর। মহারাজ! তাহার পর কণ্ডুক স্বপ্নে যেরূপ আদিষ্ট হইয়াছিল তদনুসারে সকল কার্য্যই সমাধা করিল। রাজাকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া নাপিত পুরীদ্বারে সেই প্রতিমা সংস্থাপন করিল, ও প্রতিদিন যথাবিধানে গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ, স্নানীয়, অন্ন, পান, প্রভৃতি বহুবিধ উপচারে প্রতিমার মহতী পূজা করিতে লাগিল। এই ব্যাপার সকলে-

রই বিস্ময়জনক হইয়া উঠিল। এই রূপে গণেশ্বর সেই স্থানে প্রত্যহই পূজিত হইতে লাগিল ও নগরবাসী তাবৎ লোকদিগকে পুত্র, হিরণ্য, আয়ু, ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ সাধনের নিমিত্ত সহস্র সহস্র বর প্রদান করিতে লাগিল।

রাজা দিবোদাসের সুযশা নামে বিখ্যাতা শ্রেষ্ঠা মহিষী ছিলেন। পতিব্রতা মহিষী কোন সময় স্বামীর আজ্ঞানুসারে পুত্রকামনায় সেই প্রতিমার নিকট উপস্থিত হইলেন, ও বিপুল পূজা বিধান পূর্ব্বক পুত্রার্থে বর প্রার্থনা করিলেন। রাজ্ঞী পুত্রপ্রার্থিনী হইয়া বারম্বার সেই দেবমূর্ত্তির নিকট আসিয়া বর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিকুম্ভ নিজ অভীষ্ট সাধন রূপ কারণ বশতঃ উহাঁকে বর প্রদান করিল না। নিকুম্ভের অভিপ্রায়, বর প্রদান না করিয়া রাজার ক্রোধ উৎপাদন করা, কারণ তাহা হইলেই তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইবেক। অনন্তর দীর্ঘ কাল পরে রাজার ক্রোধাবেশ হইল। রাজা মনে মনে ভাবিলেন, এই ভূত নগরীর সিংহদ্বারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নগরবাসীদিগকে প্রীত হইয়া শত সহস্র বর প্রদান করিতেছে, অথচ আমাকে বর দিতেছে না ইহার কারণ কি? এই ভূত আমার নগরীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমারই দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা পূজিত হইতেছে, কিন্তু এমনই কৃতঘ্ন যে আমি মহিষী দ্বারা পুত্রার্থে বর প্রার্থনা করিলাম, কিছুতেই আমার অভীষ্ট বর প্রদান করিল না ইহার হেতু কি? এই সকল কারণে ইহার আর পূজা করা বিধেয় নহে; বিশেষতঃ আমারি রাজ্যে থাকিয়া দুরাত্মা আর কোন প্রকারেই পূজা পাইতে পারে না অতএব আমি এই দুরাত্মার স্থান বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। দুরাত্মা

রাজাধম দিবোদাস এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গণপতির প্রতিষ্ঠা স্থান বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। প্রভু গণপতি আপনার আয়তন রাজা কর্ত্তৃক ভগ্ন ও বিনষ্ট হইল দেখিয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন। গণপতি বলিলেন, রাজন্! আমি তোমার নিকট কোন অপরাধই করি নাই, তুমি নিরপরাধে আমার স্থান বিনষ্ট করিয়াছ, অতএব নিশ্চয়ই তোমার পুরী অকস্মাৎ শূন্যা হইয়া যাইবেক। অনন্তর নিকুম্ভের শাপে বারাণসী পুরী তৎক্ষণাৎ জনশূন্যা হইয়া গেল। নিকুম্ভও পুরীকে শাপ প্রদান পূর্ব্বক মহাদেব সকাশে উপস্থিত হইল। অনন্তর পুরীস্থ যাবতীয় লোক অকস্মাৎ দিগ্ দিগন্তরে পলায়ন করিল এবং দেব মহেশ্বর সেই শূন্য পুরীতে আপন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন। মহাদেব এই রূপে সেই স্থানে আপন পদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক দেবী সহবাসে সুখে রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবী গৃহবিপর্য্যয় বশতঃ সেই নূতন স্থানে মনঃ স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি মহেশ্বরকে বলিলেন, আমি এই পুরীতে আর বাস করিতে পারি না। ত্রিপুরান্তকারী ভগবান্ ত্রিনয়ন হাস্য করিয়া কহিলেন,দেবি! আমি আর এ গৃহ পরিত্যাগ করিব না,আমার গৃহ অবিমুক্ত থাকিবে। আমি সে স্থানে গমন করিব না, তুমি একাকিনী গৃহে গমন কর। তৎকালে মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে বারাণসী অবিমুক্ত হইবেক। বারাণসী এই প্রকারে শাপগ্রস্তা হইয়াছিলেন ও মহাদেব স্বয়ং উহাঁকে অবিমুক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই নগরীতে সর্ব্বদেবনমস্কৃত ধর্ম্মাত্মা মহাদেব সত্য,ত্রেতা,দ্বাপর, তিন যুগ দেবীসহবাসে অতিবাহিত করেন। মহাত্মা মহেশ্বরের

সেই পুর কলিকাল উপস্থিত হইলে অন্তর্হিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্তর্হিত হইলেও স্বস্থান পরিত্যাগ করে না। এই প্রকারে বারাণসী শপ্ত হইয়াছিলেন ও পুনর্ব্বার স্বনিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দ্দম নামে বিখ্যাত ছিলেন। দিবোদাস বালক বলিয়া ঘৃণাপূর্ব্বক উহাঁকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহারাজ দুর্দ্দম হৈহয়ের দায়াদত্ব করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি বৈরভাবের উচ্ছেদ করিবার মানসে দিবোদাস কর্তৃক বল পূর্ব্বক হৃত পিতার বিষয়সম্পত্তি পুনর্ব্বার গ্রহণ পূর্ব্বক স্ববশে আনয়ন করিলেন।

দিবোদাসের ঔরসে ও দৃশদ্বতীর গর্ভে প্রতর্দ্দন নামক এক বীরের জন্ম হয়। প্রতর্দ্দন বাল্যাবস্থাতেই পিতাকে প্রহার করেন। প্রতর্দ্দনের দুই পুত্র, বৎস আর ভার্গ, ইহাঁরা উভয়েই সুবিখ্যাত ছিলেন। বৎসের পুত্র অলর্ক, অলর্কের পুত্র সন্নতি। কাশীরাজ অলর্ক ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্য-যুদ্ধ ছিলেন। রাজর্ষি অলর্কের বিষয়ে প্রাচীনেরা এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন, কাশিকুলধুরন্ধর রাজা অলর্ক ষষ্টি সহস্র ষষ্টি শত বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত রূপ ও যৌবন সম্ভোগ করিয়াছিলেন। মহারাজ লোপামুদ্রার প্রসাদে পর-মায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রূপযৌবনশালী মহারাজ অল-র্কের সুমহৎ রাজ্য ছিল। মহাবাহু মহারাজ বারাণসীর শাপান্ত হইলে ক্ষেমকনামক রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া পুনর্ব্বার রম্যা বারাণসীপুরী সংস্থাপিত করেন। সন্নতির পুত্রের সুনীথ এই নাম ছিল। সুনীথের পুত্র ক্ষেম্য। ইনি

মহাযশা রাজা ছিলেন। ক্ষেম্যের পুত্র কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র সুকেতু। সুকেতুর পুত্র ধর্ম্মকেতু এই নামে বিখ্যাত ছিলেন। ধর্ম্মকেতুর পুত্র মহারথ সত্যকেতু, সত্যকেতুর পুত্র প্রজাপাল বিভু। বিভুর পুত্র সুবিভু। সুবিভুর পুত্র সুকুমার, সুকুমারের পুত্র ধৃষ্টকেতু, ইনি পরমধার্ম্মিক ছিলেন। ধৃষ্টকেতুর পুত্র প্রজাপালক বেণুহোত্র, বেণুহোত্রের পুত্র প্রজেশ্বর ভর্গ। বৎস হইতে বৎসভূমির উৎপত্তি আর ভার্গব হইতে ভৃগুভূমির উৎপত্তি হয়। ভার্গব বংশে অঙ্গিরার এই সমস্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবিধ জাতীয় সহস্র সহস্র পুত্র জন্মিয়াছিল। নহুষের বংশোৎপন্ন এই সমস্ত ব্যক্তিরাই কাশি এই নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে ঊনত্রিংশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাতেজা নহুষের ঔরসে ও পিতৃকন্যা বিরজার গর্ভে ইন্দ্রতুল্য তেজঃশালী ছয় পুত্রের জন্ম হয়। ইহাঁদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যতি, দ্বিতীয় যযাতি,

তৃতীয় সংযাতি, চতুর্থ আযাতি, পঞ্চম ভব, ও ষষ্ঠ সুযাতি। ইহাঁদিগের মধ্যে দ্বিতীয় যযাতি রাজা হইয়াছিলেন। তিনি পরমধার্ম্মিক এবং গোনাম্নী ককুৎস্থকন্যাকে ভার্য্যা স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যতি মোক্ষধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক মুনিস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মভূত হয়েন। সেই পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে দ্বিতীয় যযাতি সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়া শুক্রের কন্যা দেবযানীকে ভার্য্যা স্বরূপে প্রাপ্ত হয়েন। আর বৃষপর্ব্বা নামক অস্থরের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা যযাতির দ্বিতীয় পত্নী হয়েন। দেবযানীর গর্ব্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। আর বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু, ও পূরু এই তিন পুত্রের জননী। ইন্দ্র মহারাজ যযাতির প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিরতিশয় দীপ্তিশালী একখানি রথ প্রদান করিয়াছিলেন। রথখানি কাঞ্চনময় ও স্বেচ্ছাচর। ঐ দিব্য রথ শুভ্রবর্ণ মনের ন্যায় বেগশালী স্বর্গীয় শ্রেষ্ঠ অশ্ব দ্বারা যুক্ত। মহারাজ যযাতি রথের বলে স্বীয় কার্য্য উদ্ধার করিতেন। তিনি ষড়ঙ্গবিশিষ্ট সেই শ্রেষ্ঠ রথ দ্বারা সমগ্র মহীকে জয় করিয়াছিলেন। এবং যুদ্ধস্থলে দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ হইয়া ইন্দ্রের সহিত দেবসমূহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই রথ যাবতীয় পুরুবংশীয়দিগের অধিকারে ছিল। পরে বসুনাম্না চেদিরাজের হস্তগত হয়। কুরুবংশীয় জনমেজয়ের সময় পর্য্যন্ত সেই রথ কৌরবদিগের অধিকারে ছিল। অবশেষে পরীক্ষিৎতনয় রাজা জনমেজয়ের সময় ধীমান্ গার্গ্যের শাপে সেই রথ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রাজা জনমেজয় গর্গের পুত্র বালক বাকৃক্রূরের প্রাণবিনাশ

করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ব্রহ্মহত্যারূপ পাতকে পাতকী হয়েন। রাজর্ষি জনমেজয় এই প্রকারে পাপগ্রস্ত এবং পুর-বাসী ও জানপদবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি মানসিক শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন সুস্থ হইল না। অনন্তর মহারাজ শৌনক ইন্দ্রোতের শরণাপন্ন হইলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনক ইন্দ্রোত মহারাজের পাপবিনাশানন্তর পাবনার্থ তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইলেন। লোহগন্ধ তাঁহার অবভৃথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার পর শক্র প্রীত হইয়া সেই কুরুবংশীয় রথ চেদিপতি বসুনামক রাজাকে প্রদান করিলেন। বসু হইতে বৃহদ্রথ সেই রথ প্রাপ্ত হয়েন। বৃহদ্রথের পর তাঁহার পুত্র সেই রথ প্রাপ্ত হইলেন। হে কৌরবনন্দন! তাহার পর ভীম জরাসন্ধের প্রাণসংহার করিয়া প্রীতিসহকারে সেই রথ বাসুদেব কৃষ্ণকে প্রদান করেন।

নহুষনন্দন যযাতি সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবীকে জয় করিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত করত পাঁচ পুত্রের প্রত্যেককে এক এক ভাগের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। মতিমান্ মহারাজ যযাতি এই রূপে রাজ্য বিভাগ করিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে তুর্ব্বসুকে, পশ্চিম দিকে দ্রুহ্যকে, উত্তর দিকে অনুকে, আর পূর্ব্বোত্তর দিকে জেষ্ঠ যদুকে নিয়োজিত করিলেন। পরে মধ্য ভাগে পূরুকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। সেই তুর্ব্বসু প্রভৃতি রাজগণ অদ্যাপি সপ্তদ্বীপা সপত্তনা এই সমগ্র

পৃথিবীকে নিজ নিজ বিভাগানুসারে ধর্ম্মের সহিত প্রতিপালন করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের কাহার কয় পুত্র হইয়াছিল পরে বর্ণনা করিব।

কালক্রমে মহারাজ যযাতি পাঁচ পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্রদিগের হস্তে ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপ করিয়া বন্ধুগণের প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ পূর্ব্বক জরাগ্রস্ত হইলেন। অপরাজিত মহারাজ যযাতি নিক্ষিপ্তশস্ত্র হইয়া পৃথিবীকে অবলোকন পূর্ব্বক প্রীতিমান্ হইলেন। যযাতি এই প্রকারে পৃথিবী বিভাগ করিয়া যদুকে কহিলেন, হে পুত্র! তুমি কার্য্যান্তরে আমার জরা প্রতিগ্রহ কর। আমি তোমাকে জরা প্রদান পূর্ব্বক তোমার রূপ যৌবন গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তরুণ হইয়া এই সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি। যদু পিতার বাক্যে এই প্রত্যুত্তর দিলেন, রাজন্! আমি কোন ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহাকে অনির্দ্দিষ্ট ভিক্ষা প্রদান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞাভার হইতে বিমুক্ত না হইয়া আর আপনার জরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। দেখুন, জরাতে পানভোজনজনিত অশেষবিধ দোষ, অতএব রাজন্! আমি আপনকার জরা গ্রহণ করিতে সাহস করি না। মহারাজ! আপনার আরও অনেক পুত্র রহিয়াছেন, তাঁহারা আমা হইতেও মহাশয়ের প্রিয়তর, অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি তাঁহাদের মধ্যেই এক জনকে আপনার জরাভার প্রতিগ্রহ করিতে অনুরোধ করুন। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মহারাজ যযাতি পুত্র যদুর উত্তর শ্রবণ করিয়া তাঁহার প্রতি কুপিত হইলেন ও তাঁহাকে এই বলিয়া ভর্ৎ

সনা করিতে লাগিলেন, দুর্ব্বুদ্ধে! তুই আমার বাক্য অব-হেলা পূর্ব্বক আমাকে অনাদর করিলি, অতএব তোর কোন্ আশ্রম অপ্রতিহত রহিল, তুই কোন্ ধর্ম্ম বিধান করিলি? যযাতি এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে যদুকে এই শাপ দিলেন যে রে মূঢ়! তোর সন্তানসন্ততির রাজ্যভোগ হইবে না। অনন্তর মহারাজ যযাতি ক্রমে ক্রমে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু ইহাঁদিগের প্রত্যেকের নিকটও আপন প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু তাহারা সকলেই মহারাজের বাক্য অবহেলা করিল। অপরাজিত মহারাজ যযাতি ইহাদিগকেও শাপ প্রদান করিলেন। হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! আমি এই সকল বিষয় পূর্ব্বেই আপনার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। হে মহারাজ! যযাতি এই প্রকারে পূর্ব্বপূর্ব্বজ চারি পুত্রের প্রত্যেককেই শাপ প্রদান করিয়া অবশেষে কনিষ্ঠ পূরুর নিকট আপন অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন ও কহিলেন বৎস পূরো! যদি তোমার অভিমত হয় আমি তোমায় নিজ জরা-ভার অর্পণ করিয়া ত্বদীয় রূপ যৌবন গ্রহণ পূর্ব্বক তরুণ হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি। পূরু পিতার বাক্যে অনু-মোদন পূর্ব্বক তাঁহার জরা প্রতিগ্রহ করিলেন, আর যযাতিও পূরুর রূপ গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভরতকুলতিলক! মহারাজ যযাতি কামের অন্ত অনুসন্ধান করিবার আশয়ে চৈত্ররথ বনে বিশ্বাচী অপ্সরার সহিত বিহার করিলেন। এই রূপে কোন প্রকারে কামোপভোগ করিয়াও যখন দেখিলেন যে উপভোগ দ্বারা কামের তৃপ্তি হয় না, তখন পূরুর নিকটস্থ হইয়া স্বকীয় জরা পুনর্ব্বার গ্রহণ

করিলেন। মহারাজ! এই বিষয়ে যযাতি কতকগুলি গাথা গান করিয়াছিলেন, যে গাথা সকলের নীতিময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিমান্ লোকেরা যে রূপে কূর্ম্ম নিজদেহ গোপন করে সেই রূপে কামকে সম্পূর্ণ রূপে সম্বরণ করিতে পারেন। এক্ষণে সেই গাথা সকল শ্রবণ করুন। কাম কখনই উপভোগ সামগ্রীর উপভোগ দ্বারা শান্ত হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যে রূপ অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ যতই কামোপভোগ করা যায় ততই কামের শান্তি না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে থাকে। পৃথিবীতে যত ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু, স্ত্রী আছে তৎসমুদয় একত্র করিলেও এক জনের পরিতৃপ্তি হয় না, অতএব এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া মুগ্ধ হইতে নাই। যখন পুরুষ পৃথিবীস্থ যাবতীয় ভূতের প্রতি কায়মনোবাক্যে কোন প্রকারেই পাপ ভাব না করেন তখনই তিনি ব্রহ্ম হইয়া উঠেন। যখন পুরুষ অন্য হইতে ভীত হন না, যখন অন্যান্য প্রাণিবর্গও উহা হইতে ভীত হয় না, যখন তাঁহার ইচ্ছা দ্বেষ কিছুই থাকে না; তখনই তিনি ব্রহ্ম হয়েন। দুর্ম্মতি পুরুষেরা কখনই তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারে না। পুরুষ জরাগ্রস্ত হইলেও তৃষ্ণা জীর্ণ হয় না, তৃষ্ণা প্রাণান্তিক রোগ, অতএব তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সুখ। মানুষ জরাগ্রস্ত হইলে তাহার কেশ জীর্ণ হয়, ও দন্ত জীর্ণ হয়, কিন্তু জরাগ্রস্ত হইলেও পুরুষের ধনাশা ও জীবিতাশা কিছুতেই জীর্ণ হয় না। ইহলোকে যে কামোপভোগ রূপ সুখ আছে আর স্বর্গলোকে যে দিব্য সুখ আছে, এই

দুইয়ের কোনটাই তৃষ্ণাক্ষয় রূপ সুখের ষোড়শ অংশের এক অংশেরও তুল্য নহে। রাজর্ষি যযাতি এইরূপ বলিয়া কাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক বনে প্রবেশ করিলেন এবং বিপুল তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল পর্য্যন্ত ভৃগুতুঙ্গে তপস্যা করিয়া, তপস্যার অবসানে অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করিলেন। যযাতির বংশে পাঁচ রাজর্ষিশ্রেষ্ঠের উদ্ভব হইয়াছিল। যাঁহারা সূর্য্যকিরণের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজর্ষিগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত যদুবংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। যে বংশে ভগবান্ নারায়ণ যাদবকুলতিলক হরি অর্থাৎ কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহারাজ! যে ব্যক্তি যযাতির পুণ্য চরিত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সুস্থ, সন্ততিশালী, ও কীর্ত্তিমান্ হয়েন।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে যযাতিচরিত
নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।



জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি পূরুর বংশ তত্ত্বতঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আর দ্রুহ্যু, অনু, যদু, ও তুর্ব্বসু ইহাঁদিগেরও বংশ সকল পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি বৃষ্ণিবংশবর্ণনপ্রসঙ্গে আমার স্বীয় বংশও আনুপূর্ব্বিক সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আপনি পূরুর উত্তমপৌরুষবিশিষ্ট বংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। আমি ইহা সবিস্তরে আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি। আপনি এই পবিত্র বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পৌরব বংশ ও দ্রুহ্যু, অনু তুর্ব্বসু ও যদু ইহাদিগেরও বংশ-পরম্পরা যথাক্রমে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। পূরুর পুত্র মহাবলপ্রতাপ মহারাজ জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র প্রচিন্বান্। ইনি পূর্ব্ব দিক্ জয় করিয়াছিলেন। প্রচিন্বানের পুত্র প্রবীর, প্রবীরের পুত্র মনস্যু, মনস্যুর পুত্র অভয়দনামক রাজা ছিলেন। অভয়দের পুত্র সুধন্বানামক রাজা। সুধন্বার পুত্র বহুগব, বহুগবের পুত্র সম্পাতি। সম্পাতির পুত্র রহম্পাতী, রহম্পাতীর পুত্র রৌদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্বের ঔরসে ঘৃতাচী নাম্নী অপ্সরার গর্ব্ভে দশ পুত্রের উৎপত্তি হয়। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম ঋচেয়ু, দ্বিতীয় কৃকণেয়ু, তৃতীয় কক্ষেয়ু, চতুর্থ স্থণ্ডিলেয়ু, পঞ্চম সন্নতেয়ু, ষষ্ঠ দশার্ণেয়ু;

সপ্তম জলেয়ু, অষ্টম মহাবল স্থলেয়ু, নবম বননিত্য, ও দশম বনেয়ু। ইহাঁর দশটী কন্যাও হইয়াছিল, রুদ্রা, শূদ্রা, ভদ্রা, মলদা, মলহা, স্বলদা, নলদা, সুরসা, গোচপলা, ও স্ত্রীরত্নকূটা। এই সকল কন্যার ভর্ত্তা মহর্ষি প্রভাকর। ইনি অত্রির বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রভাকর রুদ্রার গর্ব্ভে যশস্বী পুত্র সোমকে উৎপন্ন করেন। যৎকালে সূর্য্য স্বর্ভানু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পতিত হইতেছিলেন ও সমস্ত লোক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন ইনিই প্রভাকে প্রবর্ত্তিত করেন। সূর্য্য পৃথিবীতে পতিত হইতেছেন এমত সময় ইনি সূর্য্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, তাহাতেই সূর্য্যদেব আর স্বর্গচ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন না। এই মহাতপা মহর্ষি অত্রিশ্রেষ্ঠ গোত্র সকল প্রণয়ন করেন। দেবতারা ইহাঁরে অত্রির যজ্ঞে প্রভূত ধন দান করিয়াছিলেন। ইনি সেই দশ পুত্রিকাতে সনামক মহাবল পরাক্রম উগ্রতপা দশ পুত্রের জন্ম প্রদান করেন। রাজন্! সেই বেদপারগ দশ মহর্ষি গোত্রপ্রবর্ত্তক হয়েন। ইহাঁদিগের সাধারণ নাম স্বস্ত্যাত্রেয় কিন্তু ইহাঁরা অত্রিধনবিবর্জ্জিত ছিলেন।

কক্ষেয়ুর তিন মহারথ পুত্র হইয়াছিলেন, সভানর, চাক্ষুষ, ও পরমন্যু। সভানরের পুত্র বিদ্বান্ মহারাজ কালানল। কালানলের সৃঞ্জয় নামে ধর্ম্মজ্ঞ এক পুত্র ছিলেন। সৃঞ্জয়ের পুত্র মহাবীর রাজা পুরঞ্জয়। পুরঞ্জয়ের পুত্র মহারাজ জনমেজয়। জনমেজয়ের পুত্র রাজর্ষি মহাশাল ভূলোকে প্রথিতযশা হইয়াছিলেন। মহাশালের মহামনা নামে পরম ধার্ম্মিক এক

পুত্র ছিলেন। মহামনা দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও অন্বর্থনামা ছিলেন। হে ভরতকুলতিলক! মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। উশীনরের রাজবংশীয় পাঁচ পত্নী ছিলেন। নৃগা, কৃমি, নবা, দর্ব্বা, ও দৃশদ্বতী। এই পাঁচ পত্নীর গর্ব্ভে উশীনরের কুলোদ্বহ পাঁচ পুত্র হয়। উশীনরের বৃদ্ধবয়সেও মহৎ তপঃপ্রভাবে এই পঞ্চপুত্রের জন্ম হইয়াছিল। নৃগার গর্ব্ভে নৃগ, কৃমির গর্ব্ভে কৃমি, নবার গর্ব্ভে নব, দর্ব্বার গর্ব্ভে সুব্রত ও দৃশদ্বতীর গর্ভে ঔশীনর শিবির জন্ম হয়। শিবির রাজ্য শিবিনামক, নৃগের যৌধেয়নামক; নবের নবরাষ্ট্রনামক, কৃমির পুরীর নাম কৃমিলা, ও সুব্রতের রাজধানীর নাম অম্বাষ্ঠা। এক্ষণে শিবির কয় পুত্র তাহা শ্রবণ করুন। শিবির চারি পুত্র, বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকেয় ও মদ্রক, সকলে লোকে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের কৈকেয়, মদ্রক, বৃষদর্ভ ও সুবীর এই স্বনামপ্রসিদ্ধ চারি জনপদ সমৃদ্ধি দ্বারা স্ফীত হইয়াছিল। এক্ষণে তিতিক্ষুর সন্তানসন্ততির কথা শ্রবণ করুন। তিতিক্ষুনন্দন পূর্ব্বদিকের রাজা হইয়াছিলেন, ইহাঁর নাম উষদ্রথ। উষদ্রথের পুত্র ফেনু। ফেনের পুত্র সুতপা, সুতপার পুত্র বলি। মহারাজ বলির কাঞ্চনময় ইষুধি ছিল। ইনি মানুষযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পুরাকালে মহারাজ বলি মহাযোগী ছিলেন। বলির পাঁচ বংশকর পুত্র জন্মে। অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, ও কলিঙ্গ। এক্ষণে বলিবংশোদ্ভব অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি। বালেয়েরা ব্রাহ্মণজাত হইয়া বলিরাজার বংশকর হইয়াছিলেন। হে ভারত! ব্রহ্মা প্রীত হইয়া

বলিকে এক বর প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা বলিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলেন, বলি! তুমি মহাযোগিত্ব প্রাপ্ত হইবে, তোমার কল্পপরিমাণ আয়ু হইবেক, তুমি সংগ্রাম স্থলে অজেয় হইবে, তুমি ধর্ম্মবিষয়ে প্রধান হইবে। তোমার ত্রৈলোক্যদর্শনোপযোগী ক্ষমতা জন্মিবে,তুমি প্রসবে প্রাধান্য লাভ করিবে। তুমি অপ্রতিম হইবে, তোমার ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শনের ক্ষমতা হইবে। তুমি চারি নিয়ত বর্ণ স্থাপন করিবে। বিভু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই রূপে উক্ত হইয়া, বলি পরমোৎকৃষ্ট শান্তি লাভ করিলেন। বলির মহাতেজা দীর্ঘতপা মুনিপুঙ্গবের ঔরসে ও সুদেষ্ণার গর্ব্ভে ক্ষেত্রজ পুত্র সকলের উৎপত্তি হয়। বলি নিষ্পাপ সেই পাঁচ পুত্রদিগকে অভিষিক্ত করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন। অনন্তর যোগ আশ্রয় পূর্ব্বক যোগাত্মা হইয়া উঠিলেন ও সর্ব্বভূতের অধৃষ্য হইয়া কালাপেক্ষায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল পরে তিনি স্বকীয় স্থান প্রাপ্ত হইলেন। সেই পঞ্চ পুত্রের পাঁচটী জনপদ ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ, ও পুণ্ড্রক। এক্ষণে অঙ্গের সন্তান সন্ততির বিষয় শ্রবণ করুন। অঙ্গের পুত্র মহাবলপ্রতাপ রাজেন্দ্র দধিবাহন। দধিবাহনের পুত্র রাজা দিবিরথ। দিবিরথের ইন্দ্রতুল্যপরাক্রম বিদ্বান্ ধর্ম্মরথ নামে পুত্র হয়েন। ধর্ম্মরথের পুত্র চিত্ররথ। এই ধর্ম্মরথ বিষ্ণুপদ নামক পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া ভগবান্ শক্রের সহিত একত্রে সোমপান করিয়াছিলেন। চিত্ররথের পুত্র দশরথ, দশরথের লোমপাদনামক পুত্রিকাপুত্র শান্তানাম্নী এক দুহিতা ছিলেন। দশরথের পুত্র মহাযশস্বী চতুরঙ্গ নামক বীর। ইনি ঋষ্যশৃঙ্গ

মুনির প্রসাদে দশরথকুলরক্ষার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুরঙ্গের পুত্র পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের পুত্র মহাযশা চম্প। চম্পা নগরী চম্পের রাজধানী ছিল। এই নগরীই পূর্ব্বে মালিনী নামে বিখ্যাত ছিল। পূর্ণভদ্রপ্রসাদে চম্পের হর্য্যঙ্গ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। বৈভাণ্ডকি মন্ত্রবলে শক্রবারণক্ষমবল-শালী বাহনশ্রেষ্ঠ এক বারণকে তাঁহার বাহনার্থ স্বর্গ হইতে অবনীতে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। হর্য্যঙ্গের পুত্র রাজা ভদ্ররথ। ভদ্ররথের পুত্র প্রজাপাল বৃহৎকর্ম্মা, বৃহৎকর্ম্মার পুত্র বৃহদ্দর্ভ, বৃহদ্দর্ভের পুত্র বৃহন্মনা। রাজেন্দ্র বৃহন্মনার জয়দ্রথ নামে এক মহাবীর পুত্র ছিলেন, জয়দ্রথের পুত্র দৃঢ়রথ, দৃঢ়রথের পুত্র বিশ্ব-জিৎ, বিশ্বজিতের পুত্র কর্ণ। কর্ণের পুত্র বিকর্ণ। কর্ণের একশত পুত্র হইয়াছিল। এই শত পুত্র হইতে অঙ্গরাজার বংশ সম্যক্ রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বৃহদ্দর্ভপুত্র মহারাজ বৃহন্মনার দুই পত্নী ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই বৈনতেয়ের দুহিতা ছিলেন। প্রথমার নাম যশোদেবী ও দ্বিতীয়ার নাম সত্যা। ইহাঁদি-গের হইতেই বংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। যশোদেবীর গর্ব্ভে ব্রহ্মক্ষত্রোত্তর বিজয় নামক পুত্রের উৎপত্তি হয়। এই বিজয়ের পুত্র ধৃতি। ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত। ধৃতব্রতের পুত্র মহাযশা সত্যকর্ম্মা। সত্যকর্ম্মার পুত্র অধিরথ সূত। এই অধিরথ কর্ণকে পুত্র স্বরূপে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন; তাহাতেই কর্ণ সূতজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাবল কর্ণের বিষয় আপনার নিকট সমুদয় কীর্ত্তন করিয়াছি। কর্ণের পুত্র বৃষসেন। বৃষসেনের পুত্র বৃষ। ইহাঁদিগের বংশে উদ্ভূত সত্যব্রত মহাত্মা প্রজাবান্ মহারথ রাজগণের বিষয় কীর্ত্তন

করিলাম। এক্ষণে ভৌদ্রাশ্বতনয় ঋচেয়ুর বংশ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। আপনি এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশপর্ব্বে কক্ষেয়ুবংশানু-কীর্ত্তননামক একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনাধৃষ্য রাজর্ষি ঋচেয়ু একরাট নামক রাজার পুত্র। জ্বলনানাম্নী তক্ষকদুহিতা ঋচেয়ুর ভার্য্যা ছিলেন। রাজর্ষি সেই দেবীর গর্ব্ভে মতিনারনামক পুত্র উৎপন্ন করেন। মতিনারের তিনটী পুত্র ছিলেন, সকলেই পরম ধার্ম্মিক। প্রথম তংসু, দ্বিতীয় প্রতিরথ, তৃতীয় ধর্ম্ম-পরায়ণ সুবাহু। ইহাঁর গৌরী নামে এক কন্যা ছিলেন। এই গৌরীই মান্ধাতার জননী। তংসু প্রভৃতি তিন জনই বেদবেত্তা, ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্যবাদী ছিলেন। সকলেই অস্ত্রবিদ্যাপারদর্শী, মহাবল ও যুদ্ধবিশারদ ছিলেন। প্রতির-থের পুত্র কণ্ব। ইনি রাজা হইয়াছিলেন। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতেই কণ্ব দ্বিজত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। হে জনমেজয়! ইহাঁর ইলিনীনাম্নী এক কন্যা ছিলেন। ইনি ব্রহ্মবাদিনী ও স্ত্রীশ্রেষ্ঠা ছিলেন। তংস্নু তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তংস্নুর পুত্র রাজর্ষি স্নুরোধ, ইনি মহাবল, প্রতাপবান্ ধর্ম্মনেত্র ও ব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যার নাম উপদানবী। উপদানবীর গর্ব্ভে ও ঐলিক মহারাজের ঔরসে চারি পুত্রের উৎপত্তি হয়; দুষ্মন্ত, সুষ্মন্ত, প্রবীর ও অনঘ। দুষ্মন্তের পুত্র মহাবলপ্রতাপ ভরত। এই ভরতের সর্ব্বদমন এই একটী নাম ছিল, তাহার কারণ ভরতের অযুত নাগের ন্যায় অসীম বল ছিল। দুষ্মন্তের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ব্ভে ভরত নামে এই চক্রবর্ত্তি-গুণসম্পন্ন পুত্রের জন্ম হয়। এই ভরতের তাবৎ অধিকার ইহাঁরই নামে ভারতবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হয়। কোন সময়ে দুষ্মন্তের প্রতি এই অশরীরিণী আকাশবাণী হইয়াছিল, হে দুষ্মন্ত! মাতা ভস্ত্রা ও পিতার পুত্র ইহারা যাহা হইতে উৎ-পন্ন হয় তদাত্মক হইয়া থাকে। অতএব তুমি তোমার পুত্র ভরতকে ভরণ পোষণ কর। শকুন্তলার অবমাননা করিও না। হে নরদেব! পুত্র যমভয় নিবারণ করিয়া পিতার বংশ রক্ষা করে। তুমি শকুন্তলার গর্ব্ভের জনয়িতা ইহা শকুন্তলা সত্যই বলিয়াছেন।

মহারাজ! মাতৃদিগের কোপে ভরতের পুত্রগণ বিনষ্ট হয়েন এ বিষয় আমি পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। মাতৃগণের কোপ হেতু ভরতের পুত্রসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আঙ্গি-রস বৃহস্পতির পুত্র মহামুনি ভরদ্বাজ মরুদগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞবলে ভারত বংশে সংক্রামিত হইলেন। ধীমান্ ভরদ্বাজের এই

সংক্রমণবৃত্তান্ত এই স্থানেই উদাহৃত হইয়া থাকে। মরুদ্গণ ভরতের উদ্দেশে ধর্ম্মসংক্রমণ করেন, এ বিষয়ও এই স্থানেই উদাহৃত হইয়া থাকে। ভরদ্বাজ মরুদ্গণ দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ভরত এই সকল যজ্ঞ করেন। প্রথমে পুত্রজন্মক্রিয়া বিতথ হইয়া গেল। পরে ভরদ্বাজ হইতেই রাজার বিতথ নামে এক পুত্র হয়। বিতথ জন্মগ্রহণ করিলে, মহারাজ ভরত স্বর্গারোহণ করেন। ভরদ্বাজও বিতথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন। বিতথেরও পাঁচ পুত্র জন্মে, সুহোত্র, সুহোতা, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের দুই পুত্র, মহাবলপরাক্রম কাশক ও মহারাজ গৃৎসমতি। গৃৎসমতির ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ত্রিবিধ পুত্র হইয়াছিল। কাশির কাশয় ও দীর্ঘতপা এই দুই পুত্র। দীর্ঘতপার পুত্র বিদ্বান্ ধন্বন্তরি। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র বিদ্বান্ ভীমরথ। ভীমরথ দিবোদাস নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ইনি নিখিল রাক্ষসকুলের বিনাশ করেন।

এই সময়েই ক্ষেমকনামক রাক্ষস শূন্যা বারাণসী পুরীতে নিবেশ সংস্থাপন করে। বারাণসী পুরী মতিমান্ নিকুম্ভ কর্ত্তৃক শপ্তা হইয়াছিলেন। নিকুম্ভ এই বলিয়া বারাণসীকে শাপ দেন যে, তুমি সহস্র বৎসর কাল শূন্যা হইয়া থাকিবে। বারাণসী শাপগ্রস্তা হইবামাত্র প্রজেশ্বর দিবোদাস বারাণসীর বহির্ভাগে গোমতীতীরে পরম রমণীয় এক নগরী সংস্থাপন করিলেন। ভদ্রশ্রেণ্যের ধনুর্বিদ্যাবিশারদ এক শত পুত্র ছিলেন, রাজা দিবোদাস এই শত পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিয়া

নূতন পুরী সংস্থাপিত করেন। দিবোদাসের পুত্র মহাবীর রাজা প্রতর্দ্দন। প্রতর্দ্দনের দুই পুত্র বৎস ও ভার্গ। অলর্ক রাজার পুত্র সন্নতিমান্। এই মহীপতি হৈহয়ের রাজত্ব বল পূর্ব্বক অপহরণ করেন। পরে ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র মহাত্মা দুর্দ্দম, দিবোদাস কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক হৃত পিতার বিষয় পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন। দিবোদাস বালক বলিয়া এই দুর্দ্দমকে অবহেলা করিয়াছিলেন। ভীমরথের অষ্টারথ নামে এক পুত্র হয়েন। মহারাজ! সেই ক্ষত্রিয় বৈরভাবের প্রতিশোধ করিবার মানসে দিবোদাসের বালক পুত্রদিগকে প্রহার করেন। কাশী-রাজ অলর্ক ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্যসঙ্গর রাজা ছিলেন। তিনি ষষ্টি সহস্র ও ষষ্টি শত বৎসর যাবৎ রূপযৌবন সম্ভোগ করত বিপুল রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। এ যাবৎ কাল তাঁহার রূপ ও যৌবন অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি লোপামুদ্রার প্রসাদে পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাবাহু মহারাজ বয়ঃশেষে ক্ষেমক রাক্ষসকে বধ করিয়া রমণীয় বারাণসী নগরী পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অলর্কের পুত্র ক্ষেমক নামক রাজা। সুনীথের পুত্র ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের পুত্র কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র বর্ষকেতু। বর্ষকেতুর পুত্র প্রজাপাল বিভু। বিভুর পুত্র আনর্ত্ত, আনর্ত্তের পুত্র সুকুমার। সুকুমারের পুত্র মহারথ সত্যকেতু। ইহাঁর পুত্র পরম ধার্ম্মিক রাজা মহাতেজা। বৎসের রাজ্য বৎসভূমি। ভার্গব হইতে ভার্গভূমির নাম হইয়াছে। ভার্গববংশে অঙ্গিরার এই সমস্ত পুত্র জন্মিয়াছিল। ইহাঁরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারিপ্রকার বর্ণই হইয়াছিলেন। সুহোত্রের পুত্র বৃহৎ, বৃহতের

তিন পুত্র, অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও বীর্য্যবান্ পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের তিন পত্নী, নীলী, কেশিনী ও বরাঙ্গনা ধূমিনী। ইহাঁরা প্রত্যেকেই যশস্বিনী ছিলেন। অজমীঢ়ের ঔরসে ও কেশিনীর গর্ব্ভে জহ্নু নামক এক মহাপ্রতাপ পুত্রের জন্ম হয়। এই জহ্নু সর্ব্বমেধনামক মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন। গঙ্গা দেবী পতিলোভে ইহাঁর নিকট অভিসার করিয়াছিলেন। জহ্নু গঙ্গার প্রার্থনায় সম্মত না হওয়াতে গঙ্গা মহারাজের যজ্ঞ-মণ্ডপ জলে প্লাবিত করেন। হে ভারতকুলতিলক! মহারাজ জহ্নু যজ্ঞসভা গঙ্গাপ্রবাহে প্লাবিত হইল দেখিয়া ক্রোধভরে গঙ্গাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গঙ্গে! আমি এক্ষণেই তোমার ত্রিলোকবিস্তৃত জলপ্রবাহ সং-ক্ষেপ করিয়া পান করিয়া ফেলিতেছি, তুমি নিজ গর্ব্বের ফল ভোগ কর। অনন্তর মহাত্মা মহর্ষিগণ গঙ্গাকে পীত দেখিয়া মহাভাগা গঙ্গাকে জহ্নুর দুহিতা বলিয়া বিখ্যাত করিলেন। জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাবেরীর দেহের অর্দ্ধভাগ পশ্চাৎ গঙ্গার শাপে নদীরূপে পরিণত হইয়াছিল। জহ্নুর পুত্র অজক, ইনি বীর্য্যশালী ও পিতৃপ্রিয় ছিলেন। অজকের পুত্র মহীপতি বলাকাশ্ব। বলাকাশ্ব সাতিশয় মৃগয়াশীল ছিলেন। ইহাঁর পুত্র কুশিক। মহারাজ বলাকাশ্ব মৃগয়াশীল ছিলেন বলিয়া বনচর পহ্লবদিগের সহিত একত্র থাকিয়া বয়োবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র কুশিক ইন্দ্রতুল্য পুত্র প্রাপ্তি কামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ শক্র তাঁহার তপস্যায় ত্রাসান্বিত হইয়া স্বয়ং মহারাজের ঔরসে জন্ম গ্রহণ

করিলেন। ভগবান্ ইন্দ্র স্বয়ং গাধি রূপে অবতীর্ণ হইলেন অতএব গাধি রাজা স্বয়ং ভগবান্ ইন্দ্র। গাধির বিশ্বামিত্র, বিশ্বরথ, বিশ্বকৃৎ, ও বিশ্বজিৎ এই কয়েকটী পুত্র ও সত্যবতীনাম্নী একটী কন্যা জন্মে। ঋচীকমুনির ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ব্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রভৃতি বহু পুত্র। ইহাঁরা ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। দেবশ্রবা, কতি, এই কতি হইতেই কাত্যায়নবংশের উদ্ভব হয়; শালাবতীর গর্ব্ভে হিরণ্যাক্ষ; রেণুর গর্ব্ভে রেণুমান্; সংকৃত, গালব ও মৌদ্গল্য; মহাত্মা কৌশিকদিগের গোত্র বিখ্যাতিলাভ করিয়াছে। পাণিন, বভ্রু, ধ্যানজপ্য, পার্থিব, দেবরাত, শাঙ্কলায়ন, সৌশ্রব, লৌহিত্য, যামদূত, কারীরি, ও সৈন্ধবায়ন এই কয়েকটীই বিখ্যাত কৌশিক গোত্র। অন্যান্য ঋষির নামেও বহু সংখ্যক কৌশিক গোত্র আছে। হে মহারাজ! এই বংশে পৌরব ও ব্রহ্মর্ষি কৌশিকের সম্বন্ধ, অতএব এই বংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই একত্র সম্বদ্ধ হইয়াছেন। বিশ্বামিত্রের পুত্রবর্গের মধ্যে শুনঃশেফ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। মুনিশ্রেষ্ঠ শুনঃশেফ ভার্গব হইয়াও কৌশিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বিশ্বামিত্রের দেবরাত প্রভৃতি অন্যান্য অনেক পুত্র ছিলেন। আর দৃশদ্বতীর গর্ব্ভে ও বিশ্বামিত্রের ঔরসে অষ্টক নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। অষ্টকের পুত্র লৌহি। মহারাজ! এই জহ্নুর বংশ সমগ্র কীর্ত্তন করিলাম। হে ভরতকুলতিলক! এক্ষণে অজমীঢ় বংশের বিবরণ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। অজমীঢ়ের ঔরসে ও

নীলিনীর গর্ব্ভে সুশান্তির জন্ম হয়। সুশান্তির পুত্র পুরুজাতি, পুরুজাতির পুত্র বাহ্যাশ্ব, বাহ্যাশ্বের দেব সদৃশ পঞ্চ পুত্র হইয়াছিল। মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, বিক্রমশালী যবীনর ও কৃমিলাশ্ব। শ্রুত আছে, ইহাঁরা পাঁচ জনেই সমস্ত দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন। এই পাঁচ জনের রাজ্য পাঞ্চালরাজ্য, নামে বিখ্যাত। পাঞ্চাল রাজ্য বহুসংখ্যক সমৃদ্ধিশালী স্ফীত জনপদে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহারা দেশের রক্ষাকার্য্যে অলং অর্থাৎ সমর্থ ছিলেন বলিয়া উহাঁদিগের রাজ্যের পাঞ্চাল এই নাম হইয়াছিল। মুদ্গলের পুত্র সুমহাযশা মৌদ্গল্য। এই সকল মহাত্মা ক্ষত্র বলশালী দ্বিজাতি ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই কণ্ব ও মুদ্গলের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অঙ্গিরার পক্ষ আশ্রয় করিয়া আঙ্গিরস হইয়াছিলেন। মৌদ্গল্যের পুত্র সুমহাযশা ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। ইহাঁর ঔরসে ইন্দ্রসেনার গর্ব্ভে বধ্রশ্ব নামক পুত্রের জন্ম হয়। বধ্রশ্বের ঔরসে ও মেনকার গর্ব্ভে যমজ সন্তানদ্বয়ের জন্ম হয়, এই যমজদ্বয়ের মধ্যে একটী পুত্র, তাঁহার নাম দিবোদাস, অপরটী কন্যা তাঁহার নাম অহল্যা। অহল্যা সাতিশয় যশস্বিনী ছিলেন। শরদ্বত ও অহল্যা হইতে ঋষিশ্রেষ্ঠ সুমহাযশা শতানন্দের জন্ম হয়। শতানন্দের সত্যধৃতিনামক ধনুর্ব্বিদ্যাপারদর্শী এক পুত্রের জন্ম হয়; কোন সময়ে সত্যধৃতি সম্মুখে এক অপ্সরাকে দর্শন করেন। উহাকে দর্শন করিয়া সত্যধৃতির রেতঃস্খলন হয় ও শরস্তম্বে পতিত হয়। শান্তনু মৃগয়ায় গমন করিয়া কৃপা পূর্ব্বক ঐ শুক্র গ্রহণ করেন। ঐ শুক্র হইতে কৃপ ও গৌতমী কৃপী এই পুত্র ও কন্যার জন্ম

হয়। ইহাঁরাই শারদ্বত নামে বিখ্যাত; ইহাঁদিগকেই গৌতম বলে। ইহার পর দিবোদাসের সন্তান সন্ততিদিগের বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। দিবোদাসের পুত্র মহারাজ ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু। মিত্রয়ুর পুত্র সোম, ইহাঁ হইতেই মৈত্রেয়দিগের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাঁরা ক্ষত্রবলসম্পন্ন ভার্গব। মহাত্মা সৃঞ্জয়ের পুত্র পঞ্চজন। পঞ্চজনের পুত্র মহীপতি সোমদত্ত। সোমদত্তের পুত্র মহাযশা সহদেব। সহদেবের পুত্র মহারাজ সোমক। অজমীঢ় বংশ পরিক্ষীণ হইলে অজমীঢ় হইতে সোমকের পুনর্ব্বার জন্ম হইয়াছিল। সোমকের পুত্র জন্তু। জন্তুর এক শত পুত্র ছিল। তাঁহাদিগের যবীয়ান্ পৃষত, ইনিই দ্রুপদের পিতা। দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু। এই সকল মহাপুরুষগণ আজমীঢ় ও সোমক নামে কথিত হইয়াছেন। অজমীঢ়ের পুত্রদিগের সোমকনামে খ্যাতি হইয়াছে। অজমীঢ়ের মহিষী ধূমিনী। ইনিই আপনার পূর্ব্বপুরুষদিগের জননী ছিলেন। কোন সময়ে ধূমিনীদেবী পুত্রপ্রার্থনায় ব্রতনিয়মপরায়ণা হইয়া অযুতবর্ষকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। ধূমিনী এই রূপে বহুকাল পর্য্যন্ত দুশ্চর তপস্যা করিয়া, যথাবিধি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, ও পবিত্র বস্তু পরিমিতরূপে ভোজন করিতেন। এইরূপ তপস্যা করিবার সময় তিনি অগ্নিহোত্র কুশোপরি শয়ন করিতেন। অনন্তর বহু কাল কঠোর তপস্যার পর অজমীঢ় ধূমিনী দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহবাস করিলেন। এই সহবাসের ফলস্বরূপ ঋক্ষনামক পুত্রের জন্ম হইল। ঋক্ষ ধূম্রবর্ণ ও সুদর্শন ছিলেন

তাঁহার সম্বরণনামে এক পুত্র হয়। সম্বরণের পুত্র কুরু। ইনিই প্রয়াগ হইতে কিঞ্চিদ্দূরে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করেন। এই স্থানটী অতি পবিত্র, রমণীয় এবং বহুসংখ্যক পুণ্যাত্মা লোক কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ছিল। কুরুর বংশ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং কৌরবেরা ইঁহার নামেই প্রসিদ্ধ হয়েন। কুরুর সুধন্বা, সুধনু, মহাবাহু পরীক্ষিৎ এবং অরিমেজয় নামে চারিটী পুত্র জন্মে। সুধন্বার পুত্র সুহোত্র। ইনি অতি বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ধর্ম্মার্থবিৎ চ্যবন সুহোত্রের পুত্র। ইনি যজ্ঞ করিয়া তাহার ফলে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী চৈদ্যোপরিচরনামক পুত্রকে প্রাপ্ত হয়েন, ইঁহার অপর একটী নাম বসু। ইনি আকাশচর ছিলেন। চৈদ্যোপরিচরের ঔরসে গিরিকার গর্ভে সপ্ত পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহারা মহারথ, বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্রহ, কুশ, মারুত, যদু এবং মৎস্যকালী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তন্মধ্যে মহারথ মগধদেশের রাজা ছিলেন। কুশ কখন কখন মণিবাহন বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হইতেন।

বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র নামে বিখ্যাত ছিলেন। কুশাগ্রের পুত্র বৃষভ। বৃষভ অশেষবিদ্যাবিশারদ ও প্রভূতবলশালী ছিলেন। বৃষভের পুত্র ধার্ম্মিকবর পুষ্পবান্, পুষ্পবানের পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত রাজা সত্যহিত। সত্যহিতের পুত্র ধর্ম্মাত্মা ঊর্জ্জ। ঊর্জ্জের পুত্র সম্ভব ও জরাসন্ধ। জরাসন্ধ ভূমিষ্ঠ হইবার সময় দুই ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্তদেহ হইয়াছিলেন, জরানাম্নী রাক্ষসী উহাঁর তাদৃশ শরীর একত্র সংযোজিত করিয়াছিল, এইজন্যই ইহাঁর জরাসন্ধ এই নাম হয়। মহাবল জরাসন্ধ সমরে সর্ব্বক্ষত্রকে পরাজিত করিয়া-

ছিলেন। জরাসন্ধের পুত্র প্রতাপশালী সহদেব। সহদেবের পুত্র শ্রীমান্ মহাযশা উদাপু। উদাপুর ঔরসে শ্রুতশর্ম্মা নামে এক পরমধার্ম্মিক পুত্রের জন্ম হয়। শ্রুতশর্ম্মা মগধদেশে বাস করিয়াছিলেন। পরীক্ষিতের পুত্র ধার্ম্মিকবর জনমেজয়,জনমেজয়ের তিন মহারথ পুত্র; শ্রুতসেন,উগ্রসেন, ও ভীমসেন। ইহাঁরা সকলেই মহাভাগ্য, বিক্রান্ত ও বলশালী ছিলেন। জনমেজয়ের অপর দুই পুত্র জন্মে, ইহাঁদের নাম সুরথ ও মতিমান্। সুরথের বিদূরথ নামে এক মহাবলপরাক্রম পুত্র ছিলেন। বিদূরথের পুত্র মহারথ ঋক্ষ। ঋক্ষনামে বিখ্যাত যে দুই জন রাজা ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি দ্বিতীয়। মহারাজ! আপনাদিগের বংশে দুই ঋক্ষ,দুই পরীক্ষিৎ তিন ভীমসেন ও দুই জনমেজয়। জন্মগ্রহণ করেন দ্বিতীয় ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন ভীমসেনের পুত্র প্রতীপ,প্রতীপের পুত্র শান্তনু, দেবাপি ও বাহ্লিক। ইহাঁরা তিন জনেই মহারথ বীর ছিলেন। শান্তনুর এই কয়েকটী পুত্র ছিলেন। মহারাজ! আপনি এই শান্তনুর বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বাহ্লিকের রাজ্য সপ্তবাহ্য নামে বিখ্যাত ছিল। তাঁহার পুত্র মহাযশা সোমদত্ত। সোমদত্তের তিন পুত্র, ভূরি, ভূরিশ্রবা ও শল। দেবাপি মুনি দেবতাদিগের উপাধ্যায় ছিলেন। মহাত্মা চ্যবনের দুই পুত্র, কৃত ও ইষ্ট। শান্তনু কৌরববংশধুরন্ধর রাজা হইয়াছিলেন। মহারাজ! এক্ষণে আমি শান্তনুর বংশ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বংশেই আপনি জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। প্রভু শান্তনু গঙ্গার গর্ভে দেবব্রত নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ইনিই ভীষ্ম

নামে বিখ্যাত ও কৌরববংশের পিতামহ ছিলেন। আর কালীর গর্ব্ভে শান্তনুর ঔরসে বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হয়। ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য শান্তনুর প্রিয়তম পুত্র ছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে তিনটী পুত্র উৎপাদন করেন, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে ও গান্ধারীর গর্ব্ভে একশত পুত্রের জন্ম হয়। এই শত পুত্রের মধ্যে দুর্য্যোধন সকলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, এবং সকলের প্রভু ছিলেন। পাণ্ডুর পুত্র ধনঞ্জয়। সুভদ্রার গর্ব্ভে ও ধনঞ্জয়ের ঔরসে অভিমন্যুর জন্ম হয়। আপনার পিতা পরীক্ষিৎ সেই অভিমন্যুর আত্মজ। মহারাজ! পূরুর বংশ কীর্ত্তন করিলাম শ্রবণ করিলেন। এক্ষণে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু ও যদু ইহাঁদিগেরও বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। তুর্ব্বসুর বহ্নি নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহার পুত্র গোভানু। গোভানুর পুত্র রাজা ত্রৈসানু। ত্রৈসানু কখন শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হয়েন নাই। ইহাঁর করন্ধম নামে এক পুত্র হয়। করন্ধমের পুত্রের নাম মরুত্ত এবং মরুত্তের পুত্র আবিক্ষিত। রাজা আবিক্ষিত অতিশয় যাজ্ঞিক এবং দাক্ষিণ্যগুণসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পুত্রহীন, কিন্তু তাঁহার সম্মতানাম্নী এক কন্যা ছিল। আবিক্ষিত মহাত্মা সম্বর্ত্তকে দক্ষিণাস্বরূপ সেই কন্যা প্রদান করেন। সেই কন্যার গর্ভে পুণ্যশীল দুষ্মন্ত এবং পৌরবের জন্ম হয়। পরে যযাতির শাপে জরাগ্রস্ত হইবার পর তুর্ব্বসুর বংশই পুরু-বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

মহারাজ দুষ্মন্তের করুথাম নামে এক পুত্র হয়। করু-

খামের পুত্র আক্রীড়। আক্রীড়ের পাণ্ড্য, কেরল, কোল এবং চোল নামক চারি পুত্র জন্মে। স্ফীত, পাণ্ড্য, চোল ও কেরল দেশ ইহাঁদিগের চারি জনের রাজধানী ছিল।

দ্রুহ্যুর দুই পুত্র, বভ্রু এবং সেতু। সেতুর পুত্র অঙ্গার। ইনি মরুৎপতি বলিয়া কথিত আছেন। যৌবনাশ্ব ইহাঁকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বিনাশ করেন। ইহাঁরা উভয়ে অতিশয় ভয়ানক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। চতুর্দ্দশ মাসে এই যুদ্ধের শেষ হয়।

গন্ধার নামক মহীপতি অঙ্গারের পুত্র। সুবিস্তৃত গান্ধার রাজ্য ইহাঁর নামেই প্রথিত হয়। প্রথিত আছে, গান্ধারদেশজাত অশ্ব অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অশ্ব হইতেই শ্রেষ্ঠ।

অনুর ঔরসে ধর্ম্মের জন্ম হয়। ধর্ম্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র দুদুহ এবং দুদুহের পুত্র প্রচেতা। প্রচেতাতনয়ের নাম সুচেতা। অনুবংশোদ্ভব এই কয়জন মহাত্মার নাম কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর প্রভূতপরাক্রমশালী যদুবংশের যথাযথ রূপে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলহরিবংশে হরিবংশপর্ব্বগত
পূরুবংশকীর্ত্তননামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যদুর পাঁচ পুত্র সহস্রদ, পয়োদ, ক্রোষ্টা, নীল এবং অঞ্জিক। ইহাঁরা সকলেই দেবতার সদৃশ রূপ এবং গুণসম্পন্ন ছিলেন। সহস্রদের তিন পুত্র তাঁহাদিগের নাম হৈহয়, হয় এবং বেণুহয়। ইহাঁরা তিন জনেই পরমধার্ম্মিক ছিলেন। হৈহয়ের এক পুত্র জন্মে। ইনি ধর্ম্মনেত্র নামে বিখ্যাত। ধর্ম্মনেত্রের এক পুত্র। ইহাঁর নাম কার্ত্ত, কার্ত্তের পুত্র সাহঞ্জ। ইনিই সাহঞ্জনীনাম্নী নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাহঞ্জের মহিষ্মান্ নামধেয় এক পুত্র হয়। ইহাঁর রাজ্য মাহিষ্মতী পুরী নামে প্রথিতা আছে। মহাত্মা মহিষ্মানের ভদ্রশ্রেণ্যনামক পুত্র জন্মে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইনিই বারাণসীর প্রবলপ্রতাপ অধিপতি ছিলেন। এই ভদ্রশ্রেণ্যের পুত্র দুর্দ্দম এবং রাজা কনক দুর্দ্দমের পুত্র। কনকের সর্ব্বসমেত চারি পুত্র। ইহাঁদিগের নাম কৃতবীর্য্য, কৃতৌজা, কৃতবর্ম্মা এবং কৃতাগ্নি। কৃতবীর্য্য হইতে অর্জ্জুনের জন্ম হয়। এই অর্জ্জুনই সহস্রবাহুসম্পন্ন হইয়া, অসাধারণ বাহুবল সহকারে সপ্তদ্বীপের ঈশ্বরত্ব লাভ করেন। ইনি

সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া একাকীই সমুদায় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। এবং অযুতবর্ষপরিমিত কাল কঠোর তপস্যা করিয়া, অবশেষে অত্রিপুত্র দত্তের আরাধনা করেন। অত্রিতনয় দত্ত ইহাতে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে চারিটী বর প্রদান করেন। কার্ত্তবীর্য্য প্রথম বরে সহস্র বাহু প্রার্থনা করিলেন। সেই উত্তম বাহু সহস্র দ্বারা তিনি অধর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগকে দমন ও উগ্রতেজ দ্বারা পৃথিবীজয় করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিতেন, তিনি বহুসংখ্যক সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন ও অসংখ্য শত্রুর প্রাণ বিনাশ করেন। তিনি যখনই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন, সর্ব্বদাই উত্তম বল প্রভাবে শত্রুদিগকে বধ করিতেন। যোগেশ্বর ব্যক্তির যেরূপ ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ যুদ্ধকালে তাঁহার মায়াবলে সহস্র বাহু নির্গত হইত। তিনি উগ্রতেজঃপ্রভাবে এই সসাগরা, সপ্তদ্বীপা, সপর্ব্বতা, সনগরা, সমগ্র পৃথিবীকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপে সপ্ত শত যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন। শ্রুত আছে, তিনি তাবৎ যজ্ঞেই সহস্র শত দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। সকল যজ্ঞেই কাঞ্চনের যূপ নিখাত হইয়াছিল ও কাঞ্চনের বেদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিখিল দেবগণ বিমানারোহণে যজ্ঞস্থলে সমাগত হইয়াছিলেন, আর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ ইঁহারাও সমুপস্থিত হইয়া, যজ্ঞস্থলের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে গন্ধর্ব্ব নারদ গাথা গান করিয়াছিলেন। নারদ কহিয়াছিলেন, কোন রাজা কখনই কি যজ্ঞ, কি দান, কি তপস্যা, কি বিক্রম, কি শ্রুত কোন বিষয়েই কার্ত্ত-

বীর্য্যের অভাব হইবে না। কার্ত্তবীর্য্য বর্ম্ম পরিধান করিয়া খড়্গ ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণে সপ্তদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ইহাঁর শাসনে প্রজাবর্গের দ্রব্য কোন রূপে বিনষ্ট হয় না, কুত্রাপি শোক নাই, কোথাও মতিবিভ্রম নাই। মহারাজ ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিয়া থাকেন। এই রূপে তাঁহার রাজত্ব কালের পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইল। মহারাজ এ যাবৎকাল অখিল রত্নসম্ভোগ করত চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ হইয়া পরম সুখে রাজত্ব করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য পশুসমূহের পালনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি ক্ষেত্রপাল ছিলেন। তিনি পর্জ্জন্যের ন্যায় বৃষ্টির কারণ ছিলেন এবং অর্জ্জুনের ন্যায় যোগী ছিলেন। শরৎ কালে ভগবান্ ভাস্কর সহস্ররশ্মিপরিবৃত হইয়া, যেরূপ দীপ্তি পাইয়া থাকেন, সেইরূপ মহারাজ জ্যাঘাতকঠিন বাহুসহস্র পরিবৃত দ্বারা অসামান্য শোভা ধারণ করেন। তিনি কর্কোটকসুত নাগদিগকে বাহুবলে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যের সহিত মাহিষ্মতী পুরীতে একত্র বসতি করান। সেই কমলাক্ষ ক্রীড়াকালে হস্তের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া বর্ষাকালেও সমুদ্রের বেগ প্রতিকূল করিয়াছিলেন। ফেনরাজিপরিবৃতা সুতরাং পুষ্পদামবিভূষিতার ন্যায় প্রতীয়মানা নর্ম্মদা নদী ক্রীড়াকালে তাঁহা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিতা হইয়া, শঙ্কিতার ন্যায় চঞ্চল তরঙ্গ সহস্রের সহিত প্রবাহিতা হইতেন। যখন তিনি বাহুসহস্রের দ্বারা মহাসাগরকে ক্ষুভিত করেন তখন পাতালস্থ অসুরেরা তাঁহারই ভয়ে ভীত হইয়া সেই ক্ষুভিত সমুদ্রমধ্যেই বিলীন এবং নিশ্চেষ্ট ভাবে কালযাপন করিত। মন্দর পর্ব্বত যেরূপ দেবাসুরে

কর্ত্তৃক সমাক্ষিপ্ত হইয়া, ক্ষীরোদসমুদ্রকে মথিত করিয়াছিল, তিনিও সেইরূপ আপনার সহস্র বাহুর অসাধারণ বলের দ্বারা ফেনাসঙ্কুল ও ঘূর্ণাসমাকুল সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া, তিমি প্রভৃতি ভয়ানক ভয়ানক মৎস্যাদিগকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিলেন। পাতালপুরনিবাসী ভুজঙ্গমগণ তদ্দর্শনে পুনরায় অমৃতোৎপত্তির আশঙ্কা করিয়া, ভীত হৃদয়ে সহসা উৎপতিত হইল। কিন্তু মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যের দর্শনমাত্র মস্তক অবনত করিয়া রহিল। বায়ুও তাঁহার ভয়ে যথারীতি প্রবাহিত হইতে পারিত না। সেই পরাক্রমী বলবান্ লঙ্কেশ্বরকেও পাঁচটী বাণে বিদ্ধ এবং শরাসনের মৌর্ব্বী দ্বারা বদ্ধ করিয়া মাহিষ্মতী পুরীতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। পুলস্ত্য এই সম্বাদ শ্রবণে স্বয়ং আসিয়া সেই অবস্থায় অর্জ্জুনকে দেখিয়া যান। অর্জ্জুন পুলস্ত্যকে উপস্থিত দেখিয়া এবং তাঁহা কর্ত্তৃক অনুযাচিত হইয়া, পরে রাবণকে বন্ধনদশা হইতে মুক্ত করেন। তিনি এরূপ বীর ছিলেন যে, তাঁহার জ্যাশব্দ শুনিলে প্রলয় কালের মেঘ হইতে স্ফুটিত অশনির ন্যায় বোধ হইত। তাঁহার বাহুসহস্র হেমময় তালবনের ন্যায় শোভা পাইত এবং এত দূর সবল ছিল যে, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ পরশুরামেরও বীর্য্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। এক দিবস চিত্রভানু তৃষিত হইয়া, তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। তিনি তাহাতে তাঁহাকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভিক্ষাস্বরূপে অর্পণ করিয়া দাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু চিত্রভানু দহনেচ্ছায় গ্রাম, নগর ও ঘোষপল্লী প্রভৃতি সকল স্থানই ক্রমে ক্রমে দগ্ধ করেন। তিনি নিজ প্রভাবে সেই মহাত্মা পুরুষেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্যেরও উপবন

এবং শৈল প্রভৃতি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি দৈবাৎ বরুণাত্মজের শূন্য আশ্রমও বনের ন্যায় দগ্ধ করিলেন। পূর্ব্বকালে বরুণদেবের আপব বশিষ্ঠ নামে এক তপস্বী পুত্র ছিলেন। চিত্রভানু যাঁহার আশ্রম ভস্মীভূত করেন, ইনিই সেই বশিষ্ঠ।

যাহা হউক, বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুনকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন যে, তুমি যেমন আমার এই বনটীকে পরিত্যাগ কর নাই, সেইরূপ অন্য এক ব্যক্তি তোমার এই দুষ্কর কর্ম্ম বিনষ্ট করিবে। অমিততেজা ব্রাহ্মণ তপস্বী জমদগ্নিতনয় রাম নিজভুজবলে পরাস্ত করিয়া, তোমার বাহুসহস্র ছেদন পূর্ব্বক তোমাকে বধ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অরিন্দম! যাঁহার সুশাসনে কখন প্রজাবর্গের কোন দ্রব্য পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই, এক্ষণে এই মুনির অভিশাপে তাঁহারই পরশুরামের হস্তে মৃত্যু হয়। এই রূপে পরশুরামের হস্তে মৃত্যু হওয়ার বর তিনি পূর্ব্বে স্বয়ংই প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। সর্ব্বসমেত তাঁহার একশত পুত্র জন্মিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাঁচটী ব্যতীত আর একটীও জীবিত ছিল না। তাঁহারা সকলেই অস্ত্রবিদ্যার পারদর্শী, মহাবল পরাক্রান্ত, ধার্ম্মিক এবং যশস্বী ছিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে শূরসেন, শূর, ধৃষ্ণোক্ত, কৃষ্ণ ও জয়ধ্বজ এই সকল নামে বিখ্যাত ছিলেন। শেষোক্ত জয়ধ্বজ অবন্তি দেশের অধিপতি ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রেরা সকলেই মহাবল এবং বীর ছিলেন। জয়ধ্বজের তালজঙ্ঘ নামে এক পুত্র ছিলেন। এই তালজঙ্ঘের শতসংখ্যক

পুত্র ছিল এবং তাহারা সকলেই তালজঙ্ঘনামে বিদিত ছিল। মহারাজ! সেই মহাত্মা হৈহয়দিগের কুলে বীতিহোত্র, সুজাত এবং ভোজ ইহাঁরা সকলে অবন্তিদেশোদ্ভব বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তালজঙ্ঘ এবং তৌণ্ডিকের প্রভৃতিরাও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহা ভিন্ন ভরত ও সুজাত্য প্রভৃতি অন্যান্য সকলের বিবরণ বাহুল্যভয়ে আর অনুকীর্ত্তন করিলাম না।

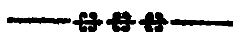
মহারাজ! বৃষপ্রভৃতি যদুবংশীয়েরা সর্ব্বদা পুণ্যকর্ম্মে রত থাকিতেন। বৃষই তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান বংশধর ছিলেন। বৃষের এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম মধু। মধুরও একশত পুত্র জন্মে। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে বৃষণই পুত্রোৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করেন। বৃষণের বংশ এক্ষণে বৃষ্ণিবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মধুর পুত্রদিগকে মাধব বলে। যদু হইতে যাদববংশের উৎপত্তি হয়। ইঁহারাই পূর্ব্বে হৈহয় বলিয়া কথিত হইতেন। মহারাজ! যিনি প্রতিদিন কার্ত্তবীর্য্যের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন, কখন তাঁহার অর্থনাশ প্রভৃতি ঘটে না এবং ঘটিলেও তিনি সে সমুদায় বস্তু ফিরাইয়া পান।

হে পৃথিবীনাথ! মহাবল পরাক্রান্ত যযাতিতনয়দিগের পঞ্চবংশের বিবরণ এই কীর্ত্তন করিলাম। মূল পদার্থ পঞ্চসংখ্যক হইলেও যেমন সমুদায় চলাচল বিশ্ব তাহা হইতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্যেরাই ইহাঁদিগের কর্ত্তৃক শাসিত হয়। যে রাজা ধর্ম্মার্থপরায়ণ ইঁহাদিগের পঞ্চ বিসর্গ শ্রবণ করেন; তিনি বশী হইয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ হন। এবং ইহলোকে দুর্ল্লভ হইলেও, এই

পঞ্চ বর্গের ধারণ এবং শ্রবণে আয়ু, কীর্ত্তি, পুত্র, ঐশ্বর্য্য ও ভূমি এই পঞ্চ বর তাঁহার অনায়াসলব্ধ হয়।

মহারাজ! ইহাঁদিগের বিবরণ শুনিলেন; এক্ষণে যদুর বংশধর পুণ্যব্রত যাজ্ঞিক ক্রোষ্টার বিখ্যাত বংশের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে বংশে বৃষ্ণিবংশধুরন্ধর বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন, সেই ক্রোষ্টৃবংশের ইতিহাস শ্রবণে লোকে সকলপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলহরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।



চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ক্রোষ্টার গান্ধারী এবং মাদ্রীনাম্নী দুই স্ত্রী ছিলেন। গান্ধারীর গর্ব্ভে মহাবল পরাক্রান্ত অনমিত্রের এবং মাদ্রীর গর্ব্ভে যুধাজিত ও দেবমীঢ়ুষের জন্ম হয়। সুতরাং বৃষ্ণিবংশ ক্রমে তিন ভাগে বিভক্ত হইল। হে ভরতবংশভূষণ! মাদ্রীর পুত্রেরা উভয়েই অন্ধ এবং বৃষ্ণি নামে বিদিত হয়েন। বৃষ্ণির দুই পুত্র, শ্বফল্ক এবং চিত্রক। মহারাজ! ধার্ম্মিক শ্বফল্কের এত দূর ক্ষমতা যে, তিনি যেস্থানে অবস্থিতি করেন, সে স্থানে রোগ কিম্বা অনাবৃষ্টির ভয় থাকে না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এক সময়ে ইন্দ্রদেব কাশিরাজের রাজ্যে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বর্ষণ করেন নাই। সেই নিমিত্ত কাশিরাজ পরম যত্নের সহিত শ্বফল্ককে সেইস্থানে বাস করাইলেন। সুতরাং তখন ইন্দ্রদেবকে কাযে কাযেই বর্ষণ করিতে হইল। পরে শ্বফল্ক কাশিরাজদুহিতা গান্দিনীকে

বিবাহ করিলেন। গান্দিনী প্রতিদিন ব্রাহ্মণদিগকে গোদান করিতেন। তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা স্ত্রীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া একদিন গর্ভস্থা বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি গর্ভ হইতে বহির্গত হও, তোমার মঙ্গল হইবে; আর কেন গর্ভ মধ্যে রহিয়াছ? গর্ভস্থা কন্যা এই কথা শুনিয়া কহিল, যদি আমাকে প্রতিদিন গোদান করিতে দেন, তাহা হইলেই আমি বহির্গমন করিব, নতুবা নহে। পিতা ইহাতে তথাস্তু বলিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। শ্বফল্কের ঔরসে অক্রূর নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। অক্রূর দাতা, যাগশীল, বীর, বিদ্বান্, অতিথিপ্রিয় ও ভূরিদক্ষিণ ছিলেন। উপমদগু, মদগু, মুদর, অরিমেজয়, অবিক্ষিপ, উপেক্ষ, শত্রুঘ্ন, অরিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্, যতিধর্ম্মা, গৃধ্রমোজস্তক, আবাহ ও প্রতিবাহ, শ্বফল্কের ঔরসে এই কয়েকটী পুত্র ও সুন্দরীনামে একটি পরম সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। অক্রূরের ঔরসে সুগাত্রী উগ্রসেনার গর্ভে প্রসেন ও উপদেবের জন্ম হয়। ইঁহারা উভয়েই দেবতুল্য তেজস্বী ছিলেন। চিত্রকের পৃথু, বিপৃথু, অশ্বগ্রীব, অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক, গবেষণ, অরিষ্টনেমি, অশ্ব, সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু প্রভৃতি পুত্র এবং শ্রবিষ্ঠা ও অশ্রবণা নাম্নী দুইটী কন্যা জন্মে। অশ্মকীর গর্ভে ঈঢ়ুষের ঔরসে শূরদেবের জন্ম হয়। এই শূরদেব ভোজ্যানাম্নী মহিষীতে দশ পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে মহাবাহু বসুদেব সর্ব্বাগ্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর জন্মগ্রহণসময়ে স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি এবং শূরের বাটীতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। এই সময়ে আনকদিগের অত্যন্ত আহ্লাদ হয়। বসুদেব এরূপ সু-

পুরুষ ছিলেন যে,সমস্ত ভূলোকেও কেহ তাঁহার তুল্য রূপবান্ ছিল না,তাঁহার দেহকান্তি চন্দ্রের ন্যায় মনোহর ছিল। তাঁহার দেবভাগ, দেবশ্রবা,অনাধৃষ্টি, কনবক, বৎসবান্, গৃঞ্জিম,শ্যাম, শমীক এবং গণ্ডূষ নামক কয়েকটী পুত্র জন্মে।গণ্ডূষের পাঁচটী স্ত্রী; পৃথুকীর্ত্তি,পৃথা, শ্রুতদেবা,শ্রুতশ্রবা এবং রাজাধিদেবী। ইহাঁরা সকলেই বীরমাতা ছিলেন। কুন্তি তাহাদিগের মধ্যে পৃথানাম্নী কন্যাকে প্রার্থনা করেন। পরে শূর প্রাচীন ও পূজনীয় কুন্তিভোজকে সেই কন্যা প্রদান করেন। তাহাতেই তিনি কুন্তি নাম প্রাপ্ত হন। শ্রুতদেবার গর্ব্ভে অন্ত্যের ঔরসে জগৃহুর জন্ম হয়। চৈদ্যের পুত্র শিশুপাল; ইনি শ্রুত-শ্রবার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং পূর্ব্ব জন্মে হিরণ্যকশিপু-নামে দৈত্যগণের রাজা ছিলেন। পৃথুকীর্ত্তির গর্ব্ভে বৃদ্ধশর্ম্মার ঔরসে করূষাধিপতি মহাবল দন্তবক্রের জন্ম হয়। মহারাজ! পাণ্ডু কুন্তিভোজদুহিতা পৃথারে পতিত্বে পরিগ্রহ করেন। যাঁহার গর্ব্ভে ধর্ম্মের ঔরসে ধর্ম্মজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন। ভীমসেনও পবনের ঔরসে ইঁহারই গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্রের ঔরসে ধনঞ্জয়ের জন্ম হয়। ধনঞ্জয় ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রান্ত এবং লোকে অপ্রতিরথ ছিলেন। কনিষ্ঠ বৃষ্ণি-নন্দন অনমিত্র হইতে শিনির জন্ম হয়। শিনির পুত্র সত্যক। সত্যকের দুই পুত্র সাত্যকি এবং যুযুধান। দেবভাগের উদ্ধব নামে এক মহাভাগ্যধর পুত্র হয়েন। দেবশ্রবা উদ্ধব পণ্ডিতপ্রধান বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অনাধৃষ্টির ঔরসে ও অশ্মকীর গর্ব্ভে যশস্বী এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। দেবশ্রবার পুত্র শত্রুঘ্ন, ইনি নিনর্ত্তের শত্রু ছিলেন। শ্রুতদেবের পুত্র

একলব্য নৈষাদি নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি নিষাদগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রতাপ শৌরি বসুদেব, অপুত্র বৎসাবান্‌কে স্বীয় ঔরস পুত্র মহাবীর কৌশিককে প্রদান করেন, আর বিশ্বক্‌সেন অপুত্র গণ্ডূষকে চারুদেষ্ণ, সুচারু, পঞ্চাল ও কৃতলক্ষণ নামক আপন পুত্রদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাবাহু কনিষ্ঠ রৌক্মিণেয় শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া, কখনই গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। ইনি যখন কোথাও গমন করিতেন তখন এক সহস্র বায়স চারুদেষ্ণনিহত শত্রুগণের সুচারু মাংস ভক্ষণ করিব বলিয়া, নিয়তই ইঁহার অনুগমন করিত। কনবকের দুই পুত্র তন্দ্রিজ এবং তন্দ্রিপাল। ইহা ভিন্ন বীর, অশ্বহনু এবং গৃঞ্জিম নাম ধারী অপর কয়েকটী পুত্র ছিল। শ্যামের পুত্র শমীক। ইনিই পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এবং রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া, ভোজত্ব প্রযুক্ত রাজসূয় যজ্ঞ প্রাপ্ত হন। তাঁহার অজাতশত্রু নামে শত্রুনাশক পুত্র জন্মে।

মহারাজ! এক্ষণে পরাক্রান্ত বসুদেবের পুত্রদিগের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাপ্রতাপ বিপুল বৃষ্ণিবংশের এই তিনটী শাখা যিনি ধারণ করেন, তাঁহার বংশ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে এবং কোন কালেও তাহার কিছুমাত্র অমঙ্গল হয় না।

ইতি শ্রীমহাভারতে হরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে চতুঃ ও পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। (১)

(১) দুই তিন খানি হস্তলিখিত পুস্তকের সহিত মুদ্রিত পুস্তকের ঐক্য করিয়াও স্থান নির্ণয় না হওয়াতে, অগত্যা ৩৪ ও ৩৫ অধ্যায় একবারে সমাপ্ত করিতে হইল।

ষট ত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বসুদেবের পৌরবী রোহিণী, মদিরা, ধরা, বৈশাখী ভদ্রা, সুনাম্নী, সহদেবা, শান্তিদেবা, সন্দেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী উপদেবী, এবং দেবকী সর্ব্ব-সমেত এই দ্বাদশটী মহিষী ছিল। সুতনু এবং বড়বা নামে তাঁহার অপর দুইটী পরিচারিকা ছিল। রোহিণী বাহ্লিকের কন্যা ও পতিপ্রিয়া ছিলেন। ইঁহার গর্ভে রামের জন্ম হয়। ইনি সকলের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠেরা শারণ, শঠ, দুর্দ্দমদমন,শ্বভ্র পিণ্ডারক, ও উশীনর নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার একটী সহোদরা ছিল। তাঁহার নাম চিত্রা। রোহিণী দশটী পুত্র প্রসব করেন। চিত্রা সুভদ্রা নামে বিখ্যাতা ছিলেন। শৌরি দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন।ইনি অতিশয় যশস্বী ছিলেন। রামের নিশঠনামে এক পুত্র জন্মে। ইনি রেবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সুভদ্রার গর্ভে পৃথাপুত্র অর্জ্জুনের ঔরসে রথী অভিমন্যুর জন্ম হয়। অক্রূরের এক পুত্র। ইহাঁর নাম সত্যকেতু। ইনি কাশিকন্যার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। বসুদেবের ঔরসে অপর সাতটী মহিষীর গর্ভে যে যে বীর পুত্রের জন্ম হয়, তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন।শান্তিদেবার গর্ভে ভোজ এবং বিজয়ের জন্ম হয়।

সুদেবা দুই পুত্র প্রসব করেন, বৃকদেব এবং গদ। বৃকদেবীর গর্ভে মহাত্মা অগাবহ জন্ম গ্রহণ করেন। বৃকদেবী ত্রিগর্ত্তরাজের কন্যা; ইঁহার ভর্ত্তার নাম শিশিরায়ণ। গার্গ্য মিথ্যাভিশাসনে ক্রুদ্ধ হইয়া, গোপকন্যাকে ধারণ করিয়া বলাৎকার করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে গোপালীনাম্নী অপ্সরা গোপস্ত্রীর বেশ ধারণ করিয়া তীব্র গার্গ্যের বীর্য্য নিজ গর্ভে ধারণ করেন। মহাদেবের আদেশে গার্গ্যভার্য্যা মানুষীর গর্ভে কালযবন নামে মহাবল রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যুদ্ধে যাইবার সময় যে অশ্বে আরোহণ করিতেন, তাহাদিগের শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ বৃষের ন্যায় ছিল। ইনি শিশুকাল হইতেই অপুত্রক যবন রাজার অন্তঃপুরে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ইনিই যবনদিগের মহারাজ ছিলেন। কিছু দিবস পরে তিনি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদিগকে বৃষ্ণি এবং অন্ধকদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে নারদ সমুদায় তাঁহাকে বলিলে পর তিনি এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া মথুরার বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। এবং তথায় দূত প্রেরণ করিলেন। ইহাতে বৃষ্ণি এবং অন্ধকেরা ভীত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে পলায়নই স্থির হইল। তাঁহারা সকলে শিবের আরাধনা করিয়া রমণীয় মথুরা পরিত্যাগ করিয়া, কুশস্থলী দ্বারবতীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন। যিনি প্রতি পর্ব্বে শুচি ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, কৃষ্ণের এই জন্ম শ্রবণ করান, তিনি লোকে অঋণী হন।

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলহরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ক্রোষ্টুর একপুত্র। ইঁহার নাম বৃজিনীবান্। ইনি অতিশয় যশস্বী ছিলেন। বৃজিনীবানের এক পুত্র স্বাহি। স্বাহির পুত্র ঊষদ্গু। ঊষদ্গু অতিশয় বক্তা ছিলেন। ইনি অনেক মহা মহা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এবং ঐ সকল যজ্ঞ করিবার সময়ে ভূরি প্রমাণে দক্ষিণা দিতেন। তাহার ফল স্বরূপ তাঁহার চিত্ররথ নামে এক পুত্র জন্মে। ইনি অতিশয় সৎকর্ম্মা ছিলেন। চিত্ররথের এক পুত্র। ইঁহার নাম শশবিন্দু। শশবিন্দু অতিশয় বিপুলদক্ষিণ ছিলেন। তাঁহার আচারব্যবহারাদি সমুদায় রাজর্ষিদিগের মত ছিল। শশবিন্দুর পৃথুশ্রবা নামে এক পুত্র হয়। ইনি অতি অপ্রমিত যশা ও রাজা হইয়াছিলেন। পৌরাণিকেরা উত্তরকে পৃথুশ্রবার পুত্র বলিয়া থাকেন। উত্তরের এক পুত্র। তাঁহার নাম সুযজ্ঞ। সুযজ্ঞের পুত্র উষত। ইনি অনেক যাগ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র শিনেয়ু। শিনেয়ু শত্রুবিজেতা ছিলেন। ইঁহার পুত্র মরুত্ত। এই রাজা রাজাদিগের মধ্যে ঋষি স্বরূপ ছিলেন। মরুত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কম্বলবর্হিঃ। ইনি বহুবিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেন। কম্বলবর্হির শত পুত্র হয়। তন্মধ্যে রুক্মকবচই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রুক্মকবচ যুদ্ধে শতসংখ্যক ধানুষ্কী জয় করিয়া তাহাদিগের শরজালে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। রুক্মকবচের ঔরসে শত্রু বিজয়ী পরাজিৎ নামক বীরের জন্ম হয়

পরাজিতের পাঁচ পুত্র। ইঁহারা সকলেই যথোচিত বীর ছিলেন। রুক্মেষু পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত এবং হরিনামে বিদিত আছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে পালিত এবং হরিকে তাঁহাদিগের পিতা বিদেহরাজ্য প্রদান করেন। কেবল রুক্মেষু পৃথু রুক্মের সাহায্যে রাজা হন। জ্যামঘ ইঁহাদিগের কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া আশ্রমে বাস করিতেন। ইনি প্রশান্তও ছিলেন, অপ্রশান্তও ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নানা প্রকারে বুঝাইলে পর ধনু প্রভৃতি লইয়া অন্য এক দেশে চলিয়া যান। পরে ইনি একাকী নর্ম্মদাকূলে যাইয়া ঋক্ষবান্ গিরিকে জয় করিয়া শুক্তিমতীতে বাস করেন। ইঁহার শৈব্যানাম্নী এক বলবতী পতিপ্রাণা ভার্য্যা ছিল। এই রমণী বন্ধ্যা ছিলেন কিন্তু ইঁহার স্বামী ভার্য্যান্তর গ্রহণ করেন নাই। এক দিবস ইনি এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তথায় একটী কন্যা প্রাপ্ত হইলেন। কন্যাটীকে গৃহে আনিয়া সত্র মনে ভার্য্যাকে ইনি পুত্রবধূ বলিয়া পরিচয় দিলেন। তাহাতে তাঁহার ভার্য্যা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এটী কাহার পুত্রবধূ? ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন,— তোমার যে পুত্র জন্মিবে, এটীকে তাহার সঙ্গে বিবাহ দিব। ইহাতে সেই কন্যা উগ্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে কিছুদিনের মধ্যেই সৌভাগ্যশালিনী পতিপ্রাণা শৈব্যা বিদর্ভকে প্রসব করেন। পরে বিদর্ভ সেই রাজপুত্রীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে রণবিশারদ বিদ্যাপারদর্শী দুইটী শূর পুত্র উৎপাদন করেন। ইঁহাদিগের এক জনের নাম ভীম। ভীমের কুন্তি নামে এক পুত্র হয়। কুন্তির পুত্র ধৃষ্ট, ইনি রণকুশল এবং অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। ধৃষ্টের

তিন পুত্র। তাঁহারা সকলেই বীর এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। ইঁহাদিগের নাম আবন্ত, দশার্হ এবং বলবান্ বিষহর। দশার্হের এক পুত্র। ইঁহার নাম ব্যোমা। ব্যোমার পুত্র জীমূত। জীমূতের পুত্রের নাম বৃকতি; বৃকতির পুত্র ভীমরথ; ভীমরথের নবরথ নামে এক পুত্র জন্মে। নবরথের পুত্র দশরথ এবং দশরথের পুত্র শকুনি। শকুনির পুত্র করম্ভ; করম্ভের পুত্র দেবরাত। এবং দেবরাতের পুত্র দেবক্ষেত্র। দেবক্ষেত্রের মহাযশস্বী এক পুত্র হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম মধু। ইনি সকল বিষয়ে দেবগণের তুল্য এবং মধুবংশের মূল ছিলেন। ইহাঁর অপর একটী গুণ এই ছিল যে, ইনি অত্যন্ত মধুরভাষী ছিলেন। মধুর ঔরসে বৈদর্ভীর গর্ব্ভে পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুদ্বানের জন্ম হয়। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! পুরুবংশীয়া ভদ্রবতীর গর্ব্ভে এই মধুর জন্ম হয়। ঐক্ষ্বাকীনাম্নী ভার্য্যার গর্ব্ভে সত্বানের জন্ম হয়। ইনি সর্ব্বগুণোপেত এবং সত্বদ্বংশের কীর্ত্তিবর্দ্ধন ছিলেন। যিনি মহাত্মা জ্যামঘের বংশবৃত্তান্ত জানেন, তিনি ইহলোকে পুত্রবান্ হইয়া পরম প্রীতি লাভ করেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলহরিবংশে হরিবংশ পর্ব্বে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দেবী কৌশল্যা মহাবল সাত্বতদিগকে প্রসব করেন। তাঁহারা ভজী ভজমান দিব্য দেবাবৃধ মহাবাহু অন্ধক এবং যতুনন্দন বৃষ্ণি প্রভৃতি নামে পরিচিত। তাঁহাদিগের বংশের সর্ব্বসমেত চারিটী শাখা। সমুদায় সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি শ্রবণ করুন। বাহ্যকা এবং উপবাহ্যকা নামে দুই সুন্দরী ভজমানের ভার্য্যা ছিল। তাঁহাদিগের গর্ভে ভজমানের অনেক সন্তান সন্ততি জন্মে। বাহ্যকার গর্ভে কৃমি, ক্রমণ, ধৃষ্ণু, শূর, এবং পুরঞ্জয় এই কয় জনের জন্ম হয়। উপবাহ্যকার গর্ভে অযুতাজিৎ, সহস্রাজিৎ, শতাজিৎ এবং দাসক নামক চারিটী পুত্র জন্মে। যজ্ঞপরায়ণ মহারাজ দেবাবৃধ "আমার একটী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পুত্র হউক," এই কামনায় পর্ণাশা নদীর জলে আচমনাদি নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রতিদিন এইরূপ জল স্পর্শ করিয়া তপস্যাদি করিতে দেখিয়া নদীশ্রেষ্ঠা পর্ণাশা চিন্তান্বিত হইয়া মনে মনে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিতে স্থির করিয়া, বহু চেষ্টা করিয়াও ঐরূপ পুত্র প্রসব করিতে পারেন এরূপ স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন না; তাহাতে স্বয়ং যাইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে ইচ্ছা করিলেন। পরে এক মোহিনী মূর্ত্তিধারিণী কুমারী হইয়া তাঁহাকে বরণ করিলেন। মহাত্মা দেবাবৃধও তাঁহারে নিরাশ

করিলেন না সুতরাং দেবাবৃধের ঔরসে তাঁহার গর্ভ হইল। পরে তিনি দশম মাসে এক সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র-প্রসব করিলেন, ঐ পুত্রের নাম বভ্রু। পুরাবৃত্তবিদেরা এই বংশ বর্ণনকালে দেবাবৃধের গুণ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে কহিয়া থাকেন, যে আমরা মহাত্মা দেবাবৃধকে সম্মুখে, দূরে, নিকটে এক সময়ে সর্ব্বত্র সমান রূপে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি। মহাত্মা বভ্রু মানবগণের শ্রেষ্ঠ, দেবতুল্য ও দেবা বৃধের সমান ছিলেন। এক সময়ে তদীয় হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া ষট্‌ষষ্ট্যধিক সপ্ত সহস্র লোক অমরত্ব লাভ করিয়াছে। বভ্রু ধীমান্, যাজ্ঞিক, বদান্য, দৃঢ়ায়ুধ এবং ব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁহার বংশ অতি বিস্তীর্ণ।

হে রাজন্! মৃত্তিকাবত নগরীর রাজগণ ভোজ নামে প্রসিদ্ধ। কাশ্যদুহিতার গর্ভে অন্ধকের কুকুর, ভজমান, শম এবং কম্বলবর্হি এই চারি পুত্র সমুৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে কুকুরের পুত্র ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর পুত্র কপোতরোমা, কপোতরোমার পুত্র তৈত্তিরি, তৈত্তিরির পুত্র পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বসুর পুত্র অভিজিত ও অভিজিতের যমজ সন্ততি আহুক ও আহুকী। আহুকের বিষয়ে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, তিনি তরুণ অশ্বের ন্যায় উৎসাহ সম্পন্ন ছিলেন। আহুক সৎস্বভাবসম্পন্ন অনুচরগণে বেষ্টিত ও দেবগণে পরিরক্ষিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেন। যাহারা তাঁহার অনুগামী হইত তাহারা সকলেই পুত্রবান্, যাজ্ঞিক, শতদক্ষিণ, বিশুদ্ধকর্ম্মা ও শত সহস্র আয়ুধধারী। পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর সকল দিকে তদীয় আদেশ ক্রমে রৌপ্য ও কাঞ্চন শৃঙ্খলযুক্ত দশ সহস্র হস্তী এবং যুগ, অনুকর্ষ, ধ্বজ ও বরূথশালী মেঘগম্ভীর-

নির্ঘোষ দশ সহস্র রথ অবস্থান করিত। ভোজগণ কিঙ্কিনী-যুক্ত রথে আরোহণ করত সকল সামন্তগণকে পরাজিত করিয়া, আহুকের অনুগত থাকিতেন। অন্ধকগণ অবন্তি-রাজের সহিত আহুকভগিনী আহুকীর পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কাশীর গর্ব্ভে আহুকের দেবক ও উগ্রসেন নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহারা উভয়েই দেবকুমার সদৃশ রূপবান্ ছিলেন। তন্মধ্যে দেবকের দেববান্, উপদেব, সন্দেব ও দেবরক্ষিত্ এই দেবতুল্য চারি পুত্র এবং দেবকী, শান্তিদেবা, সন্দেবা, দেবরক্ষিতা, বৃকদেবী, উপদেবী ও সুনাম্নী এই সাত কন্যা উৎপন্ন হয়। বসুদেব এই সপ্ত কন্যার পাণি পীড়ন করেন। উগ্রসেনের কংস, ন্যগ্রোধ, সুনামা, কঙ্ক, শঙ্কু, রাষ্ট্রপাল, সুতনু, পুষ্টিমান্ ও অনাধৃষ্টি এই নয় পুত্র এবং কংসা, কংসবতী, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কা এই পাঁচ কন্যা। কংস সমুদায় পুত্রের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মহারাজ! কুকুরবংশসম্ভূত উগ্রসেন ও তাঁহার পুত্রগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল। ইহা শ্রবণ করিলে, বংশবৃদ্ধি হয়।

ইতি শ্রীমহাভারতে খিলহরিবংশে হরিবংশপর্ব্বে
অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে কুরুনন্দন! ভজমানের পুত্র মহারথ বিদূরথ; বিদূরথের পুত্র রাজাধিদেব ও শূর। তন্মধ্যে রাজাধিদেবের দত্ত, অতিদত্ত, শোণাশ্ব, শ্বেতবাহন, শমী, দত্তশর্ম্মা, দত্তশত্রু ও শত্রুজিৎ এই মহাবীর্য্য আট পুত্র এবং শ্রবণা ও শ্রবিষ্ঠা নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে শমীর পুত্র প্রতিক্ষত্র, প্রতিক্ষত্রের স্বয়ংভোজ; স্বয়ং-ভোজের পুত্র হৃদিক। হৃদিকের সমুদায় পুত্রই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। কৃতবর্ম্মা তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং মধ্যমের নাম শতধন্বা। শতধন্বা দেবর্ষি চ্যবন প্রসাদে ভিষক্, বৈতরণ, সুদত্ত ও অতিদত্ত নামে চার পুত্র এবং কামদা ও কামদত্তিকা নামে দুই কন্যা লাভ করেন। কম্বলবর্হির দুই পুত্র দেববান্ ও দত্তক; দত্তকেরও অসমৌজা ও নাসমৌজা নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হন। অন্ধক অপুত্র অসমৌজাকে সুদংষ্ট্র, সুচারু ও কৃষ্ণ এই তিন পুত্র প্রদান করেন।

গান্ধারী ও মাদ্রী ক্রোষ্টুর এই দুই ভার্য্যা। তন্মধ্যে গান্ধারী মহাবল অনমিত্রের এবং মাদ্রী যুধাজিৎ ও দেবমীঢ়ুষের জননী ছিলেন। অনমিত্র স্বয়ং অপরাজিত ও শত্রুগণের বিজেতা ছিলেন। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন; নিঘ্নের দুইপুত্র, প্রসেন ও সত্রাজিৎ। প্রসেন দ্বারবতীতে অবস্থান সময়ে সমুদ্র হইতে স্যমন্তক নামে পরম রমণীয় মহামণি লাভ করেন।

সত্রাজিৎ সূর্য্যের প্রাণসম সখা ও সমুদায় রথিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি একদা রাত্রিশেষে রথারোহণে স্নানাদি কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক সূর্য্যের উপাসনার্থ প্রস্থান করিলেন। দিবাকর তাঁহার উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া, তেজোমণ্ডলমণ্ডিত অস্পষ্ট শরীরে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। রাজা দিবাকরকে সাক্ষাৎকারে উপনীত দেখিয়া কহিলেন, হে জ্যোতিষ্পতে! আমি আকাশ পথে সর্ব্বদা আপনারে যেরূপ তেজোমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী অবলোকন করি, সম্মুখেও সেইরূপ দেখিতেছি। অতএব আপনার সহিত সখ্যতা নিবন্ধন আমার কি ফলোদয় হইল?

দিবাকর তাহা শ্রবণ করিয়া, কণ্ঠ হইতে মণিরত্ন স্যমন্তক উন্মোচন পূর্ব্বক একান্তে ন্যস্ত করিলেন। তখন নৃপতি তাঁহারে মূর্ত্তিমান্ দেখিয়া, প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে ক্ষণ কাল তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দিবাকর প্রস্থানোন্মুখ হইলে, তাঁহারে পুনরায় কহিলেন, হে বিভো! আপনি এই মণিরত্ন দ্বারা ত্রিলোকে আলোক বিতরণ করেন। যদি অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আমারে প্রদান করুন।

তখন ভগবান্ ভাস্কর তাঁহারে সেই মণিরত্ন প্রদান করিলেন। রাজা তাহা পরিধান পূর্ব্বক স্বীয় পুরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশসময়ে ঐ সূর্য্য যাইতেছেন বলিয়া সকলে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। তৎকালে কি পুর, কি অন্তঃপুর সকলই বিস্ময়রসে আপ্লাবিত হইয়া উঠিল। অনন্তর সত্রাজিৎ স্নেহ নিবন্ধন সেই রমণীয় মণিরত্ন স্যমন্তক স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনজিতকে প্রদান করিলেন। সেই মণি বৃষ্ণি ও অন্ধকভবনে প্রতিদিন সুবর্ণ প্রসব করিতে লাগিল। মেঘ যথা-

কালে বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাধিভয় দূরীভূত হইল। পরে গোবিন্দ সেই মণিরত্ন গ্রহণে সমুৎসুক হইলেন, কিন্তু ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা গ্রহণ করিলেন না।

প্রসেন ঐ মণিরত্নে বিভূষিত হইয়া, কোন সময়ে অরণ্যে মৃগয়ায় গমন করিলেন এবং তথায় এক সিংহ তাঁহারে সংহার করিয়া, যেমন ঐ মণিরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছিল, অমনি এক ঋক্ষরাজ তাহারে বিনষ্ট করিয়া, উহা হরণ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী এক গর্ত্তে প্রবেশ করিল।

তখন বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ "কৃষ্ণ পূর্ব্বে এই মণিরত্ন গ্রহণে উৎসুক হইয়াছিলেন; অতএব ইনিই এক্ষণে প্রসেনকে হত্যা করিয়াছেন" বলিয়া তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ এই হত্যাকাণ্ডের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। অতএব "আমি ঐ মণিরত্ন আহরণ করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, আত্মীয়গণ সমভিব্যাহারে প্রসেনের পদচিহ্নের অনুসরণ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ঋক্ষবান্ ও বিন্ধ্য প্রভৃতি রমণীয় পর্ব্বতপরম্পরা অতিক্রম করত পরিশ্রান্ত হইয়া, পরে কোন স্থানে দেখিতে পাইলেন, প্রসেন স্বীয় অশ্বের সহিত নিহত ও ভূপতিত রহিয়াছেন। কিন্তু মণিরত্ন দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার অনতিদূরে এক সিংহও হত পতিত রহিয়াছে, দেখিলেন। অনন্তর পদচিহ্নদর্শনে সিংহ ঋক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি সেই ঋক্ষপদচিহ্নের অনুসরণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে তাহার গুহায় উপনীত হইলেন। তথায় স্ত্রীকণ্ঠবিনিঃসৃত বাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল। এক ধাত্রী ঋক্ষরাজ জাম্ববানের পুত্রকে লইয়া সেই

মণিরত্ন সহযোগে ক্রীড়া করাইতেছিল। বালক রোদন করাতে বলিতেছিল, হে সুকুমারক! সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে। পরে তোমার পিতা তাহাকে মারিয়া এই স্যমন্তক মণি আনিয়াছেন। তুমি আর রোদন করিও না; এই যে তোমার স্যমন্তক।

শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণ এই সুস্পষ্ট শব্দ শ্রবণমাত্র হলায়ুধসমভিব্যাহারী যদুদিগকে বিলদ্বারে স্থাপন করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় দর্শনমাত্রেই জাম্ববানের সহিত সমরসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক একবিংশতি দিবস পর্য্যন্ত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিলেন। বলরামপ্রভৃতি যাদবগণ তাঁহার এইরূপ বিলম্ব দর্শনে দ্বারবতীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণ নিহত হইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিলেন। এদিকে বাসুদেব মহাবল জাম্ববানকে পরাজিত করিয়া, স্যমন্তক মণির সহিত ঋক্ষরাজকন্যা জাম্ববতীকে লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত স্যমন্তক মণি গ্রহণ পূর্ব্বক জাম্ববান্‌কে অনুনয় করত বিল হইতে বহির্গত হইলেন। এবং তথায় সহচরগণের কেহই নাই দেখিয়া একাকী দ্বারবতীতে প্রত্যাগমন ও সমুদায় সাত্বতগণসমক্ষে সত্রাজিতকে সেই মণিরত্ন প্রদান করিয়া, মিথ্যাপবাদদূষিত আত্মারে পাপভার হইতে বিমুক্ত করিলেন।

হে অনঘ! সত্রাজিতের যে দশ পত্নী ছিলেন, তাঁহাদের গর্ভে তাঁহার একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ভঙ্গকার সকলের জ্যেষ্ঠ। আর বীরবর ব্রাতপতি, বিয়ৎস্নাত ও উপস্বাবান্ এই তিন পুত্র এবং স্ত্রীরত্নোত্তমা সত্যভামা, ব্রত-

পরায়ণা ব্রতিনী ও প্রস্বাপিনী এই তিন কন্যা সর্ব্বত্র বিখ্যাত। সত্রাজিৎ ঐ তিন কন্যাই কৃষ্ণকে পত্নী স্বরূপ সম্প্রদান করেন।

ভঙ্গকারের দুই পুত্র সভাক্ষ ও নারেয়। উভয়েই নিরতিশয় রূপগুণসম্পন্ন, বিশেষ বিখ্যাত ও সমুদায় মানবগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যুধাজিৎপুত্র পৃশ্নি মাদ্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন হন। পৃশ্নির পুত্র শ্বফল্ক ও চিত্রক। শ্বফল্ক কাশিরাজকন্যা গান্দিনীরে পত্নীত্বে বরণ করেন। সর্ব্বদা গোদান করিতেন বলিয়া ঐ কন্যা গান্দিনী নাম প্রাপ্ত হন। গান্দিনীর গর্ভে সুবিখ্যাত মহাবাহু শ্রুতবান্, ভূরিদক্ষিণ যাগশীল মহাভাগ অক্রূর, উপমদ্গু, মদ্গু, অরিমর্দ্দন মুদর, গিরিক্ষিপ, উপেক্ষ, শত্রুহন্তা অরিমেজয়, যতিধর্ম্মা গৃধ্র, ভোজ, অন্ধক, আবাহ ও প্রতিবাহ নামে পুত্র এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী সমুৎপন্ন হন। ইনি শাম্বের সুবিখ্যাত মহিষী এবং রূপযৌবনসম্পন্না ও সকলের হৃদয়হারিণী ছিলেন। ইহাঁর কন্যার নাম বসুন্ধরা। হে কুরুনন্দন! অক্রূর উগ্রসেনীর গর্ভে সুদেব ও উপদেব নামে দেবতুল্য পরম রূপবান্ দুই পুত্র লাভ করেন। পৃথু, বিপৃথু, অশ্বসেন, অশ্ববাহু, সুপার্শ্বক ও গবেষণ ইহাঁরা চিত্রকের পুত্র রূপে উৎপন্ন হন। অরিষ্টনেমির চারি পুত্র ও দুই কন্যা; সুধর্ম্মা, ধর্ম্মভৃৎ, সুবাহু ও বহুবাহু এবং শ্রবিষ্ঠা ও শ্রবণা।

হে কুরুকুলরোহিণীরমণ! যাঁহারা বাসুদেবের এই মিথ্যাপবাদবৃত্তান্ত অবগত হন, মিথ্যাপবাদ তাঁহাদের হৃদাংশেও গমন করিতে পারে না।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণ সত্রাজিৎকে সেই মণিরত্ন স্যমন্তক প্রদান করিলে, অক্রূর শতধন্বার সাহচর্য্যে তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। অক্রূর ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক প্রতিনিয়ত সত্যভামার নিকট সেই মণিরত্ন প্রার্থনা করিতেন। কালসহকারে মহাবল শতধন্বা সত্রাজিৎকে সংহার করিয়া, স্যমন্তক হরণ পূর্ব্বক রাত্রিযোগে অক্রূরকে তাহা প্রদান করেন। হে ভরতর্ষভ! তখন অক্রূর উহা আত্মসাৎ করত শতধন্বাকে এই শপথবদ্ধ করিলেন যে, তুমি এবিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। বাসুদেব তোমারে আক্রমণ করিলে, আমরা সকলেই তোমার সাহায্যার্থ গমন করিব। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, সমুদায় দ্বারকাই আমার বশবর্ত্তী।

অনন্তর পিতা নিহত হইলে, মনস্বিনী সত্যভামা দুঃখার্ত্তা হইয়া, রথারোহণে বারণাবত নগরে প্রস্থান এবং স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া, তাঁহার নিকটে ভোজরাজ শতধন্বার তাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া, দুঃখাবেগবশতঃ বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ হরি স্বয়ং পর-

লোকপ্রাপ্ত পাণ্ডবগণের উদকক্রিয়া সমাধান ও সাত্যকিরে তৎকার্য্যে বিনিযোজিত করিয়া, দ্রুতপদে দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক অগ্রজ বলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভো! সিংহ প্রসেনজিৎকে বিনষ্ট করে; তদনন্তর সত্রাজিৎ শতধন্বার হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং আমিই এক্ষণে স্যমন্তক মণির প্রকৃত অধিকারী। অতএব আপনি শীঘ্র রথারোহণ পূর্ব্বক ভোজরাজ মহাবল শতধন্বাকে সংহার করুন। হে মহাবাহো! তাহা হইলে স্যমন্তক মণি আমাদেরই নিজস্ব হইবে।

অনন্তর অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, শতধন্বা ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্ব্বক অক্রূরের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অক্রূর ভোজ ও জনার্দ্দন উভয়কে সংরব্ধ নিরীক্ষণ করিয়া, শক্তিসত্ত্বেও শঠতা পূর্ব্বক তাঁহার আনুকূল্যে গমন করিলেন না। তখন শতধন্বা ভীত হইয়া, পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর তিনি যে হৃদয়ানাম্নী শতযোজনগামিনী বড়বা সহায়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক শতযোজন পথ পলায়ন করিলেন। কিন্তু বড়বা দূরপথ অতিক্রম নিবন্ধন নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিল।

শতধন্বা বাসুদেবের রথ উত্তরোত্তর নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া স্বীয় পরিশ্রান্ত অশ্বিনী পরিহার করিলেন। এদিকে বাসুদেবও স্বীয় অশ্বদিগকে শ্রমনিবন্ধন গমনে অনিচ্ছুক ও লম্প ঝম্প করিতে দেখিয়া, বলরামকে কহিলেন, হে মহাবাহো! হয়গণ নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়াছে; অতএব আপনি এই

স্থানে অবস্থিতি করুন। আমি পদব্রজে গমন করিয়া মণিরত্ন স্যমন্তক আহরণ করিয়া আনি। এই বলিয়া অচ্যুত পদব্রজে মিথিলায় গমন পূর্ব্বক শতধন্বাকে নিহত করিলেন। কিন্তু স্যমন্তক মণি দেখিতে পাইলেন না। পরে যখন তিনি নিবৃত্ত হইলেন, তখন লাঙ্গলী বলদেব কৃষ্ণের নিকট রত্ন প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ কহিলেন, আমার নিকট মণি নাই। তখন বলদেব সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বারম্বার ধিক্কার করত কহিতে লাগিলেন, তুমি ভ্রাতা বলিয়া সহ্য করিলাম; তোমার মঙ্গল হউক। আমার দ্বারকায়, বা তোমাতে অথবা বৃষ্ণিগণে কিছুতেই প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া অরিমর্দ্দন রাম মিথিলায় প্রবেশ করিলে, তথায় সকলে পরমসমাদরে তাঁহারে গ্রহণ করিলেন। এদিকে বভ্রু দীক্ষাময় কবচ ধারণ পূর্ব্বক অবিশ্রান্ত বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত তদীয় যজ্ঞে বহু অন্ন ও বিবিধ ধন রত্ন ব্যয়িত হইতে লাগিল। সেই মহাত্মার সেই সকল অভীষ্টফলপ্রদ যজ্ঞ অক্রূরযজ্ঞ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

যখন বলদেব মিথিলায় অবস্থান করেন; সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন তথায় গমন করিয়া, তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। মহাত্মা বাসুদেব মহারথ বৃষ্ণি ও অন্ধকগণে সমবেত হইয়া বলদেবকে প্রসন্ন করত তাঁহাকে পুনরায় দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। তদনন্তর অক্রূর মহাবল সত্রাজিতকে সবান্ধবে যুদ্ধে নিহত করিয়া, অন্ধকগণের সহিত দ্বারকা হইতে বহির্গত হইলেন। কৃষ্ণ জ্ঞাতিভেদ-

ভয়েই তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অক্রূর দ্বারকা পরিত্যাগ করিলে,পাকশাসন আর তথায় বারিবর্ষণ করিলেন না। তখন অনাবৃষ্টি নিবন্ধন রাজ্যের বহুতর অনিষ্টাপাত উপস্থিত হইল। পরে কুকুর ও অন্ধকগণ তাঁহারে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। তিনি আগমন করিবামাত্র সহস্রাক্ষ সমুদ্রকক্ষে বারিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অক্রূর দ্বারকায় আসিয়া বাসুদেবের প্রীতিসাধনার্থ তাঁহাকে কন্যা ও সুশীলা ভগিনী সম্প্রদান করিলেন।

অনন্তর বাসুদেব অক্রূরের নিকট স্যমন্তক মণি রহিয়াছে, ইহা সুযোগক্রমে জানিতে পারিয়া কোন সময়ে তাঁহাকে সভামধ্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বিভো! আপনার নিকট যে মণিরত্ন স্যমন্তক রহিয়াছে, উহা আমাকে প্রদান করুন। আমার সহিত শঠতা করিবেন না। ষষ্টিবর্ষ গত হইল, আমার যে ক্রোধানল সমুদ্ভূত হইয়াছিল, বহুকালের পর অদ্য আবার সেই ক্রোধানল পুনরায় উদ্দীপিত হইতেছে।

অনন্তর অক্রূর কৃষ্ণবাক্য শ্রবণে সেই সত্বত সভামধ্যে অক্লেশে তাঁহাকে সেই মণি সমর্পণ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও তাঁহার সরলতা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, উহা তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন তিনি কৃষ্ণের নিকট সেই স্যমন্তক মণি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, স্বয়ং পরিধান পূর্ব্বক অংশুমানের ন্যায় শোভমান হইলেন।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজবর! আমি সাধুগণের নিকট অমিততেজা বিষ্ণুর বরাহ অবতারের কথা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার চরিত্র, বিধি, ইতিকর্ত্তব্যতা ও কার্য্যপ্রয়োগাদির বিষয় এবং তিনি কিপ্রকার বরাহ, তাঁহার মূর্ত্তিই বা কিরূপ ও উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বা কে, তাঁহার কার্য্যপ্রণালীই বা কিরূপ, তাঁহার কিরূপ সামর্থ ও তৎকালে তিনি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এ সমস্ত কিছুই অবগত নহি। কেবল যে সকল দ্বিজাতিগণ যজ্ঞোপলক্ষে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট বেদব্যাসবর্ণিত মহাবরাহ চরিতের বিষয় এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি যে, ভগবান্ নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া স্বীয় বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। অতএব আপনি সবিস্তর রূপে তাঁহার অবতার ও অবতারবিশেষের কার্য্য ও ব্রাহ্মী প্রকৃতি সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

হে ভগবন্! যিনি সুরেশ ও রিপুসূদন; যিনি বসুদেবকুলে বাসুদেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অমরগণপরিবৃত পুণ্যজনালঙ্কৃত পবিত্র দেবলোক যাঁহার বাসস্থান; যিনি দেব-

লোক পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি দেব ও মনুষ্যলোকের প্রণেতা, যে বিভু হইতে ভূর্ভুবঃ সমুদ্ভূত হইয়াছে, যে চক্রী একাকী এই মনুষ্যচক্র পরিপালন করিতেছেন, জগতস্থ লোক সমুদয় যাঁহা দ্বারা রক্ষিত হইতেছে, যে ভূতাত্মা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি শ্রীগর্ভ স্বরূপ, যিনি দেবগণের শুভসাধনার্থ ত্রিবর্গ দ্বারা ত্রিলোক পরাজয় করিয়া, জগতের ত্রিবিধ মার্গ সংস্থাপন করিয়াছেন, যিনি প্রলয়কালে তোয়ময় শরীর পরিগ্রহ করিয়া, জগৎ একার্ণব করিয়াছিলেন; যে পুরাণ পুরুষ বরাহমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া, বিশালদশনাগ্রভাগ দ্বারা ধরণীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, যিনি পূর্ব্বে দেবরাজের নিমিত্ত এই অক্ষয় ত্রিলোক রাজ্য পরাজিত করিয়া, তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি অগ্রে সিংহ পরে নরসিংহ রূপ ধারণ করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বধ সাধন করিয়াছিলেন; যিনি ঔর্ব্ব ও সম্বর্ত্তক নামা অনলরূপ ধারণ করিয়া,পাতালে গমন পূর্ব্বক সমস্ত অর্ণব শোষণ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে যুগে যুগে সহস্রশীর্ষ, সহস্রার, সহস্রদ ও সহস্রচরণ বলিয়া কীর্ত্তন করে, যাঁহারা নাভিদেশ হইতে একার্ণব সময়ে পিতামহের গৃহ স্বরূপ অপঙ্কজ পদ্ম সমুৎপন্ন হইয়াছিল, তারকাময় সংগ্রামে যিনি সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বায়ুধধারী শরীর ধারণ করিয়া গরুড়ারোহণে দৈত্যগণকে নিহত, মহাদৈত্যকে পরাজিত ও কালনেমিকে নিপাতিত করিয়াছেন, যিনি যোগমায়া অবলম্বন পূর্ব্বক মহা সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে ক্ষীরোদ সমুদ্রে শয়ন

করিয়া থাকেন, তপোবলে অদিতি যাঁহাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিলেন; যিনি গর্ব্ভাবসানে বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া লোকময় পাদ দ্বারা দৈত্যগণকে রসাতলগামী ও অমরগণকে স্বর্গবাসী করিয়া দেবরাজকে পুনরায় ত্রিলোকের ইন্দ্রপদে স্থাপিত করিয়াছেন; যাঁহা হইতে যজ্ঞের পাত্র, দক্ষিণা, দীক্ষা, চমস, উলূখল, গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি,বেদী, কুশ, স্রুব, প্রেক্ষণীপাত্র, যজ্ঞান্তস্নানসামগ্রী, স্বধা প্রভৃতি ত্রিবিধ দ্রব্য এবং হব্যকব্যপ্রদ ব্রাহ্মণগণ সৃষ্ট হইয়াছেন; যিনি দেবগণকে হব্যাদ ও পিতৃগণকে কব্যাদ করিয়াছেন, যিনি যজ্ঞকার্য্য বিভাগার্থ বিধিমন্ত্রযুক্ত যূপ, সমিৎ, স্রুব, সোম, পবিত্র পরিধেয়, বহ্নিস্থাপন স্থান, সদস্য, যজমান ও অশ্বমেধাদি উৎকৃষ্ট যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি পূর্ব্বে পরমেষ্ঠিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য দ্বারা লোকযাত্রানির্ব্বাহার্থ যুগপর্য্যন্ত সংখ্যা ক্ষণ, লব, কলা, কাষ্ঠা, ভূতাদিকাল, মুহূর্ত্ত, তিথি, মাস, পক্ষ, সংবৎসর, ঋতু, কালযোগ, নিত্য নৈমিত্তক ও কাম্য এই তিনপ্রকার কার্য্য, শ্রুতি, স্মৃতি এবং শিষ্ঠাচার রূপ ত্রিবিধ প্রমাণ, আয়ু, ক্ষেত্রবৃদ্ধি, লক্ষণ, রূপ, সৌন্দর্য্য, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ, ত্রিলোক, ত্রিবেদ, ত্রিবিধ অগ্নি, ত্রিবিধ কাল, ত্রিবিধ কর্ম্ম, ত্রিবিধ অপচয়, সত্ত্বাদি গুণত্রয়, অনন্ত লোকত্রয়, ও পঞ্চভূতগুণাত্মা জীব সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন; যিনি মানবগণের জন্ম মরণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডনিয়ন্তা হইয়া জীব স্বরূপে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়সুখে কালযাপন করিতেছেন; যিনি ধার্ম্মিকদিগের গতি এবং অধার্ম্মিকদিগের অপার স্বরূপ, যাঁহা হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমুৎপন্ন ও চাতুর্হোত্র

সুরক্ষিত হইয়াছে, যিনি চতুর্ব্বিধ আশ্রমের আশ্রয়দাতা ও আন্বিক্ষিকী প্রভৃতি চতুষ্টয়ী বিদ্যার বিজ্ঞাতা, দিক্ সকল যাঁহার মধ্যে বিলীন রহিয়াছে; যিনি আকাশ, ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, ও চন্দ্র সূর্য্য এবং যিনি শ্রেষ্ঠ জ্যোতি ও শ্রেষ্ঠ অন্ধকার স্বরূপ, যাঁহাকে পর, অপর ও পরাৎপর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; বেদ, ক্রিয়া, ধর্ম্ম, গতি, সত্য, তপ ও মোক্ষ যাঁহার আশ্রয়, যিনি দ্যুলোকস্থ আদিত্যাদি স্বরূপ; যিনি দৈত্যান্তক, প্রলয়কালান্তক, ও লোকান্তকের অন্তক স্বরূপ; যিনি পাবন দ্রব্যের পাবন, বেদবিদ্দিগের বেদ্য, যিনি প্রভুদিগের প্রভু, যিনি প্রিয়দর্শনদিগের প্রিয়দর্শন, অগ্নিময়দিগের অগ্নি, যিনি মনুষ্যদিগের মন, তপস্বিগণের তপ, নয়বৃত্তদিগের বিনয়, তেজস্বিগণের তেজ, দেহীদিগের দেহ, স্থূলপদদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, ও উপায়বান্ লোকদিগের উপায় স্বরূপ, সেই ভগবান্ নারায়ণকে কি রূপে সামান্য স্ত্রীলোকে গর্ব্ভে ধারণ করিল। কিনিমিত্তই বা তিনি দেবলোক পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য লোকে আগমন করিলেন? তাঁহার গোপত্ব স্বীকার করিবারই বা কারণ কি?

আকাশপ্রভব বায়ু অগ্নির জীবন, ও সেই অগ্নি দেবগণের জীবন; কিন্তু ভগবান্ নারায়ণ সেই অগ্নিরও জীবন স্বরূপ। রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি; অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র ও শুক্র হইতে গর্ব্ভ সম্ভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ রসই গর্ব্ভের মূল। তাহার মধ্যে শুক্র প্রথম ভাগ এবং শোণিত দ্বিতীয় ভাগ; শুক্র সোমাত্মক, এবং শোণিত পাবকাত্মক। বস্তুতঃ রসাদি

বস্তু সমুদায়ের সারাংশ শুক্র ও শোণিত, তাহার মধ্যে শুক্র কফাংশে ও শোণিত পিত্তাংশে সম্ভূত হইয়া থাকে। কফের স্থান হৃদয়, পিত্তের স্থান নাভি। নাভির অন্য প্রকোষ্ঠ হুতাশনের স্থান, দেহ মধ্যস্থিত হৃদয় মনের বাসস্থান। মন প্রজাপতি, কফ সোম এবং পিত্ত অগ্নিদেবতা স্বরূপ। অতএব এই জগৎ অগ্নীষোমাত্মক। যেরূপ মেঘ ধূম, জ্যোতি, সলিল ও বায়ু সহকারে বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ অন্নাদিরস-পরিপাকে গর্ভ্ভ পরিবর্দ্ধিত হইলে, প্রাণ বায়ু পরমাত্মার সহিত সঙ্গত হইয়া, গর্ভে প্রবেশ করত মস্তকাদি অবয়ব নির্ম্মাণ ও তাহার পুষ্টি সাধন করে। অনন্তর ঐ বায়ু প্রাণ,অপান, সমান, উদান এবং ব্যান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়। প্রাণ বায়ু হৃদয়, অপান বায়ু পশ্চিমকায়, সমান বায়ু সমস্ত অঙ্গ সমান, উদান বায়ু উরুদেশের ঊর্দ্ধভাগ, আর ব্যান বায়ু সমুদয় শরীর সবল করে। প্রাণাদি বায়ুর কার্য্যবিভাগের পর পৃথিব্যাদি পদার্থ সকলের সহিত সাক্ষাৎ লাভ হয়। অনন্তর পৃথিবী,বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই পঞ্চ মহাভূত পাঞ্চেন্দ্রিয় রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া দেহ মধ্যে স্ব স্ব স্থান অধিকার করত উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হয়। এই শরীর পার্থিববিকার; প্রাণ বায়ুবিকার, শরীরস্থ ছিদ্র সকল আকাশবিকার; জলাংশ সকল জলবিকার, ও চক্ষু জ্যোতির্ব্বিকার মাত্র; এই পৃথিব্যাদি ভূত সকলের মধ্যে তৈজস অংশ মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। মনের সামর্থ বলেই গ্রাম নগরাদি বিষয় সমস্ত বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

হে দ্বিজবর! যিনি এই রূপে এই সনাতন লোক সকল

সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু কি নিমিত্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করিলেন? এই বিষয়ে আমি সংশয়াপন্ন ও সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। আমি স্বীয় বংশের সকলের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে দেব ও দৈত্যগণ যে বিষ্ণুকে পরমাশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া বর্ণন করেন; আমি সেই নারায়ণ এবং বৃষ্ণিবংশের বিষয় শ্রবণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি। অতএব হে মুনে! আপনি কৃপা করিয়া সেই বিখ্যাতবীর্য্য, অদ্ভুতকর্ম্মা, অমিততেজা ভগবানের যথার্থ তত্ত্ব বর্ণন করুন।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমার প্রতি গুরুতর প্রশ্নভার সমর্পণ করিলেন, এবং আপনার কৃষ্ণকথাশ্রবণে যে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক। যাহা হউক, এক্ষণে কৃষ্ণলীলাচরিত যথাসাধ্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বেদবিৎ দ্বিজগণ যাঁহাকে সহস্রাস্য, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রশীর্ষ, সহস্রদ, সহস্রাদি, সহস্রভুজ, সহস্রজিহ্ব ও সহস্রমুকুট বলিয়া বর্ণন করেন, যিনি অক্ষর হবন, সবন, হব্য, হোতা ও পবিত্র পাত্র; যিনি বেদী, দীক্ষা, চরু, স্রুব, স্রুক্, সোম, সূর্প, মুষল, প্রোক্ষণী পাত্র ও দক্ষিণায়ন; যিনি যজুর্ব্বেদী ও সামবেদী

দ্বিজস্বরূপ; যিনি সদস্য, সদন, সভা, যূপ, সমিৎ, কুশ, দর্ব্বী, চমস, উলূখল, প্রাগ্বংশ, যজ্ঞভূমি, ঋত্বিজ, স্থণ্ডিল, একহায়নী শকটাদি, সোমক্রয়াদি অর্থ, স্থাবর, জঙ্গম, প্রায়শ্চিত্ত, অর্ঘ্য, কুশ, মন্ত্র, যজ্ঞবহ, বহ্নি, ভাগ ও ভাগবহ; যিনি অগ্রেভুক্, সোমভুক্, হুতার্চ্চি ও উদায়ুধ এবং যাঁহাকে সনাতন বিভু বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেই শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ধীমান্ দেবাদিদেব নারায়ণ অসংখ্যবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে প্রজাপতি মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইবেন।

হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু কি নিমিত্ত বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার এই প্রশ্ন অতি পবিত্র, পুণ্যফলপ্রদ ও উৎকৃষ্ট। আমি আপনার নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি, প্রয়ত মনে শ্রবণ করুন। বিষ্ণুচরিতশ্রবণ অতি পবিত্র পুরাণ ও বেদ তুল্য ফলপ্রদ। সর্ব্বভূতেশ ভগবান্ দেবলোক ও মনুষ্যলোকের শুভসাধনার্থ বারম্বার প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। যখন ধর্ম্ম বিপ্লাবন উপস্থিত হয়, তখন তিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট এক মূর্ত্তি স্বর্গস্থিত হইয়া নিয়ত দুশ্চর তপস্যার আচরণ করিতেছে, অপর মূর্ত্তি সংহার কার্য্যের নিমিত্ত শয়ান থাকিয়া সতত যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না। যুগসহস্রকাল পরিপূর্ণ হইলে, দেবদেব জগৎপতি যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করত পুনরায় সৃষ্টিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। সেই কালে লোকপিতামহ ব্রহ্মা, লোকপালগণ, চন্দ্র, আদিত্য; অনল, কপিলদেবগণ, সপ্তর্ষিগণ,

মহাযশস্বী ত্র্যম্বক, অনিল, সমুদ্র, সনৎকুমার ও প্রজাসৃষ্টিকর মনু তাঁহার দেহ হইতে সমুৎপন্ন হন। ঐ কালে প্রদীপ্ত অনলের প্রভাসম্পন্ন পুরাণ পুরুষ হইতে গ্রাম নগরাদি সৃষ্ট হয়। এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সকল, দেব, অসুর, রাক্ষস ও উরগগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে,তিনি দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয় মধুকৈটভকে মোক্ষপ্রাপ্তিজনক বর দান করিয়া তাহাদিগকে সলিল মধ্যে নিহত করিয়াছেন। যখন ইনি সলিলপুঞ্জোপরি যোগনিদ্রা সমাশ্রয় করত শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে উহাঁর নাভিকমল হইতে দেবগণ ও ঋষিগণ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইনি পুষ্করাবতার বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

হে রাজন্! ভগবান্ নারায়ণের বরাহ অবতার অতি শ্রবণরঞ্জন। এই অবতারে নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অর্ণবমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়পয়োধিজলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিবার সময়ে বেদচতুষ্টয় তাঁহার চারি পাদ, যূপ দন্ত, ক্রতু হস্ত, চিতি মুখ, অগ্নি জিহ্বা, কুশ রোম, অহর্দিব নেত্রদ্বয়,বেদাঙ্গ শ্রুতিভূষণ,আজ্য নাসিকা,স্রুব তুণ্ড, সামগান স্বর, পশু জানু, কর্ম্মবিক্রম সৎক্রিয়া, প্রায়শ্চিত্ত নখ, উদ্গাতৃ অন্ত্র, হোম লিঙ্গ, ওষধী সমুদয় বীর্য্য, বায়ু অন্তরাত্মা, বেদ স্ফিক্, বিকারপ্রাপ্ত সোমরস শোণিত, বেদী স্কন্ধদেশ, হবি গন্ধ, হব্যকব্য বেগ, প্রাগ্বংশ শরীর, দক্ষিণা হৃদয়, স্বাধ্যায় কণ্ঠভূষণ, ধর্ম্মসন্তাপনার্থ মহাবীর রূপে পরিবর্ত্তন ভূষণ, নানাবিধ ছন্দ গমনীয় পথ, গুহ্য উপনিষৎ আসন এবং ছায়া পত্নী হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞবরাহদেহধারী বিবিধদীক্ষা-

র্চিত্ত যোগনিরত সত্যধর্ম্মাত্মক নারায়ণ সেই সময়ে সুমেরু-শৃঙ্গের ন্যায় মহোন্নত হইয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ এই রূপে প্রাণিগণের হিতসাধনার্থ যজ্ঞবরাহশরীর ধারণ করিয়া, অরণ্যপর্ব্বতসমাকীর্ণ ধরণীর উদ্ধার করেন, আমি নারায়ণের এই বরাহ অবতার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে অবতার নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর বধসাধন করিয়াছিলেন, তাহা আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। সত্যযুগে বলদর্পিত অমরবৈরী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু একাদশ সহস্র বৎসর জলাহারমাত্র করিয়া, সুদৃঢ় আসন বদ্ধ ও সাতিশয় ইন্দ্রিয়সংযম করত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শমদমাদিগুণ, ব্রহ্মচর্য্য, নিয়মধারণা ও তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মবিদশ্রেষ্ঠ চরাচরগুরু পিতামহ ব্রহ্মা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রসন্ন হইয়া, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুত, রুদ্র, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সর, কিন্নর, দিক্, বিদিক্, নদী, সমুদ্র, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, খেচর মহাগ্রহ, তপোবৃদ্ধ দেবর্ষি, সিদ্ধ, সপ্তর্ষি, রাজর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যাহারে দীপ্যমান হংস সংযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর সমীপে আগমন করত কহিলেন, হে ভক্ত! আমি তোমার তপশ্চরণে পরম প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে বর প্রার্থনা কর; তোমার অভীষ্ট লাভ হইবেক।

হিরণ্যকশিপু কহিল, হে দেবসত্তম! কি দেব, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি উরগ, কি রাক্ষস, কি মানুষ,

কি পিশাচ কেহই যেন আমাকে বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়। হে লোকপিতামহ! ঋষিগণও যেন ক্রুদ্ধ হইয়া, আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে না পারেন। শস্ত্র, অস্ত্র, পর্ব্বত, পাদপ এবং আর্দ্র, শুষ্ক বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয়। যিনি একমাত্র চপেটাঘাত দ্বারা আমাকে সংহার করিতে পারিবেন, তিনিই আমার মৃত্যু। আমি যেন সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, হুতাশন, সলিল, অন্তরীক্ষ, দশ দিক্, কামক্রোধ, বরুণ, বাসব, যম, কুবের, যক্ষ এবং কিম্পুরুষদিগের অধিপতি হই, ইহাই আমার প্রার্থনা।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমাকে এই সমস্ত অদ্ভুত বর প্রদান করিলাম; ইহা দ্বারা তোমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে। ভগবান্ পিতামহ এই কথা বলিয়া ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত আকাশে গমন করিলেন।

অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও মুনিগণ ভগবান্ কমলযোনির এইপ্রকার বরদানের বিষয় শ্রবণ করত তাঁহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার এই বরদানপ্রভাবে সেই অসুর আমাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত করিবে। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া, তাহার বধোপায় চিন্তা করুন। হে ভগবন্! আপনি স্বয়ম্ভূ; সমুদয় জীবগণ আপনা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। আপনি হব্য কব্যের স্রষ্টা; আপনার প্রকৃতি কেহই অবগত নহেন।

অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি এই সমস্ত লোকহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেবগণকে কহিলেন, হে ত্রিদশগণ! সেই হিরণ্যকশিপু অবশ্যই তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইবে,

কিন্তু ইহার তপস্যার অবসানে ভগবান্ বিষ্ণু ইহাকে সংহার করিবেন। দেবগণ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বরলাভ করত বলদর্পিত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে সত্যব্রতপরায়ণ দান্ত আশ্রমবাসী মুনিগণের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিল। পরে সমুদয় দেবগণকে পরাজয় করত ত্রিভুবন বশীভূত করিয়া, স্বর্গরাজ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ঐ সময় দেবগণকে যজ্ঞভাগ হইতে দূরীভূত করিয়া, দানবগণকে উহার অধিকারী করিল।

তখন আদিত্য, রুদ্র, বিশ্ব ও বসুগণ ভূত, ভব্য ও ভবিষ্য স্বরূপ ত্রিলোকনমস্কৃত সনাতন ব্রহ্ম নারায়ণের শরণাগত হইয়া কহিলেন, হে দেবেশ! আপনি আমাদিগের ধাতা, পরমদেবতা ও পরম গুরু। হে শত্রুকুলনিসূদন! অদ্য দিতিকুলক্ষয়ের নিমিত্ত আমরা আপনার শরণাগত হইলাম; এক্ষণে হিরণ্যকশিপুর ভয় হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন্।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবগণ! আমি তোমাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছি; তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর। তোমরা অচিরেই ত্রিদিবরাজ্য লাভ করিতে পারিবে; আমি সেই বরদানদর্পিত অমরগণেরও অবধ্য সগণ দানবেন্দ্রকে অচিরাৎ বিনষ্ট করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু এই রূপে দেবগণকে বিদায় করিয়া, অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধসিংহ মূর্ত্তি পরি-

গ্রহ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুসভায় উপনীত হইলেন। ঘনজীমূতসঙ্কাশ, ঘনজীমূতনিস্বন, ঘনজীমূতসদৃশপরাক্রম এবং ঘনজীমূতের ন্যায় বেগবান্ ভগবান্ নরসিংহদেব স্বীয় কর দ্বারা বলোন্মত্ত দৈত্যগণপরিরক্ষিত শার্দ্দূলবিক্রান্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে একমাত্র করাঘাতেই বিনষ্ট করিলেন। আমি আপনার নিকট এই নৃসিংহাবতার কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বামনাবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু বলবান্ বলিযজ্ঞে দৈত্য-বিনাশিনী বামনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, ত্রিপাদ দ্বারা দুর্জ্জয় দানবগণকে বিক্ষোভিত করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত বিক্ষোভিত দানবগণের নাম বিপ্রচিত্তি, শিবি, শঙ্কু, অয়ঃশিরা, হয়গ্রীব, বেগবান্, কেতুমান্, উগ্র, সোগ্রব্যগ্র, পুষ্কর, পুষ্কল, সাশ্ব, অশ্বগতি, প্রহ্রাদ, কুম্ভ, সংহ্রাদ, গগনপ্রিয়, অনুহ্রাদ, হরি, হর, বরাহ, সংহর, রুজ, শরভ, শলভ, কুপন, কোপন, ক্রথ, বৃহৎকীর্ত্তি, মহাজিহ্ব, শঙ্কুকর্ণ, মহাস্বন, দীর্ঘজিহ্ব, অর্কনয়ন, মৃদুচাপ, মৃত্যুপ্রিয়, বায়ু, গবিষ্ঠ, নমুচি, শম্বর, বিক্ষর, চক্রহন্তা, ক্রোধহন্তা, ক্রোধবর্দ্ধন, কালক, কালকেয়, বৃত্র, ক্রোধ, বিরোচন, গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, প্রলম্ব, নরক, ইন্দ্রতাপন, বাতাপী, কেতুমান, বলদর্পিত, অসিলোমা, পুলোমা, বাস্কল, প্রমদ, মদ, খসৃম, শালবদন, করাল, কৌশিক, শর, একাক্ষ, চন্দ্রহা, রাহু, সংহ্রাদ ও সৃমরস্বন। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির হস্তে শতঘ্নী, কতকগুলির হস্তে চক্র, কতকগুলির হস্তে পরিঘ, কতকগুলির হস্তে অশ্মযন্ত্র, কতকগুলির হস্তে ভিন্দিপাল, কতকগুলির হস্তে শূল, কাহার হস্তে

উদূখল, কাহার কাহার হস্তে পরশ্বধ, কাহার কাহার হস্তে পাশ, কাহার কাহার হস্তে মুদগর, কাহার কাহারও হস্তে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর এবং কেহ কেহ বা ভূষণ্ডীযুক্ত। এই প্রকারে দানবগণ বহুবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া, ভয়ঙ্করদর্শন হইয়াছিল। ইহারা সকলেই মহাবেগশালী ও ইহাদিগের বেশও নানাপ্রকার। ইহাদিগের মধ্যে কাহার মুখ কূর্ম্মের ন্যায়,কাহার কুক্কুট, কাহার কাক, কাহার উলূক, কাহার খর, কাহার উষ্ট্র, কাহার বরাহ, কাহার মকর, কাহার শৃগাল, কাহার মূষিক, কাহার দর্দ্দুর, কাহার বৃক, কাহার মার্জ্জার, কাহার শশক, কাহার নক্র, কাহার মেষ, কাহার গো, কাহার ছাগ, কাহার পক্ষী, কাহার মহিষ, কাহার গোধা, কাহার শশক, কাহার ক্রৌঞ্চ, কাহার গরুড়, কাহার গণ্ডার ও কাহারও মুখ ময়ূরের ন্যায়। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গজচর্ম্ম,কেহ কেহ কৃষ্ণাজিন,কেহ কেহ চীর এবং কেহ কেহ বল্কল পরিধান করিয়াছে। কাহারও মস্তকে উষ্ণীষ,কাহারও বা মুকুট শোভমান হইতেছে। সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল,শরীরে চর্ম্ম ও মস্তকে শিখা লম্বমান রহিয়াছে।

এই রূপে দৈত্যগণ নানাপ্রকার বেশভূষা ধারণ, অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ ও গন্ধমাল্যানুলেপনে বিভূষিত হইয়া, স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এবং হৃষীকেশ অগ্রবর্ত্তী হইবামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তখন ভগবান্ বিষ্ণু বিকট বেশ ধারণ পূর্ব্বক পাদ ও পাণিতল প্রহারে সমস্ত দানবগণকে প্রমথিত করিয়া, ভারনিপীড়িতা মেদিনীর ভার হরণ করিলেন। পরিজাতগণ সেই অতুলপরাক্রম-

শালী ভগবান্ বিষ্ণুর বিষয়ে এইরূপ কহিয়া থাকেন, তিনি যখন ভূমিতলে পরাক্রমপ্রকাশ করেন, তখন চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার স্তনদেশে, যখন নভস্তলে তখন তাঁহার নাভিদেশে, এবং যখন ঊর্দ্ধদেশে তখন তাঁহার জানুদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

এই রূপে ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্যপুঙ্গবগণকে নিহত করিয়া, ভূভারহরণপূর্ব্বক দেবরাজকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। আমি আপনার নিকট এই বামনাবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভূতাত্মা বিষ্ণুর দয়াপূর্ণ দত্তাত্রেয় অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন।

হে রাজন্! বেদ, ক্রিয়া ও যজ্ঞ বিনষ্ট, বর্ণচতুষ্টয় সঙ্কীর্ণ, ধর্ম্ম শিথিলিত, অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত, সত্য পলায়িত, মিথ্যা প্রাদুর্ভূত, প্রজা সকল বিশীর্ণ এবং ধর্ম্ম ব্যাকুলিত হইলে, ঐ দত্তাত্রেয়রূপী ভগবান্ পুনরায় বেদোক্ত কার্য্য, যজ্ঞ ও চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগ প্রবর্ত্তিত করেন। তিনিই হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যকে বরপ্রদান করিয়া কহিয়াছিলেন, হে রাজন্! তোমার এই বাহুদ্বয় রণস্থলে সহস্রবাহু তুল্য হইবে, সন্দেহ নাই। হে বসুধেশ্বর! তুমি নিখিল বসুধার অধিপতি এবং যুদ্ধকালে অরিগণের দুর্নিরীক্ষ্য হইবে।

হে রাজন্! আমি তোমার নিকট অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণুর এই যথাক্রেত দত্তাত্রেয়াবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে মহাত্মা সহস্রবাহু জামদগ্ন্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। এই অবতারে ভগবান্ পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া, রণদুর্ম্মদ সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিপাতিত

করিয়া, গম্ভীর নির্ঘোষে আক্রোশপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার সহস্র-বাহু ছেদন করিয়াছিলেন। তিনি একমাত্র পরশু অস্ত্র সহায় করিয়া, জ্ঞাতিগণের সহিত কোটি কোটি ক্ষত্রিয়গণসমাকীর্ণ সুমেরু ও মন্দর পর্ব্বত পরিশোভিত এই মেদিনী একবিংশ-তিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন। এবং তজ্জনিত পাপের প্রায়-শ্চিত্তের নিমিত্ত অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ঐ যজ্ঞে হস্তী, শ্বেতাশ্ব, রথ, অক্ষয় হিরণ্য ও ধেনু প্রভৃতি বহু দক্ষিণা দান করিয়া, পরিশেষে পরমাহ্লাদ সহকারে মরীচিপুত্র কশ্যপকে সমস্ত দান করেন। সেই মহাত্মা ভৃগু-নন্দন লোকের হিতসাধনার্থ দেবতার ন্যায় মহেন্দ্র পর্ব্বতে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন।

হে রাজন্! এই আমি আপনার নিকট শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান্ বিষ্ণুর জামদগ্ন্য অবতার কীর্ত্তন করিলাম। অতঃপর চতুর্ব্বিংশতি যুগে লোকপ্রসাদন, রাক্ষসনিগ্রহ ও ধর্ম্মের বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং চতুর্দ্ধাবিভক্ত হইয়া, বিশ্বামিত্র এবং রাজা দশরথের পুত্র ভাস্কর সমতেজস্বী রাম রূপে অব-তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতের তনুস্বরূপ। মহাত্মা ধীমান্ বিশ্বামিত্র সুরবৈরী রাক্ষস নিধনের নিমিত্ত রাম-চন্দ্রকে দেবদুর্ল্লভ পরমাস্ত্র সমুদয় প্রদান করেন। তিনি বাল্যকালেই বিশ্বামিত্রদত্ত সেই সমস্ত অস্ত্রবলে যজ্ঞবিঘ্ন-কারী বলবান্ মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষসকে শরনিপীড়িত করিয়া দূরীভূত ও মহাত্মা রাজর্ষি জনকের যজ্ঞস্থলে উপ-স্থিত হইয়া, অনায়াসে মহেশ্বরচাপ ভগ্ন করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণানুচর হইয়া, চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিয়াছিলেন।

এবং ভগবতী লক্ষ্মী অবতীর্ণ হইয়া, সীতানাম ধারণ পূর্ব্বক পত্নী রূপে, তাঁহার পার্শ্বচারিণী হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বনবাস অবলম্বন করিয়া, জনস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক দেবকার্য্য সাধন করেন। তিনি যখন লক্ষ্মণের সহিত সীতার অন্বেষণ করেন, তখন মহাবল পরাক্রান্ত শাপভ্রষ্ট বিরোধ ও কবন্ধ নামক রাক্ষস তাঁহার সূর্য্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎসন্নিভ, প্রতপ্ত জাম্বূনদ সদৃশ সমুজ্জ্বল ও ইন্দ্রাশনির ন্যায় সারবৎ অস্ত্রসমূহ দ্বারা নিহত হইয়া, পুনরায় গন্ধর্ব্বশরীর প্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ে রামচন্দ্র সুগ্রীবের নিমিত্ত বানররাজ বালীকে নিহত করিয়া, সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। যে যুদ্ধদুর্ম্মদ রাক্ষসেন্দ্র দশানন দেবতা, অপ্সর, যক্ষ, রক্ষ ও পক্ষিগণের অবধ্য, অসংখ্য রাক্ষসগণ যাহাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিত; দেবগণ বরলাভোন্মত্ত শার্দ্দূলবিক্রান্ত নবীননীরদসন্নিভ মহাবল রাবণের প্রতি কদাচ দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইতেন না, রামচন্দ্র সেই লোকবিদ্রাবণ দুরাচার পুলস্ত্যতনয় দুর্জ্জয় রাবণকে ভ্রাতা, পুত্র, সচিব ও সৈন্যগণের সহিত নিহত করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা বরলাভগর্ব্বিত মধুপুত্র লবণ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণও নিহত হইয়াছে। পরমধার্ম্মিক রামচন্দ্র এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক দশাশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

হে রাজন্! তদীয় শাসনসময়ে রাজ্যমধ্যে কেহ কোনপ্রকার অশুভ বাক্য শ্রবণ করে নাই। বায়ু সদা অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইত। তস্করতা এক বারেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। নারীসকল অনাথ বা বিধবা হইয়া, কখন বিলাপ

করে নাই; প্রাণিগণ জল বা অনিলের জন্য কখন ভয় প্রাপ্ত হয় নাই। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের এবং শূদ্রগণ অহঙ্কারবিবর্জ্জিত হইয়া, বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিত। বৃদ্ধগণকে কখন বালকের প্রেতকার্য্য সাধন করিতে হয় নাই। ভর্ত্তা ভার্য্যার এবং ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রতি কখন অত্যাচার করে নাই। তখন রামই একমাত্র ভর্ত্তা, রামই একমাত্র পাতা ছিলেন। লোকে সহস্র পুত্র লাভ করিত এবং পরমায়ুসংখ্যা সহস্র বৎসর ছিল। প্রাণিগণের কোনপ্রকার রোগ ছিল না। পৃথিবীতে দেব, ঋষি ও মনুষ্যগণের একত্র সমবায় হইত। পুরাণবিদেরা বলিয়া থাকেন যে, রামচন্দ্রেই যথার্থ তত্ত্ব সকল প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার বর্ণ শ্যাম, লোচন লোহিত, মুখ উজ্জ্বল, বাহু আজানুলম্বিত, এবং স্কন্ধদেশ সিংহের ন্যায় সমুন্নত। তিনি যুবা, মিতভাষী, বলবান্ ও বিবিধগুণোপেত ছিলেন। তিনি একাদশ সহস্র বৎসর অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তদীয় রাজ্যমধ্যে জ্যানির্ঘোষ এবং ঋক্, যজু ও সামবেদধ্বনি কখন বিশ্রান্ত হয় নাই। অনবরত কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইত। তিনি গুণসমূহ দ্বারা সূর্য্য চন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন মহাবাহু রামচন্দ্র এই রূপে সগণ রাবণকে বিনাশ ও ভূরিদক্ষিণ এক শত যজ্ঞ সমাপন করিয়া, স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা কেশব সর্ব্বলোকহিতার্থ মাথুর কল্পে অবতীর্ণ হইয়া, যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন্।

তিনি কৃষ্ণাবতারে শম্বর, মৈন্দ, কংস, দ্বিবিদ, অরিষ্ট, বৃষভ, কেশি, দৈত্যদারিকা পূতনা, কুবলয়াপীড় নাগ, চানূর ও ...ক এবং মানবদেহধারী দৈত্যগণকে নিপীড়ন করিয়াছেন। তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা বাণ দৈত্যের সহস্র বাহু ছেদন ও মহাবল নরক এবং যবন নামক অসুরকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছেন। তিনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দুরাচার নৃপতিগণকে সংহার করিয়া, তাহাদিগের সমস্ত ধন রত্নাদি অপহরণ করেন। পূর্ব্বে অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগে বিষ্ণুর নবম অবতার সময়ে জাতূকর্ণসহচর বেদব্যাস জন্ম গ্রহণ করেন। সেই সত্যবতীনন্দন মহাত্মা বেদব্যাস কর্ত্তৃক এক বেদ চারি ভাগে বিভক্ত ও ভরতবংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

মহারাজ! আপনার নিকট ভগবান্ নারায়ণের লোকশুভকর অতিক্রান্ত অবতারবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; এক্ষণে ভাবী অবতারবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দশম অবতার অতীত হইলে, ভগবান্ নারায়ণ পুনরায় লোকের হিতার্থ সম্ভলনামক গ্রামে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ভবনে দ্বিজবর কল্কী নামে অবতীর্ণ হইবেন। ঐ অবতারে যাজ্ঞবল্ক্যসহচর কল্কী বৌদ্ধদিগের সহিত প্রথমতঃ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, জয়লাভ, অনন্তর যুদ্ধে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থলে সহচরবর্গের সহিত শান্তিলাভ করিবেন। পরে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইয়া, রাজা, প্রজা, অমাত্য ও সৈনিককুল এক বারে উৎসন্ন হইবে। রাজ্য অরাজক হইলে, প্রজারা পরস্পর বিরোধ করিয়া, বলবান্ বলহীনের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিবে। কলির সন্ধ্যা উপস্থিত

হইলে, এই রূপে সকলে উপায়বিহীন ও সাতিশয় দুঃখ-তার দ্বারা আক্রান্ত হইবে। অনন্তর কলিযুগের অবসান হইলে, পুনরায় সত্যযুগ উপস্থিত হইবে। তখন লোক সকল স্বভাবতই ন্যায়ানুযায়ী ব্যবহার করিবে। ব্রহ্ম-বাদীরা পুরাণে ভগবানের এইরূপ ও অন্যান্যরূপ অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার প্রাদুর্ভাববর্ণনে দেবগণও বিমোহিত থাকেন। এবং বেদশ্রুতিসমাহিত পুরাণ সকল প্রস্তুত হয়। আমি উদ্দেশমাত্রেই তাঁহার প্রাদুর্ভাবের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। লোকগুরু অমিতবীর্য্যশালী ভগবান্ বিষ্ণুর সেই সকল প্রাদুর্ভাব কীর্ত্তন করিলে, পিতৃলোক প্রীত হন। যাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে যোগেশ্বর ভগবানের এই যোগমায়াবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমুদয় পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন এবং তৎপ্রসাদবলে তাঁহারা বিপুল ভোগ ও পরমৈশ্বর্য্য লাভ করেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপে সত্যযুগে বিশ্ব ও হরি রূপে, এবং দেবলোকে বৈকুণ্ঠ ও মনুষ্যলোকে কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার সহিত তদীয় ঈশ্বরত্ব এবং অতীত ও অনাগত দুরবগাহ কর্ম্ম-গতি সমুদয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি ক্ষয়রহিত,

জগৎস্রষ্টা, অনন্তাত্মা ও অব্যক্তরূপী, তিনিই আবার দেহধারণপূর্ব্বক সত্যযুগে হরি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সোম, ধর্ম্ম, বৃহস্পতি ও শুক্র তাঁহার রূপান্তর মাত্র। তিনিই অদিতির পুত্র স্বরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ইন্দ্রের অনুজ বিষ্ণু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই ভগবান্ বিষ্ণু সুরবৈরী দানব ও রাক্ষসগণের বধসাধনার্থ যে অদিতির পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই প্রধানাত্মাই পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনিই পূর্ব্বকল্পে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করেন। সেই সমস্ত মহাত্মারাই কশ্যপাদি রূপে স্ব.স্ব রূপান্তর সাধন করিয়া, উৎকৃষ্ট বংশপরম্পরা বিস্তার করিয়াছেন। ঐ মহাত্মাগণ হইতে সনাতন বেদশাখা সকল বহুধাবিভক্ত হইয়াছে। সেই সকল বেদপাঠ কেবল মহামহিমান্বিত বিষ্ণুর নামকীর্ত্তনমাত্র।

হে কুরুবংশধুরন্ধর! এক্ষণে সেই কীর্ত্তনীয়চরিত বিষ্ণুর অন্যান্য লোকবিশ্রুত কার্য্য সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। সত্যযুগে বৃত্রবধ সম্পন্ন হইলে, ত্রিলোকবিখ্যাত তারকাময় সংগ্রাম প্রাদুর্ভূত হয়। সমরদর্পিত দুর্দ্দান্ত দানবগণ সেই যুদ্ধে যক্ষ, রাক্ষস ও উরগগণের সহিত দেবগণের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা বধ্যমান ও ক্ষীণপ্রহরণ হইয়া, সংগ্রাম পরিহার পূর্ব্বক মনে মনে সকললোকশরণ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন।

ঐ সময়ে নির্ব্বাণালাতসন্নিভ জলধরপটল সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের সহিত গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। সপ্ত মারুত

পরস্পর বেগে অভিহত হইয়া, গভীর গর্জ্জন সহকারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্ষণপ্রভার উৎকট প্রভায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত ও বজ্রের কঠোর নিনাদে সমস্তাৎ বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। অনবরত উষ্ণবারি নিপতিত ও বজ্রবেগ উল্কা সকল প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। বোধ হইল, যেন গগনমণ্ডল ঐ সকল ঘোরতর উৎপাতে দহ্যমান হইয়া চীৎকার করিতেছে। আকাশগামী বিমান সকল ন্যুব্জভাবে বারম্বার উৎপতিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। সমুদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়াতে, কিছুই পরিজ্ঞাত হইল না। ঐ সময়ে দিক্ সকলও তিমিরবরণে পরিবৃত হইয়া, নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হওয়াতে, গগনপদবী, কালমেঘাবগুণ্ঠিত অমাবিভাবরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। চতুর্যুগের অন্তপর্য্যায়সময়ে লোকের মনে যেরূপ ভয়সঞ্চার হয়, ঐ সকল উৎপাতদর্শনেও সেইরূপ হইতে লাগিল। এমন সময়ে কৃষ্ণদেহবিরাজিত ভগবান্ হরি বাহুযুগল দ্বারা তিমিরজালপরিবৃত জলদজাল তিরোহিত করিয়া, স্বীয় দিব্য মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। হে তাত! তাঁহার ঐ মূর্ত্তি জলধরসন্নিভ কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত ও জলধরবর্ণ রোমজালে আবৃত হওয়াতে, কৃষ্ণপর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইতেলাগিল এবং সমুজ্জ্বল পীতবসন ও তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত ভূষণমালায় বিরাজিত হওয়াতে বোধ হইল,যেন ধূমান্ধকারপরিবৃত যুগান্তবহ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাঁহার অংস আটগুণ স্থূল, কেশকলাপ কিরীটে আচ্ছন্ন, এবং আয়ুধসকল চামীকরকিরণের ন্যায় প্রতিভাত হওয়াতে, তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যপ্রভা-

সমুদ্ভাসিত গিরিকূটের ন্যায় সমুচ্ছ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে খড়্গ, বিষধর সদৃশ শর, শক্তি, বজ্র, হল, শঙ্খ, চক্র ও গদা বিরাজমান। তিনি ক্ষমামূল, শ্রীবৃক্ষ ও শার্ঙ্গশৃঙ্গধারী বিষ্ণুপর্ব্বত স্বরূপ। তিনি হরিদ্বর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব যোজিত দিব্যালোকময় বিশ্বরথে আরূঢ় ছিলেন। উহার ধ্বজে সুপর্ণ অধিরূঢ় ছিল। চন্দ্র সূর্য্য ঐ রথের চক্র, মন্দরশৈল উহার অক্ষ, অনন্ত উহার রশ্মি, সুমেরু উহার কূবর, তারকাগণ উহার বিচিত্র কুসুম ও গ্রহনক্ষত্র উহার বন্ধন স্বরূপ হইয়াছিল। দেবগণ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, সেই নভোমণ্ডলস্থ অভয়প্রদ বাসুদেবকে অবলোকন করিয়া, জয়ধ্বনি করত অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তৎকালে দেবতাপ্রিয় আকাশস্থিত বিষ্ণু তাঁহাদিগের বাক্যশ্রবণে সংগ্রামে দানবগণের বধসাধন মনস্থ করিয়া, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিলেন, দেবগণ! ভয় নাই; এখন নিশ্চিন্ত হও, আমি এখনি দানবগণকে পরাজিত করিতেছি; তোমরা এই ত্রিলোকরাজ্য অধিকার কর। তখন সুরগণ সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করত উপাদেয় অমৃত লাভে যেমন প্রীত হইয়াছিলেন, সেইরূপ পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

অনন্তর এককালীন সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত হইল; নভোমণ্ডল মেঘশূন্য হইল, বিশুদ্ধ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিক্ সমুদয় প্রসন্ন হইয়া উঠিল, চন্দ্র ও সূর্য্য স্ব স্ব সমুজ্জ্বল জ্যোতি ধারণ করিলেন। গ্রহগণের পরস্পর সংক্রান্ত তিরোহিত হইল। তরঙ্গিণী সকল নির্ম্মলসলিলা

ও স্বর্গাদি লোকত্রয়ের পথ সকল পরিষ্কৃত হইল। নদী সকল নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবমান হইল। সমুদ্রের আর ক্ষোভ রহিল না। মানবগণের সমস্ত ভয় দূরীভূত হইলে, মহর্ষিগণ অব্যাকুলিত চিত্তে উচ্চৈস্বরে বেদাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। হুতাশন সুখে সুস্বাদু যজ্ঞীয় হবি ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমুদয় লোক প্রসন্নচিত্ত হইয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর শত্রুসংহারের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দুর্জ্জয় দৈত্য ও দানবগণ বিষ্ণুর অভয়দানবৃত্তান্ত শ্রবণে যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হইল। ময়দানব দ্বাদশ শতহস্ত বিস্তৃত,চার চক্র, সহস্র অক্ষ, গদা পরিঘ প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র ও তূণীর, কিঙ্কিনীসমূহের শব্দ, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, বিবিধ কৃত্রিম প্রাণী, স্বর্ণকেয়ূর, বলয়, সুবর্ণমণ্ডিত কূবর, সুন্দর অক্ষ ও মেঘের ন্যায় গম্ভীরশব্দযুক্ত, রত্নজালমণ্ডিত, সুবর্ণ, পক্ষী ও ধ্বজপতাকাপরিশোভিত মূর্ত্তিমান্ অর্ণব এবং প্রভাকরসংযুক্ত মন্দরভূধরের ন্যায় বিরাজমান, ভল্লূকবর্ণ, শত্রুরথনাশক আকাশগামী সমুজ্জ্বল উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন দিবাকর সুমেরু পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছেন। মহা-

সুর তারকও ক্রোশবিস্তৃত শিলাসমাকীর্ণ লৌহময় অষ্ট চক্র, ঈষা ও কূবর সমাযুক্ত অঞ্জনরাশির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, ধূম্রবর্ণ, মেঘগম্ভীরনিস্বন, গবাক্ষযুক্ত লৌহজালজড়িত ও লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, ক্ষেপণীয়, মুদগর, প্রাশ, ভয়ঙ্কর তোমর ও পরশ্বধ দ্বারা সুশোভিত লৌহময় রথে আরোহণ করিল। ঐ রথ দেখিলে বোধ হয়, যেন দ্বিতীয় মন্দর ভূধর শক্রবিনাশের নিমিত্ত সমুদ্যত হইতেছে। বিরোচন ক্রোধপরবশ হইয়া, গদাধারণ পূর্ব্বক সমুন্নত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় সৈন্যগণের অগ্রভাগে অবস্থিতি করিল। হয়গ্রীব শক্রসৈন্যদলনকারী সহস্র অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া, পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বরাহ বাহু সহস্র বিস্তীর্ণ ধনু বিস্ফারিত করিয়া, জটাযুক্ত বটবৃক্ষের ন্যায় সৈন্যগণের অগ্রভাগে অবস্থিতি করিল। ক্ষর দর্প বশতঃ ক্রোধাশ্রু বর্ষণ করিয়া, দন্ত ও ওষ্ঠ বিকম্পিত করত সংগ্রামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ত্বষ্টা অষ্টাদশ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক দাবানলে পরিবেষ্টিত হইয়া, ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। শ্বেতকুণ্ডলধারী শ্বেতপর্ব্বতাকৃতি বিপ্রচিত্তির পুত্র শ্বেত ও বলির জেষ্ঠ পুত্র শিলাস্ত্রধারী অরিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে সংগ্রাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিশোর সাতিশয় হর্ষ সহকারে অশ্বশাবকের ন্যায় যুদ্ধে প্রেরিত হইয়া, দৈত্যসৈন্য মধ্যে সমুদিত দিবাকরের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। লম্বমানবস্ত্রভূষণধারী প্রলম্বিতমেঘমালাসন্নিভ প্রলম্ব সেই দৈত্যসমূহ মধ্যে নীহারসমাচ্ছন্ন অংশুমালীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বক্রযোধী

স্বর্ভানু দশন, ওষ্ঠ ও ঈক্ষণরূপ আয়ুধসহায় হইয়া, হাস্য করিতে করিতে সেনামুখে অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যান্য সকলে কেহ অশ্ব, কেহ মাতঙ্গ, কেহ সিংহ, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বরাহ, কেহ কেহ ভল্লুক, কেহ কেহ খর ও উষ্ট্র, কেহ কেহ মেষ, কেহ কেহ বিবিধপ্রকার পক্ষী, কেহ কেহ বা পবনবাহনে আরোহণ করিয়া, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। বিকৃতানন ভীষণাকার পদাতিসৈন্য মধ্যে কাহার একপাদ, এবং কাহার কাহার দ্বিপাদ, তাহারা সমরাভিলাষী হইয়া, নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। দৃপ্তশার্দ্দূলবিক্রম গর্জ্জনশীল দানবগণ গদা, পরিঘ ও শরাসনবিভূষিত পরিঘাকার বাহু দ্বারা দেবগণকে তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। প্রাশ, পাশ, খড়্গ, তোমর, অঙ্কুশ, পট্টিশ, শতঘ্নী, মুদ্গর, গণ্ডশৈল প্রভৃতি উত্তমোত্তম অস্ত্রক্রীড়ায় সৈন্য সকল পরমানন্দিত হইল। এই রূপে অসংখ্যদৈত্যপূর্ণ, রণমদোন্মত্ত মেঘসৈন্যের ন্যায় সমুদ্ধত এবং বায়ু, অগ্নি, সলিল, মেঘ ও পর্ব্বত সদৃশ সেই অদ্ভুত অসুরসৈন্য যুদ্ধার্থ দেবগণের পুরোবর্ত্তী হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় সমরভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

-॥০॥-

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি দৈত্যসৈন্যদিগের বিগ্রহবৃত্তান্ত সমস্ত শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে দেবসৈন্য ও বিষ্ণুর বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ এবং প্রবলপ্রভাব অশ্বিনীকুমারদ্বয় সসৈন্যে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। সহস্রলোচন লোকপাল পুরন্দর সকলের অগ্রে দেবহস্তী ঐরাবতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার বামপার্শ্বে পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ সুচারুচক্রচরণসম্পন্ন সুবর্ণহীরকাদিমণ্ডিত মনোহর রথ শোভা পাইতে লাগিল। সহস্র সহস্র দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ উঁহার অনুগামী হইলেন। পরম তেজস্বী সদস্য মহর্ষিগণ উঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। বজ্রবিস্ফূর্জ্জিত, সমুদ্ধত বিদ্যুৎ ও কামগামী পর্ব্বতের ন্যায় বলাহক সকল উঁহা রক্ষা করিতে লাগিল। দ্বিজগণ যজ্ঞস্থলে যাঁহার উদ্দেশে গান করেন, যাঁহার গমনসময়ে দেবতূর্য্য সকল সমুদ্ঘোষিত হয় এবং অপ্সরোগণ যাঁহার সম্মুখে সতত নৃত্য করিয়া থাকে, সেই ভগবান্ পুরন্দর যে রথে আরোহণ করিয়া পরিভ্রমণ করেন, উহা সেই রথ। ঐ রথ মনোমারুতবেগগামী সহস্র

সহস্র অশ্বে পরিচালিত। ভ্রাজমান বংশকেতু দ্বারা উহার প্রভা দিবাকরের ন্যায় সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। মাতলি অধিরূঢ় থাকাতে, উহা সূর্য্যপ্রভাসমুজ্জ্বল সুমেরু শৈলের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ কালদৈবত মুদ্গর ও স্বীয় দশনপংক্তি সমুদ্যত করিয়া, সিংহনাদ পূর্ব্বক দৈত্যদিগের ভয়োৎপাদন করত সুরসৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। নাগচতুষ্টয় ও লোলজিহ্ব ভুজঙ্গমগণে পরিবৃত, শঙ্খমুক্তামালাবিভূষিত অঙ্গদ ও শ্বেত-দুকূলধারী, প্রবালরুচিরাধর, নীলকান্তমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ, উৎকৃষ্টহারসুশোভিত এবং পাশাস্ত্রধারী বরুণ সলিলময় শরীর ও কালপাশ গ্রহণ করত শশধরধবল ফুৎকারবান্ তুরঙ্গমগণে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের মধ্যস্থল আশ্রয় করিয়া, বিক্ষোভিত মহার্ণবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। শঙ্খ, পদ্ম ও গদাপাণি, সমুদায় বিত্ত ও নিধি-গণের অধিপতি, শ্রীমান, শিবসখা, রাজরাজেশ্বর ও নর-বাহন কুবের মণিশ্যাম সমুজ্জ্বল শরীরে যক্ষ, রাক্ষস ও গুহ্যকগণে পরিবৃত পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধাভি-লাষে সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় সৈন্যগণের সম্মুখীন হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সৈন্যগণের পূর্ব্ব দিক্, পিতৃরাজ দক্ষিণ দিক্, সলিলরাজ পশ্চিম ভাগ এবং রাজরাজ কুবের উত্তর ভাগ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। এই রূপে চারি লোকপাল স্ব স্ব দিক্ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে, দ্বাদশাত্মা দিবাকর স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া, দেবগণ মধ্যে বিরাজমান হইতে লাগি-লেন। ঐ রথ দীপ্যমান রশ্মিপুঞ্জে জাজ্বল্যমান, পরম

শ্রীসম্পন্ন, অম্বরগামী, উদয় ও অস্তময় চক্রে সুশোভিত, মেরুপর্য্যন্ত গমনশীল, স্বর্গদ্বারের শোভাসাধন ও সমুদায় লোকের প্রকাশক। ঋক্ষযোগসমাপন্ন, নৈশতিমিরবিনাশন, পৃথিবীর ছায়ালাঞ্ছিতবিগ্রহ, অমৃতের আকর, ওষধির পরিত্রাতা, জ্যোতির ঈশ্বর, রসসকলের রসবিধাতা, জগতের অন্নময় রস স্বরূপ, শিশিরাস্ত্র ও শীতরশ্মিশালী দ্বিজরাজ শ্বেতাশ্বপরিচালিত রথে আরোহণ ও সুশীতল কিরণে সমস্তাৎ উদ্ভাসিত করিয়া, দৈত্যগণের নয়নপথে বিরাজমান হইলেন। যিনি প্রাণরূপে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, যিনি সপ্তস্কন্ধে বিভক্ত হইয়া, চরাচর বিশ্ব ধারণ করিতেছেন, যিনি অগ্নির নিয়ন্তা, শব্দের প্রভব ও অসীমশক্তিসম্পন্ন, সপ্তস্বরসম্পন্না গীতি যাঁহার উদ্ভবক্ষেত্র, যিনি সমুদায় ভূতের শ্রেষ্ঠ ও শরীরসম্পর্কপরিশূন্য, যিনি শব্দের যোনি, আকাশগামী ও শীঘ্র গমন করেন, সেই সর্ব্বভূতায়ু বায়ু জলদজালে মণ্ডিত ও প্রতিকূল রূপে প্রবাহিত হইয়া, দৈত্যদিগকে প্রব্যথিত করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ মুক্তনির্ম্মোক পন্নগসমূহের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অসি সকল ধারণ করিয়া, ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বিশালদেহ ভুজগপতিগণ রোষময় প্রখর বিষ বমন পূর্ব্বক দেবগণের শরভূত হইয়া, ব্যাদিত বদনে বিমানমার্গে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। শিলাশৃঙ্গ ও শতশাখপাদপরাজিবিরাজিত পর্ব্বত সকল দৈত্যদিগকে প্রহার করিবার বাসনায় দেবগণসমীপে সমুপস্থিত হইল।

যিনি হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, যুগান্তকালীন অগ্নি স্বরূপ, বিশ্বজগতের প্রভু, সমুদ্রের কারণ, মধুদৈত্যের নিহন্তা, হব্যভুক্ ও যজ্ঞসংকৃত; যিনি পৃথিবী, জল, আকাশ, ভূতাত্মা, শম ও শান্তিবিধাতা; যিনি জগতের কারণ, গুরু, আধার ও বীজস্বরূপ, সেই গরুড়ধ্বজ বাসুদেব পরিবেশ-ভীষণ সমুদ্যত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তেজোবলয়মণ্ডিত শত্রুবিনাশন চক্র এবং বামহস্তে সর্ব্বাসুরবিনাশিনী ও অরাতিকুলনিহন্ত্রী কৃষ্ণবর্ণা গদা গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট বাহুসমূহে শার্ঙ্গ প্রভৃতি প্রদীপ্ত আয়ুধ সকল ধারণ করিলেন। যিনি বায়ু অপেক্ষা বেগশালী, আকাশগামী, ভুজঙ্গভুক্ মহর্ষি কশ্যপের পুত্র, যাঁহার মুখমণ্ডল বৃহদাকার ভুজগ দ্বারা পরিশোভিত, যিনি অমৃতমন্থনান্তে উন্মুক্ত মন্দরগিরির ন্যায় সমুন্নত, দেবাসুরযুদ্ধে শতবার যাঁহার বিক্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যাঁহার শরীর অমৃতাহরণের নিমিত্ত মহেন্দ্রবজ্রে চিহ্নিত হইয়াছে, যিনি শিখাকেশ ও সমুজ্জ্বল বিবিধ ভূষণধারণ এবং বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া, ধাতুসমুদ্ভাসিত অচলের ন্যায় শোভমান, যিনি অর্দ্ধকবলিত ও বক্ষস্থলাশ্রিত ভুজঙ্গমের সুধাংশু সদৃশ সমুজ্জ্বল শিরোরত্নে ভূষিত, ইন্দ্রধনুযুক্ত প্রলয়কালীন মেঘে যেরূপ নভস্থল আবৃত হয়, সেইরূপ যাঁহার পক্ষদ্বয়ে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছে ও যাঁহার ভয়ঙ্কর শরীর নীলপীতাদি বিবিধবর্ণ পতাকায় পরিশোভিত, ভগবান্ নারায়ণ সেই অরুণানুজ খগরাজের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। দেবগণ ও মুনিগণ সমাহিত হইয়া, মহামন্ত্রযুক্ত বাক্যে

স্তব করত তাঁহার অনুগামী হইলেন। কুবের, যম, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণবিরাজিত সেই রণমদোন্মত্ত দেব-সৈন্য সকল জয়শীল দীপ্ততেজা বাসুদেব কর্ত্তৃক পরি-রক্ষিত হইয়া, উৎসাহ সহকারে যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইল। তৎ-কালে অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি দেবগণ পক্ষে এবং শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণ পক্ষে স্বস্তিবাচন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর জিগীষাপর-বশ দেব ও দানব সৈন্য পরস্পর মিলিত হইয়া, তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। যেরূপ পর্ব্বত সকল পর্ব্বতগণের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ দৈত্যগণ বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণের প্রতি ধাবমান হইল। যেরূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মের সহিত ও দর্প বিনয়ের সহিত, সেইরূপ দেবতা ও অসুরে পরস্পর মিলিত হওয়াতে সেই যুদ্ধ নিতান্ত বিস্ময়াবহ হইল। উভয় পক্ষ হইতেই রথ সকল বেগে ধাবমান, যোদ্ধা সকল অসি হস্তে উল্লম্ফিত, ধনু সকল বিস্ফারিত, এবং মুষল, মুদ্গর ও শর সকল ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তাহাতে সেই যুদ্ধ নিতান্ত তুমুল ও যুগসম্বর্ত্তকের ন্যায় সকলের ত্রাসজনন হইয়া উঠিল। দানবগণ বেগবান্ পরিঘ ও শিলাখণ্ড দ্বারা ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণকে প্রহার করিতে

লাগিল। দেবগণ জয়লাভহর্ষিত বলশালী অসুরগণ কর্তৃক বধ্যমান হইয়া, নিতান্ত বিষণ্ণ এবং পর্য্যাকুল হইয়া উঠিলেন; তাহাদের অস্ত্রজালে জড়িত ও পরিঘঘাতে ভগ্নমস্তক ও ভিন্ন-হৃদয় হইয়া, অনবরত রুধিরধারা বমন করিতে লাগিলেন; এবং তাহাদের পাশাস্ত্রে ও মায়াপ্রভাবে নিগড় সংযত হইয়া, এক বারেই নিশ্চেষ্ট ও নিষ্প্রযত্ন হইয়া পড়িলেন। এই রূপে দেবসৈন্য অসুরবিক্রমে নিষ্প্রযত্ন ও নিরায়ুধ হইয়া, নিষ্প্রাণ সদৃশ শরীরে সংস্তম্ভিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

তখন সহস্রলোচন শক্র বজ্রাস্ত্র দ্বারা অসুরদিগের সমুদায় মায়াপাশ ও শরজাল ছিন্ন ও বিকর্ষিত করিয়া, দৈত্যসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সম্মুখসমাগত দৈত্যদিগকে নিহত করিয়া, পরে তামসাস্ত্রে সমুদয় দানবসৈন্য তমোভূত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে তামসাস্ত্রে সমাবিষ্ট হওয়াতে দানবগণ পরস্পর আত্মপরপরিদেবনাপরিশূন্য হইয়া উঠিল। তখন মায়াপাশবিনির্ম্মুক্ত সুরোত্তমগণ কৃতযত্ন হইয়া; দৈত্যদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। দানবগণ অন্ধকারে নীলবর্ণ, সংজ্ঞাহীন ও নিতান্ত ভয়গ্রস্ত হইয়া, ছিন্নপক্ষ ভূধরসমূহের ন্যায় ধরাতল আশ্রয় করিল। তৎকালে দৈত্যবল সেই মসীভূত অন্ধকারমহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া, মূর্ত্তিমান্ অন্ধকার স্বরূপ প্রতীয়মান হইয়া উঠিল।

তখন দৈত্যরাজ ময় দেবরাজের তামসী মায়া দগ্ধ করিবার মানসে যুগান্তকালীন ঔর্ব্বানলবিনির্ম্মিত সর্ব্বলোক-দহনী মহামায়া সৃষ্টি করিল। সেই মায়া সমুদয় অন্ধকার

তিরোহিত করিলে, দৈত্যগণ তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত শরীরে সমুত্থিত হইল। দেবগণ মন্ত্রবিহিত মায়াপ্রভাবে দহ্যমান হইয়া, শীতাংশুসলিলপূর্ণ চন্দ্রবিষয় হ্রদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এবং সকলেই নিতান্ত সন্তপ্ত ও তেজোহীন হইয়া, শরণগ্রহণবাসনায় ইন্দ্রের নিকট নিবেদন করিলেন।

এই রূপে দৈত্যমায়াপ্রভাবে সমুদয় দেবসৈন্য সন্তপ্ত ও দহ্যমান হইলে, বরুণ দেবরাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কহিলেন, হে ইন্দ্র! পূর্ব্বে ব্রহ্মার ন্যায় গুণসম্পন্ন ব্রহ্মর্ষি-জন্মা ঊর্ব সুদুশ্চর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, আদিত্যের ন্যায় স্বীয় তপঃপ্রভাবে সমুদয় জগৎ সন্তাপিত করিলে, দেব, দেবর্ষি ও ঋষিগণ তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। দানবেশ্বর হিরণ্যকশিপুও ঐ সময়ে সেই পরম তেজস্বী ঋষিরে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহারে ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্যে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি একাকী, বিশেষতঃ অনপত্য; তথাপি গোত্রের অনুবর্ত্তন করিতেছেন না; কেবল কৌমার ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নিরন্তর ক্লেশভাগী হইতেছেন; অতএব আপনার এই কুল ছিন্নমূল হইল। অনেক মহাত্মা ঋষিগণের গোত্র একমাত্র সন্তানে অবশেষ এবং অনেকের সন্তান ব্যতিরেকে এক বারে উৎসন্ন হইয়াছে। সন্তান ব্যতিরেকে সেই উন্মূলনোন্মুখ ঋষিবংশের উদ্ধারসম্ভাবনা নাই। আপনি প্রজাপতির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এবং তপঃ প্রভাবে সকলের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। অতএব আত্মরেত নিষিক্ত করিয়া, অনুরূপ পুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক বংশবিস্তারে প্রবৃত্ত হউন।

ঋষিগণ এইরূপ কহিলে, মহাতপা ঊর্ব্ব ক্ষুণ্ণহৃদয় হইয়া, তাঁহাদিগকে অনুযোগ পূর্ব্বক কহিলেন, মুনিজনোচিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠান করাই বন্যমূলফলাশী ঋষিগণের শাশ্বত ধর্ম্ম রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। ব্রাহ্মযোনিসমুদ্ভূত আত্মধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ সুচরিত ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে ব্রহ্মারেও বিচলিত করিতে পারেন। গৃহাশ্রমনিবাসী দ্বিজাতিগণের বৃত্তি তিনপ্রকার, যাজন, অধ্যয়ন ও প্রতিগ্রহ। কিন্তু আমরা কৌমারব্রহ্মচারী, বনবাসই আমাদের একমাত্র বৃত্তি। যাঁহারা অব্‌ভক্ষ্য, বায়ুভক্ষ্য, দন্তোলূখলিক, অশ্মকুট্ট, অনাহারী এবং দশপঞ্চতপা, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যপুরস্কৃত সুদুশ্চর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, উৎকৃষ্ট গতি প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা নির্দ্দেশ করেন যে, ব্রহ্মচর্য্যই ব্রাহ্মণত্বের কারণ এবং ব্রহ্মচর্য্য হইতেই পরলোকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, ধৈর্য্য বা তপঃ সমুদায়ই ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি স্বর্গবাসী হন। যোগ বিনা সিদ্ধিলাভ হয় না; আবার সিদ্ধি ব্যতীত যশঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্মচর্য্য সেই যশের মূল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপঃ স্বরূপ। ইন্দ্রিয়গ্রাম ও পঞ্চ মহাভূত বিনিগৃহীত করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যে সমাহিত হইবে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কি আছে? যোগ না করিয়া কেশমুণ্ডন, সঙ্কল্প না করিয়া ব্রতক্রিয়া এবং ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য অধ্যয়ন না করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এই তিন বিষয় দম্ভপ্রকাশ মাত্র। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে মানসী সৃষ্টি করেন; অতএব স্ত্রী, স্ত্রী-সংযোগ বা তাহাদের অনুচারী কামাদি চিত্তভাব সকল

নিষ্প্রয়োজন। যদি আপনাদের তপঃপ্রভাব থাকে, তাহা হইলে প্রজাপতিবিহিত কর্ম্মানুসারে মানস পুত্র সমুৎপাদন করুন। তপস্বী মানসযোনিতেই বীজ সমাধান করিবেন; নতুবা দারযোগ ও তাহাতে বীর্য্যাধান তাঁহাদের কার্য্য নহে। আপনারা ধর্ম্মলোপভয়ে সাধুজনের ন্যায় এই যে উপদেশ দিলেন, আমার নিকট উহা নিতান্ত গর্হিতবৎ আভাসমান হইতেছে। আমি দারযোগ ব্যতিরেকেই দী-প্তান্তরাত্মা মনোময় শরীর কল্পনা করিয়া, আত্মানুরূপ পুত্র সমুৎপাদন করিব। আমার আত্মা এইরূপ বন্যবিধি দ্বারা প্রজাদহনশীল পুত্র প্রসব করিবে।

এই বলিয়া তিনি হুতাশনে স্বীয় উরু সংস্থাপন পূর্ব্বক কুশ দ্বারা পুত্রের প্রভবারণি মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে সকলভুবনদহনাকাঙ্ক্ষী জ্বালামালী নিরিন্ধন অগ্নি তদীয় উরু নির্ভেদ করিয়া, যেন ত্রিভুবন দগ্ধ করত প্রাদু-র্ভূত হইলেন। সেই সর্ব্বান্তক অগ্নি জন্মগ্রহণমাত্র কঠোর বাক্যে পিতারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে তাত! আমি নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি; অনুমতি করুন, জগৎ ভক্ষণ করি। এই বলিয়া সেই পরমকোপন অন্তকাগ্নি ত্রিদিবগামী জ্বালাবলী দ্বারা দশ দিক্ উদ্ভাসিত ও সর্ব্বভূত দগ্ধ করিয়া, বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

এই অবসরে সর্ব্বলোকহিতৈষী পিতামহ ব্রহ্মা সেই স্থানে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, সুতাগ্নি দ্বারা ঔর্ব্বের উরুদেশ দীপ্যমান এবং ঋষিগণের সহিত সমু-দায় লোক ঔর্ব্বের কোপানলে দহ্যমান হইতেছে। তখন

ব্রহ্মা সভাজন সহকারে ঊর্ব্ব ঋষিরে কহিলেন, হে পুত্র! লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সমুদ্ভূত তেজ ধারণ কর। হে বদতাংবর! আমিই তোমার এই পুত্রের বাসস্থান নির্দ্দেশ ও অমৃতোপম অশন নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছি। আমি সত্য বলিতেছি; তুমি আমার অনুরোধ পালন কর।

ঊর্ব্ব কহিলেন, হে ভগবন্! অদ্য আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম।যেহেতু,আপনি আমার এই শিশুরে এইরূপ অনুগ্রহ করিলেন। কিন্তু যৌবনকালে উপযোগ নিতান্ত অভিলষণীয়; অতএব তখন ইনি কোন্ হবনীয় দ্বারা তৃপ্তিলাভ, কোন্ স্থানে অবস্থান এবং আপনিই বা ইহাঁরে কিরূপ অনুরূপ খাদ্য প্রদান করিবেন?

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহর্ষে! বড়বামুখ সদৃশ সমুদ্রমুখ তোমার পুত্রের বাসস্থান হইবে। আমি সলিলময় হবি পান করিয়া, নিরন্তর তথায় অবস্থিতি করিয়া থাকি, তোমার পুত্রের নিমিত্ত সেই হবি বাসস্থান ও খাদ্য রূপে নির্দ্দেশ করিলাম। পরে যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন তোমার পুত্র ও আমি আমরা উভয়ে এই সমস্ত জগৎ ভক্ষণ করিব। ইনিই কালান্তক অনল স্বরূপ; ইনি দেব, অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি জীব সমুদায়ের দহন স্বরূপ হইবেন।

তখন ঔর্ব্ব হুতাশন তাহাই স্বস্তি বলিয়া, স্বীয় প্রভারাশি সংহরণ পূর্ব্বক যশোময় তেজ পিতার প্রতি সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং সমুদ্রমুখে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে ঋষিগণ ঔর্ব্ব অনলের প্রভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ঐ সময় হিরণ্যকশিপু এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক ঊর্ব্বকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার তপোবলে এই আশ্চর্য্য বিষয় সম্পন্ন হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মাও আপনার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইলেন। এক্ষণে যদি আপনি ও আপনার পুত্র ভৃত্যভাবে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে, আমি কৃতার্থ হই; আমি আপনার শরণাগত ও আপনারই আরাধনায় নিতান্ত অনুরক্ত; অতএব যদি আমারে ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে আপনার অপযশ হইবে।

ঊর্ব্ব কহিলেন, হে দানবেশ্বর! তুমি আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করাতে আমিও অনুগৃহীত হইলাম। আমার কৃপাবলে তোমার আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই। তুমি আমার পুত্রকৃত কাষ্ঠশূন্য অনলস্বরূপা এই মায়া গ্রহণ কর। এই মায়া তোমার বংশের বশবর্ত্তিনী হইয়া, আত্মপক্ষ রক্ষা ও বিপক্ষপক্ষ ক্ষয় করিবে। তখন দানবরাজ সেই মায়া গ্রহণ পূর্ব্বক মহর্ষি ঊর্ব্বকে প্রণাম করিয়া, পরমাহ্লাদ সহকারে স্বর্গে গমন করিলেন।

দেবরাজ! পূর্ব্বে ঊর্ব্বপুত্র অনল যে দুঃসহ মায়ার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই সেই দেবদুর্লভ মায়া, ইহার সৃষ্টিকালীন ঔর্ব্ব এই অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, যে হিরণ্যকশিপুর জীবিতাবস্থা পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব থাকিবে। পরে ইহার আর কোন প্রভাব থাকিবে না। যদি সেই মায়া বিনাশ দ্বারা আপনাকে সুখী করিতে হয়, তাহা হইলে চন্দ্রমা আমার সহায় হউন। আমি তাঁহার সাহায্যে জলজন্তুগণের সহিত

সমবেত হইয়া, আপনার প্রসাদে সেই মায়া বিনষ্ট করিতে পারিব।

—।০।—

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অমররাজ ইন্দ্র তাহাতেই সম্মত হইয়া, প্রসন্ন চিত্তে সুধাংশুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে নিশাপতে! তুমি যুদ্ধে অসুরগণের সংহার ও সুরগণের জয়লাভার্থ বরুণের সাহায্য কর। তুমি অদ্বিতীয় বলশালী ও সমুদয় জ্যোতিষ্কগণের শ্রেষ্ঠ। রসাভিজ্ঞ জনগণ তোমাকে সকল জীবের রসময় বলিয়া থাকেন। মহাসমুদ্রের ন্যায় তোমার হ্রাস বৃদ্ধি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়; তুমি মেদিনীমণ্ডলে অহোরাত্র বিধান করিয়া, স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতেছ; ত্বদীয় অঙ্কে যে শশনামক অঙ্ক বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা কিসের, কি নক্ষত্র কি যোগিগণ কেহই অবগত নহেন। তুমি দিবাকরের ঊর্দ্ধে জ্যোতিষ্কগণের উপরিভাগে অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া, এই অনন্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিতেছ। তুমি শ্বেতভানু, তুমি হিমজ্যোতি, তুমি সমুদয় জ্যোতিষ্কের অধিপতি, এবং তোমা দ্বারাই বৎসর প্রচলিত হইতেছে। তুমি কালযোগের আত্মা, তুমি যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞরস, তুমি ওষধীশ, তুমি ছন্দোযোনি, তুমি শীতল, তুমি শীতাংশু,

তুমি অমৃতাধার, তুমি চপল, তুমি শ্বেতবাহন, তুমি রূপবান্ ব্যক্তিদিগের রূপ, সোমপায়ীদিগের সোম, তুমি লোক মধ্যে সৌম্য, তোমা হইতেই তমোরাশি বিনষ্ট হয়, এবং তুমিই ঋক্ষরাজ, অতএব তুমি এই বরুণের সহিত মিলিত হইয়া, আমরা যে আসুরী মায়াবলে দগ্ধ হইতেছি, শীঘ্র তাহার শান্তি-বিধানে যত্ন কর। চন্দ্র কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি আপনার নিদেশক্রমে সংগ্রামে সত্বর দৈত্যমায়াবিনাশী শিশির বর্ষণ করিব। আপনি দেখিবেন, দৈত্যগণ আমার শিশিরাস্ত্রে পরিক্ষিপ্ত হইয়া, মায়া ও গর্ব্বশূন্য হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রভাকর এই বলিয়া শিশিরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, উহা দানবদিগকে মেঘের ন্যায় আবৃত করিল। বরুণ ও চন্দ্র উভয়ে পাশ ও শিশিরাস্ত্রে দৈত্যদিগকে আহত করিয়া, বিক্ষোভিত অর্ণবযুগলের ন্যায় সমররঙ্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। জগৎ যেরূপ সম্বর্ত্তক মেঘবর্ষণে আপ্লাবিত হয়, সেইরূপ তাঁহারা অস্ত্রবৃষ্টিপাতে দৈত্যদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। এই রূপে তাঁহারা স্ব স্ব অস্ত্রাঘাতে দৈত্যমায়া সংহার করিলে, দানবগণ তাঁহাদের অস্ত্রজালে বদ্ধ ও ছিন্নশিখর ভূধরগণের ন্যায় গতিশক্তিরহিত হইয়া, রণস্থলে দণ্ডায়মান হইল এবং শরীর হিমসংঘাতে অবসন্ন হওয়াতে, তেজোহীন হুতাশনের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের বিমান সকলও নিষ্প্রভ হইয়া, ঊর্দ্ধাধোভাবে পরিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

দৈত্যপতি মায়ানিপুণ ময় দানবদিগকে পাশ ও হিমাস্ত্রে দৃঢ়সংযত অবলোকন করিয়া, স্বীয় পুত্র ক্রৌঞ্চের বিনির্ম্মিত

মায়াময় পর্ব্বতাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। উহার অগ্রভাগে বৃক্ষ, গুহামুখে অরণ্য এবং সর্ব্বত্র ইহামৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র, শিলা ও গণ্ড শৈল সকল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, তত্রত্য বৃক্ষ সমুদয় বায়ুবেগে ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল এবং রাশি রাশি শিলা ও বৃক্ষ উহা হইতে স্খলিত হইয়া, দেবসেনাকে নিপীড়িত ও দৈত্যদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিতে আরম্ভ করিল। বরুণ ও চন্দ্রের মায়াও একবারে তিরোহিত হইল। লৌহসন্নিভ সুদৃঢ় শিলাপাতে দেববল সমাচ্ছন্ন এবং শিলা, গণ্ডশৈল ও পাদপসংঘাতে পৃথিবী পর্ব্বতপরিপূর্ণার ন্যায় নিতান্ত গহন হইয়া উঠিল। দেবগণের মধ্যে কেহই অক্ষত রহিলেন না; তাঁহাদের মধ্যে কেহ শিলাঘাতে, কেহ প্রস্তর ও বৃক্ষপাতে আহত হইলেন। এবং সকলেই শর ও শরাসনের সহিত এক বারেই আশা পরিত্যাগ করিলেন। একমাত্র জনার্দ্দন সোৎসাহ হৃদয়ে অবিচলিত ভাবে ধৈর্য্য বশতঃ ক্রোধ সংযত করিয়া রহিলেন এবং দেবাসুরবিমর্দ্দ দর্শনে সমুৎসুক হইয়া, যুদ্ধের সমুচিত অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ময়বিহিত মায়া নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিলে, নারায়ণ তাহার নিবারণার্থ বায়ু ও অগ্নিকে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও আদেশমাত্র প্রফুল্ল হৃদয়ে পরস্পর পরস্পরের সমাগমে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া, দৈত্যমায়াসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ বায়ু ধাবমান হইলে, হুতাশন তাঁহার অনুগমন পূর্ব্বক লীলা সহকারে দৈত্যসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দানবদিগের বিমান সমস্ত

অগ্নিকবলে ভস্মসাৎ হইয়া, বায়ুবেগে নিপতিত হইতে-লাগিল। তদ্দর্শনে দানবগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল।

এই রূপে দৈত্যমায়া বিনষ্ট ও ত্রিলোক বন্ধনমুক্ত হইলে, অমরবৃন্দ আনন্দিত হইয়া, গোবিন্দের প্রশংসা-বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রের জয় ও ময়ের পরাজয় হও-য়াতে, দিক্ সকল প্রফুল্ল, ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ, সূর্য্যের অয়নসঞ্চরণ সম্পন্ন, চন্দ্রের পথ মুক্ত, সাধুগণ প্রকৃতিস্থ, মৃত্যু সময়ানুগত, অগ্নি আহুত, দেবগণ যজ্ঞভাগী, লোক-পাল সকল স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত, পুণ্যশীলগণ অভ্যুদয়-সম্পন্ন, পাপাত্মারা ক্ষয় প্রাপ্ত, দেবপক্ষীয়েরা সন্তুষ্ট ও দৈত্যপক্ষীয়েরা পরাভূত, ত্রিপাদ ধর্ম্ম ও এক পাদ অধর্ম্ম প্রচলিত, সাধুবর্ত্ম প্রবর্ত্তিত, বর্ণ ও আশ্রম সকল স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত, নরপতিগণ প্রজারক্ষায় প্রবৃত্ত, দেব-গণের স্তবপাঠার্থ বেদগান আরম্ভ, লোক সকল পাপশূন্য এবং প্রগাঢ় তিমির একবারে অন্তর্হিত হইল।

হে রাজন্! অনল ও অনিলের সংগ্রাম পরিশেষ হইলে সকল ভুবন এককালীন তন্ময় হইয়া, মহানন্দে জয়ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। এই ব্যাপার শ্রবণে অচল সদৃশ বৃহৎ-কায় শতানন দানবরাজ কালনেমী শতশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় গ্রীষ্ম কালীন দাবানলের ন্যায় সমরভূমিতে উত্তীর্ণ হইল। তাহার মস্তকে সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল মুকুট, শতহস্তে শিঞ্জিত শত অঙ্গদ ও শত অস্ত্র, কেশ ধূম্রবর্ণ, শ্মশ্রু হরিদ্বর্ণ, দন্ত বহির্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মুখবিবর ত্রিলোকব্যাপী, লোচন সকল আয়ত, বক্র এবং লোহিতবর্ণ। আগমন সময়ে বোধ হইতে

লাগিল যেন সেই মহাসুর দেহভরে পৃথিবী নমিত, ভুজ-পরম্পরায় আকাশমণ্ডল উত্থিত, পদদ্বয়ে অচল সকল বিক্ষিপ্ত ও নিশ্বাসবায়ু দ্বারা অভিনব মেঘমণ্ডল উৎসারিত করিয়া, দেবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্তই সমাগত হইতেছে। সেই দানব সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, সুরগণকে তর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার দেহে দশ দিক্ রুদ্ধ হইল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন প্রলয়কাল পিপাসার্ত্ত হইয়া সমুপস্থিত হইয়াছে। যে সকল অসুরগণ দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, কালনেমি মাল্যাভরণভূষিত বিস্তৃত দক্ষিণ হস্তস্থ অঙ্গুলি দ্বারা তাহাদিগকে গাত্রোত্থানের আদেশ করিতে লাগিল। সুরগণ সাক্ষাৎ কালান্তক স্বরূপ সেই কালনেমির প্রতি সচকিত নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রাণিগণ তাহাকে দেখিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল যেন দ্বিতীয় বিষ্ণু সমরস্থলে অবতীর্ণ হইয়া বিচরণ করিতেছেন। সেই মহাবল পরাক্রান্ত দানব যখন দক্ষিণপদ সঞ্চালন পূর্ব্বক দেবগণকে বিত্রাসিত করিয়া, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, তখন তদীয় অঙ্গবস্ত্র বায়ুবেগবশে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল ও দানবরাজ ময় তাহাকে আলিঙ্গন করিল। তৎকালে ঐ অসুর নারায়ণাধিষ্ঠিত মন্দর ভূধরের ন্যায় শোভমান হইয়া উঠিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই কালান্তক কৃতান্ত সদৃশ কালনেমিকে সমরভূমিতে আগমন করিতে দেখিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

——॥০॥——

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! গ্রীষ্মাবসানে যেরূপ জলদের বৃদ্ধি হয়, কালনেমিও সেইরূপ দানবগণের প্রীতি-সাধনার্থ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দানবগণ সমরসমাগত কাল-নেমিকে অবলোকন করিবামাত্র যেন অত্যুৎকৃষ্ট অমৃত লাভ করিয়া, সুস্থ শরীরে সমুদ্গত হইতে লাগিল। ময়তারকপুরো-গম দৈত্যগণের ভয় এককালেই দূরীভূত হইল। সকলেই জয়লাভে সমুৎসুক হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবগণ মধ্যে যাহারা অস্ত্রসঞ্চালন করত ব্যূহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে-ছিল তাহারা কালনেমিকে দর্শন করিয়া অপরিসীম আনন্দ-লাভ করিল। ময়দানবের যুদ্ধবিশারদ প্রধান সৈন্যগণ ভয় পরিহার পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত হইল। বীর্য্যবান্ ময়, তার, বরাহ, হয়গ্রীব, বিপ্রচিত্তিসুত শ্বেত, খর, লম্ব, বলিপুত্র অরিষ্ট, কিশোর, উষ্ট্র, বক্রযোধী মহাসুর অমর সদৃশ স্বর্ভানু ও তপঃপরায়ণ অস্ত্রকোবিদ অন্যান্য দানবগণ গুরুভার গদা, চক্র, পরশ্বধ, কালকল্প-মুষল, ক্ষেপ-ণীয়, মুদ্গার, পর্ব্বতাকার প্রস্তর, গণ্ডশৈল, পট্টিশ, ভিন্দি-পাল, লৌহময় পরিঘ, লোকঘাতিনী শতঘ্নী, যুগ, যন্ত্র, সূক্ষ্মাগ্র অর্গল, পাশ, প্রাস, লেলিহ্যমান সর্প, শাণিত শর,

প্রহরণীয় বজ্র, প্রদীপ্ত তোমর, কোষনিষ্কাশিত তীক্ষ্ণধার অসি ও সুশাণিত শূল প্রভৃতি অস্ত্র সমুদয় গ্রহণ পূর্ব্বক কালনেমিকে অগ্রে করত সমরাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তখন দৈত্যসৈন্যগণ বর্ষাকালীন ঘনঘটাচ্ছন্ন নিমীলিতনক্ষত্র নভোমণ্ডলের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল।

এদিকে চন্দ্রভাস্করকিরণপ্রদীপ্ত বায়ুবেগবিশিষ্ট নক্ষত্রপতাকাশালী জলধরবিদ্ধ বসন, গ্রহনক্ষত্রহাস্যযুক্ত ও যম, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, অগ্নি এবং বায়ুসুরক্ষিত নারায়ণপরায়ণ ভীষণ দেবসৈন্যগণ বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যক্ষগন্ধর্ব্বগণে মিলিত হইয়া, সাগরপ্রবাহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর যুগপর্য্যায়সময়ে দ্যুলোক ও ভূলোকের পরস্পর সম্পাতের ন্যায় সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দৈত্যগণ তেজস্বী হইলে, দেবগণ ক্ষমাপূর্ব্বক ও দেবগণ বিনীত হইলে, দৈত্যগণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমাগত মেঘাবলীর ন্যায় সেই উভয় পক্ষ হইতে সৈন্য সকল নির্ভয় চিত্তে বিনির্গত হইতে আরম্ভ করিল। পার্ব্বতীয় কাননমধ্যে যেরূপ হস্তী সকল বিচরণ করে, সেইরূপ উভয়পক্ষীয় সেনাগণ পরস্পরের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। এককালীন চতুর্দ্দিক্ হইতে ভেরী নিনাদিত ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। এবং সেই সকল গম্ভীর নিনাদে ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। জ্যাঘাতনিস্বন, ধনুষ্টঙ্কার ও দুন্দুভিশব্দে দৈত্যদিগের সিংহনাদ অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক দ্বন্দ্বযুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইয়া, পরস্পরের বাহু ভগ্ন করিতে লাগিল। দেবগণ লৌহময় ভীষণ পরিঘ নিক্ষেপ করিলে, দানবগণ গুর্ব্বী গদা ও নিস্ত্রিংশ প্রহারে তাহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইল। কাহার শরীর গদাঘাতে ভগ্ন ও কাহার মস্তক শরপাতে ছিন্নভিন্ন হওয়াতে, অনেকেই ধরাশায়ী হইল এবং অনেকে ন্যুব্জ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অনন্তর রথী সৈন্য রোষবশ হইয়া, দ্রুতগামী রথ ও বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম আরম্ভ করিল। কেহ কেহ সমরপরিহার পূর্ব্বক পলায়ন ও কেহ কেহ বা অবস্থান করিতে লাগিল। রথ রথ দ্বারা ও পদাতি পদাতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়াতে, গগনমণ্ডল জলদনির্ঘোষ সদৃশ রথচূর্ণন শব্দে প্রতিধ্বনিত ও অনেকে রথপাতে চূর্ণ হইয়া গেল। বীরগণ খড়্গচর্ম্মবিরাজিত বাহু দ্বারা সেনাসম্বাধ নিরাকৃত করিয়া, সংগ্রামে ধাবমান হইলে, তাহাদের ভূষণ সমুদায় শব্দায়মান হইতে লাগিল। শস্ত্রপরিক্ষত শরীর হইতে বারিধারা সদৃশ রুধিরধারা নিপতিত হইয়া, ধরাতল প্লাবিত করিল। ঐ সময়ে অস্ত্রাঘাত এবং গদার বিক্ষেপ ও উত্তোলনে সংগ্রাম নিতান্ত তুমুল হইয়া উঠিলে, দুর্দ্দিনের ন্যায় তাহার শোভা সম্পন্ন হইল। দৈত্যগণ উহাতে মহামেঘ, দেবগণের অস্ত্র সকল বিদ্যুদ্বলয় এবং শর সকল সলিলধারা রূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

এই অবসরে মহাসুর কালনেমি সমুদ্রোদ্ঘপূর্য্যমাণ জলদের ন্যায় রোষভরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। বিদ্যুদ্দামবিমণ্ডিত প্রদীপ্তবজ্রবর্ষী

জলদ সকল তাহার নগশিরঃসন্নিভ গাত্রের ঘর্ষণে বিনিষ্পিষ্ট, ভ্রূযুগল হইতে স্বেদসলিল বিগলিত, মুখমণ্ডল হইতে অগ্নি, বজ্র, পবন ও শিখা সকল সমুদ্গত এবং বাহু সকল পঞ্চাস্য, কৃষ্ণবর্ণ ও লেলিহ্যমান ভুজঙ্গমগণের ন্যায় তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধভাবে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর কালনেমি সমুচ্ছ্রিত শৈলসন্নিভ বহুবিধ অস্ত্র, ধনু ও পরিঘ দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া, পবনপরিচালিত বসনে সন্ধ্যাতপসংশ্লিষ্টশেখর সাক্ষাৎ সুমেরুর ন্যায় সংগ্রামমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, বেগভরে শৈলশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড পাদপসমূহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বজ্রবেগমথিত মহাগিরিসমূহের ন্যায় দেবতাদিগকে ধরাশায়ী করিতে আরম্ভ করিল। দেবগণ তাহার বাহু, শস্ত্র ও নিস্ত্রিংশ প্রহারে ছিন্নমস্তক ও ভিন্নহৃদয় হইয়া, এক বারে চলৎশক্তিরহিত হইলেন। যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগপতিগণের মধ্যে কেহ তাহার মুষ্টিপ্রহারে নিহত, কেহ বা বিদলিত হইয়া, ধরাতলে নিপতিত হইলেন। এই রূপে দেবগণ কালনেমি কর্ত্তৃক বিত্রাসিত ও নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া, এক বারেই নিরুদ্যম হইয়া উঠিলেন। সহস্রলোচন শক্র তদীয় শরবন্ধনে এরূপ নিবদ্ধ হইলেন, যে ঐরাবতে আরোহণ করিয়াও পদচালনে সমর্থ হইলেন না। বরুণ পাশহীন ও চেষ্টাবিহীন হইয়া, নির্জ্জল জলদের ন্যায়, শুষ্ক সাগরের ন্যায় শোভমান হইলেন। লোকপালপতি কুবের তদীয় কালরূপী পরিঘ প্রহারে ক্রিয়াশূন্য হইয়া, বিলাপমাত্রপরায়ণ হইলেন। মৃত্যুপ্রহরণ সর্ব্বান্তক যমও তাহার সুভীষণ অস্ত্রাঘাতে

নিতান্ত বিচেতন হইয়া, স্বাধিষ্ঠিত দিক্ আশ্রয় করিলেন।

মহাসুর কালনেমি এই রূপে লোকপালগণের পরাভব করিয়া, তাঁহাদের কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় দেহ চতুর্দ্ধা বিভক্ত করত সমুদায় দিকে অধিষ্ঠিত হইল। অনন্তর স্বর্ভানুদর্শিত নক্ষত্রপথে গমন করিয়া, চন্দ্রের সমুদায় শ্রী ও বিষয় আত্মসাৎ করিল; দীপ্তরশ্মি সূর্য্যদেবকে স্বর্গদ্বার হইতে অপবাহিত করিয়া, তদীয় অয়ন, দিনকর্ম্ম ও বিষয় সমুদায় অপহরণ করিল; অগ্নিরে দেবমুখে অবলোকন করিয়া, আত্মমুখে সংস্থাপিত করিল; বায়ুরে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া, সমুদায় স্রোতস্বতীদিগকে সমুদ্র হইতে আনয়নপূর্ব্বক আপনার আজ্ঞাবহ করিল এবং কি স্বর্গজ, কি ভূমিজ সমুদায় সলিলরাশি বলপূর্ব্বক বশীভূত করিয়া, ধরাধররক্ষিত ধরাতলে সংস্থাপন করিল। এই রূপে সেই সর্ব্বলোকভয়াবহ মহাদৈত্য সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হইয়া, মহাভূতপতি স্বয়ম্ভুর ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। দেবগণ যেরূপ পিতামহের স্তব করেন, তদ্রূপ দৈত্যগণ লোকদিগের জন্মলয়বিষয়ে পরমেষ্ঠিপদাধিরূঢ়, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাত্মবান্ ও লোকপালবিগ্রহ সেই কালনেমির স্তব করিতে লাগিল।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বেদ, ধর্ম্ম, ক্ষমা, সত্য ও নারায়ণবিষয়িণী শ্রী কেবল এই পাঁচটী কর্ম্মবৈপরীত্য নিবন্ধন কালনেমির অনুগত হইল না। দানবেশ্বর তন্নিবন্ধন ক্রোধাভিভূত হইয়া, বৈষ্ণবপদপ্রাপ্তিপ্রত্যাশায় নারায়ণ সমীপে উপনীত হইল। দেখিল, সেই শঙ্খচক্রগদাধারী ভগবান্ বিদ্যুৎ সদৃশ পীত বসন পরিবৃত সজলজলধরসন্নিভ শরীরে সুবর্ণপক্ষবিরাজিত শিখাসম্পন্ন কশ্যপাত্মজ গরুড়ে আরোহণ করিয়া, দানবদলদলনার্থ পরম পবিত্র গদা ঘূর্ণায়মান করিতেছেন। দানবরাজ সেই নির্ব্বিকারোপবিষ্ট অক্ষোভণীয় বিষ্ণুরে অবলোকন করিয়া, ক্রুদ্ধ হৃদয়ে কহিতে লাগিল, এই নারায়ণই আমাদের পূর্ব্বজ দানবশ্রেষ্ঠদিগের পরম শত্রু। ইনিই মধু ও কৈটভ দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়াছেন। ইনিই আমাদের মূর্ত্তিমান্ অসাম্য বিগ্রহ স্বরূপ কথিত হইয়া থাকেন। অদ্য ইহাঁরই প্রভাবে সংগ্রামে অসংখ্য দৈত্য বিনিহত হইয়াছে। এই স্ত্রীবালকনিহন্তা নিতান্ত নির্ঘৃণরূপে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাঁরই বিক্রমে দানবসীমন্তিনীগণের সীমন্তোদ্ধরণ হইয়াছে। ইনিই দেবগণের বিষ্ণু, স্বর্গবাসিদিগের বৈকুণ্ঠ ভুজঙ্গমগণের অনন্ত, স্বয়ম্ভুর স্বয়ম্ভূ, দেবগণের রক্ষিতা ও

আমাদের নিহন্তা। ইহাঁরই নিদারুণ ক্রোধে হিরণ্যকশিপু বিনষ্ট হইয়াছে। ইহাঁরই ছায়া আশ্রয় করিয়া দেবগণ যজ্ঞ-মুখে অবস্থিতি পূর্ব্বক মহর্ষিগণের প্রদত্ত ত্রিধাহুত হবি ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ইনিই আমাদের পক্ষীয় দেববিদ্বেষী দৈত্য-দিগের নিধনহেতু। যুদ্ধে আমাদের কুল ইহাঁরই চক্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইনিই দেবগণের নিমিত্ত সংগ্রামে জীবি-তাশা পরিহার পূর্ব্বক সূর্য্যতেজসমাযুক্ত চক্র নিক্ষেপ করেন। ইনিই দৈত্যদিগের কাল স্বরূপ। অদ্য সৌভাগ্য ক্রমে আমার নয়নপথে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব বহু-কালের পর অদ্য আমি সংগ্রামে কাল রূপে অধিষ্ঠিত হইলে, ইনি স্বীয় কর্ম্মের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবেন। অদ্য এই দুর্ম্মতি আমার শরজালে বিনিষ্পিষ্ট হইয়া, অবশ্যই আমারে প্রণাম করিবে। কি সৌভাগ্য! অদ্য আমি পূর্ব্ববিনষ্ট দানবগণের নিকট আনৃণ্য লাভ করিব। আজি আমি দানবদিগের ভয়াবহ এই নারায়ণকে নিহত করিয়া, ইহার আশ্রিত দেবতাদিগকে সত্বর বিনষ্ট করিব। কি আশ্চর্য্য! এই নারায়ণ জাত্যন্তরগামী হইয়াও দানবদিগকে নিহত করিয়া থাকেন। এই অনন্তদেব পূর্ব্বে পদ্মনাভনামে বিখ্যাত হইয়া, ঘোরতর একার্ণবে মধুকৈটভনামা দৈত্য-দ্বয়কে স্বীয় ঊরুদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়াছেন। ইনিই পূর্ব্বে নারসিংহ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া, মদীয় জনক হিরণ্যকশিপুরে সংহার করেন। দেবজননী অদিতি শুভ-ক্ষণে ইহাঁরে স্বীয় উদরে স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। যে হেতু, ইনি বামন রূপে বলিযজ্ঞে গমন পূর্ব্বক পাদত্রয়সঙ্কা-

রূপ দ্বারা ত্রিভুবন পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ইনি এই তারকাময় সমরে আমা কর্ত্তৃক দেবগণের সহিত বিনষ্ট হইবেন।

মহাসুর কালনেমি এই রূপে নারায়ণকে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া সমরার্থ সমুদ্যত হইল। ভগবান্ গদাধর তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র কুপিত না হইয়া ক্ষমাবলে সস্মিতবদনে কহিলেন, হে দৈত্য! দর্পজ বল অতি সামান্য; ক্রোধশূন্য বলই প্রধান। কিন্তু তুমি ক্ষমাগুণকে অতিক্রম করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিতেছ; অতএব তুমি দর্পজ দোষেই নিহত হইবে। হে দৈত্য! আমার মতে তুমি অতি নীচ, তোমার এই বাক্যবলে ধিক্। পুরুষশূন্য স্থানেই স্ত্রীজাতিরা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকে। বিধিনির্দ্দিষ্ট পন্থা অতিক্রম করিলে, কাহার সুখলাভ হয়? তুমি দেবগণের অতি বিঘ্নকারী; অতএব অদ্য তোমারে নিহত এবং দেবগণকে স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রণাঙ্গনে শ্রীবৎসধারী ভগবান্ এই রূপ কহিলে, দানবপতি কালনেমি হাস্য করিয়া ক্রোধসহকারে আয়ুধ সকল গ্রহণ করিল এবং অস্ত্রের সহিত শতবাহু সমুদ্যত করিয়া ক্রোধসংরক্ত নয়নে বিষ্ণুর উরস্থলে প্রহার করিতে লাগিল। ময়তারকপ্রমুখ দানবেরাও নিস্ত্রিংশাদি বহুবিধ অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক তথায় সমাগত হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু সেই ভগবান্ নারায়ণ মহাবলশালী দৈত্যগণ কর্ত্তৃক বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা তাড়িত হইয়াও অচলের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাসুর কালনেমি পুনরায় এক

সুমহতী অতি ভীষণ গদা ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার বাহন সুপর্ণকে লক্ষ্য করিয়া উহা পরিত্যাগ করিল। সেই প্রজ্বলিত গদা তাহার মস্তকোপরি নিপতিত হওয়াতে পতগরাজ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। তদ্দর্শনে মধুসূদন নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি সুপর্ণকে ব্যথিত ও আত্ম কলেবর ক্ষত বিক্ষত অবলোকন পূর্ব্বক ক্রোধসংরক্তনয়নে চক্র ধারণ করিয়া বিনতাসুতের সহিত প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি ভুজ সমূহদ্বারা দশ দিক্ এবং দেহদ্বারা দিক্ বিদিক্, ভূমিতল, আকাশমণ্ডল সকল পরিব্যাপ্ত করিলেন। ইহাতে বোধ হইল, যেন পুনরায় ত্রিভুবন আক্রমণের নিমিত্ত বর্দ্ধিত হইতেছেন।

অমররাজ ইন্দ্রের জয়লাভ জন্য তাঁহাকে বর্দ্ধমান দেখিয়া নভোমণ্ডলে ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি কিরীটদ্বারা স্বর্গ, অম্বরদ্বারা জলদজালবিরাজিত অন্তরীক্ষ, পদযুগল দ্বারা বসুধা ও বাহুসমূহদ্বারা দিক্ সকল আক্রমণ করিলেন। অনন্তর ক্রোধভরে দিনকরকরসদৃশ প্রভাসম্পন্ন দীপ্তানলসন্নিভ সহস্র অর সম্পন্ন শত্রুক্ষয় কারক অতি ভীষণ সুদর্শন চক্র সমুদ্যত করিয়া স্বীয় তেজোবলে দানবদিগের তেজোদ্ভূত কালনেমির বাহু ও অট্টহাসযুক্ত শতমস্তক ছেদন করিলেন। ঐ সুবর্ণধার চক্র অতিসুদৃঢ়, ভয়াবহ ও অরিন্দম; ইহা দৈত্যদিগের মেদ, অস্থি, মজ্জা ও রুধিরে প্রদিগ্ধ এবং প্রহার বিষয়ে অদ্বিতীয়; উহার প্রান্তদেশ ক্ষুরাগ্রের ন্যায়। ঐ সর্ব্বত্রগামী কামরূপী চক্র বিধাতা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহা মহর্ষিদিগের ক্রোধমুক্ত, সদা আহ-

মদর্পশীল ও অরাতিগণের ভয়প্রদ। ঐ অপ্রতিম চক্রাস্ত্রের নিক্ষেপ কালে, স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভুবনত্রয় বিমোহিত হয়। কিন্তু ক্রব্যাদাদি ভূতগণ সাতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া থাকে।

অনন্তর মহাসুর দানব উক্তরূপ চক্রে ছিন্নবাহু ও ছিন্নমুণ্ড হইয়াও কবন্ধাবস্থায় শাখারহিত দ্রুমের ন্যায় অকম্পিত-ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। পরে খগরাজ গরুড় মহাপক্ষদ্বয় বিস্তীর্ণ করিয়া বায়ুর ন্যায় বেগবলে তাহাকে নিপাতিত করিল; এবং সেই বাহু ও মস্তকশূন্য কলেবর আকাশ-মণ্ডলে পরিভ্রমণ করত ধরণীতলকে বিকম্পিত করিয়া নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে দেব ও ঋষিগণ বৈকুণ্ঠকে সাধু সাধু বলিয়া প্রসংশা করিতে লাগিলেন। অপরাপর দৈত্যমণ্ডলী যাহারা তথায় পরাক্রম প্রদর্শন করিতে ছিল, তাহারাও তাহার বাহুতে বদ্ধ হইল; সুতরাং অন্যত্র গমনে সমর্থ হইল না। তৎকালে শ্রীপতি তন্মধ্যে কাহার কেশা-কর্ষণ, কাহার কণ্ঠ মর্দ্দন, কাহার বক্ষোৎপাটন এবং কাহার বা মধ্যদেশ ধারণ পূর্ব্বক গদা ও চক্রে বিনষ্ট করিলে, তাহারা গতাসু হইয়া আকাশ হইতে ধরণীতলে নিপতিত হইল। এইরূপে দৈত্যগণ বিনষ্ট হইলে, পুরু-ষোত্তম গদাধর অমররাজের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করত কৃত-কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তারকাময় সমর পর্য্যবসিত হইলে, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সহিত সমবেত হইয়া অচিরাৎ তথায় উপনীত হইলেন; এবং দেবাদিদেব নারায়ণকে পূজা করত কহিলেন। হে দেব!

তুমি অদ্য দৈত্যনাশাত্মক মহৎকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক দেব-গণের শল্য সমুদ্ধার করিয়া আমাদিগকে নিতান্ত পরি-তোষিত করিলে; তুমি ভিন্ন এই মহাসুর কালনেমিকে নিহত করিতে কেহই সমর্থ হয় না। যে কৃতান্তস্বরূপ কালনেমি দেব ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় পরাজয় পূর্ব্বক ঋষি-দিগকে ক্লেশিত করিয়া আমার প্রতি গর্জ্জন করিতেছিল, তাহার বিনাশরূপ উগ্রকার্য্যে আমি নিতান্ত পরিতৃপ্ত হইলাম। তোমার জয় হউক; এক্ষণে আইস স্বর্গলোকে যাইয়া ব্রহ্মর্ষিগণের সভায় গমন করি। তাঁহারা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে বাম্বিদাম্বর! তথায় আমি মহর্ষিগণের সহিত বিধিপূর্ব্বক তোমারে স্তুতিবাদ করিব। তুমি দেবা-সুরগণের বরপ্রদ; অতএব আমার নিকট আর কি বর লইবে? সম্প্রতি এই সুখাস্পদ ও নিষ্কণ্টক ত্রিলোক রাজ্য মহাত্মা অমররাজাকে সম্প্রদান কর।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই রূপ কহিলে, তিনি তথায় উপনীত হইয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেব-গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ত্রিদশগণ! আপনারা অত্রস্থিত সকলে অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমরা এই রণাঙ্গনে বিরোচনিজ দৈত্যরাজ বলি ও মহাগ্রহ রাহু ভিন্ন ইন্দ্রাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রমশালী কালনেমিপ্রমুখ দেব-গণকে নিহত করিয়াছি। অতএব এক্ষণে বাসব ও বরুণ স্বীয় অভিপ্রেত দিক্ অধিকার করুন। যম দক্ষিণ ও ধনাধিপ কুবের উত্তর দিক্ প্রতিপালন করুন; চন্দ্রমা নক্ষত্রমণ্ডলীর সহিত সমবেত হইয়া যথাসময়ে সঞ্চরণ করুন; দিবাকর

অচলে অবস্থান পূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ঋতুসমাযুক্ত বৎসর সম্পাদন করুন; বিপ্রগণ বেদোক্ত বিধানানুসারে সদস্যপূজিত আজ্যভুক্ গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রিতয়ে হোমার্থ প্রবর্ত্তিত হউন। দেবগণ বলি ও হোমে, মহর্ষিগণ বেদাধ্যয়নে এবং পিতৃগণ শ্রাদ্ধ দ্বারা যথাভিলষিত সুখে তৃপ্তিলাভ করুন; পবন স্বমার্গস্থ হইয়া সঞ্চারিত, পাবকও গার্হপত্যাদি ত্রিবিধরূপে প্রজ্বলিত হউন; ত্রিবিধ বর্ণ স্বীয় গুণ দ্বারা ত্রিলোককে অনুরঞ্জিত করুক। দীক্ষাযোগ্য দ্বিজাতি সকল যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যথার্থরূপ দক্ষিণা লাভ করুন। প্রভাকর নয়নকে, সোম অন্নাদি রসকে ও পবন প্রাণকে পরিতৃপ্ত করত সকলের কুশলার্থ প্রবর্ত্তিত হউন; ইন্দ্রবর্ষণোদ্ভব সিন্ধুগণ পূর্ব্ববৎ সাগরগামী হউন্। হে দেবগণ! তোমাদের আর দৈত্যগণের ভয় নাই; স্থির হও। তোমরা মঙ্গল লাভ কর; এক্ষণে আমি সনাতন ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলাম। কিন্তু তোমরা ঐ প্রবঞ্চক দানবগণকে কখনই গৃহে, স্বর্গে ও সংগ্রামে বিশ্বাস করিও না, উহারা প্রকৃত মর্য্যাদাশূন্য; ছিদ্রদর্শনেই বিঘ্নোৎপাদন করে। যখন ঐ দুরাত্মা কপটপ্রকৃতি দৈত্যগণ শান্তপ্রকৃতি ও অকপটহৃদয় তোমাদের অত্যাচারপূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করিবে, তখনই আমি এখানে সমাগত হইয়া তাহার প্রতিকার সাধন করত অভয় দান করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সত্য পরাক্রমশালী ও মহাযশস্বী বিষ্ণু দেবতাদিগকে এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনার জিজ্ঞাসিত ভগবান্ নারায়ণ ও দৈত্যদিগের

তারকাময় সংগ্রামবিষয়ক আশ্চর্য্য ঘটনা সকল সঙ্কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এইরূপে দানবগণ বিনষ্ট হইলে, ভগবান্ বৈকুণ্ঠ ত্রিদশগণ কর্ত্তৃক বিধি পূর্ব্বক প্রপূজিত হইয়া দেবাদিদেব কমলযোনি ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করত কি করিলেন? এবং কি নিমিত্তই বা কমলযোনি তাঁহারে তাথায় লইয়া গেলেন? সেই ভূতভাবন বিভু ব্রহ্মলোকের কোন্ স্থানে প্রস্থান, কোন্ যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং কোন্ নিয়মই বা ধারণ করিলেন? এই লোকত্রয় তাঁহার অভাবে কি রূপে দেবাসুর ও নরগণ কর্ত্তৃক উপাসিত বিপুল শ্রী প্রাপ্ত হইল। তিনি কি নিমিত্ত ঘর্ম্মাবসানে নিদ্রিত ও জলক্ষয়ে প্রবুদ্ধ হন? এবং কি রূপেই বা তথায় অবস্থান পূর্ব্বক লোকত্রয়ের ভার বহন করেন? হে বিপ্রেন্দ্র! আমি তাঁহার সেই সকল দিব্য বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি; অতএব আপনি তাহার আদ্যোপান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! ভগবান্ নারায়ণ কমলযোনির সহিত ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি; তাঁহার গতি নিতান্ত

সূক্ষ্ম ও দেবগণের দুরাসাদ্য হইলেও যথাসাধ্য বর্ণন করিতে সমুদ্যত হইয়াছি, শ্রবণ করুন। তিনি ত্রিজগন্ময় এবং ত্রিজগৎতন্ময়; তিনি স্বর্গস্থ দেবময় ও দেবগণ তন্ময়; ইহাঁর কেহই পারদর্শী বা তত্ত্বজ্ঞ বিদ্যমান নাই; কিন্তু ইনি সকলের সীমাদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ; তিনি বাঙ্মনের অনধিগম্য ও দেবগণের অন্বেষ্টব্য। হে রাজন্! এক্ষণে তাঁহার ব্রহ্মলোক বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া পিতামহ সম্বন্ধীয় পদ সন্দর্শন পূর্ব্বক মন্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বারা প্রথমতঃ ঋষিগণকে বন্দনা করিলেন। পরে প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়া মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক আহুত অগ্নিকে বন্দনা করিলেন। যে অগ্নি যজ্ঞস্থলে ঋষিগণ কর্ত্তৃক হূয়মান যজ্ঞভাগ ভোজন করেন, তিনি নারায়ণের রূপান্তরস্বরূপ। এইরূপে সেই অচিন্ত্যনীয় ভূতভাবন ভগবান্ পূজনীয় মহাতেজস্বী ব্রহ্মর্ষিগণকে অভিবাদন করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে সঞ্চরণ পূর্ব্বক দেখিলেন, তথায় ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক চিহ্নিত চষালাগ্রবিরাজিত ও অতি উচ্ছ্রিত শত শত যূপ বিদ্যমান রহিয়াছে; আজ্যধূমের সুরভি গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতেছে; দ্বিজাতিগণ বেদপাঠ করিতেছেন; এবং তাঁহার উদ্দেশেই যজ্ঞানুষ্ঠান হইতেছে।

তদনন্তর ঋষি, সদস্য ও দেবগণ, সকলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রসন্নচিত্তে অর্ঘহস্ত হইয়া কহিলেন, হে কেশব! তোমার আনুকূল্যেই আমরা কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি; বুধগণ যে জগৎকে অগ্নি ও সোমময় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই অগ্নি, সোম ও জগতের তুমিই একমাত্র

কারণ। যেমন একমাত্র দুগ্ধই দধি ও ঘৃতোৎপত্তির কারণ, তদ্রূপ জিতেন্দ্রিয়গণ জ্ঞানবলে একমাত্র তোমাকেই এই জগতের কারণ বলিয়া থাকেন। যেরূপ জীবগণ অগোচর পরমত্মাকে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা পরিজ্ঞাত হয়, তদ্রূপ তুমি সকলের অগোচর হইলেও কি দেবতা, কি মনুষ্য সকলেই তোমকে অবগত হইয়া থাকে। যেমন এই ধরণীতলে পঞ্চ মহাভূত হইতে দেহীদিগের ভূতেন্দ্রিয় সম্বন্ধ সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্বর্গস্থ দেবগণের তোমা হইতেই বল ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধ সমুদ্ভব হইয়া থাকে। তুমি যজ্বাদিগের যজ্ঞফলপ্রদ; পবিত্র, স্বাধীন ও লোকরক্ষক। যেরূপ মন্ত্র দ্বারা মন্ত্র উপাসিত হয়, তদ্রূপ তোমা কর্ত্তৃক তুমি উপাসিত হইয়া থাক।

মহারাজ! ঋষিগণ সুরশ্রেষ্ঠ পদ্মনাভ মহাদ্যুতি ভগবান্ নারায়ণের উক্তরূপে স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; এবং সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিষ্ণো! তুমি এই যজ্ঞপূত পাদ্য গ্রহণের যথার্থ যোগ্যপাত্র; এবং আমাদিগের মন্ত্রোক্ত চিরন্তন অতিথি; অতএব তুমি এই মন্ত্রযুক্ত যজ্ঞিয় আতিথ্য প্রতিগ্রহ কর। তুমি সমরার্থ গমন করিলে, আমাদিগের যজ্ঞক্রিয়াদি কিছুমাত্র অনুষ্ঠিত হয় নাই; যেহেতু তোমার অসত্ত্বে কার্য্য সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে; যজ্ঞে দক্ষিণান্ত হইলে, তুমিই ফল প্রদান কর; অতএব অদ্য আমরা তোমার যজ্ঞারম্ভ করিব।

হে রাজন্! ভগবান্ বাসুদেব ব্রাহ্মণগণকে তথাস্তু বলিয়া প্রত্যভিবাদন পূর্ব্বক ব্রহ্মার ন্যায় পরমসুখে ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।



বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ নারায়ণ সভাস্থিত ঋষিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দেবাদিদেব পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করত হৃষ্টান্তঃকরণে পুরাণপ্রসিদ্ধ স্বনামবিখ্যাত গুহ্যতম আপনার আশ্রমে উপনীত হইলেন। পরে অস্ত্র শস্ত্র পরিহার পূর্ব্বক দেবগণ ও শাশ্বত ঋষিগণাধিষ্ঠিত জলধিপ্রতিম স্বীয় নিলয় দর্শন করিলেন। ঐ স্থান সম্বর্ত্তক জলদে বিরাজিত, জ্যোতিশ্চক্রে পরিব্যাপ্ত, গাঢ়তর তমোরাশিতে আচ্ছদিত, দেবাসুর, চন্দ্রার্ক ও পবনের গতিশূন্য এবং সেই পদ্মনাভের শরীরজ্যোতিতে প্রকাশিত। তিনি সেই আলয়ে উপনীত হইয়া জটাভার বহন পূর্ব্বক সহস্র শির দ্বারা শয়নার্থ সমুদ্যত হইলে, লোকদিগের অন্তকাল সমাগত জানিয়া নয়নচারিণী কালরূপিণী নিদ্রাদেবী তাঁহাকে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে নারায়ণ একার্ণবনিয়মানুসারে সমুদ্রে ও জলদতুল্য সুশীতল শয্যায় শয়ন করিলেন। তখন দেবতা ও ঋষিগণ জগতের উৎপত্তির জন্য তাঁহার উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে তিনি নিদ্রাগত হইলে, তাঁহার নাভিপ্রদেশ হইতে সূর্য্যসন্নিভ অতি মনোহর এক সহস্রদল কমল সমুত্থিত হইয়া শোভমান হইতে লাগিল। ঐ কমলেই ভগবান্ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া-

ছিলেন। নারায়ণ নিদ্রাবস্থাতে হস্ত সমুদ্যত করিয়া ব্রহ্মসূত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বলোকের কালবিষয়ক চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা যেরূপ নারায়ণ হইতে সমুদ্ভূত হইলেন, তদ্রূপ প্রজাগণও ব্রহ্মার নিশ্বাস পবন হইতে সমুৎপন্ন হইল। পরে ব্রহ্মা সেই প্রজাদিগকে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণে বিভাগ করিয়া দিলেন। তাঁহারা স্বধর্ম্মনিরত হইয়া বেদোক্ত কার্য্য সকল অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পুনরায় ঈশ্বরে লীন হইতে লাগিলেন। সেই যোগনিদ্রাগত তিমিরাচ্ছন্ন চিন্ময় ঈশ্বরের স্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্মা ও দেবর্ষিগণ কেহই নির্ণয় করিতে পারেন না। তিনি কোন্ স্থানে নিদ্রাগত কোন্ স্থানে আসীন; কে জাগ্রত, কে নিদ্রিত, কে সুপ্তাবস্থায় সর্ব্বপরিজ্ঞাত, কে দ্যুতিমান্, কে ভোগবান্ এবং কেবা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তদ্বিষয় কিছুমাত্র তাঁহারা বিদিত নহেন। দেবগণ দিব্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া তদ্‌বিষয়ে বহুতর তর্ক বিতর্ক করিয়াও কার্য্য কিম্বা জন্মদ্বারা কিছুতেই তাঁহার তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। কেবল তন্নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি মন্ত্র আছে, তাহার প্রভাবেই পুরাতন ঋষিগণ তাঁহার চরিতবিষয় কিঞ্চিৎ অবগত হইয়া পুরাণাদিতে প্রকাশিত করেন। বেদ ও পুরাণে তাঁহার পুরাতন চরিতমাত্রই বর্ণিত আছে; কিন্তু তাঁহার যাথার্থ্য বিষয়ের কিছুই নির্দ্দেশ নাই এবং এই বৈদিক ও লৌকিক শ্রুতি সকল ও তাঁহার স্বাভাবিক চরিতদ্বারাই পরিপূর্ণ। সেই ভূতভাবন ভগবান্ দৈত্যদিগের বিনাশার্থ সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ রহিয়াছেন; কেবল প্রাণীদিগের হিতসাধনার্থ মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তিনি গ্রীষ্মাবসানে নিদ্রিত,

ও বর্ষাপগমে প্রবুদ্ধ থাকেন। তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় মন্ত্রপূত যজ্ঞক্রিয়াদি সকল অনুষ্ঠিত হয় না; যেহেতু তিনিই যজ্ঞ, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞপতি ও বেদস্বরূপ; কিন্তু শরদাগমে বাজপেয়াদি যজ্ঞ সকল আরম্ভ হইলে, তিনি প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। তিনি নিদ্রাগত হইলে, অম্বুদেশ্বর বাসব তাঁহার কার্য্য সকল সম্পাদন করত বার্ষিক চক্র ধারণ করেন। তাঁহার এক তমোময়ী মায়া আছে, যাহারে জগতীস্থ লোকে নিদ্রা বলিয়া থাকে; তাহা কেবল বৃথা দ্বন্দ্বকারী মহীপালগণের কালরাত্রিস্বরূপ; উহা দিবসবিঘাতিনী নিশা ও নিদ্রারূপে পরিণত হইয়া জগতীস্থ প্রাণিগণকে বিমোহিত করত তাহাদিগের জীবন অর্দ্ধাবশেষ করে। নিদ্রা যাহারে আক্রমণ করে, তিনি মহার্ণবনিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় মুহুর্মুহু মুখ বিজৃম্ভিত করিয়া তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রজনীযোগে অন্নাদি পরিপাক ও শ্রমাপনয়নজন্য প্রায় সর্ব্বলোকেই নিদ্রা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে; রজনীশেষ হইলেই নিদ্রাও শেষ হয়। কিন্তু যখন জীবগণের অন্তকাল সমাগত হয়, তখন তাহা অবসান না হইয়া একেবারে প্রাণ নাশ করে। ঐ নারায়ণশরীরোদ্ভবা কালপ্রিয়সখী মায়াবিনী নিদ্রারে নারায়ণ ব্যতীত কাহারই ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। প্রাণিমাত্রেই এই ভূতবিমোহিনী নিদ্রাপ্রভাবে সহজেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। যখন ভূতভাবন নারায়ণ সর্ব্বলোকের হিতকামনায় ইহাঁরে ধারণ করিতেছেন, তখন সকলেরই পতিব্রতা ভার্য্যার ন্যায় ইহাঁর সেবা করা উচিত। ভগবান্ হরি সেই নিদ্রা দ্বারা অভিভূত হইয়া বিশ্ব সংসার

বিমোহিত করত সত্য ত্রেতাদি যুগক্রমে সহস্র বৎসর স্বীয় আশ্রমে শয়ন করিয়াছিলেন; পরে দ্বাপরযুগে সকলকে সুস্থুঃখিত এবং মহর্ষিগণ কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া প্রবোধিত হইলেন।

ঋষিগণ কহিলেন, হে কেশব! তুমি ভুক্তপূর্ব্ব মালার ন্যায় নিদ্রা পরিহার কর। ব্রহ্মবেত্তা সংশিতব্রত ঋষিগণ ও ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ সমাগত হইয়া তোমার-দর্শনার্থ স্তুতিবাদ করিতেছেন। হে বিষ্ণো! তুমি তোমার আত্মভূত পৃথিবী, আকাশ, অনল, অনিল ও জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের মাঙ্গলিক বাক্য সকল শ্রবণগোচর কর। ঐ দেখ, সপ্তর্ষি-মণ্ডল মুনিমণ্ডলের সহিত সমবেত হইয়া উৎকৃষ্ট অর্থসংযুক্ত বাক্য দ্বারা তোমারে স্তব করিতেছেন; হে শতপত্রাক্ষ! হে পদ্মনাভ! হে মহাদ্যুতে! গাত্রোত্থান কর। দেবগণের কোন মহৎকার্য্য উপস্থিত হওয়াতে তোমারে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভূতভাবন হৃষীকেশ ঋষিগণ কর্তৃক এইরূপে স্তূয়মান হইয়া এবং স্বীয় তেজো-বলে তিমিররাশি দূরীভূত করত শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। পরে দেখিলেন, পিতামহপ্রমুখ দেবগণ জগতের হিতকামনায় কিছু বলিবার জন্য, ক্ষুব্ধচিত্তে তথায় সমাগত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে বীতনিদ্র হরি তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম, হেতু ও অর্থসংযুক্ত বচনে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদের কাহার সহিত বিদ্রোহ সমুৎপন্ন হইয়াছে? কাহার নিকট ভীত হইয়াছ? অথবা মনুষ্যদিগের দুঃখজনক দানবগণ হইতে

কোন অশুভ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে? ইহা আমি জ্ঞাত হইতে অভিলাষী হইয়াছি; অতএব সত্বর আমার নিকট বর্ণন কর। আমি তোমাদিগের কুশলার্থ শয্যা পরিহার করিয়াছি; এক্ষণ কি করিব; প্রকাশ করিয়া বল।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা নারায়ণোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেবতাদিগের হিতাত্মক বচনে কহিলেন, হে অসুরান্তক বিষ্ণো! তুমি যখন প্রতি সংগ্রামার্ণবের কর্ণধারস্বরূপ হইয়া দেবগণকে অভয় প্রদান করিতেছ, তখন আর তাহাদিগের ভয় কি? যখন সুরপতি ইন্দ্র রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত আছেন, তুমি শত্রুকুল বিনাশের নিমিত্ত সমুদ্যত আছ এবং মনুষ্যগণ ধর্ম্ম-সাধনার্থ সাতিশয় অনুরাগী রহিয়াছেন, তখন আর তাহাদিগের ভয়ের সম্ভাবনা কি? যখন মনুষ্যগণ সত্যধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হইয়া জরাদি পীড়া হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তখন মৃত্যু তাহাদিগকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না, যখন নরপতি-গণ পরস্পর ষড় ভাগ গ্রহণ করিতেছেন, তখন আর তাঁহাদি-গের বিবাদের আশঙ্কা কি? তাঁহারা সর্ব্বদা অর্থ দ্বারা প্রজা-গণের সুখসাধন করিতেছেন, এবং তদ্দারা স্ব স্ব ধনাগার পরিপূর্ণ করিতেছেন। সকলেই ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণসমাযুক্ত

অতুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্ব স্ব জনপদ সকল নিরুদ্বেগে প্রতিপালন করিতেছেন। তত্রস্থ প্রজাবর্গ পরম সুখে অবস্থান করিতেছে। সকলেই মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক সুসেবিত হইয়া চতুরঙ্গবলে সন্ধিবিগ্রহাদি যড়্গুণ উপভোগ করিতেছেন। সকলেই ধনুর্বেত্তা, বেদনিষ্ঠ ও বহুতর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। সকলেই বেদ পাঠ দ্বারা ঋষিগণকে, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণকে ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। সকলেই বৈদিক, লৌকিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কার্য্য সকল পরিজ্ঞাত হইয়া তাহা সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করত পুনরার সত্যযুগ সমুৎপাদন করণের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রভাবে অমররাজ উত্তমরূপে বারি বর্ষণ করিতেছেন; পবন অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন; দিক্ সকল রজোবিহীন হইয়াছে? বসুধা উৎপাত শূন্য হইয়াছেন? গ্রহগণ স্ব স্ব চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে; চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের সহিত সমবেত হইয়া সুন্দররূপে প্রকাশিত হইতেছেন; দিনকর অনুকূল হইয়া দক্ষিণ ও উত্তরায়ণে বিচরণ করিতেছেন, হুতাশন বিবিধ হব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে সুরভি গন্ধ বিস্তারিত করিতেছেন।

হে হৃষীকেশ! এইরূপে যজ্ঞাদি সকল অনুষ্ঠিত হওয়াতে যখন বসুধা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন, তখন আর মৃত্যুর ভয় নাই। কিন্তু পৃথিবী সেই নির্বিরোধী জ্বলিতকীর্ত্তি ভূপালগণের বলভরে সাতিশয় ভারাক্রান্ত হইয়া আসন্নবিপ্লবা নৌকার ন্যায় আপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁর পর্ব্বতবন্ধন সকল বিশ্লথ হওয়াতে, ইনি জলবৃদ্ধিনিবন্ধন ব্যাকুলিত

হইয়াছেন। এই বসুন্ধরা নৃপতিগণের দেহ, তেজ, পরাক্রম ও বিস্তীর্ণ রাজ্যে নিতান্ত পরিক্লিষ্টা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। হে নারায়ণ! ইহাতে শত সহস্র গ্রাম সমাযুক্ত অসংখ্য নগর অধিষ্ঠিত আছে, এবং প্রত্যেক নগরেই কোটি কোটি সৈন্য পরিবৃত নরপতিগণ অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বসুধার আর কোনরূপেই নির্বৃতি লাভের উপায় নাই। এক্ষণে ইনি কালকবল গত প্রায় হইয়া তোমার নিকট সমাগত হইয়াছেন; তুমি ইহাঁর একমাত্র গতি। অতএব যাহাতে ইনি একেবারে অবসন্ন না হন, তাহার উপায় সাধন কর। হে মধুসূদন! এই পৃথিবী নিপীড়িত হইলে মহান্ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা; ইহাতে মনুষ্যগণের কার্য্য সকল বিলুপ্ত এবং জগৎ দূষিত হইবে। ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ইনি ভূপালগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছেন। ইহাঁর আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক ক্ষমতা নাই। ইনি অচলা হইয়াও এক্ষণে সাতিশয় চঞ্চলা হইয়াছেন। হে দৈত্যনাশক! আমরা ইহাঁর দুরবস্থার বিষয় যাহা জানিতাম অদ্য তুমিও তাহা সম্যক্ রূপে পরিজ্ঞাত হইলে; অতএব এস, এক্ষণে ইহাঁর ভারাপনয়নের নিমিত্ত কোন মন্ত্রণা স্থির করি। হে অরিন্দম! এই পৃথিবীতে ভূপালগণ সৎপথাবলম্বী এবং ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ও ব্রাহ্মণানুবর্ত্তী। বাক্য সকল সত্যময়; বর্ণমাত্রই ধর্ম্মনিরত; ব্রাহ্মণ সকল বেদজ্ঞ, এবং নরগণ বিপ্রপরায়ণ; এইরূপে সকলেই ধর্ম্মানুগত আছেন। অতএব উহাঁরা যাহাতে ধর্ম্মচ্যুত না হন তাহার প্রতিবিধান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বসুন্ধরার যেমন ধর্ম্মসাধন ব্যতীত অন্য গতি নাই। তদ্রূপ

সাধুদিগেরও বসুন্ধরা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। হে মহাভাগ! বসুন্ধরার ভারাপনয়নার্থ ভূপতিদিগের বিনাশ সাধন করাই কর্ত্তব্য; অতএব এক্ষণে এস মেদিনীকে সমভি-ব্যাহারে করিয়া তদ্বিষয়ক পরামর্শ করিবার নিমিত্ত সুমেরু-শিখরে প্রস্থান করি।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! জলদসন্নিভ নারায়ণ মেঘমালাবিরাজিত শব্দকারী পর্ব্বতের ন্যায় গম্ভীরস্বরে তথাস্তু বলিয়া দেবগণের সহিত সুমেরুশিখরে গমন করি-লেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ শরীর ধারণ পূর্ব্বক মুক্তাজড়িত মণি দ্বারা চন্দ্রসমাযুক্ত মেঘের ন্যায় পরম শোভমান হইলেন। তাঁহার বিশাল উরস্থলে উদগত রোমরাজিবিরাজিত শ্রীবৎস-হার স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত লম্বমান হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তিনি যখন বস্ত্র পরিধান করিলেন, তখন তাঁহারে সন্ধ্যা-কালীন জলদজালবিরাজিত অচলের ন্যায় প্রিয়দর্শন বোধ হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় বাহন সুপর্ণের উপর সমারূঢ় হইয়া গমন করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার গমনপথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পরে ক্ষণকালমধ্যেই রত্নগিরিতে উপনীত হইয়া দেখিলেন; তাহার শিখরদেশে দিনকর কর নিকর বিরাজিত

আপনাদিগের কামরূপিণী সভা বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার স্তম্ভ সকল কাঞ্চনবিনির্ম্মিত, তোরণ হীরক ও বৈদূর্য্য মণি দ্বারা সুশোভিত এবং স্থানে স্থানে চিত্র বিচিত্রে সমাকীর্ণ। শত শত বিমান উহার শোভা বিস্তার করিতেছে। ঐ রত্নময় গবাক্ষসমাযুক্ত সভাকে বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহাতে সর্ব্ব ঋতুতেই পুষ্পোদ্গম হইয়া থাকে। দেবগণ সেই সুবর্ণাদি বহুবিধ ধাতুসমাকীর্ণ দিব্য সভা অবলোকন পূর্ব্বক সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে ক্রমে ক্রমে তথায় প্রবেশ করিয়া কেহ বিমানে, কেহ আসনে, কেহ ভদ্রাসনে, কেহ পীঠাসনে ও কেহবা কুশাসনোপরি সমাসীন হইলেন। অনন্তর প্রভঞ্জন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সভাস্থলের উচ্চ শব্দ নিবারণার্থে সমুদ্যত হইলেন।

তদনন্তর সভাস্থল স্তব্ধীভূত হইলে, পৃথিবী অতি করুণস্বরে আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক সেই সভাস্থলে নারায়ণকে কহিলেন, হে দেব! তুমি স্বীয় প্রভাবে বহুজীবগণাকীর্ণ এই ভুবনকে ধারণ ও পোষণ করিতেছ। আমি তোমার প্রসাদবলেই এই সমস্ত বহন করিতেছি। তুমি ধারণ করিতেছ বলিয়াই আমি ধারণ করিতে পারি, নতুবা আমার ইহাতে সাধ্য কি? এই জগতে এরূপ কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই যাহাকে তুমি ধারণ করিতেছ না। হে নারায়ণ! তুমি হিতকামনায় যুগে যুগে জগতের মহাভার অবতরণ করিতেছ। আমি তোমারই প্রভাবে রসাতলে গমন করিয়াছি। হে সুরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে এই তোমার শরণাগত জনকে পরিত্রাণ কর। আমি দুরাত্মা, দানব ও রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে তোমার শরণা-

গত হইয়া থাকি ; এবং মনে মনে তোমার শরণাপন্ন হইলেই আমার ভয় অপনীত হয়। হে কেশব! পূর্ব্বকালে ভগবান্ কমলযোনি আমারে সংক্ষিপ্ত করিয়া দুই মৃণ্ময় মহাসুর সৃজন করিয়াছিলেন। সেই মহাসুরদ্বয় মহার্ণবে যোগনিদ্রাবস্থায় তোমার কর্ণমূলে সমুৎপন্ন হইয়া কাষ্ঠকুড্যের ন্যায় অচেতন অবস্থায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। পরে বায়ু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া তাহাদিগের দেহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জীব প্রদান করিলেন। সেই মহাসুরদ্বয় উক্তরূপে জীবন লাভ করত ক্রমে ক্রমে প্রবর্দ্ধিত হওয়াতে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে একজনের শরীর কোমল ও অন্যের শরীর দৃঢ় ছিল। তদ্দর্শনে কমলযোনি ব্রহ্মা যাহার শরীর কোমল তাহার নাম মধু এবং যাহার শরীর দৃঢ় তাহার নাম কৈটভ রাখিলেন। পরে তাহারা মহাদর্প প্রকাশ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন সমস্ত একার্ণব ও তাহারা সমরোদ্যত হইয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সেই একার্ণবে অন্তর্ধান পূর্ব্বক তোমার নাভিদেশস্থ কমলে গূঢ়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে নারায়ণ! এইরূপে তুমি ব্রহ্মার সহিত বহুকাল সলিলমধ্যে স্থিরচিত্তে শয়ন করিতেছ ; এমন সময়ে মধু ও কৈটভ এই দুই অসুর পরিভ্রমণ করিতে করিতে ব্রহ্মার সন্নিধানে উপনীত হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা অতি ভীষণমূর্ত্তি সেই অসুরদ্বয়কে অবলোকন করিবামাত্র পদ্মনাল দ্বারা তোমারে তাড়িত করিতে লাগিলেন ; তুমি তাহাতে নিতান্ত

ব্যস্ত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেখিলেন সমস্ত জগৎ একার্ণব। তখন সেই মহাসুরদ্বয় তোমার সহিত অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা ক্রমান্বয়ে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও, কিছুমাত্র পরিক্লিষ্ট হইল না। তদনন্তর উহারা পরম আহ্লাদিত হইয়া তোমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে নারায়ণ! আমরা তোমার যুদ্ধে নিতান্ত পরিতৃপ্ত হইলাম। এক্ষণে তুমি আমাদিগের অন্তক হইয়া পৃথিবীর জলশূন্য স্থানে আমাদিগকে বিনাশ কর। আমরা ইহা স্থির করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিবে, আমরা তাহার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব; অতএব তুমিই আমাদিগকে নিধন করিয়া পুত্রত্বে স্বীকার কর।

সেই মহাসুরদ্বয় এইরূপ কহিলে পর তুমি বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিলে; তখন তাহারা গতাসু হইয়া জলমধ্যে নিমগ্ন হইল। পরে উহাদের শরীরদ্বয় বীচিসমূহে বিঘট্টিত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে মেদ নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে সেই সমস্ত জল পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তখন আর তাহাদিগের অবয়বের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান রহিল না। তদনন্তর তুমি পুনর্ব্বার প্রজাগণকে সৃষ্টি করিতে লাগিলে; আমি ঐ অসুরদ্বয়ের মেদোদ্ভূত হইয়া মেদিনী নামে বিখ্যাত হইলাম। হে ভগবন্! তোমার প্রভাবেই সকলে আমারে শাশ্বত জগৎ বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে তুমিই বরাহরূপী হইয়া মার্কণ্ডেয়ের সমক্ষে দশনাগ্রভাগ দ্বারা আমারে জল হইতে উদ্ধৃত করিয়াছ, এবং তুমিই বলির নিকট হইতে পাদত্রয় সঞ্চারণ দ্বারা আমারে পরিত্রাণ করিয়াছ। এক্ষণে আমি অশ-

রণা ও সাত্তিশয় খিদ্যমানা হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমারে রক্ষা কর; তুমি ভিন্ন আর কে রক্ষা করিবে? তুমি অখিল জগতের একমাত্র শরণ্য। যেমন অনল সুবর্ণের, সূর্য্য কিরণ সমূহের ও চন্দ্র নক্ষত্র সকলের গুরু, সেইরূপ তুমিও আমার গুরু। তুমি সমস্ত ধারণ কর বলিয়াই আমি একাকী এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকে বহন করিতেছি। জামদগ্ন্য আমার ভারাবতরণে নিতান্ত অভিলাষী হইয়া ত্রিঃসপ্তবার ক্ষত্রিয়গণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বেদীতে সমারোপিত করিয়া নৃপরুধির দ্বারা আমার তৃপ্তি সম্পাদন এবং পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে আমায় কশ্যপকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তখন আমি মাংস, মেদ ও অস্থির দুর্গন্ধবিশিষ্ট এবং ক্ষত্রিয়গণের শোণিতে প্রদিগ্ধ হইয়া ঋতুমতী যুবতীর ন্যায় তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইলাম। তিনি আমারে দর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পৃথিবি! তুমি বীরপত্নীব্রত ধারণ পূর্ব্বক কি নিমিত্ত বিষণ্ণা হইতেছ?

ব্রহ্মর্ষি কশ্যপ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! ভৃগুবংশোদ্ভব মহাত্মা পরশুরাম আমার অস্ত্রজীবন মহাবল পরাক্রান্ত পতিগণকে নিহত করিয়াছেন। আমি তাহাদিগের অভাবে বিধবা হইয়াছি; আমার নগর সকল পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। আমি জীবন ধারণে অসমর্থ হইয়াছি। অতএব হে ভগবন্! তুমি আমারে এরূপ পতি প্রদান কর, যিনি গ্রাম, নগর ও সাগরের সহিত আমার প্রতিপালনে সমর্থ হন।

ভগবান্ কশ্যপ ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক সম্মত হইয়া আমারে

মানবেন্দ্র মনুকে প্রদান করিলেন। আমি সেই মনুপ্রভব পরম পবিত্র সুমহান্ ইক্ষ্বাকুবংশ লাভ করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত এক পার্থিব হইতে পার্থিবান্তরে গমন পূর্ব্বক রাজর্ষিকুলোদ্ভব সহস্র সহস্র ভূপতিগণ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়াছি। বহুতর মহাবীর ক্ষত্রিয় আমারে জয় করিয়া স্বর্গাশ্রিত হইয়াছেন, এবং কেহ কেহ কালবশে আমাতেই বিলীন হইয়াছেন। সংগ্রামোৎসাহী মহাবল পরাক্রান্ত অনেক রাজন্যগণ আমার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে; এবং অদ্যাপিও করিতেছে। হে জগন্নাথ! এই সকল তোমারই পরিণাম। জগতের হিতসাধনার্থ তুমিই ভূপতিগণকে রণস্থলে নিহত করিয়া থাক। অতএব যদি ভারশিথিল করিবার জন্য আমার প্রতি তোমার করুণোদয় হয়, তাহা হইলে আমারে অভয় দান কর। আমি ভারসন্তপ্তা হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি; তুমি এক্ষণে আমার ভারাবতরণ করিবে কি না তাহা বল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই দেবতাগণ পৃথিবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভিলষিত সম্পাদনার্থ লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি পৃথিবীর ভারাবতরণের উপায় বিধান করুন। আপনা হইতে সমস্ত লোক সমুৎপন্ন হই-

রাছে, এবং আপনিই সকলের কর্ত্তা। হে সুরেশ্বর! দেবরাজ, যম, বরুণ, ধনপতি কুবের, নারায়ণ, চন্দ্র, ভাস্কর, অনিল, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্যগণ, বৃহস্পতি, শুক্র, কাল, কলি, মহেশ্বর, কার্ত্তিকেয়, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, চারণ, উরগগণ, পর্ব্বতগণ, মহোর্ম্মিপরিব্যাপ্ত সাগর সকল, গঙ্গা প্রভৃতি দিব্য সরিৎসমুদায় ইহারা এক্ষণে কি করিবে? যদি আপনি পৃথিবীর উদ্দেশ্য সাধন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমরা কিরূপ অংশে অবতীর্ণ হইব? আজ্ঞা করুন। আপনি অনুমতি করিলে, আমরা কি পৃথিবী, কি অন্তরীক্ষ, কি বিপ্রকুল, কি রাজকুল সর্ব্বত্রেই অযোনিসম্ভূত শরীর ধারণে সমর্থ আছি।

মহারাজ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! তোমাদের নিশ্চিত বিষয়ে আমারও সম্পূর্ণ অভিলাষ। অতএব এক্ষণে তোমরা সকলেই স্ব স্ব তেজপ্রভাবে পৃথিবীতে আত্মসদৃশ অংশে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিভুবনসুশোভিনী ধরণীকে পরিত্রাণ কর। হে দেবগণ! আমি পূর্ব্বেই পৃথিবীর ভারের কারণ অবগত হইয়াছিলাম; এবং তন্নিবন্ধন যাহা অবধারিত করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর।

একদা আমি সমুদ্রের পশ্চিম তীরে উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় পৌত্র মহাত্মা কশ্যপের সহিত বেদ, ইতিবৃত্ত ও পুরাণাদি বিবিধ বিষয়ের কথোপকথন করিতেছি, এমন সময়ে সমুদ্রে ভাগীরথী, জলদ ও পবনের সহিত সমবেত হইয়া তরঙ্গমালা বিস্তার পূর্ব্বক মহাবেগে আমার সমীপে উপনীত হইল। তাহার শরীর

যাদোগণ সমাকীর্ণ সলিলরূপ বসন দ্বারা আচ্ছাদিত, প্রবাল ও মণিরূপ ভূষণে বিভূষিত এবং কণ্ঠস্বর অভ্রের ন্যায় গম্ভীর। জলনিধি চন্দ্রসংযোগে সাতিশয় উচ্ছ্বসিত হইয়া যেন আমার পরাভবার্থ বেলা অতিক্রম পূর্ব্বক চঞ্চল লবণময় সলিল দ্বারা আমাকে আকুলিত করিল। সেই সমুদ্র আমারে প্রবর্দ্ধিত করিবার জন্যই সেই স্থানে গমন করিয়াছিল। যাহা হউক, তদনন্তর আমি যত্নসহকারে তাহারে কহিলাম, হে সমুদ্র! তুমি "শান্ত হও, শান্ত হও" ইহা বলিবামাত্র সাগর তনুত্ব প্রাপ্ত হইল। সুতরাং সেই বেগ ও তরঙ্গ সকল একেবারে বিগত হইল; তখন তদীয় শরীরে রাজশ্রী শোভা পাইতে লাগিল। পরে আমি তোমাদের হিতসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুনরায় গঙ্গা ও সমুদ্রকে অভিসম্পাত পূর্ব্বক কহিলাম, হে সমুদ্র! তুমি যখন ভূপতিরূপে আমার সমীপে সমাগত হইলে, তখন তুমি ঐ রূপেই অবস্থান পূর্ব্বক ভরতবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় তেজোবলে প্রজাদিগকে প্রতিপালন কর। আমার "শান্ত হও" এই বাক্যে যখন তুমি শান্ত হইয়া তনুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, তখন তুমি ধরণীতলে শান্তনু নামে বিখ্যাত হইবে। এই আয়তাপাঙ্গী সর্ব্বাঙ্গশোভনা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা গঙ্গাও মূর্ত্তিমতী হইয়া তোমার সন্নিধানে গমন করিবে।

আমি এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, সমুদ্র সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া আমারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে দেবাদিদেব! আমি আপনার অনুগত পুত্র, এবং আপনিই আমার একমাত্র পরম আশ্রয়; অতএব আমারে কি নিমিত্ত অনুচিত বাক্যে অভিশম্পাত করিলেন? হে ভগবন্! আমি আপনার

আদেশেই পর্ব্বদিনে বেগসহকারে প্রবর্দ্ধিত ও বিচলিত হইয়া থাকি; তাহাতে আমার কিছুমাত্র দোষ নাই। যদিও আমার সলিল পর্ব্বসংযোগে বাতাহত হইয়া আপনারে স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমি শাপগ্রস্ত হইবার যোগ্য নহি। যেহেতু, উদ্ধত পবন, প্রবৃদ্ধ জলদ ও ইন্দুসংযুক্ত পর্ব্ব ইহারাই আমার বিক্ষোভের কারণ। যাহা হউক, যদিও আমি আপনার নির্দ্দিষ্ট কারণে অপরাধী হইয়াছি, তাহা হইলেও আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমারে শাপ হইতে বিমুক্ত করুন। শাস্ত্রানুসারে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করা আপনার কর্ত্তব্য; যেহেতু, আমি নিরাশ্রয় হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন। হে দেব! আর এই নিরপরাধিনী গঙ্গার প্রতি প্রসন্ন হউন; ইহাঁর কিছুমাত্র দোষ নাই; আমার দোষেই ইহাঁর দোষ সংঘটিত হইয়াছে।

হে সুরগণ! আমি তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুরস্বরে কহিলাম, হে সমুদ্র! তুমি দেবতাদিগের প্রয়োজনীয় বিষয় অপরিজ্ঞাত হওয়াতে আমার শাপে ভয় প্রাপ্ত হইয়াছ। শান্তি লাভ কর; ভীত হইও না। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; হে মহোদধে! আমার এই শাপপ্রদানের ভাবী কারণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি এই সাগরী মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় তেজপ্রভাবে ভরতবংশে জন্ম পরিগ্রহ কর। তথায় রাজশ্রীপরিবৃত মহীপাল হইয়া ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণকে প্রতিপালন করত পরম সুখে অবস্থান করিবে। এই সরিদ্বরা গঙ্গাও তৎকালোচিত মনোহারিণী

মানুষী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তোমার পরিচর্য্যা করিবে। তথায় তুমি আমার আদেশানুসারে এই জাহ্নবীর সহিত মনুষ্যজন্ম-জনিত পরম সুখে অবস্থান পূর্ব্বক এই সলিলময়ী মূর্ত্তি বিস্মৃত হইবে। হে সাগর! তুমি গঙ্গার সহিত আমার আদিষ্ট কার্য্য সত্বর সম্পাদন কর; বসুগণ স্বর্গ হইতে পরি-ভ্রষ্ট হইয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের সমুৎ-পাদনের নিমিত্ত তোমার প্রতি ভারার্পণ করিলাম। তোমার সহযোগে এই জাহ্নবী তাহাদিগকে গর্ব্ভে স্থান প্রদান করিবে। এইরূপে তুমি দেবগণের প্রীতিবর্দ্ধনকর ও অনল সদৃশ গুণসম্পন্ন বসুগণকে উৎপাদন করিয়া কুরুকুল বিস্তার পূর্ব্বক পুনরায় সাগরীমূর্ত্তি লাভ করিবে।

হে অমরগণ! পৃথিবী ভারার্দ্দিতা হইবে, ইহা আমি পূর্ব্বে অবগত হইয়া তোমাদিগের হিতসাধনার্থ শান্তনু-বংশের বীজ রোপণ করিয়াছি। সেই শান্তনুবংশে গঙ্গার গর্ভে যে অষ্টবসুর উৎপত্তি হইয়াছিল; তন্মধ্যে এই সপ্তবসু দেবলোকে প্রত্যাগত হইয়াছে; কেবল একমাত্র অষ্টমবসু ভীষ্ম অদ্যাপি ভূলোকে অবস্থিতি করিতেছে। ভূপতি শান্তনুর দ্বিতীয়া ভার্য্যার সহযোগে বিচিত্রবীর্য্য নামে দ্বিতীয় পুত্র সমুৎপন্ন হয়; সেই শ্রীমান্ পুত্র নরপতি-পদে অধিরূঢ় হইয়াছিল; সম্প্রতি তাহার জগদ্বিখ্যাত পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র নামে দুই পুত্র ভূতলে কালাতি-পাত করিতেছে। তন্মধ্যে রাজা পাণ্ডুর গুণলাবণ্যবতী যৌবনসম্পন্না দেবযোষাসদৃশী কুন্তী ও মাদ্রী নামে দুই ভার্য্যা এবং নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের অনুরূপ গুণবতী পতি-

ব্রতা গান্ধারী নামে এক ভার্য্যা আছে। হে সুরগণ! তোমরা ঐ শান্তনুবংশ বিভাগ করিয়া কতকগুলি স্বপক্ষ ও কতকগুলি পরপক্ষ সৃজন কর। ঐ নরপতিদ্বয়ের পুত্র সকলের মধ্যে মহাঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে; সেই যুগান্তকালসদৃশ মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধে দায়াদগণ ও বহুসংখ্য ভূপতি নিহত হইবে। এইরূপে নরেন্দ্রগণ বলবাহনের সহিত রণাঙ্গনে পরস্পর নিপাতিত হইলে, পুর নগর সমুদায় উৎসন্নপ্রায় হইবে; তখন আর পৃথিবীর তাদৃশ ভার থাকিবে না। আমি অবগত হইয়াছি, দ্বাপর যুগের অন্তিমসময়ে সমস্ত নরপতি সবাহনে অস্ত্রপ্রহারে বিনষ্ট হইবে; এবং যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহারাও শঙ্করাংশ অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক রজনীযোগে সুষুপ্তাবস্থায় অস্ত্রানল দ্বারা ভস্মাবশেষ হইবে।

এইরূপে প্রলয়কালতুল্য ক্রূরাত্মক সেই মহৎব্যাপার পর্য্যবসিত হইলে, এই তৃতীয় দ্বাপরযুগেরও অবসান হইবে। পরে অতি সুদারুণ কলিযুগ সমুদিত হইয়া লোক সকলকে ধর্ম্মচ্যুত করিবে। তখন আর প্রায় কেহই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না; সত্যের অবসান হইয়া মিথ্যার প্রধান্য বৃদ্ধি হইবে। সকলেরই নিষ্ঠুরতা এবং যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইবে; কেহই প্রায় সুধীরাবস্থায় অবস্থান করিবে না। অতএব আমি নরপতিদিগের বিনাশাত্মক যে উপায় অবধারণ করিয়াছি, ইহাই শ্রেষ্ঠ কল্প। হে দেবগণ! তোমরা একণে স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হও; আর বিলম্ব করিও না। কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে ধর্ম্মাংশ এবং গান্ধারীর গর্ভে বিবাদাত্মক কলির অংশ প্রয়োগ কর। ঐ অংশদ্বয়ে দুই পক্ষ

সংস্থাপিত হইবে, এবং পৃথিবীস্থ নরপাল সকল কালপ্রেরিত হইয়া পৃথিবীর নিমিত্ত সমরার্থ সকলে ঐ পক্ষদ্বয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করিবে। হে দেবগণ! আমি নৃপতিগণের বিনাশাত্মক এইরূপ উপায় সমুদ্ভাবন করিয়াছি। সম্প্রতি বসুধা গমন পূর্ব্বক স্বীয় স্বাভাবিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত লোকদিগকে ধারণ করুন।

হে রাজন্! বসুন্ধরা লোকপিতামহের বাক্য শ্রুতিগোচর করত ভূপতিদিগের বধসাধনার্থ কালের সহিত সমবেত হইয়া যথাস্থানে সমাগত হইলেন। ব্রহ্মা সুরশত্রুদিগকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত পুরাণ পুরুষ নারায়ণ, পৃথিবীধর অনন্ত, সনৎকুমার, সাধ্যগণ, বসুগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, এবং অনল প্রভৃতি দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অংশে অবতীর্ণ হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। তখন তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মার আদেশানুসারে পৃথিবীতে উপনীত হইয়া স্ব স্ব অংশে আবির্ভূত হইলেন। আমি পূর্ব্বে অযোনিজ ও যোনিজ দেবগণের যে অংশাবতার বৃত্তান্ত সকল কীর্ত্তন করিয়াছি, তাঁহারা এক্ষণে দেব ও দানবগণের বিনাশকর্ত্তা হইয়া ভূলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহাদিগের কলেবর ক্ষীরিকাবৃক্ষসদৃশ পরিপুষ্ট ও বজ্রের ন্যায় সুকঠিন। তাঁহারা কেহ অযুত দ্বিরদসদৃশ পরাক্রমশালী, কেহ বা সাগরৌঘতুল্য বেগবান্। তাঁহাদিগের সকলেরই বাহু পরিঘের ন্যায়, সকলেই গদা, পরিঘ ও শক্তি সহিষ্ণু, পর্ব্বত শৃঙ্গের ভেদনিপুণ, এবং পরিঘাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ সমুদ্যত হইয়া থাকেন। এইরূপে দেবগণ

বৃষ্ণিবংশ, কুরুবংশ, পঞ্চালবংশ ও যাজর্ক ব্রহ্মণবংশে আবির্ভূত হইলেন; তাঁহারা সকলেই অস্ত্রবিশারদ, মহাধনুর্দ্ধারী, বেদজ্ঞ, ব্রতপরায়ণ, বহুবিধ সমৃদ্ধিশালী, যজ্ঞনিষ্ঠ ও পুণ্যকর্ম্মা। তাঁহারা ক্রোধপরতন্ত্র হইলে, পর্ব্বত পরিচালিত মহীতল বিদারিত, নভস্থল উৎপাতিত ও মহাসাগর বিক্ষোভিত করিতে সমর্থ হন।

হে রাজন্! ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়বেত্তা ভগবান্ কমলযোনি দেবগণকে এইরূপ আদেশ প্রদান পূর্ব্বক নারায়ণের প্রতি সমুদায় লোক পরিপালনের ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং শান্তি লাভ করিলেন। পরে প্রাণধনেশ্বর নারায়ণ প্রজাদিগের হিতৈষী হইয়া যেরূপে ধরণীতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা পুনরায় সবিস্তরে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। অনন্তর সেই যশস্বী পুণ্যকর্ম্মা ভগবান নারায়ণ যযাতিবংশোদ্ভব ধীসম্পন্ন বসুদেবের কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দেবতা সকল যথাকালে ভরতবংশে স্ব স্ব অংশে উদ্ভব হইলেন; যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের, ধনঞ্জয় দেবরাজের, ভীমসেন পবনের, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, কর্ণ ভাস্করের, দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির,

অষ্টমবসু ভীষ্ম বসুগণের, বিদুর যমের,দুর্য্যোধন কলির,ভূরিশ্রবা শুক্রের, শ্রুতায়ুধ বরুণের, অশ্বত্থামা মহেশ্বরের, বণিক মিত্রের, ধৃতরাষ্ট্র ধনদের, এবং দেবক, অশ্বসেন, দুঃশাসন প্রভৃতি সকলে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের অংশে অবতীর্ণ হইলেন। এইরূপে দেবগণ দেবলোক হইতে আগমন করিয়া স্বীয় স্বীয় অংশে ধরাতলে আবির্ভূত হইলেন।

অনন্তর দেবর্ষি নারদ দেবগণের সহায় হইয়া নারায়ণের অংশাবতরণের নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমাগত হইলেন। সেই দেবর্ষির শরীরজ্যোতি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, নয়ন বালার্কসদৃশ, মস্তকে বেণী সদৃশ লম্বমান জটামণ্ডল, চন্দ্রময়ূখের ন্যায় শুভ্রবর্ণ পরিধেয় বসন, কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়, হেমময় যজ্ঞোপবীত, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু; তাঁহারে দেখিলে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ অমররাজ; তাঁহার কক্ষে প্রিয়তমা সহচরীর ন্যায় মহতী বীণা সমাহিত। তিনি কার্ত্তিকেয়সদৃশ গূঢ়তর সন্ধিবিগ্রহবেত্তা; ব্রহ্মবাদী ছিলা,দেবর্ষি, বিদ্যান্, গান্ধর্ব্ববেদজ্ঞ, সাক্ষাৎ কলির ন্যায় কলহপ্রিয়, গন্ধর্ব্ব ও দেবগণমধ্যে প্রধান বাজ্ঞী এবং ঋত্বিক্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর সামবেদাধ্যায়ী। চতুর্ব্বেদ তাঁহার জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান্। সেই ব্রহ্মলোকবিচারী ব্রাহ্মণ দেবর্ষি নারদ দেবসভা মধ্যে উপনীত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে নারায়ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! এই সকল দেবগণ ভূপালদিগের বিনাশার্থ স্ব স্ব অংশে পৃথিবীতে বৃথা আবির্ভূত হইলেন। তুমি তাঁহাদিগের সহায়তা না করিলে, তাঁহারা কখনই সমরোদ্যত হইতে সমর্থ হইবে না। তোমা ব্যতীত

কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না, হে কেশব! তুমি তত্ত্বদর্শী হইয়াও কি রূপে পৃথিবীর নিমিত্ত এরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে; তোমার ইহা করা বিধেয় হয় নাই। তুমি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের চক্ষু, পূজ্য ব্যক্তিদিগের পূজনীয়, যোগীদিগের যোগ ও গতিমান্ ব্যক্তিদিগের পরম গতি। অতএব তুমি কি জন্য দেবগণের অংশাবতরণ কালে পৃথিবীর ভারোদ্ধারের নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইলে না? যাঁহারা স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের সহায় হইয়া কার্য্যসম্পাদনার্থ আদেশ প্রদান করিলে, তাঁহারা কার্য্যসংসাধনে সমর্থ হইবেন। তোমার অংশাবতার না থাকাতেই আমি এই সুরসভায় তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি। তোমারে প্রেরণ করাই আমার উদ্দেশ্য; তাহার কারণ কহিতেছি শ্রবণ, কর।

হে হৃষীকেশ! পূর্ব্বে তারকাময় সংগ্রামে তুমি যে সকল দৈত্যকে নিহত করিয়াছ, তাহারা ভূতলে গমন করিয়াছে; এক্ষণে তাহাদিগের বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পৃথিবীতে যমুনানদীর অনতিদূরে মহাসমৃদ্ধিশালী জনপদাকীর্ণ মথুরা নামে এক রমণীয় পুরী আছে; পূর্ব্বে উহা বহুবিধ পাদপসঙ্কুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন মধুবন নামে বিখ্যাত ছিল; তথায় সর্ব্ব প্রাণিভয়ঙ্কর সমরদুর্জ্জয় মহাপরাক্রমশালী মধুনামে এক দৈত্যরাজ অবস্থিতি করিত। তাহার পুত্র দৈত্যপতি লবণ পিতৃসদৃশ পরাক্রমসম্পন্ন হইয়া সেই স্থানে পরম সুখে বহুদিন অবস্থান পূর্ব্বক মহাদর্পে দেব ও মানবগণকে নির্ব্বাসিত করিতে আরম্ভ করিল। তখন

রাক্ষসকুলক্ষয়কারী মহারাজ দশরথের পুত্র পরম ধার্ম্মিক রামচন্দ্র অযোধ্যানগরীতে নরপতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তৎকালে মহাদর্পশীল মধুনন্দ দৈত্য লবণ অযোধ্যানগরী যুদ্ধের অযোগ্য স্থান বলিয়া রামচন্দ্রের সমীপে এক দূত প্রেরণ করিলেন। পরে সেই দূত আসিয়া অতি কর্কশ স্বরে রামচন্দ্রকে কহিল, হে রাম! তোমার পরম শত্রু বলদর্পিত দৈত্যরাজ লবণ অনতিদূরে অবস্থান করিতেছে; ভূপতিগণ স্বীয় শত্রুকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া কখন স্থিরচিত্তে কালাতিপাত করিতে পারেন না। রাজনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিষয় ও প্রজার হিতসাধন করিতে হইলে রিপুপরাজয় কর্ত্তব্য কার্য্য। প্রজারঞ্জনার্থ প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে পরাজয় করা নৃপতিদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কারণ ইন্দ্রিয় পরাজয়ই প্রকৃত পরাজয়। যিনি নিয়মানুসারী হইতে বাসনা করেন তাঁহার ও রাজার পক্ষে নীতি উপদেশ বিষয়ে লৌকিক ব্যবহারই প্রধান উপদেশের স্থল যে নরপতি দ্যূতও মৃগয়াদি ব্যসনকে তুচ্ছজ্ঞান, এবং ধর্ম্মকে মধ্যস্থ রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে সামন্তরাজ্যে ভীত হইতে হয় না। যাঁহার ইন্দ্রিয় শত্রু বলবান্, তাঁহার কোন রূপেই পরিত্রাণ নাই। ইন্দ্রিয় প্রিয়তর মোহে সকলেই অধীর ও অহঙ্কৃত হইয়া থাকে। তুমি যে সামান্য স্ত্রীর জন্য মোহপরবশ হইয়া রাবণকে সবংশে নিহত করিলে, ইহা আমার মতে যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। আর যদিও উহা মহৎকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলেও তোমার পক্ষে তাহা নিন্দনীয় যেহেতু তুমি বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছ। ব্রতপরায়ণ

ব্যক্তির রাক্ষসগণকে বিনাশ করা সাধুবিগর্হিত কার্য্য; ক্রোধকে দূরীভূত করাই সাধুজনোচিত ধর্ম্ম; এবং সেই ধর্ম্ম প্রভাবেই সাধুগণ সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন। তুমি মোহ-প্রযুক্ত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া রাক্ষসকুল ধ্বংস করাতে আশ্রমবাসীদিগেরও দোষস্পর্শ হইয়াছে। তুমি বনবাসব্রত ধারণ করিয়া গ্রাম্য ধর্ম্মানুসারে সামান্য ভার্য্যার জন্য রাবণকে নিহত করাতে, সেই রাবণই কৃতার্থ হইয়াছে। সেই রাবণ অতি নির্ব্বোধ ও ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত; তজ্জন্যই তুমি তাহারে নিহত করিয়াছ। যদি সামর্থ্য থাকে, তবে অদ্য আমার সহিত সমরোদ্যত হও।

হে রাজন্! রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র দূতমুখে সেই লবণোক্ত অতি পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সস্মিতবদনে কহিলেন, হে বার্ত্তাবহ! আমি বেদ-মার্গানুগামী ও স্থিরপ্রকৃতি; দানবের গৌরব রক্ষার্থ এরূপ কুবাক্য বলিয়া আমারে দোষী করা অতি অকর্ত্তব্য। আমি সৎপথাবলম্বী হই বা না হই, এবং রাবণ আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল বলিয়া আমি তাহারে বিনষ্ট করিয়াছি, তাহাতে তাহার আক্রোশ প্রকাশের প্রয়োজন কি? সাধুগণ সৎপথে বর্ত্তমান থাকিয়া কখন এক ব্যক্তির বাক্যমাত্রেই দূষিত হন না। দৈব সর্ব্বদা সৎ ও অসতের সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন। যাহা হউক, তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিলে, এক্ষণ চলিয়া যাও; আর অপেক্ষায় প্রয়োজন নাই। মাদৃশ ব্যক্তিরা কখন আত্মশ্লাঘা পরতন্ত্র নীচপ্রকৃতি ব্যক্তিকে প্রহার করে না, এই আমার অনুজ শত্রু নিহন্তা

ভ্রাতা শত্রুঘ্ন সেই দুর্ম্মতি দৈত্যরাজকে সমরে নিহত করিবেন।

দানবদূত ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত দৈত্যপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সুমিত্রাতনয় শত্রুঘ্ন তথায় উপনীত হইয়া সেই দেশের প্রান্তে শিবির সংস্থাপন করিলেন। এদিকে দূত দানবপতির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে এই সংবাদ দিল। লবণ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই ক্রুদ্ধচিত্তে বন হইতে বহির্গত হইয়া সমরার্থ সমুদ্যত হইল। পরে সেই বীরদ্বয় ধনুর্দ্ধারণ করিয়া ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা উভয়েই পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই সংগ্রামে পরাঙ্মুখ বা বিশ্রান্ত হইলেন না। অনন্তর দানব সৌমিত্রি নিক্ষিপ্ত শর সমূহে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া শূল পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বভূতকর্ষণ দেবদত্ত অঙ্কুশ ধারণ করত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে সেই অঙ্কুশ দ্বারা শত্রুঘ্নের গলদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহারে পুরপ্রবেশের নিমিত্ত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সৌমিত্রি হেমমুষ্টি এক খড়্গ সমুদ্যত করিয়া তাহার অঙ্কুশ ও মস্তক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপে সেই দানব নিহত হইলে, ধীমান্ মিত্রনন্দন শত্রুঘ্ন অস্ত্রাঘাতে সেই মধুবন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তদ্দেশের হিতসাধনার্থ তথায় এক পুরী সংস্থাপন করিলেন; এবং মধুবনের পরিবর্ত্তে ঐ পুরীর নাম মথুরা রাখিলেন। সেই শত্রুঘ্ন সংস্থাপিত পুরী অতি বিস্তৃত এবং প্রাকার ও তোর-

পাদি দ্বারা অতি রমণীয়; তাহাতে বহুসংখ্যক সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম, নগর, প্রাসাদশ্রেণী, উদ্যান, উপবন, বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার সীমা ও নির্ম্মাণকৌশল অতি চমৎকার; সর্ব্বত্রই উচ্ছ্রিত প্রাচীর ও পরিখারূপ মেখলায় পরিব্যাপ্ত; উহা অট্টালিকারূপ কেয়ূর ও সমুন্নত প্রাসাদরূপ কুণ্ডলে সুশোভিত হইয়া, সুসংবৃত দ্বাররূপ মুখমণ্ডলে প্রাঙ্গনভূমিরূপ হাস্য প্রকাশ করিতেছে। যমুনাতীরশোভিনী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ঐ পুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে সমাকীর্ণ; তত্রস্থ বীরপুরুষগণ সকলেই নীরোগ; উহাতে বহু পণ্য সংস্থাপিত রহিয়াছে। রত্ন সঞ্চয় বিষয়ে তাঁহার গর্ব্বের সীমা নাই। তত্রস্থ ক্ষেত্র সকল নানাবিধ শস্য দ্বারা পরিপূর্ণ; তথায় দেবরাজ যথাসময়ে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই স্থানের সমস্ত নরনারীই পরম সুখে অবস্থিতি করিয়া থাকে। সেই পুরীতে ভোজ কুলোদ্বহ রাজা শূরসেন বিষয় নিবিষ্ট হইয়া কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় সদৃশ মহা পরাক্রমশালী সুবিখ্যাত উগ্রসেন তাঁহার পুত্র মহাসুর কালনেমি তারকাময় সংগ্রামে তোমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ঐ উগ্রসেনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক কংস নামে ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশাল নেত্রে ভোজবংশবর্দ্ধন ঐ ভূপতি কংস সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী ও অসৎপথাবলম্বী; ইহাঁরে দর্শন করিলে, কি মহীপাল কি প্রজাগণ সকলেরই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহার বাহ্য ও আন্তরিক প্রকৃতি অতি ভয়ঙ্কর; তজ্জন্য তাঁহার নাম স্মরণমাত্রেই প্রজাগণ রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে। ঐ কংস রাজধর্ম্মে অযত্নশীল;

আত্মীয় লোকের অসুখাস্পদ এবং অতি উগ্র স্বভাব। প্রজাগণের নিকট কর গ্রহণে আসক্ত। আত্মরাজ্যের শুভানুষ্ঠান বিষয়েও তাহার অভিলাষ হয় না। ঐ কংস রাক্ষসের ন্যায় আসুরিকভাবে লোকদিগকে উত্তেজিত করিতেছে। অশ্বের ন্যায় গ্রীবাসম্পন্ন পরাক্রমশালী যে দানব ছিল, সে কংসানুজ তাহার নাম কেশী। সেই কেশরী সদৃশ দুরাত্মা একাকী নিরবগ্রহে নরগণকে ভক্ষণ করিয়া বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছে। কামরূপী বলিতনয় অরিষ্ট নামক মহাসুর ককুদ্মান্ বৃষরূপ পরিগ্রহ করিয়া গো সমূহকে বিনাশ করিতেছে। রিষ্ট নামে যে দিতিতনয় দানবদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই রিষ্ট সংপ্রতি কুঞ্জরত্ব প্রাপ্ত হইয়া মহাসুর কংসের বাহন হইয়াছে। লম্ব নামে যে দৈত্যদানবদিগের মধ্যে অতি নিদারুণ বলিয়া বিখ্যাত ছিল, সেই লম্ব এক্ষণে প্রলম্ব নামে অবতীর্ণ হইয়া ভাণ্ডীরবট আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। খর দানব এক্ষণে ধেনুক নাম গ্রহণ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর তাল বনে অবস্থান পূর্ব্বক প্রজাগণকে উৎসাদিত করত বিচরণ করিতেছে। বরাহ ও কিশোরনামক দানবদ্বয় এক্ষণে মল্ল ও রঙ্গগত হইয়া আছে। ময় ও তারক নামে অসুরদ্বয় সম্প্রতি চাণূর ও মষ্টিক নাম ধারণ পূর্ব্বক ভূলোকস্থ নরকাসুরের প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরে মল্লবেশে অবস্থিতি করিতেছে।

হে বিভো! তোমাকর্ত্তৃক বিনিহত দানবগণ এইরূপে ভূমিতলে মানুষী তনু ধারণ করিয়া মনুষ্যদিগকে উদ্বেজিত করিতেছে। হে কেশব! তুমি প্রসন্ন হও, তুমি প্রসন্ন না

হইলে তাহারা কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না। তাহারা স্বর্গ, পৃথিবী ও সাগরমধ্যে তোমা ব্যতিরেকে কাহারও নিকট ভীত হয় না। তুমি যে সকল দুর্বৃত্তকে নিহত করিয়াছ, তোমা ভিন্ন তাহাদের সংহার বিষয়ে উপায়ান্তর নাই। কিন্তু যাহারা স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে, মেদিনীই তাহাদিগের একমাত্র গতি। যে দুরাত্মাগণ মেদিনী মধ্যে নিহত হয়, তাহাদিগের স্বর্গগতি নিয়মিত হইলেও, তুমি প্রসন্ন না হইলে কখনই তাহাদিগের স্বর্গলাভ হয় না অতএব দানবদিগের বিনাশার্থ তুমি স্বয়ং ভূতলে আবির্ভূত হও। তোমার মূর্ত্তি অব্যক্ত; দেবতারাও বিষ্ণুরূপাদি ভিন্ন তোমারে ব্রহ্মরূপে অবলোকন করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা তোমার প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান নানাবিধ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছেন। হে শ্রীধর! এক্ষণে তুমিও অবতীর্ণ হও; নচেৎ কংস কখন ধ্বংস হইবে না এবং এই পৃথিবীরও কার্য্য সাধন হইবে না। ভারতবর্ষের গুরুতর কার্য্যভার তোমাতে অর্পিত রহিয়াছে। তুমি ভারতবর্ষের চক্ষু ও আশ্রয় স্বরূপ। অতএব হে হৃষীকেশ! তুমি ভারতে গমন করিয়া সেই দুরাত্মা দানবগণকে বিনষ্ট কর।

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দেবাদিদেব ভগবান্ মধুসূদন নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সস্মিতবদনে কহিলেন, হে নারদ! তুমি ত্রৈলোক্যের হিতসাধনার্থ যাহা আমারে কহিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। দানবেরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে যে বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছে, তৎসমস্ত আমার অবিদিত নাই। কংস উগ্রসেন সুত, কেশী তুরগ, কুবলয়াপীড় নাগ, চাণূর ও মুষ্টিক মল্ল ও অরিষ্ট বৃষভরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন মহাসুর খর, প্রলম্ব, বলিদুহিতা পূতনা এবং বৈনতেয় ভয় হেতু যমুনা হ্রদে প্রবিষ্ট মহাসুর কালিয় ইহাদের বিষয়ও আমি পরিজ্ঞাত আছি। মহারাজ জরাসন্ধ সকল ভূপতি অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। নরকাসুর প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগরে এবং গুহোপম পরাক্রমশালী মহাসুর বাণ শোণিতপুরে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঐ বাণাসুর বর্ধ্যাভিমানী ও অতি দর্পশীল, উহারে দেবগণও পরাজয় করিতে পারেন না। হে দেবর্ষে! পৃথিবীর ভারাবতরণ যে আমারই কার্য্য ইহা আমি সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত আছি। অতএব এক্ষণে কি প্রকারে সেই কংসাদি ভূপালগণ বিনষ্ট এবং

দেবগণ কিরূপে সম্মান প্রাপ্ত হইবে, আমি তাহাই চিন্তা করিতেছি। কংসাদি অসুরগণ যেরূপে নিহত হয়, আমি স্বয়ং মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে সেই রূপেই নিহত করিব। আমি যোগবলে তাহাদিগের মায়া নাশ করিব। দেব, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ আমার আদেশক্রমে জগতের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা আমি পূর্ব্বেই অবধারিত করিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি কিরূপ বেশ ধারণ এবং কোন্ স্থানে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিহত করিব, সেই সমস্ত এক্ষণে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা আমারে নিরূপিত করিয়া দিন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারায়ণ! পৃথিবীতে তুমি যাহারে জনক জননী রূপে প্রাপ্ত হইবে, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দুরাত্মা দৈত্যগণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক আপনার বংশ বিস্তার করত স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। আমি তাহার উপায় বিধান করিতেছি, শ্রবণ কর। মহাত্মা বরুণের যজ্ঞা-নুষ্ঠানার্থ কতকগুলি দুগ্ধবতী কামধেনু ছিল। ভগবান্ কশ্যপ সেই ধেনুগুলিকে অপহরণ করিয়া আপনার গৃহে গমন করিলেন। তখন তাঁহার ভার্য্যা অদিতি ও সুরভি কোন ক্রমেই সেই ধেনুগুলি পুনরায় বরুণকে প্রত্যর্পণ করিতে অভিলাষী হইলেন না। তদনন্তর বরুণ একদা আমার সন্নি-ধানে সমাগত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগ-বন্! গুরু কশ্যপ আমার যজ্ঞিয় ধেনুগুলি অপহরণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কার্য্য সকল সুসম্পন্ন হইলেও আমারে সেই যজ্ঞিয় ধেনু সমুদায় প্রত্যর্পণ করিতেছেন না।

এবং তাঁহার সেই দুই ভার্য্যাকেও ধেনু প্রদানে অনুমতি করিতেছেন না। আমার সেই কামদুঘা দিব্য গো সমুদায় স্বীয় তেজে সুরক্ষিত হইয়া সমুদায় সাগরে বিচরণ করে,তাহাদিগের দুগ্ধ অক্ষয় ও অমৃততুল্য। কশ্যপ ভিন্ন আর কেহই আমাদিগের সেই গো সমুদয়কে ধর্ষণ করিতে সমর্থ নহে। হে প্রভো! তুমিই আমাদিগের পরম গতি। প্রভু; গুরু অথবা ইতর ব্যক্তি যে কেহ যৎ কর্ত্তৃক ব্যথিত হয়, তুমিই তাহার শাসন করিয়া থাক। যদি বিপরীত কার্য্যে অনুরক্ত প্রভুদিগের দণ্ড বিহিত না হয়, তাহা হইলে লোকমর্য্যাদা রক্ষিত হয় না, হে লোকনাথ! যে কোন ঘটনা উপস্থিত হউক, কর্ত্তব্য বিষয়ে তুমিই প্রভু। তুমি আমার ধেনুগুলি প্রদান প্রদান কর। সেই ধেনুগুলি আমার আত্মা হইতে অভিন্ন, তোমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ লোক সমুদায়ের অব্যয় সত্ত্ব এবং গো ব্রাহ্মণের একমাত্র শরণ স্থান। অতএব সেই ধেনুগুলির পরিত্রাণ করা তোমার বিহিতকার্য্য। তাহারা পরিত্রাত হইয়া অন্যান্য গো এবং ব্রাহ্মণগণকে পরিত্রাণ করিবে সুতরাং গো ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ হইলে জগৎও পরিত্রাত হইবে।

অম্বুপতি বরুণ কর্ত্তৃক আমি এইরূপ অভিহিত হইয়া কশ্যপকে এই শাপ প্রদান করিয়াছি যে তিনি যে অংশ দ্বারা ধেনুগুলি অপহরণ করিয়াছেন, সেই অংশে জগতীতলে গমন করিয়া গোপভাব প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহার সুরভি ও অদিতি নামক দুই ভার্য্যাকেও তাঁহার সহিত গমন করিতে হইবে। এইরূপে কশ্যপ গোপভাব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে

সেই ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত বিহার করিবেন। এই অভিশাপ প্রদানের পর ভগবান্ কশ্যপের অংশে বসুদেবনামে বিখ্যাত এক মহাত্মা ভূতলে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক গো সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। মথুরার অতিদূরে যে গোবর্দ্ধনগিরি বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি সেই স্থানেই কংসের করদ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। কশ্যপের সুরভি ও অদিতি নামক যে দুই পত্নী ছিলেন তাঁহারাও ভূমিতলে অবতরণ পূর্ব্বক দেবকী ও রোহিণী নামে বিখ্যাত হইয়া সেই ধীমান্ বসুদেবের ভার্য্যারূপে অবস্থান করিতেছেন। তুমি লোকহিতার্থ তথায় অবতীর্ণ হও। দেবগণ সকলেই জয়োচ্চারণ ও আশীর্ব্বচন প্রয়োগ দ্বারা সেই বসুদেবের ভার্য্যাদ্বয়কে বর্দ্ধিত করিতেছেন, অতএব তুমি স্বয়ং মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া দেবকী ও রোহিণীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পরম প্রীতি উৎপাদন কর। পূর্ব্বে তুমি যেমন ত্রিবিক্রমরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে এক্ষণেও সেইরূপে অবতীর্ণ হইয়া শৈশবকালে গোপালবেশে আত্মদেহ বর্দ্ধন পূর্ব্বক গোপরূপা মায়াপ্রভাবে আপনাকে সমাচ্ছন্ন করত অসংখ্য গোপকন্যার সহিত বিহার করিতে প্রবৃত্ত হও। যখন তুমি গোরক্ষণ সময়ে অরণ্যে ধাবমান হইবে তখন লোক সমুদায় তোমার বনমালা পরিক্ষিপ্ত কলেবর সন্দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবে। হে পদ্মপলাশাক্ষ। তুমি গোপ পল্লীতে বালভাব প্রাপ্ত হইলে লোকও বালক প্রায় হইবে এবং তোমার ভক্ত গোপগণও তোমার চিত্ত বশানুগ হইয়া নিরন্তর তোমার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে। অরণ্যে